সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ, প্রথম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.।

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

ষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা।
১।	শব্দসমালোচনা	শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য্য	১
২।	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	শ্রীললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	৩৬
৩।	কবিবল্লভের রসকদম্ব	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৩৮
৪।	তমলুক ...	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ	৫০
৫।	গোলোক সংহিতা "	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৫৫
৬।	মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৫৯
৭।	কার্য্যবিবরণী		

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্ ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৸৹ বার আনা।

১৩০৯ সাল।

১৩০৯ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি।

(১৩০৯ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশন নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই ই সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, সহকারী সভাপতি।

„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—সহকারী সভাপতি।

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ সম্পাদক।

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক।

„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ „ „

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, পত্রিকা সম্পাদক।

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল, ধনরক্ষক।

„ বাণীনাথ নন্দী—গ্রন্থরক্ষক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।

„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্।

„ রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

„ চারুচন্দ্র ঘোষ।

„ রমণীমোহন মল্লিক।

„ এস্, কে, এম্, মহম্মদ রওশনআলী।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি, এ।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু।

„ গোবিন্দলাল দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

১৩০৮ সালের কার্য্যবিবরণীর অবশিষ্টাংশ পরের সংখ্যার সহিত বাহির হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৯

মূল্য ১॥০ টাকা।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	কবিবল্লভের রস কদম্ব	...	...	৩৮
২।	কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ	...	...	৬৫
৩।	গোলোক সংহিতা	...	...	৫৫
৪।	গ্রাম্য-শব্দ-সংগ্রহ	...	...	১২০
৫।	চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া	...	...	৭৬
৬।	জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'	...	...	৯১
৭।	তমলুক	...	...	৫০
৮।	পুঁথির বিবরণ	...	...	১২৫
৯।	বাঙ্গালা কর্ম্মকারক	...	...	৩৬
১০।	ব্রত বিবরণ	...	...	১০৭
১১।	মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী	...	...	৫৯
১২।	শব্দ সমালোচনা	...	...	১
১৩।	কার্য্য বিবরণ			

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শব্দসমালোচনা।

শাদী (পার্সী)=আনন্দ। সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে বিবাহের ন্যায় আনন্দজনক কাজ আর কিছুই নাই, এই জন্য শাদী অর্থে বিবাহ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিবাহবাচক প্রকৃত পার্সী শব্দ নিকাহ্। বাঙ্গালীরা যে মুসলমান বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহকে নিকা বলেন, আর প্রথম বিবাহকে নিকা বলেন না, তাহা অন্যায়।

সাবাস (পার্সী)=শাবাশ=শাদ+বাশ=খুস রহো=সুখে থাক। বাশ অর্থে থাকা।' শাদ+বাশ পুনঃপুনঃ ব্যবহারের জন্য শাবাশ হইয়াছে। অতএব শাবাশ প্রশংসাবাচক বা আশীর্ব্বাদবাচক সম্বোধন।

তুলকালাম। তূল (আরবী)=লম্বা, কালাম (আরবী)=বাক্য। "তোমরা যে ভারী তুলকালাম লাগিয়েছ"=তোমরা ভারী দীর্ঘ বাক্য কহিতেছ অর্থাৎ ঝগড়া করিতেছ। কারণ কথা বাড়ার নামই ঝগড়া, শাস্ত্রে লেখে।

কলম (আরবী)=লেখনী।

দোত (আরবী)=দোয়াত=দাওয়াত=মস্যাধার।

দাওয়া (আরবী)=দাবী=claim=অধিকারখ্যাপন।

শর্ত্ত (পার্সী)=condition=নিয়ম।

সাবেক=সাবেকা (পার্সী)=পূর্ব্বতন।

বাকী, বকেয়া (আরবী)=অবশিষ্ট।

বেবাক (আরবী)=বাকী না রাখা=নিঃশেষ করিয়া দেনা পরিশোধ।

চশম্ (পার্সী)=চক্ষু।

চশম্‌খোর (পার্সী)=চোখখেকো অর্থাৎ যাহার চক্ষুলজ্জা নাই; কৃপণ বা নিষ্ঠুর।

চুগল (আরবী)=একের কথা অন্যকে লাগান=চুগলী (বাঙ্গালা)।

হারাম (আরবী)। যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ তাহাকে হারাম কহে, আর যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাকে হালাল বলে। এই জন্য মুসলমানের নিকট জবায়ের মাংস হালাল এবং বলিদানের মাংস হারাম। পুরুষ বা স্ত্রীর পক্ষে আপন পত্নী বা পতিকে উল্লঙ্ঘন

করিয়া চলা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ, সুতরাং উহাও হারাম। এইরূপে উৎপন্ন পুত্রকে হারামজাদা বলে। অতএব হারামজাদা=বেজন্মা।

জাদা (পার্সী)=জাত=পুত্র।

শাহ্‌জাদা=রাজপুত্র। শাহ্=রাজা। শা বা শাহ্ রাজার উপাধি হইতে পারে। ফকিরেরাও এই উপাধি গ্রহণ করেন; কারণ ফকীরও রাজার ন্যায় প্রশান্তহৃদয়। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য আছে। উদাহরণ, অমানি শা=অমানি নামক ফকীর। কেহ যেন অমাবস্যার রাত্রি বলিয়া মনে না করেন।

আয়না=কাচ=আরশি।

নজর (আরবী)=দৃষ্টি। 'নজর দিওনা বাপু'।

নাজীর (আরবী)=যে ব্যক্তি দৃষ্টি রাখে=তত্ত্বাবধায়ক।

মঞ্জুর (আরবী)=নজর প্রাপ্ত অর্থাৎ যাহা মানিয়া লওয়া গিয়াছে। 'আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম'।

মানে=অর্থ। "তোমার কথার মানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

মানা=নিষেধ। "মন যে আমার মানে না মানা"।

নিমকহারাম—নিমক্=লবণ। আরব দেশে লবণ অতি দুষ্প্রাপ্য; অতএব যাহাকে লবণ দ্বারা সৎকার করা যায়, সে ব্যক্তির বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 'নুন খাইলেই গুণ মানিতে হইবে'। নুন খাইয়া যে ব্যক্তি গুণ না মানে, সে ব্যক্তি নিমকহারাম। সাধারণতঃ সমস্ত অকৃতজ্ঞ লোককেই নিমকহারাম বলা চলে।

শামিল—আরবী শুমুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ মিলিত হওয়া।

দখল (আরবী)=অধিকার।

দাদ (পার্সী)=বিচার। "আহা তুমি দাদ তুল্‌তে পারলে না" ইহার অর্থ এই যে ও ব্যক্তি তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিলে না, তাহা হইলেই ঠিক বিচার হইত।

আমাদের দেশে দাদরসী শব্দ প্রচলিত আছে; ইহার অর্থ কোন বিবাদ বিচারকের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া ক্ষতিপূরণাদি গ্রহণ।

বাগদাদ—বাগ (আরবী)=বাগান; দাদ (পার্সী)=বিচার। পারস্যের বাদশাহ নৌসেরোঁয়া তাঁহার রাজধানী মদাএন্ নগর হইতে পনর মাইল উত্তরে টাইগ্রীস্ নদী তীরে একটী উদ্যানে বসিয়া সচরাচর মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন; এইজন্য ঐ স্থানের নাম বাগদাদ হয়। যে বংশে নৌসেরোঁয়ার অভ্যুদয় হয়, সে বংশকে সাসানীয় বংশ কহে। নৌসেরোঁয়ার পরে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই অগ্ন্যুপাসক সাসানীয় বংশ পারস্যে প্রবলপ্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। সেই সময়ে বাগদাদ একটী পল্লীগ্রাম মাত্র ছিল। পরে মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পারস্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। মুসলমান খলিফাদিগের রাজধানী

যথাক্রমে মদিনা, কুফা এবং দামস্কস্। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আব্বাস সাফার পুত্র আলমন্‌সুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন। আলমনসুরের দুই পুরুষ পরেই সুবিখ্যাত হারুণ অল রসিদের আবির্ভাব হয়। ইঁহার সময়ে বাগদাদের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সহর পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না।

ন্যায়=নল। হুঁকার নলকে হিন্দুস্থানীরা ন্যয় বলে। সাসানীয় বংশে নৌসেবেঁয়ার পূর্ব্বে শাপুর নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি খোরাসানে নলবন কাটিয়া একটী সহর বসান, সেটীর নাম 'নৈশাপুর'। সেটি ক্রমে নিশাপুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দু অর্থে পারস্য ভাষায় সিন্ধুনদীর পরপারবর্ত্তী দেশ। তদ্দেশবাসীকেও উহারা হিন্দু কহিত। আরবীয়েরা সিন্ধ্ ও হিন্দ্ দুইটী দেশের উল্লেখ করেন। "তারিখি সিন্ধ্ ও হিন্দ্"=সিন্ধু ও হিন্দু দেশের ইতিহাস। বাগদাদের খলিফাদিগের সময়ের একখানি আতলাস পাওয়া যায়, তাহাতেও সিন্ধ্ ও হিন্দ্ ভিন্ন।

পঞ্জাবকে পারস্য এবং আরবের লোকেরা একটী স্বতন্ত্র দেশ মনে করিত। উহাদের মতে পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থান, এইজন্য শতদ্রুর তীরে একটী নগরকে উহারা সর্‌হিন্দ বলিত। সর্=মস্তক=শ্রেষ্ঠ।

সরাব (পার্সী)। সর্=শ্রেষ্ঠ, আব=জল=পানীয়। পারস্যের পেসদাদ বংশীয় রাজা জমসেদ্ খৃষ্টের কত পূর্ব্বে যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রজা সকলের কেন মৃত্যু হয়, কেন তাহারা চিরকাল বাঁচে না, এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া এক পর্ব্বতের উপর তপশ্চরণার্থ গমন করেন এবং কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বহুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে ঈশ্বর তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। তিনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু না থাকে। ঈশ্বর তাহাই স্বীকার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কালক্রমে মৃত্যু না হওয়াতে রাজ্যে এত প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে আর লোক ধরে না এবং আহার্য্য বস্তুর অভাবে ভয়ানক ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন জমসেদ পর্ব্বতোপরি পুনরারোহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই নিবেদন করিলেন "প্রভো তোমার যাহা ব্যবস্থা, তাহাই ঠিক। মনুষ্যের তাহা ব্যতিক্রম করিতে যাওয়া ভ্রান্তি। অতএব যাহা ছিল তাহাই হউক অর্থাৎ মৃত্যু হউক।" তাহাই হইল।

তপস্যা প্রভাবে জমসেদ্ অনেকগুলি বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে অহঙ্কার হইতে লাগিল। তিনি আপনাকেই ঈশ্বর মনে করিতে লাগিলেন। এই অহঙ্কারের ফলেই তিনি জোহাকের নিকট পরাজিত হন। তিনি এক অন্ধের চক্ষু আরোগ্য করিবার জন্য হস্ত বুলাইয়া দেখিলেন চক্ষু খুলিল না। পুনরায় হস্ত বুলাইলেন; তথাপি খুলিল না। তৃতীয় বার বুলাইলেন; তাহাতেও খুলিল না। তখন জমসেদ বুঝিলেন যে তাঁহার বিভূতি সকল গত হইয়াছে এবং তিনি পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। জমসেদ্ পুনরায়

তপশ্চরণ দ্বারা অনুতাপের দ্বারা নষ্ট বিভূতির অনেকটা পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরিদুঁ কর্ত্তৃক জোহাক-কবলিত রাজ্য পুনর্লব্ধ হইয়াছিল।

এই জমসেদের অন্তঃপুরচারিণী কোন পরিচারিকা এক সময়ে শিরোরোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল এবং কোনরূপেই আরোগ্য হইতেছে না দেখিয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া বিষের অন্বেষণ করিতেছিল। পারস্য দেশে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহা অতি স্বাদু ও সুমিষ্ট। জমসেদের গৃহে সে সময় অনেক আঙ্গুর আসিয়া জমে এবং বহুসংখ্যক অব্যবহৃত অতিরিক্ত আঙ্গুর এক পাত্রের মধ্যে পচিতে থাকে। পরিচারিকা ঐ পাত্র হইতে নির্গত দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া ভাবিল যে এ পাপ বস্তু নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া থাকিবে; অতএব ইহা পান করিয়া মরিতে পারি। এই ভাবিয়া প্রচুর পরিমাণে উক্ত পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারস পান করিল। কিন্তু মরণ না হইয়া ইহাতে এক অপূর্ব্ব ফল ফলিল। উক্ত দাসী বিগতক্লেশ হইয়া মহাহর্ষযুক্ত হইল এবং উৎসাহে তাহার মুখে ফুল্লকমলবৎ শ্রী আবির্ভূত হইল। অল্পদিনের মধ্যে সকলেই তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য যুক্ত হইল। তৎকালে জমসেদের রাজ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। উক্ত নারী যুদ্ধে মিলিত হইবার জন্য প্রমত্ত হইয়া উঠিল। জমসেদ্ এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দাসীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিয়া পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারসভাণ্ড দেখাইয়া দিল। জমসেদ্ ঐ রসের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য আর একজনকে উহা খানিকটা পান করাইলেন। তাহারও মুখ ফুল্লারবিন্দশ্রী ধারণ করিল। পরে রাজা আপনার সভাসদবর্গকে উহা পান করাইলেন। তাঁহারাও উহা পান করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইলেন। সেই অবধি জমসেদ মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া দ্রাক্ষারসের জশন (খুসির মজলিস্) করিতেন। ইহাই জশনে জমসেদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত যেখানে পৃথিবীর কক্ষার সম্পাত হইয়াছে, সে স্থানটীকে বিষুববিন্দু বা ক্রান্তিপাত বলে। দক্ষিণায়ন সময়ে সূর্য্য এই বিষুববিন্দুতে অবস্থিত হন; সেই সময় হইতেই নূতন বৎসর ধরা হয়। বোম্বাইয়ের পার্সীরা ইহাকে পপেতি কহে এবং পারস্যভাষায় ইহাকে নরোজ কহে। এখনও বোম্বাইয়ের পার্সীরা নরোজের সময় হইতে পাঁচ সাত দিন ধরিয়া পূর্ব্বকথিত 'জমসেদী জশন' করিয়া থাকেন। এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান চলে। অগ্নিমন্দিরে উপাসনা করাও এ সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। পারস্যের মুসলমান পারসীকেরাও এই 'নরোজে জমসেদ" অর্থাৎ জমসেদের নরোজ খুব আনন্দের সহিত অতিবাহিত করেন। দিল্লীর বাদসাহেরাও এই উপলক্ষে জশন্ করিতেন।

জমসেদের সময় পর্য্যুষিত দ্রাক্ষারসের যে আশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া উহার নাম রাখা হইয়াছিল 'সরাব'=শ্রেষ্ঠ পানীয়। কালক্রমে সেই শ্রেষ্ঠ পানীয় অপব্যবহারে একটী অনিষ্টকর পানীয় পদার্থের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। যে সরাব পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে সকলে পান করিত, তাহা এক্ষণে গোপনে পেয় হইয়াছে। সরাব শব্দের লজ্জাকরত্ব প্রকটীকৃত হওয়াতে পারস্য দেশের অনেক ভদ্র পারসীক 'সরাব' ব্যবহার না করিয়া

'আরক' শব্দ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। কালক্রমে ঐ আরক শব্দেও লজ্জাকরত্ব আসিয়া জুটিবে। কারণ যে পদার্থের অস্তিত্বে মজ্জাতে লজ্জাকরত্ব, শুধু নাম বদলাইয়া কত দিন তাহাকে সাধু আবরণে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে!

জমসেদের বাঁদী হইতেই সরাবের প্রচলন; পারস্যের পারসীক ও পারস্যশিক্ষিত ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণও এ গল্প বলিয়া থাকেন।

পঞ্জাব। পঞ্জ=পাঁচ, আব (পারসা)=জল। পাঁচটী নদীবিশিষ্ট দেশ পঞ্জাব নামে খ্যাত।

হিন্দুকুশ। যে পর্ব্বতে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে অনেক হিন্দু মারা গিয়াছিল, তাহাকে হিন্দুকুশ বলে; কারণ কুশ্‌তন (পারসী) ধাতুর অর্থ বধ করা।

কোহিনুর। কোহ্‌=পর্ব্বত, নুব=জ্যোতি। কোহিনূর নামে বিখ্যাত হীরক খণ্ডের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন।

সুরত (পার্সী)=দৃশ্য=মুখ। খুব=ভাল। খুবসুবত=সুমুখ।

হাল=অবস্থা।

সুরতহাল। অবস্থার আকার। আমাদের দেশে পুলিশে চুরি প্রভৃতি ঘটনায় গৃহস্থের বাটীতে সুরতহাল করিতে আইসে। আমরা বলিয়া থাকি সুবথাল আসিয়াছে। বাস্তবিক ইহাতে থাল, বাটী বা গেলাস কিছুই নাই।

খানা (পার্সী)=ঘর, যথা—বৈঠকখানা, তয়খানা, মুসাফীরখানা।

তলাস (পার্সী)=অনুসন্ধান।

খানাতল্লাসী=ঘরেব অনুসন্ধান।

উষ্‌ত্র—জেন্দ এবং পহ্লবী ভাষায় উষ্ট্রের নাম। আরবী ভাষায় উষ্ট্রের নাম সুতর।

জরথুষ্‌ত্র=বর্ষীয়ান্ উষ্ট্র; কারণ জরথ্‌ অর্থে বৃদ্ধ। এই জরথুষ্‌ত্রই ইউবোপীয়গণকর্ত্তৃক জোরায়াষ্টর বলিয়া অভিহিত। ইনি অগ্ন্যুপাসক প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রাচীন পারসীদিগের নামেব সহিত উষ্ট্র এবং অশ্ব প্রায়ই সংযুক্ত থাকিত; যথা—জমাস্প, গুস্তাস্প ইত্যাদি। সংস্কৃতেও দেখি যুবনাশ্ব, কৃশাশ্ব ইত্যাদি।

দস্তানা (পার্সী)=হস্তাবরক বস্ত্র; দস্ত=হস্ত।

বেওয়া (পার্সী)=বিধবা।

বেগম (তুর্কী)=বড় লোকের স্ত্রী=বিবি।

বানু (পার্সী)=বিবি। পারস্যের সাসানীয় বংশের শেষ রাজা ইজ্‌দিগার্দ্দের এক কন্যার নাম শহরবানু। মুসলমান কর্ত্তৃক পারস্যবিজয়ের সময়ে এই কন্যা বিজেতাদিগের হস্তগত হয়। পরে মহম্মদের দৌহিত্র হুসেনের সহিত ইহার পরিণয় হয়। হুসেনের বংশধরগণ সৈয়দ নামে বিখ্যাত। অতএব দেখিতে হইবে যে সৈয়দের শরীরে পয়গম্বরের রক্তও আছে

এবং প্রাচীন পারস্য রাজবংশেরও রক্ত আছে। মুসলমানেরা স্ত্রীলোকের নামের সহিত বানু শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা দুনিয়াবানু, মাহ্‌বানু, খাতুনবানু প্রভৃতি। জাদী (=পুত্রী) শব্দেরও ব্যবহার হয় যথা—শহরজাদী, দুনিয়াজাদী প্রভৃতি। দুখ্‌তর (=দুহিতৃ) শব্দও বসান হয়, যথা তুরান-দোখ্‌ত, আজিম-দোখ্‌ত ইত্যাদি।

জানু (পার্সী)=জানু। মামুদ গজনবী কবি ফির্দ্দোসীকে শাহনামা গ্রন্থ প্রণয়নের পুরস্কার স্বরূপ ষাটি হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিব অঙ্গীকার করিয়া মন্ত্রীদিগের কুবুদ্ধিতে চালিত হইয়া ষাটি হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠাইয়া দিলে কবি মামুদের তিরস্কার স্বরূপ যে কবিতা লিখেন, তাহার প্রথমেই এই কথাটী আছে :—"আগর মাদর শাহবানু বুদে; মরা সীম ও জর তা বজানু বুদে" অর্থাৎ যদি তোমার মা বাদশাহের বিবি হইতেন, তাহা হইলে রৌপ্য এবং স্বর্ণ আমার জানু পর্য্যন্ত হইত। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহা হইলে তুমি দাতা হইতে পারিতে। সবক্তগীন বাদশাহের পুত্র ছিলেন না।

জর=সোণা। অতএব জরী মানে সোণালী কাজ করা বস্ত্র।

সবুর=সবর্ (আরবী)=ধৈর্য্য। "সবর্ তল্‌খস্ত্‌ ও লেকিন বরে শীরীঁ দারদ" অর্থাৎ ধৈর্য্য প্রথমে কটু বটে, কিন্তু ইহার ফল মিষ্ট। শীরীঁ=মিষ্ট, ও=এবং। বাঙ্গালায় এই 'ও' বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

রোজ (পার্সী)=দিন। দো=দুই। সে=তিন; যথা সেতার=তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র।

"আঙ্গুর নও আয়োর্দা তুর্শ্‌ তাম বুয়দ
রোজে দো সে সবর্ কুন্ শীরীঁ গর্দদ্"

ইহার অর্থ এই নূতন আনীত আঙুর অম্লাস্বাদযুক্ত হয়। দু তিন দিন ধৈর্য্যধারণ কর, পরম মিষ্ট হইবে। প্রণয়ের প্রথম ব্যাপারে সচরাচর এই কবিতাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামান (পার্সী)=ধনুক। এখন আমরা কামান তোপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি। বোধ হয় cannon শব্দ হইতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কটাক্ষে কামান হানে' আমাদের কবিরা সচরাচর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ভ্রূকে ধনুক এবং অপাঙ্গদৃষ্টিকে তীরের সহিত উপমিত করা হইয়া থাকে।

চারা (পার্সী)=উপায়। "কি করিব, কোন চারা নাই"।

বেচারা=নিরুপায়, সুতরাং গরীব ভালমানুষ।

মর্জ্জী (আরবী)=যাহা পছন্দ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে ইচ্ছা। "তোমার মর্জ্জী"= তোমার ইচ্ছা।

মজা (পার্সী)=আস্বাদন। সুস্বাদু জিনিষ আহার করিবার সময় আনন্দ উৎপন্ন হয়; অতএব মজা=আনন্দ।

মজেদার=যাহাতে মজা পাওয়া যায়। দার শব্দ দাস্তন ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ রাখা বা ধারণ করা; যথা জমীদার, জমাদার, খরিদদার ইত্যাদি।

খরিদ (যাবনিক)=ক্রয়।

দেমাগ (আরবী)=মস্তিষ্ক। বড় দেমাগের লোক=বড় মস্তিষ্কের লোক। বাড়াবাড়ি লইলে দেমাগে অহঙ্কার অর্থ আসিয়া পড়ে।

মাফ—আরবী ওফু (=ক্ষমা) হইতে উৎপন্ন।

আক্কেল=আক্ল্ (আ·বী)=বুদ্ধি, বিবেচনা।

মাল (আরবী)=দৌলত, ধনসম্পত্তি।

সাল (পার্সী)=বৎসর।

মস্নদ্ (আরবী)—সনদ্=আশ্রয়। যাহা দ্বারা support বা ঠেস্ হয়, তাহা মস্নদ=তাকিয়া বা বালিশ। কিন্তু গদী অর্থেও ইহার ব্যবহার পার্সীতে ও উর্দ্দুতে আছে। রাজপুতেরা মস্নদকে মসুন্দ কহে। উহার অর্থ কেবল তাকিয়া।

সনদ=support=প্রমাণস্বরূপ বস্তু। "তোমার কি সনদ আছে"=(testimonial) বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্রাদি সম্বন্ধীয় নিদর্শন আছে।

গালিচা (আরবী)। কালী=বিছানা বিশেষ। কালীচা=গালীচা। কাফ অক্ষরের পরিবর্ত্তে গায়েন অক্ষর ব্যবহার হয়; ইহাতে অর্থ পরিবর্ত্তন হয় না। 'চা' ক্ষুদ্রত্ববাচক (diminutive)

বাগীচা=ছোট বাগ=ছোট বাগান,

চাদর (পার্সী)। জামা (পার্সী)। উভয়েরই অর্থ বস্ত্র।

দানা (পার্সী) =বীজ বা গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু। বাঙ্গালায় পোস্ত দানা, সোণার দানা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অপিচ পার্সীতে দানা অর্থে পণ্ডিত, 'লোকটার দানাই আছে অনেক" অর্থাৎ উহার জানা অনেক।

দোপাট্টা (হিন্দী)। পূর্ব্বে এ দেশে পরিধান বস্ত্র অপ্রসর হওয়াতে গায়ে দেওয়ার কাপড় দুই পাট্টা লইয়া তৈয়ার হইত। এখন একপাট্টাকেও কেবল গাত্রবস্ত্র বলিয়া দোপাট্টা বলা চলিয়া গিয়াছে।

পাগড়ি। (হিন্দী) পাগ=শিরস্ত্রাণ; ড়ি=diminutive (ক্ষুদ্রত্ববাচক)। "মাথায় পগ্গ বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্চে"।

জুন্নার। (আরবী)=সুতা। খৃষ্টানদের গলায় ক্রস্ ঝুলান যে সুতা থাকে এবং প্রাচীন পার্সীদের কোমরে যে ঘুন্সী থাকে, তাহাকে আরবীয়েরা জুন্নার বলে। বোধ হয় উহা হইতেই পার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় ব্রাহ্মণের পৈতার নামও জুন্নার বা জেনেউ। কিন্তু অগ্ন্যুপাসক পার্সীরা আপনাদের কোমরের সুতাকে জুন্নার বলেন না, কস্তী বলেন। শুধু যে পার্সীর পুরোহিতদিগেরই ঐ চিহ্ন আছে, তাহা নহে; সমস্ত প্রাচীনধর্ম্মা পার্সীদিগেরই ঐ চিহ্ন। পুরোহিতদিগকে শ্বেতবস্ত্রধারণ ও টুপির প্রভেদে চেনা যায়।

মুকাবিল—আরবী কব্ল হইতে। কব্ল=সম্মুখীন হওয়া, সমকক্ষ হওয়া,

প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে "মোকাবেলা করাইয়া দিল"=সম্মুখীন হইয়া বুঝাইয়া দিল।

কবুল (আরবী)=মানিয়া লওয়া।

সবুজ (পার্সী) =হরিৎবর্ণ। এই জন্য শাক পাতাড়িকেও সব্জী বলে। বঙ্গদেশে শাক সব্জী চলন।

বুজরুগী =(পার্সী) বুজরুগ (=পূর্ব্ব পুরুষ) শব্দ হইতে। অর্থ বদলাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধ, বিদ্বান্, গুণবান্ প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অতীত বিষয়কে বাঙ্গালীরা বুজরুগী বলে।

আজগবী বোধ হয় আরবী আজব্ (=আশ্চর্য্য) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আজনব শব্দ হিন্দুস্থানে চলিত, ইহারও অর্থ কোন অপূর্ব্ব বস্তু। কি হইতে কি হইল, বলিতে পারি না।

কবজা (আর্বী)=দখল। কব্জা করা=দখল করা।

খরচ আবরী খরজ শব্দ হইতেউৎপন্ন। ইহা হইতেই খারিজ। অর্থাৎ যাহা পরিত্যক্ত।

কর্জ্জ=(আববী) কর্জ্=ধার লওয়া হইতে উৎপন্ন।

খোদা=(পার্সী) খুদা=ঈশ্বর।

জুদা (পার্সী)=ভিন্ন।

মরদানে খুদা ন খুদা বাসন্দ।
লেকিন জ্ খুদা ন জুদা বাসন্দ।

ঈশ্বর সমাহিত মানুষ ঈশ্বর নহেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহেন।

কদর (আরবী)=সম্মান, আদর।

শামিয়ানা। পার্সী শাম অর্থে সায়ং। যাহা ছাইয়া দিলে সায়ংকালীন ভাবের উদয় হয়, তাহাকে শামিয়ানা বলে। এই জন্য চাঁদোয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

রোখ বাঙ্গালাতে রাগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানে রুক্না অর্থে বাধা দেওয়া। যদি কোন দুষ্ট লোক দৌরাত্ম্য করে তাহার সম্বন্ধে উসে রুকো অর্থাৎ উহাকে বাধা দিয়া আইস বলা হয়। এই বাধা দেওয়া, ভাব হইতে ক্রমে রাগের ভাব দাঁড়াইয়াছে।

তামাসা, ইসারা প্রভৃতি আরবী শব্দ।

হরবোলা। হর্ (পার্সী)=প্রত্যেক। বোলনা (হিন্দী)=বুলী। অর্থাৎ প্রত্যেক বুলি বলিতে পারে যে, সে হরবোলা।

বুলী=(হিন্দী) বোলী=ভাষা। মনুষ্যের ভাষা ও পশুপক্ষীর ভাষা উভয়ই বুঝায়।

বদমায়েস। (পার্সী) বদ=মন্দ ও (আরবী) মাশ=অন্নসংস্থান বা রোজগার। মন্দ উপায়ে যে রোজগার করে সেই বদমাশ। অর্থাৎ চোর, জালিয়াৎ, বেশ্যা প্রভৃতি।

বদজাত=পার্সী বদ্ ও আরবী জাত=প্রকৃতি। মন্দস্বভাব।

শুরু (আরবী)=আরম্ভ।

শহর (পার্সী)=দেশ, নগর।

বিলায়ৎ (আরবী)=রাজ্য, দেশ। সুতরাং সকল রাজ্য, সকল দেশই বিলায়ৎ। কিন্তু ভালবাসা বশতঃ মুসলমানেরা কাবুল, পারস্য ও আরব এই সকল স্থানের লোককে বিলায়তী বলে। এখন আমরা পরম বিদেশ যে ইংলণ্ড, ইহাকেই বিলায়ৎ বলি। শব্দমাহাত্ম্যকে ধন্য।

কাহিল=(আরবী) কায়েল=হারিয়া যাওয়া।

শকর (পার্সী)=চিনি=(সংস্কৃত) শর্করা=(আরবী) সুক্কর=(ইংরাজী) সুগার।

কন্দ (আরবী)=মিষ্ট=(পঞ্জাবী) খণ্ড=খাঁড়।

দর্ (পার্সী)=দুয়ার=(সংস্কৃত) দ্বার=(ইংরাজী) door.

অস্প্ (পার্সী)=ঘোড়া=(সংস্কৃত) অশ্ব।

সতরঞ্জ—(পার্সী এবং আরবী) স্বনামপ্রসিদ্ধ খেলা=(সংস্কৃত) চতুরঙ্গ।

সুপেদ (পার্সী)=সাদা=(সংস্কৃত) শ্বেত।

বাদশাহ (পার্সী)=রাজা।

দূর (পার্সী)=কাছে নহে=(সংস্কৃত) দূর।

মুষ (পার্সী)=ইন্দুর=(সংস্কৃত) মুষ বা মূষিক।

অঙ্গুশ্ত্=আঙুল=(সংস্কৃত) অঙ্গুষ্ঠ।

করদন, চরিদন, খুরদন প্রভৃতি পার্সী ধাতুর অর্থ করা, চরা, খাওয়া প্রভৃতি। সহস্র ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক শব্দ পার্সীতে ও সংস্কৃতে এক। সংস্কৃতের 'ব' পার্সীর 'প' হইয়া যায়; যথা অশ্ব=অস্প্, শ্বেত=সুপেদ। সংস্কৃতের 'গ' আরবীতে 'জ' হইয়া যায়; যথা ভঙ্গ্=বঞ্জ্, চতুরঙ্গ=সতরঞ্জ। আরবীরা 'চ' বলিতে পারে না 'স' বলে; যথা চীন=সীন।

মুর্দ্দাফরোশ—মুর্দ্দ (পার্সী)=মড়া, মুরদন (মরা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ফরোশ্ (পার্সী) ফরোখ্তন=বেচা ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে মড়া বেচে, এস্থলে যে মড়ার বস্ত্রাদি বেচে, সে মুর্দ্দাফরোশ। বাঙ্গালায় মুদ্দোফরাশ।

মস্করা (আরবী)=রঙ্গ করা (buffoonery); মস্করা ঐ অর্থে ব্যবহৃত।

আশকারা (পার্সী)=জাহির বা প্রকাশ করা। বাঙ্গালায় আদালত পুলিষ বা জমীদারীর লোকেরা একটা মোকর্দ্দমা আশকারা করেন অর্থাৎ তদারক করিয়া যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করেন।

পীলসুজ—ফতীল (আরবী)=বাতী। সোজ (পার্সী) সোখ্তন=জ্বালান হইতে উৎপন্ন। অর্থ, যাহাতে বাতী জ্বলে। হিন্দীতে পিলসোৎ, বাঙ্গালায় পীলসুজ।

পন্ (হিন্দী) ভাববাচক বিশেষ্যপদের চিহ্ন যথা, সুখাপন্। বাঙ্গালায় ঐ 'পন্' পানা হইয়াছে—রুগ্নপানা, রাঙ্গাপানা। এই 'পানা' আবার জিহ্বাবিশেষে 'পারা' হইয়াছে; যথা রাঙ্গাপারা।

দোহাই (হিন্দী)=(বাঙ্গালা) দোহাই।

জরীমানা—(আরবী) জুরম্=অপরাধ, কসুর; (পার্সী) আনা=সম্বন্ধ রাখা। অপরাধের সহিত যাহা সম্বন্ধ রাখে, তাহাই জুরমানা। এটী আরবী ও পার্সীমিশ্রিত সঙ্কর (hybrid) শব্দ। এরূপ উদাহরণ পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই জুরমানা বঙ্গে জরীমানা। কেহ কেহ জরীপানা বলে; সুতরাং বলিতে হয় যে কেহ যেন ইহাকে 'জরীর মতন' মনে না করেন।

তাগাদা (আরবী) তাকাজা=চাহা। তাকাজা শব্দের মূল ধাতু 'কজীয়া'র আর একটী অর্থ আছে—ঝগড়া বা বিতর্ক করা। যে বিতর্কযুক্ত কথার মীমাংসা করে, সে কাজী। বাঙ্গালার ছোট লোকে, মশায় কেজিয়ে করেন কেন, কেন বলে, তাহা পাঠক বুঝিলেন।

আরাম (পার্সী)=সুস্থতা। না থাকিলে বেয়ারামী বলা যায়। 'খাটে অনেক ছারপোকা থাকিলে শুইবার বড় বেয়ারামী'। বেয়ারাম=ব্যাধি এই বঙ্গপ্রচলিত অর্থ হিন্দুস্থানে অল্প দেখা যায়।

নকদ (আরবী)=নগদ (বাঙ্গালা)=cash.

বেমারী (পার্সী)=রোগ=ব্যামো (বাঙ্গালা)

শিকার (পার্সী)=যাহা মৃগয়া দ্বারা পাওয়া যায়; ইহার অর্থ হিন্দুস্থানে মাংস, বাঙ্গালায় মৃগয়া।

লাশ (পার্সী)=শব।

গাছ (হিন্দী)=বাগীচা, ছোট বাগান। আমকা গাছ=আমের বাগান। বাঙ্গালা হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত গাছ =বৃক্ষ।

নেহায়ৎ—(আরবী) নিহিঃ=নহী হোনা (অর্থাৎ যারপর আর নাই) হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালায়, নেহাৎ ভাল মানুষ=যার পর নাই ভাল মানুষ।

জিয়াদৎ (আরবী)=অনেক হওয়া। ইহার ভাব জিয়াদতী। এই জিয়াদত হিন্দী ও বাঙ্গালায় জান্তি হইয়াছে। কিন্তু সুবোধ জিয়াদা শব্দ ব্যবহার করেন।

তচ্ নচ্ (বাঙ্গালা)=তহস্ নহস্ (উর্দ্দু)।

বাগান, বাগীচা, বাগ (পার্সী) বাজ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বাজ=খোলা। বাগানের দৃশ্যও খোলা। বাজ্+জার=খোলা+জায়গা=বাজার (পার্সী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা)।

দরকার (পার্সী) দর্=মাঝখান, কার=কাজ অর্থাৎ কাজের মাঝখান অর্থাৎ 'আবশ্যক'।

কারখানা (পার্সী) কার=কাজ, খানা=গৃহ অর্থাৎ কাজের স্থান=ware-house.

হামাহাল (পার্সী) হামা=সব, (আরবী) হাল=অবস্থা। অর্থাৎ সব অবস্থাতে। বাঙ্গালায় হামেহাল প্রচলিত।

জরুরী (আরবী) জরুর শব্দে পার্সী ঈকার সংযুক্ত হইয়াছে, অর্থ—অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কেরামৎ—আরবী কারামৎ=বুজরুগী। করম শব্দের অর্থ আত্মত্যাগের সহিত দান। এই জন্য ঈশ্বর করীম; তাঁহার ন্যায় দাতা আর কে? দিল্লীতে বাদশাহের সম্বোধন কারামৎ ছিল, কারণ বাদশাহও ঈশ্বরবৎ ও পরমদাতা। অত্যন্ত মহত্ব হইতে ক্রমশঃ মন্ত্র, তন্ত্র ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি অর্থ ইহাতে এখন সূচিত হইতেছে। 'বেটার কেরামৎ দেখ'।

বখীল (আরবী)=যে আপনি ভোগ করে, পরকে দেয় না। এজন্য হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে বখীল=কৃপণ।

সাদা (পার্সী) যে বস্তুতে রঙের নক্সা নাই, তাহা সাদা, এইজন্য ইহার হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে প্রচলিত এক অর্থ সরল।

ডাবর (হিন্দী)=যাহাতে জল থাকে এরূপ বড় পাত্র। ডাবর নৈনী=বড়চক্ষু-ওয়ালী। বাঙ্গালায় যাহাতে পান ও তাহা ভিজাইবার উপযুক্ত জল থাকে, সেই ধাতু পাত্রকে ডাবব বলে।

দেরকো—যখন অঙ্গবক্ষক হইতে আঙরাখা হইয়াছে, দীপাবলী হইতে দেওয়ালী হইয়াছে, তখন দীপবক্ষক হইতে দের্‌কো হওয়া বিচিত্র নহে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে যাবনিক চিরাগ=প্রদীপ শব্দ প্রচলিত আছে।

ডাঙ্গর (হিন্দী)=হৃষ্টপুষ্ট, সুতরাং মূর্খ। বঙ্গে ডাগব=বড়। দুইই এক সঙ্গে লিখিলাম বলিয়া একটা হইতে আব একটা হইয়াছে, এ চিন্তা অনেকের হইতে পারে।

যাবনিক নজা শব্দের অর্থ কষ্ট, যন্ত্রণা। বাঙ্গালাব 'ন্যাজার' কি ইহা হইতে?

জায়গা (পার্সী) জায়=স্থান, গা=স্থান। অতএব জায়গা=থাকিবার স্থান; বাঙ্গালাতেও তাহাই।

দরওয়াজা (পার্সী) দর্‌=দ্বার; আওয়েজ=ঝোলান=কব্জাযুক্ত=লটকান। যাহা দ্বারে কব্জাযুক্তভাবে লটকান থাকে, অতএব কবাট। বাঙ্গালায় দরজা।

দরবেশ—আওয়েখতন্‌ ধাতু হইতে আওয়েজ=আওয়েশ। পার্সীতে 'জে' নামক অক্ষর 'শিন' নামক অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়। বড় বড় সহরে দরজার উপর হইতে ভিক্ষুকদের জন্য কিছু ঝুলান থাকিত। ভিক্ষুকেরা গৃহস্থকে বিরক্ত না করিয়া ঐ ঝুলান পদার্থ লইয়া যাইত। যাহার জন্য দ্বার হইতে কিছু ঝুলিত, সেই দরবেশ। এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করিয়া দরবেশ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায়। দরবেশ অর্থে হিন্দুস্থানে ও বঙ্গে ফকীর, ভিক্ষু।

দেওয়ার (পার্সী) দাও=রক্ষা+আর=তুল্য। দাওয়ার অর্থে রক্ষকস্বরূপ; চারিটী দেওয়ারও গৃহান্তর্গত মনুষ্যগণকে রক্ষা করে। পার্সী 'আলিফ' অক্ষর কখন কখন 'ইয়ে' অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। তাই, দাওয়ার হইতে দেওয়ার=বঙ্গে দেওয়াল।

বঙ্গে যাবনিক শব্দের প্রচলন মুসলমানদিগের কেন্দ্রস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ

দূরবর্ত্তী স্থান সকলে ঐ সকল শব্দ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এজন্য অনুমান করা যায়, যে ইদানীং মুরশিদাবাদে যত যাবনিক শব্দের প্রচলন আছে, অন্যত্র তত নাই।

জলদী—পার্সী জলদ্=শীঘ্রগামী ঘোড়া। জলদী=শীঘ্র।

রটান—হিন্দী রটনা অর্থ মুখস্থ করা ও রটান অর্থে মুখস্থ করান। পড়া মুখস্থ করা ও করান অর্থে হিন্দুস্থানে ঐ দুই শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় বোধ হয় কাহারও 'বদনাম রটান'=বদ্নাম প্রচার, এই কারণেই হইয়াছে, অর্থাৎ কথাটা একমুখ হইতে অন্য মুখে যাইতে যাইতেই প্রচারিত হয়।

পাট বাঙ্গালায় কাজকে বলে। সকাল বেলার 'পাটঝাট' করা সকলেই জানেন। কোল ভাষাতে পাইটী শব্দ প্রচলিত; ইহার অর্থ কাজ।

ধুচুনী প্রকৃতই কি দেশজ শব্দ? যাহাতে ধোয়া হয় তাহাই যদি ধুচুনী হয়, তবে ধাব ধাতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ লোপ কেন করি?

একজাতীয় লোকের নিকট অন্যজাতীয়ের স্থান ও মনুষ্যের নাম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। কিন্তু যেখানে স্বদেশীয় শব্দই ব্যবহৃত হয়, সেখানে ঐরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। স্থান ও মনুষ্য সম্বন্ধে ইংরাজ ও মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় শব্দ সকলের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কয়েকটা উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

যে মেদিনীকে ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনায় মাটী করিয়াছেন, ইংরাজের কাছে তাহা মিডনা। যথা, মেদিনীপুর=মিড্নাপুর। মধুতে আর মধু নাই—উহা মড্, কেননা, মধুপুর=মডাপুর। হায় যে মথুরাবাসিনী চিরদিন শ্যামসোহাগিনী, সেই মথুরা এখন ম্যাট্রা।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা=গ্যাঞ্জেস্; নর্ম্মদা=নর্ব্বডা। যে যমুনাপুলিনে রাধাবিনোদিনী শ্যাম অন্বেষণে পাগলিনী হইতেন, 'জমনা' নামে ইংরাজ তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনামের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহারও একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বারাণসী=ব্যানারস; অযোধ্যা=অযধ্; পৃথ্বীরাজ=পিথৌরা; রায়-সিংহ=রৈসি; সংগ্রাম=সঙ্গা; চরক=স্রুক্, ইহা আরবীদিগের কর্ত্তৃক হইয়াছে

ইংরাজ ও মুসলমানেরা গ্রীক ও হিব্রু নামগুলির ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কোন্টা যে ঠিক তাহা গ্রীক ও হিব্রু না পড়িলে জানিবার যো নাই। অ্যালেকজণ্ডার=সেকন্দর; সক্রেটিস্=সুক্রাত; ইউক্লিড=ইউক্লেদস্; প্লেটো=আফ্লাতু; পিথাগোরস্=ফিসাগোরস্; রোম=রুম; কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল=কুস্তনতুলিয়া, ইহাকে তুর্কেরা ইস্তাম্বুল বলিয়া থাকে; আড্রিয়ানোপল্—এদ্রেনে ইত্যাদি। জেকব=ইয়াকুব; জোসেফ=ইউসুফ; ডেভিড=দাউদ; সলোমন=সুলেমান; মোজেস=মুসা; জিসস্=ঈশা ইত্যাদি।

প্রাচীন পারস্য নামসকলকে ইউরোপীয়গণ বিগড়াইয়াছেন, যথা কুরুস্=কৈখ

সৃরু=সাইরস, দরয়াবুস্=দরায়ুস=ডেরায়স ; ক্ষয়ার্ষ=জরক্সীস্ ; বেহ্রাম=ব্যারানস্ ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয়েরাও যাবনিক ম্লেচ্ছ শব্দসকলের নানারূপ রূপান্তর করিয়াছেন। খাঁ খনান=খাঞ্জা খাঁ ; টমাস=টামস ; প্রিডো=পিজ্র ; ইত্যাদি। বস্তুবাচক ও অন্যান্য শব্দও রূপান্তরিত হইয়াছে। ইংরাজী শব্দ সকলেরও নানারূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে। যথা—লর্ড=লাট ; ম্যাজিষ্ট্রেট=মেজেষ্টার, হলাণ্ডার=ওলন্দাজ ; সেক্রেটরী=সেকেত্তর (হিন্দুস্থানী) ; কমাণ্ডার=কুমেদান (হিন্দুস্থানী), হস্‌পিটাল=হাঁসপাতাল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ষ্টেসনকে ইষ্টাসন মনে করেন ; পদ্মাসন সিদ্ধাসনাদির পরে ইহা অপেক্ষা ইষ্ট আসন আর কি হইতে পারে ?

মুন্সী—(আরবী) নস্‌উন=উৎপন্ন হওয়া। উহা হইতে ইন্‌সা=উৎপন্ন করা। সাহিত্য বিষয়ে যে নূতন সৃষ্টি করে সেই মুন্সী। সাধারণতঃ চিঠি লিখিতে ও গদ্যরচনাতে যে দক্ষ, তাহাকেই লোকে মুন্সী বলে। বাঙ্গালা দেশে ইহার ব্যবহার হিন্দুস্থানের ব্যবহার হইতে ভিন্ন নহে।

মহল—(আরবী) হলুল=উত্তরণ করা। যে স্থানে উত্তরণ করা যায়, তাহাই মহল=বাটী। এইরূপ মহল্লা=পাড়া শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে।

হাল—যে ঘটনাবলী আমার উত্তরণ করিয়াছে বা আমার উপর পড়িয়াছে, তাহাই আমার হাল=বর্ত্তমান অবস্থা। "লোকটা বড় বেহাল=মন্দ অবস্থাপন্ন"। হাল=বর্ত্তমান কাল। হাল সাল=বর্ত্তমান বৎসর।

মোহর্রীর (আরবী) তহরীর=লিখা। যে লেখক সেই মোহর্রীর=মুহুরী।

মজুদ (আরবী) ওজুদ=existence, সুতরাং মজুদ=বর্ত্তমান=in existence.

মিসল (আরবী)=তুল্য হওয়া। যে সকল কাগজপত্রে মোকর্দ্দমা লিখিত, উহা প্রকৃত ঘটনাবলীর একটী প্রতিকৃতি স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদেরই তুল্য ; তাই ঐ সকলের নাম মিস্‌ল্=মিচিল (বাঙ্গালা)। হিন্দুস্থানী মিস্‌ল্ উপমার্থে ব্যবহৃত হয় যথা "চেহরা মিস্‌ল্ চাঁদকে"। মিসাল=উদাহরণ।

মতলব—(আরবী) তলব্=চাহা। অতএব যে বস্তু চাহা যায় অথবা মনে যে ইচ্ছা থাকে, তাহাকে মতলব কহে। বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে একই অর্থে ঐ শব্দ প্রচলিত। তলব করা=চাহা, ডাকা ইত্যাদি।

মালুম (আরবী) ইলম্=জানা। যে বস্তু জানা গিয়াছে, তাহা মালুম হইয়াছে। "বেমালুম ঠকালে" অর্থাৎ এরূপ ভাবে ঠকাইল যে কিছুই অনুভব করিতে পারা যায় নাই।

মুলতবী (আরবী) ইলতবা=কোন কাজ অন্য সময় করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া=postpone। মুলতবী—অর্থে যাহা postpone করা গিয়াছে।

মুৎসদ্দী (আরবী) সদ্‌উন=ভার লওয়া। কোন কাজের ভার (responsi-

bility) যে লয়, সে মুৎসদ্দী। বাদশাহদের সময়ে official staff এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার হইত। বাঙ্গালায় ম্যানেজার বা হেডক্লার্ক ভাবে মুৎসদ্দীরা মুচ্ছুদ্দী নাম ধারণ করিয়া হাউসে কার্য্য করেন।

সরফরাজী—পার্সী সের্=মস্তক, ফরাম্তন=উচ্চ করা অর্থাৎ কাহাকে সম্মানিত করা। কিন্তু ইহার আর একটী অর্থ সাধারণে প্রচলিত আছে, যথা—অহঙ্কার করা। "তেরী সরফরাজী তয় করো" কিনা "তোর অহঙ্কার গুটিয়ে নে" ঝগড়াব সময় এরূপ কথা ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ফফড়দালালী বা মোড়লী অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।

তয় করা আরবী তয্=শেষ কবা; মোকর্দ্দমা তয্ হইয়া গিয়াছে কিনা শেষ হইয়া গিয়াছে।

তহ (পার্সী)=থাক=fold; ইহার আব একটী অর্থ 'নীচে' এবং এই অর্থে তহখানা=মাটীব নীচের ঘর।

তা (বাঙ্গালা)=(হিন্দী) তাও=তহ্? (পার্সী); উদাহরণ এক 'তা" কাগজ। কিন্তু উর্দ্দুতে এক 'তথ্তা কাগজ' বলে, এক 'তহ্ কাগজ' বলে না।

ফর্দ্দ=পার্সী ফর্দ্=এক। এক জোড়া কাপড়ের একখানিব নাম এক ফর্দ্দ কাপড।

তাক আরবী তৌক হইতে উৎপন্ন। তৌক অর্থাৎ গোলাকাব বা খিলানাকার আছে যাহাতে, তাহাই তাক বা কুলুঙ্গী।

ফরাশ—ফরশ্ (আরবী)=বিছানা।

ফরমাইশ (পার্সী)=সম্মানের সহিত আজ্ঞা।

ফরমান্=বাদশাহী হুকুম।

হুকম্ (আরবী)=আজ্ঞা।

হাকিম=যে আজ্ঞা করে, সচরাচর বিচারক।

মহকুমা=যে খানে হাকিমরা বসে অর্থাৎ বিচার হয়।

ফরিয়াদ (পার্সী)=দোহাই দেওয়া, সাহায্য ভিক্ষা।

ফরিয়াদী (পার্সী)=দোহাই দেনেওয়ালা।

দাদফরেদ্=বিচারপ্রার্থনা। 'এবিষয়ে আর দাদফরেদ নাই।' দাদ অর্থে বিচার।

দজ্জাল—হজরতের বিরোধী, ঈশ্বরোপাসনার বিরোধী। তালমুদ গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, দজলা (আরবী) অর্থাৎ টাইগ্রীসের নিকটে দজ্জালা (দজ্জাল) উৎপন্ন হইবে, বড় প্রকাণ্ড হইবে, বড় উচ্চ আওয়াজ হইবে, চল্লিশ দিনে পৃথিবী ফিরিবে ও ঈশ্বর উপাসনা বন্ধ করিয়া দিবে। সুতরাং দজ্জাল=বড় দুর্দ্দান্ত লোক। বাঙ্গালাতেও তাহাই।

আওয়াজ (পার্সী)=মুখের শব্দ।

মজাল—(আরবী) জোলান=দৌড়ান। সুতরাং মজাল নহী=দৌড়িবার আর জায়গা নাই অর্থাৎ শক্তি নাই। এই হিসাবে মজালের মানে শক্তি। বাঙ্গালায় বলে 'কি মজাল যে কথাটা শুনলে' অর্থাৎ আমার শক্তিতে তাহাকে কথাটা শুনাইতে পারিলাম না।

সোম (আরবী) সুম=অশুভ; ইহা হইতেই 'বেটা যেন সোম' অর্থাৎ অতি কৃপণ, বাঙ্গালায় প্রচলিত।

মূজী—(আরবী) ইজা=কষ্ট। যে কষ্ট দেয়, আত্মীয় বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, সেই মূজী। এই কথাটা বাঙ্গালায় রূপান্তরিত ভাবে প্রচলিত আছে কিনা মনে পড়িতেছে না। তবে 'বেটা মুচী' একথাটা মনে পড়িতেছে।

ভাঙ্গ (হিন্দী)=ভঙ্গ (সংস্কৃত)=বংগ (পার্সী)=বঞ্জ (আরবী)। যে সিদ্ধি গুলিয়া নেশা করা হয়, তাহারই এই চারিটী আকার। অনেক হিন্দুস্থানী শব্দ পারস্য ভাষার সামিল হইয়া গিয়াছে; যথা (হিন্দী) পানি=পানীয়=জল; (হিন্দী) জঙ্গল=বন বা জনশূন্য স্থান।

কোন কোন ভারতীয় শব্দ ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বেই পারস্য ভাষায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সে কোন্‌গুলি, তাহা নির্ব্বাচন করিবার স্থান ইহা নহে। তবে বংগ্ তাহা বটে এবং কাহারও কাহারও মতে জঙ্গল। এই কথা কহিতে গিয়া মনে পড়িল, যে সংস্কৃত অভিধানে অসংস্কৃত শব্দ ও লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে যথা 'মড়মড়ায়িত'।

কিন্তু মড়মায়িত শব্দে একটু আপত্তি হইতে পারে, কারণ ইহা অনুকরণ শব্দ মাত্র। অনুকরণ শব্দ কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ ছিল এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। দীনার, বাতাম, তমাকু, হুক্কা প্রভৃতি দ্রব্যবাচক শব্দ এবং দ্রেক্কাণ, এক্কাল প্রভৃতি জ্যোতিষিক শব্দও প্রকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ক্রিয়া ও ভাববাচক শব্দই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাহার নির্ণয় মাদৃশ অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক হইতে পারে না; কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ঐরূপ ক্রিয়া ও শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। কাম্বোজ দেশীয় শব্ ধাতুর অর্থ চলা। শবতি=চলতি, সংস্কৃতে শব=মড়া।

বাতাম (পার্সী) বাদাম চিকিৎসা গ্রন্থে প্রচরদ্রূপ চলিতেছে। "বাতামো বাতনাশকঃ" (ভাবপ্রকাশ)।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন অন্যদেশীয় বা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, ভারতীয় শব্দও সেইরূপ পার্সী মধ্যে গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ কে কাহা হইতে লইয়াছে, স্থির করা যায় না। প্রাচীন পারসীক ও ভারতীয় আর্য্য এক কালে একভাষী একজাতি ছিলেন, ইহা বর্ত্তমান ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। উভয় জাতির আচার ব্যবহার ও বেদ ও জেন্দাবস্তার ধর্ম্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান দৃঢ়তর হয়।

দুশ্‌মন্‌ (পার্সী)=শত্রু (সংস্কৃত) দুষ্টমন।

দুশ নাম (পার্সী)=গালি=(সংস্কৃত) দুষ্টনাম।

নীম (পার্সী)=অর্দ্ধ=(সংস্কৃত) নেম=অর্দ্ধ।

বেদেই দুই শব্দ আছে, আধুনিক সংস্কৃত প্রচলন বন্ধ হইয়াছে।

হলাহলা। এটী বাঙ্গালীরা ব্যবহার করেন। যেখানে ভারী বন্ধুত্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে বলা হয়, এদের দুজনে একেবারে হলাহলা গলাগলা। অনুমান করি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় 'হলা' একটী প্রিয় সম্বোধন। অত্যন্ত ভালবাসাবাসি থাকিলে পরস্পর হলাহলা সম্বোধনটা বাড়ে। তাই বোধ হয় ইহার বর্ত্তমান অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। আমরা ইহাও ত বলি, যে উহাদের মধ্যে এত মাখামাখি যে 'তুইতোকারী'ও চলে।

বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ও সাধারণে ব্যবহৃত ভিন্ন ভাষার শব্দসকলের নির্ব্বাচন এরূপ ভাবে চলে না। আদ্যবর্ণ লইয়া তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় ও প্রত্যেকের ইতিবৃত্ত ও ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে হয়।

বদল্‌, বাদল, কমবখ্‌ত্‌, বেলেল্লা, তুক্কো, জুলুম, হুজুর, ছেনাল, চুগল, চীজ, বক্‌শীশ, ইয়ারকী, সরকার, রোজকাব, নরম, গরম, মারফত, কাঁহাতক, মালুম, মামলা, মাতব্বর, মামুলী, পহ্‌লা, পিয়ারী, দুলাল, লাল, মেরামত, রফা, রদি, ওরফে, খাস, কাগজ, নমুনা, তামাম, তালিম, গোলাম, জনানা, রেয়ত, রেয়াত, মর্দ্দানা, জলদী, কসুর, চাদর, তল্লাস, তৈয়ার, পাইখানা, বিছানা, খানাতল্লাসী, দস্তর, দোকান, দফা, দরদ, দাম, তক্‌রার, বস্‌, সাবাস্‌, বাহাবা, রমজানী, বেগার, নিশান, রোসনী, বোসনচৌকী, ফেরেব, খারাপ, খুমার, খোঁয়াড়ী, নিমকহারাম, কারীগর, এলোধাবাড়ী, ছোঁড়া, ছোকরা, ছেলে, নচ্ছার, ডানপিটে, ফরসা, জুজু, সিন্দুক, মিরিঞ্চিকে, জক্‌সকে, আদাড়ে, ব্যাদড়া, সুরতহাল।

বলা বাহুল্য উপবিউক্ত শব্দ সবলেব মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতমূলকও থাকিতে পাবে।

অনেকে মনে করেন যে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা এক মাত্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ও উহারই অপভ্রংশ মাত্র। সংস্কৃতেব পূর্ব্বে কোন অনার্য্য ভাষা ছিল ও সেই ভাষা ও সংস্কৃত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল কথার সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি হয় না ও যে গুলি পার্সী ও আরবী শব্দও নহে, সেগুলি বাঙ্গালী ও হিন্দীভাষী ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এরূপ নূতন শব্দ তৈয়ার করে। এই মতের অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট কয়েকটী প্রশ্নের সমাধান ইচ্ছা করি।

অন্য ভাষার সহিত না মিশিলে অপভ্রংশ সম্ভাবনা কেন হইবে? দম্বল না দিলে যেমন দুগ্ধ দধি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বতন কোন ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অপভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ইংরাজেরা কয়েক শতাব্দী নানা দেশ বেড়াইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাষা বদলাইতেছে না, কারণ তাঁহারা নিজ ভাষাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটী অপর

ভাষার শব্দ ভিন্ন অধিক লইতেছেন না, লইবার আবশ্যকতাও বুঝিতেছেন না। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া এদেশীয়ের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিলেন; সুতরাং তাঁহাদের ভাষা ও ভারতবর্ষের ভাষা মিলিত হইয়া উর্দ্দু সৃষ্ট হইল। যেখানে ঐরূপ মিশ্রণ, সেইখানেই নূতন ভাষার গঠন।

কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ লইয়া আসেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও বৌদ্ধগণ সংস্কৃত, মাগধী ও হিন্দী লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে কেহ সংস্কৃত ও হিন্দী কোন সময়ে লইয়া গিয়াছিলেন কি না স্থির নাই। কিন্তু ডাগর, ডানপিটে, পোড়া, খাম্‌চান প্রভৃতি বহুল শব্দ সংস্কৃত দূরে থাকুক, হিন্দীতেও নাই। ঢেঁকী শব্দটা হিন্দী হইতে লওয়া বোধ করিলে হানি নাই। কারণ কনোজ ও তৎসন্নিহিত স্থানের লোকের নিকট আমাদের ঢেঁকীও যাহা, তাহাদের 'ঢেকী'ও তাহা। পাঠক মনে রাখিবেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ সকল স্থান হইতেই বাঙ্গালায় আইসেন। তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানী ঢেঁকলী বলিয়া একটা জিনিষ আছে, উহা নিম্ন-স্থান হইতে জল উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটা বাঁশ বা লম্বা কাঠ কপিকলের মত লাগান থাকে। তাহার একদিকে একটা ভারী পাথর বা মাটীর বোঝা অথবা একটা মানুষ থাকে; অপরদিকে দড়ীসংলগ্ন জলপাত্র থাকে। একজন দড়ীযুক্ত ভাগটা ঝুঁকাইয়া ধরে। পাত্র জলপূর্ণ হইলে সে হাত ছাড়িয়া দেয়। বিপরীত দিকে বোঝা থাকায় জলপাত্রটা উঁচু হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ঢেঁকী শম্ভুমধ্য কপিযন্ত্র; এ ঢেক্‌লীও তাহাই। কিন্তু ফুলা, গিবা (আচল), ঝুড়ী, কড়ি, টাকনা, কাট্‌না, ভাজাল, চাকা (আস্বাদ লওয়া) পিঁড়ে, উমুন, ইহারা না সংস্কৃত, না মাগধী, না পার্সী, না হিন্দী, না আরবী, কিছুই নহে। যদি বল প্রয়োজনবশতঃ সেগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিশব্দ থাকিতে সৃষ্টি আবশ্যক কি? তোমার দখলে যখন প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ও হিন্দী রহিয়াছে, তখন মাথা ঘামাইয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে যাইবে কেন? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সমাচার শব্দ জানা থাকিলেও খবর শব্দ ব্যবহার কেন হইল? উত্তর—পেয়াদায়; বিজেতা মুসলমান ক্রমাগত খবর বলে, কাজেই 'সমাচার' চুপ হইল, 'খবর' চেঁচাইতে লাগিল। প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, মুসলমানেরা চাঁদ বলে কেন, 'মাহ্‌' ছাড়ে কেন? ইহাও প্রয়োজন বশতঃ। অধীন হিন্দুস্থানীগণ ক্রমাগত চাঁদ বলে, কাজেই মাহ্‌ চুপ হইল। প্রচুররূপে পার্সী ও হিন্দীর মিশ্রণ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নূতন কথার সৃষ্টি আবশ্যক হয় নাই। যদি কদাচিৎ নূতন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও গ্রাম্য শব্দের মধ্যে নহে, বিদ্বানের ব্যবহার্য্য ভাষায় তাহা হইয়াছে। তাহাও উভয় ভাষার শব্দ সকলের অংশ লইয়া; একেবারে ভুঁইফোড় নূতন শব্দ সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রতি লক্ষ্য রাখ, ইহাই দেখিবে।

আমাদের কনোজিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেন "হাম মন্দরকো গয়েরহন্"; আমরা এখন

বলি, আমি মন্দিরে গিয়াছিলাম। গয়েরহনের সহিত গিয়াছিলাম মিলে না। বেশ বুঝিতে হইবে যে এই ছি, ছে, ছ প্রভৃতি প্রত্যয় পূর্ব্বে ছিল না। রাজপুতানায় ও গুজরাটে ক্রিয়াপদসমূহে ছ অক্ষরের বড়ই প্রাবল্য। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হ ও ভ বড় ভাল বাসিতেন; যথা হুয়া, ভয়া। যাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ও হিন্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন ভাষা ছিল না, তাঁহারা 'দ' বা 'ঙ' পছন্দ না করিয়া আমাদের কনোজিয়াগণের 'ছ' প্রবৃত্তির কি কারণ নির্দ্দেশ করিবেন? আমরা যদি বলি যে পূর্ব্বে একটী জাতি ছিল, তাহাদের ক্রিয়া পদের প্রত্যয় অনেকটা রাজপুতানা ও গুজরাটের প্রত্যয়ের সহিত সাদৃশ্য রাখিত, তাহা হইলে কি দোষ হয়? কনোজিয়াদের প্রত্যয় বাঙ্গালায় আছে; তাঁহারাও যেইব, লেব, দেব, করিব, বলেন; আমরাও যাইব, দেব ইত্যাদি বলি। মিশ্রণের নিয়মই এই,—কতক নূতন, কতক পুরাতন।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণীরা সকলেই প্রায় কাঠ বা ঘুঁটে পুড়িতেছে বলেন; 'দহন' 'জ্বলন' বলেন না। হিন্দী থাকিতে কনোজিয়াবংশধরেরা কেন যে একটী নূতন কথা তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ নূতন কথা সৃষ্টির প্রবৃত্তি ত বড় দেখিতে পাই না। বিদ্বানদিগের মধ্যে কতকটা এ প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁহারাও পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষার শব্দ হইতে উহা সৃষ্টি করেন। আমরা ময়দা মশ্‌টাই, মাখি বা চট্‌কাই। কনোজিয়ারা ময়দা মাড়ত হন্‌ ও উর্দ্দুওয়ালারা ময়দা গূদ্‌তা হু বলে। মশটাই মৃষ্‌ হইতে, মাখি ম্রক্ষ্‌ হইতে। এই দুই সংস্কৃত ও একটী উর্দ্দুর সঙ্গে চট্‌কাই কেন জুটিল? স্ত্রীমস্তিষ্ক এই অভিনব শব্দটির সৃষ্টি করিয়া বুঝি অধিকন্তু ন দোষায় মন্ত্রের সাধন করিয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে বাঙ্গালায় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে চট্‌কাই কথা ছিল।

সালিসী।—(আরবী) সুল্‌স্‌=তিন, ইহা হইতে সালিস=তৃতীয়। সালিসী অর্থে তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্য, মধ্যস্থতা।

বাজে আপ্ত।—(পার্সী) বাজ্‌=ফের। ইয়াফ্‌তন হইতে ইয়াফ্‌ত=মিলিত, প্রাপ্ত। যাহার ছিল, পুনরায় তাহার হওয়ার নাম বাজেয়াপ্ত হওয়া। চুরির মাল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাল সে পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই অর্থের একটু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, গবর্ণমেণ্ট সেই জমীটা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন, কি না নিজ দখল করিয়া লইয়াছেন। সেই জমীটা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ছিল, এরূপ স্থলে প্রয়োগটী ঠিক; অন্যত্র নহে।

হুবহু—(আরবী) হু=উহা, ব=সহিত, হু=উহা। উহার সহিত উহা। অর্থাৎ যে কে সেই, অবিকল (the very same)

মৌজ—(আরবী) তরঙ্গ। গঙ্গায় আজ বড় মৌজো হইতেছে।

ফকীর—(আরবী) ফক্‌র্‌=অভাবযুক্ত হওয়া (to be in want); সুতরাং ফকীর=

অভাবযুক্ত ব্যক্তি, গরীব। মহম্মদের উক্তি 'আল ফক্‌রো ফকুরী' অর্থাৎ আমার কিছুই নাই, আমি এই গর্ব্ব রাখি।

ফিকর্—(আরবী) চিন্তা,খেয়াল, সুতরাং উপায় ; কারণ উপায় চিন্তা ভিন্ন হয় না। বাঙ্গালায় ফিকির = কৌশল এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

খেয়াল—(আরবী) মনোযোগ, মন, ভাব এই সকল অর্থে হিন্দুস্থানে ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। খেয়াল ছিল না = মনোযোগ ছিল না। 'ক্যা উঁচা খেয়াল' = কি উচ্চ ভাব ইত্যাদি।

নাজেহাল পেশেমান—পেশেমান (পার্সী) = লজ্জাযুক্ত। নাজেহাল বোঝা গেল না। নাজুক হালের অর্থ হয় delicate situation বা সঙ্কট অবস্থা।

পতা—(হিন্দী) = নিশানী, চিহ্ন। বাঙ্গলায় 'পাতা পেলুম না' = চিহ্ন পাইলাম না, অনুসন্ধান পাইলাম না।

ঢাকসুমুর = ধার্ষ্ট্যো = (সংস্কৃত) ধৃষ্টতা।

সুত্‌রমুকুল = সুশৃঙ্খল (সংস্কৃত)।

বিচ্‌রমকুল = বিশৃঙ্খল (ঐ)।

অলপ্রেয়ে = অল্পায়ু (ঐ)।

বন্দ ও বস্ত উভয়ই পার্সী বস্তন্ (বাঁধা) ধাতু হইতে লওয়া হইয়াছে, কোন কাজ আপনার হাতে লওয়াকে বন্দোবস্ত করা বলে।

বন্দ্‌গী—প্রচলিত অর্থ সেবা। বস্তন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমি বন্দগী করিতেছি অর্থাৎ বন্দিত্ব করিতেছি।

সরঞ্জাম—(পার্সী) সর্ = শেষ, অঞ্জাম = শেষ। দুই শব্দের এক অর্থ হইলে উভয়ের মিলনে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাতে উহাদের অর্থের তীব্রতা সূচিত হয়। কোন কার্য্যকে ভাল করিয়া শেষ করাকে সরঞ্জাম কহে। বাঙ্গলায় ইহার অর্থ আয়োজন দাঁড়াইয়াছে।

খালাস ও খোলসা—(আরবী) খল্‌স্ হইতে। খল্‌স্ অর্থে ছেড়ে যাওয়া, অব্যাহতি পাওয়া।

বোকা—(সংস্কৃত) বুক = ছাগ। আমরা যখন কাহাকে বোকা বলি, তখন তাহাকে ছাগলই বলি। কদাচিৎ পাঁঠাও বলি।

বালাই—যাবনিক "বলা" শব্দের অপভ্রংশ। বলা = বিপদ। কি বালাই = কি বিপদ। 'বালাই লইয়া মরি' কোন প্রিয়তম সম্বন্ধে যদি বলা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহার সমস্ত বিপদ লইয়া আমি যেন মরি,—এ ব্যক্তি ভাল থাকুক। "আয়ে রোশনিয়ে তবা তো বর্‌মন্ বলা সুদী" = হায়, আমার হৃদয়ের গুণ তুই আমার বিপদ স্বরূপ হইলি।

পিয়ারী—(হিন্দী) পিয়ার = ভালবাসা। যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই পিয়ার ; স্ত্রী হইলে পিয়ারী। আমাদের রাধা এই জন্য পিয়ারী বা প্যারী, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাকে ভাল

বাসেন। 'পিয়ারা' ফল কেন এত ভালবাসার পাত্র হইল বলা যায় না। পিয়ার শব্দ আবার বোধ হয় সংস্কৃত প্রিয় শব্দ হইতে হইয়া থাকিবে। অথবা প্রিয় শব্দ পিয়ার হইতে কোন কালে হইয়াছিল। কোন্‌টা ঠিক্ কে বলিতে পারে ?

গোঁয়ার—(হিন্দী) গাঁও+আর (কিম্বা আল)=গ্রাম সম্বন্ধীয়=গ্রামীণ, সুতরাং মূর্খ, জিদী, অমার্জ্জিত ইত্যাদি।

ধুচুনী—বাঙ্গালা ন ও নী প্রত্যয়টা করণবাচ্যে হয়, কদাচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও হয়। চালনী=যাহা দ্বারা চালা যায়। কুরুনী=যাহা দ্বারা কোরা যায়। বেলুন=যাহা দ্বারা বেলা যায়। বঁটিনী=যাহার কাছে বঁটি আছে। কুটুনী=যে কোটে। ছেঁকনী=যাহা দ্বারা ছেঁকা যায়। ঝাড়ন বা ঝাড়নী=যাহা দ্বারা ঝাড়া যায়। সেইরূপ ধুচুনী=যাহা দ্বারা ধোয়া যায়। ধুউনী না হইয়া ধুচুনী কেন হইল ? এই 'চ' আদেশের কি কোন নিয়ম আছে ? উত্তর, তাহা জানি না। তবে ধুউনী=যে ধোয়—এই কর্ত্তৃবাচ্যদ্যোতক অর্থ রাখিলে করণ-বাচ্যদ্যোতক আর একটী শব্দ না তৈয়ার করিলে চলে না। সেই শব্দ 'ধুচুনী' হইয়াছে, এইরূপ যদি ভাবি, তাহাতে দোষ কি ?

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের এমন প্রতিশব্দ আছে, যাহা সংস্কৃত বা যাবনিক ভাষা হইতে নিষ্কাশন করা যায় না। কদাচিৎ কোনটী হিন্দীর সহিত মিলান যায় ; বাকীর কিছুই ঠিক করা যায় না।

ঠ্যাকার, গ্যাদা=অহঙ্কার, অহঙ্কারে মট্‌মটে।

ডোল, ঢপ=আকার।

রক, পিঁড়ে=দাওয়া।

শোঁকা=ঘ্রাণ লওয়া (সুগ্‌না, চাটনা প্রভৃতি হিন্দীতে আছে)।

উকৃড়ো=মুড়কী (জেমোকাঁদির দিকে ব্যবহৃত)।

নিকুন=পরিষ্কার করা।

কামান=ক্ষৌর করা।

জল থই থই=জল পূর্ণ।

স্যাঙাৎ=মিত্র।

খুঁটী=প্রোথিত দণ্ড।

উনুন=চুল্লী, আকা।

চেটো, থাবা=হস্তত‍ল।

সুড়কুৎ=ছেলে।

পোঁচ=করতলের দৈর্ঘ্য।

তাঁইস্=তিরস্কার।

ল্যাংট উলঙ্গ=(নগ্ন হইতে কি ?)

পাঁদাড়=আবর্জ্জনা স্থান ; আঁস্তাকুড়।

আস্ত=সম্পূর্ণ।

ত্যাঁদড়, ব্যাদড়া=দুষ্ট।

পগার=সঙ্কীর্ণ খাদ বা খাই। (হিন্দী পগ=পা)।

উঠান=চত্বর, পোলা=ছেলে; পুলে=ছেলে।

উজান=স্রোতের বিপরীত।

আবার=পুনর্ব্বার (রাজপুতানায় আবাব শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ এখনি)।

জাঙ্গাল=মাটির বাঁধ।

ভ্যাজাল=গণ্ডগোল। পূর্ব্বদেশে নদীর জল কমিয়া গেলে নৌকাগুলি এক জায়গায় মিলিত হওয়াকে ভ্যাজাল কহে।

তূন=জোয়ার ; (সুন্দর বনের দিকে ব্যবহৃত)।

টাক্না=ব্যঞ্জন।

হাই=জৃম্ভন।

বাটনা=শিলে পেষণ।

হাঁচি=ক্ষবথু।

ভাগাড়=গরুর শ্মশান।

নোড়া, নুড়ী=ডেলা, ঢিল।

খাবরা=কলসী ভাঙ্গা।

দৌড়ান=ধাবন।

সুরকি=ইটের গুড়া।

কচলান=ধোওয়া।

ড্যাকরা, ডান্‌পিটে=দুষ্ট বালক।

এয়িস্ত্রী, এয়ো=সধবা স্ত্রীলোক ; সংস্কৃত আয়তি শব্দ হইতে কি ?

টনকো=শক্ত।

রগড়ান=ঘষা।

ঠুন্‌কো=ভঙ্গপ্রবণ। স্ত্রীলোকের স্তনে ব্যথা হইলে তাহাকেও ঠুন্‌কো বলে।

রগড়=তামাসা।

নিপট=নির্দ্দয় (কেবল কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়)।

আলাৎ পালাত, আবল তাবল, গোল্লায় যাও প্রভৃতি বহুসংখ্যক শব্দ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে সংস্কৃতভাষীদিগের বঙ্গে আগমনের অনেক পূর্ব্বে হইতে একটী বা কতকগুলি প্রাচীন ভাষা বঙ্গে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতভাষীদিগের আগমনের পরে নূতন করিয়া আবার শব্দ তৈয়ার হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস হয় না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে নূতন শব্দ সৃষ্ট কেন

হইবে? সংস্কৃতের পূর্ব্বে বঙ্গে যে একই ভাষা ছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ হয়। কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল দেশজ শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি এক জেলায়, কতকগুলি বা অন্য জেলায় কথিত হয়। পিঁড়ে=রক, আকা=উনুন উত্তর দেশে প্রচলিত, কলিকাতা অঞ্চলে নহে। এই সকল ব্যাপারে সহজে এই অনুমান হয়, যে যে জেলার প্রাচীন বাঙ্গালীরা যে যে শব্দ ব্যবহার করিত, সেই সেই শব্দ এখনও ব্যবহৃত আছে ও বহুল সংস্কৃত শব্দের মধ্যে থাকিয়া সেই সেই শব্দগুলি তত্তৎস্থানের দেশজ শব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। মণিপুরে এখন বিশেষরূপে সংস্কৃতের ও বাঙ্গালাভাষার আমদানী হইতেছে। তাহাদের অনেক দেশজ শব্দের বিনিময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক দেশজ শব্দ আজিও বদলায় নাই। কতকগুলি কখনও বদলাইবে, এরূপ বোধ হয় না। তথায় চাঁদ=যথা, সূর্য্য=নুমি, জল=ইশিং, দুধ=সঙ্গম, অহঙ্কার=থোই, পগার=খুম্বন, এখনও প্রচলিত আছে। কোলদেশে সংস্কৃতজ্ঞের প্রভূত পরিমাণে গতিবিধি নাই। যদি কখনও হয়, তথাপি খাওয়া=জুমকেটা, আপনি=গম্‌কে, দুধ=তোয়া, জল=দা, চলিয়া গিয়াছে=সেনেতোনা, এ সকল বহুশতাব্দীতেও পরিবর্ত্তিত হইবে না। আবার দেখুন, হিন্দুস্থানে পাঠানদিগের সময়ে পারস্য-ভাষার প্রচুর ব্যবহার হইত, কিন্তু হিন্দী মরিল না। পরে আকবর শাহ পারস্য ও হিন্দী মিশাইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে বহু হিন্দী শব্দ পারস্য প্রতিশব্দ সত্ত্বেও প্রচলিত হইল। বড় বড় সহর হইতে যত দূরে যাইবে, পারস্যের মিশ্রণ ততই কম ও বিশুদ্ধ হিন্দীর ততই আধিক্য। লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে, যে মথুরার হিন্দী হইতে মৈণপুরীর হিন্দী কিছু ভিন্ন; তাহা হইতে কাশীর ভিন্ন; তাহা হইতে ত্রিহুতের ভিন্ন। সেইরূপ সংস্কৃতজ্ঞগণের পদার্পণের পূর্ব্বে বঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা কথিত হইত। কেহ কেহ বলিবেন যে, সে সময় ত সমুদ্র হিমালয়ের নীচে পর্য্যন্ত ছিল, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালা কহিত কে? ইহার উত্তরে এমত বলা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের নীচে সমুদ্র থাকার কাল লক্ষবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত। আর ভাষা বিষয়ে প্রাচীনার্ব্বাচীনত্ব সহস্রবর্ষের সংখ্যায় গণিত হওয়া উচিত। কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, তোমার প্রাচীন বাঙ্গালীরাও ত অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে; অতএব তাহারাও অন্য স্থান হইতে ঠ্যাকার, গ্যাদা, দুড়কুৎ প্রভৃতি প্রস্তাবিত শব্দ সকল আনিয়া থাকিতে পারে। বাঙ্গালা দেশের জমি ফুড়িয়া ত ঐ সকল শব্দ নির্গত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীরা অন্য স্থান হইতে শব্দ সকল আনিয়া থাকিবে, বিচিত্র কি? মনুষ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের পৌর্ব্বাপর্য্যে ইয়ত্তা হয় না। আমরা কেবল সংস্কৃতভাষিগণের আগমনের পূর্ব্বভাব বিচার করিতেছি।

আমরা এ কথাও অস্বীকার করি না, যে নূতন শব্দও সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হয়, তাহা একবার লেখা হইয়াছে। উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে কি প্রকারে নূতন শব্দ সৃষ্ট

হইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করুন ; দেখিবেন, পূর্ব্বপ্রাপ্ত শব্দসকলের সংযোগ বা রূপান্তর করণেই তাহা সাধিত হইতেছে।

বাদা = সুরা।

কমর (পার্সী) = কটিদেশ।

শিন্নি = শীরণী = যাহা দুধের ন্যায় স্বাদযুক্ত অর্থাৎ মিষ্ট। শীর (যাবনিক) = ক্ষীর (সংস্কৃত)। আরবেরা কোন কথার আদ্যক্ষরকে হসন্ত রাখে না। ক্ষীর উহারা উচ্চারণ করিবে না ; 'ক্'টাকে উড়াইয়া দিবে। এজন্য এদেশে আরবী পাঠীরা ও পারসীপাঠীরা স্কুলকে ইস্কুল বা সিকুল করিয়া উচ্চারণ করে। ত্রিফলকে ইত্রিফল কহে। শীরনী মিষ্ট মাত্রকেই বুঝায়। কিন্তু বাঙ্গালীরা সত্যনারায়ণের পূজার বাতাসা ও কাঁচা শিন্নিকেই বুঝেন। কদাচিৎ সইস্‌চাঁদের শিন্নিও চলিত আছে।

জায়গীর—জা কিম্বা জায় = ভূমি। গিরিফতন ধাতু হইতে গীর শব্দ। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। গীর শব্দের অর্থ যে ধরে। অতএব জায়গী = জাগীর = estate = ভূমিসম্পত্তি। জাগীরদার অর্থে যাহার ভূমিসম্পত্তি আছে, কারণ দার শব্দের অর্থ যে রাখে বা ধারণ করে।

গোলাপ = গুলে আব। পারসীতে 'গুল' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ ফুল ; কিন্তু ইহার এক বিশেষ অর্থ গোলাপ ফুল ; এবং 'আব' শব্দে জল ; অতএব 'গুলে আব' অর্থে গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু গোলাপ বা গুলাবের প্রচলিত অর্থ গোলাপ ফুলই রহিয়া গেল। বাস্তবিক গোলাপ = গোলাপ জল হইলেও আমাদিগকে গোলাপের উপর জল ব্যবহার করিয়া গোলাপ জল করিতে হয়। য়ুনানী চিকিৎসকেরা গোলাপের জন্য 'গুলে সুর্খ' শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ সুধু জল লিখিলে হয় ত পাঠক পুষ্প সাধারণকে বুঝিতে পারেন। সুর্খ = লাল। সুধু গুল শব্দ যে গোলাপ অর্থব্যঞ্জক, তাহা গুলকন্দ শব্দে বুঝিয়া লও। কন্দ = চিনি। বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন শব্দে 'গুল' কেবল পুষ্প অর্থেও ব্যবহৃত আছে, যথা—গুল বাহার = ফুলের নক্সা ; গুলজার = বাগান। পশ্চিমাঞ্চলে গুলে বাস = কৃষ্ণকেলি ; গুলমেহেদী = দোপাটী ; গুলেযসুমন = চামেলী। পারন্তু, আরব ও তুরুস্ক প্রভৃতি দেশে যে ব্যক্তি যে পুষ্পকে জঙ্গল বা বিদেশ হইতে আনিয়া আপনার বাগানে প্রথম রোপণ করিত, ঐ পুষ্প তাহারই নামে অভিহিত হইত, যথা—গুলে বাস = গুলে আব্বাস, অর্থাৎ যে পুষ্প আব্বাস কর্ত্তৃক জনপদমধ্যে প্রথম আনীত হয়। এইরূপ গুলমেহেদী = মেহেদী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বা তাঁহার দেশে প্রথম প্রকাশিত পুষ্প।

গোলাপ আর জোলাপ একই কথা। আরবের লোক 'গাফ্' অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না। গ এর স্থানে জ ব্যবহার করে। গুলাবকে জুলাব বলে। গুলাব = গোলাপ ফুলের জল। জুলাব = গোলাপ ফুলের জল। কিন্তু ঐ সকল দেশে গোলাপ ফুলের জল বিরেচক (সারক)। গোলাপ পাপড়ীতে প্রস্তুত গুলকন্দ যে বিরেচক, তাহা

অনেক বাঙ্গালী জানেন। যবন দেশে জুলাব শব্দে গোলাপের জল এই অর্থ ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া বিরেচক বস্তু মাত্রই বুঝাইতে লাগিল। [আরবেরা চ উচ্চারণ করিতে পারে না, চএর স্থানে স উচ্চারণ করে; যথা চীন=সীন। প উচ্চারণ করিতে পারে না; প এর স্থানে ব উচ্চারণ করে, যথা, রূপি=রূবি]।

জুল্‌ফ—আমরা কাণের নিকটের চুলগুলাকেই জুল্পী বুঝি, কিন্তু পারস্য কবি কখন উহাকেও বুঝেন, কখনও সমগ্র কেশদামকেও বুঝেন।

নিমকী—নমকীন। নমক শব্দের অর্থ লবণ। অতএব নমকীন শব্দে লবণসংযুক্ত বুঝিতে হইবে। ময়রার দোকানে আমরা দুই আস্বাদের খাবার দেখিতে পাই, নমকীন ও মিঠা;—যথা কচুরী ও জিলিপী। পারস্যকবিদিগের নিকট হুসন্ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দুই প্রকার। হুসনে নমকীন ও হুসনে সবীঃ। সবীঃ উষাকালীন পূর্ব্বাকাশের বর্ণকে বলে। অতএব হুসনে সবীঃ বলিলে লাল টক্‌টকে, তাহাতে ঈষৎ হরিদ্রাভা মিলিত আছে, এরূপ রঙ বুঝায়। হুসনে নমকীন বলিলে চাঁদপানা ঠাণ্ডা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোছের রঙ বুঝায়। মুখের চেহারা সম্বন্ধেও হুসনে সবীর সহিত টিকোলো, ঝাড়ালো ভাব মিশ্র আছে। হুসনে নমকীনের সহিত ঢল ঢলে মোলায়েম ভাব মিশ্রিত আছে। অনেক পারস্য কবির চক্ষে হুসনে নমকীন অধিক প্রিয়; এই সৌন্দর্য্যকে তাঁহারা 'সব্‌জ'ও বলিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত কবিতাটীতে পারস্য কবিদিগের পছন্দ বুঝিতে পারা যাইবে।

নেস্ত তুর্কানে খতারা খুবী এ সব্‌জানে হিন্দ্।
চোবচিনি খুর্দগাঁরা কয়্ বর্‌খোয়াঁ নমক্॥

খতাবাসী তুর্কীদিগের মুখে হিন্দুস্থানের সবুজের সৌন্দর্য্য নাই; যাহারা নিরন্তর চোবচিনি খায়, তাহাদের খোয়ানের উপর নমক কোথায়?

চীনের পশ্চিমভাগে খতাদেশ। চীন ও খতা প্রভৃতি স্থানে চোবচিনির বড়ই প্রচলন। ঐ সকল স্থান হইতে আমাদের দেশে চোবচিনি আসিয়া থাকে; যে সকল ব্যারামী চোবচিনি বাঁধা নিয়মে খায়, তাহাদিগকে নুন খাইতে নাই। তাই কবি বলিতেছেন, ক্রমাগত যাহারা চোবচিনি (বাঙ্গালীর টোপ্‌চিনি) খায়, তাহাদের নিকট লবণের আস্বাদ কোথায়? হিন্দুস্থানের মুখশ্রী পারস্য কবিদিগের চক্ষে কত প্রিয়, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। আমাদের সংস্কৃত লাবণ্য শব্দও লবণ শব্দ হইতে উৎপন্ন। অতএব নমক বা লবণে কিছু আছে। নহিলে মাঝে মাঝে নুন ও লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে ইচ্ছা হইবে কেন?

হাফেজ একস্থানে কহিয়াছেন, "তোমার প্রণয়ের দ্বারা আমার ক্ষত হৃদয়ে তুমি তোমার রূপস্বরূপ নমকদান ভরিয়া নমক দিতেছ"।

ফফড় দালাল। দালাল আরবী দলিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। দলিল শব্দে বাদানুবাদ বা প্রমাণ বিচার বুঝায়। যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচার বিতর্ক করে, সেই দালাল। ফফড়, পপড় বা পড়্‌পড়্ হিন্দী গ্রাম্য শব্দ। ইহার অভিপ্রায় এই যে বিনা

আহ্বানে আপনি উপরপড়া হইয়া যে দালালী করে, সেই ফক্কড় দালাল। হিন্দুস্থানে এই শব্দ বঙ্গীয় অর্থে প্রচলিত। সুতরাং বলিতে হইবে যে, হিন্দুস্থান হইতে উহা বাঙ্গালায় গিয়াছে। এই শব্দটির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া আমার সন্তোষ হয় নাই। কারণ ফাঁপা, ফোঁপরা প্রভৃতি শব্দ শূন্যমধ্যতা বা অসারতা ব্যঞ্জক। উহাদের হিন্দী প্রতিশব্দ পোলা ও পোল। ফক্কড় কথার জনয়িতা ফোঁপরা হইতেও পারে। কিন্তু এক কথা এই যে হিন্দুস্থানে ফাঁপা বা ফোঁপরা শব্দ নাই, অথচ ফক্কড় আছে। ফক্কড়কে পোল হইতে কেমন করিয়া উৎপন্ন করিতে বসি? আমি এখন যাহা লিখিতেছি, অনুসন্ধানে যদি বুঝি যে আরও সন্তোষকর ব্যাখ্যা মিলিতে পারে, তাহা পশ্চাৎ জানাইব। সমস্ত শব্দ সম্বন্ধেই পাঠক আমার এইরূপ প্রবৃত্তি জানিবেন।

উকীল। আরবী ওকালৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ সমর্পণ। মোকর্দ্দমা যাহাকে সমর্পণ করা যায়, সেই উকীল। আরবী ভাষায় ঈশ্বরও উকীল, কারণ তাঁহাকেও আমরা সমস্ত সমর্পণ করিয়া থাকি।

গর্‌রা। হাসিব গর্‌রা উঠিযাছে। সম্ভবতঃ এই শব্দটী আরবী গরূর=অহঙ্কার এবং গের্‌রা=অহঙ্কারী শব্দদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। মত্তভাবে হাসা অহঙ্কারের কাছা-কাছি জিনিষ। কিন্তু ইহাব সম্বন্ধে আমি এখনও সন্দিহান। তাহার বিশেষ কারণ এই যে গর্‌বা শব্দ হিন্দুস্থানে অপ্রচলিত। আরও কারণ এই যে অতিহাস্য বহু সময়ে সরলতার পরিচায়ক।

গরীব। আরবী গুরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। গুর্‌বৎ অর্থে জন্মস্থান হইতে দূরে যাওয়া বা প্রবাস। এরূপ অবস্থায় প্রায়ই লোকে ভাল মানুষ বা ধনহীন হইয়া পড়ে, তাই এই দুই অর্গে হিন্দুস্থানে গবীব শব্দ ব্যবহাবে আইসে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভালমানুষ অর্থে ইহা কম ব্যবহাব করে, ধনহীন অর্থে অধিক ব্যবহার করে। ইহার আসল অর্থ প্রবাসী; কিন্তু হিন্দুস্থানে প্রচলিত উর্দ্দু ভাষায় এই আরবীয় অর্থ লোপ পাইয়াছে। যদি কদাপি ব্যবহৃত হয় ত 'গরীব উল বতন' অর্থাৎ বতন (জন্মস্থান) হইতে দূরবর্ত্তী। এই বতনটির অধিকন্তু প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে; নহিলে সুধু 'গরীবে' ওভাব আসে না।

বেওতন=বে বতন। ভদ্রাসন হইতে কোন গৃহস্থকে তাড়াইয়া দিলে বেবতন করা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রকৃত অর্থই প্রচলিত। বতন আরবী শব্দ। পাঠক এই 'ব'টী ইংরাজী 'w'র ন্যায় উচ্চারণ করিবেন। ইহা অন্তঃস্থ 'ব', ইহার উচ্চারণ 'ওঅ'। আমি অনেকগুলি আরবী শব্দের উল্লেখ করিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় এত আরবী শব্দ কি প্রকারে আসিল?

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শেষ রাজা ইজ্‌দীগার্দ আরবীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই ভাগ্যহীন রাজা একুশ বৎসর বয়সে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের রাজা হইয়াছিলেন। পরবৎসরে খলিফা ওমারের সময়ে আরবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তিনি আর ষোল বৎসর

৪

জীবিত ছিলেন ও ছোটতে বড়তে আরবীদিগের সহিত ষাটটী যুদ্ধ করেন ও প্রায় সকল যুদ্ধেই হারেন ; কিন্তু কিছুতেই বশতাপন্ন হন নাই বা মুসলমান হন নাই। যাহা হউক সত্বরই পারস্ত সম্পূর্ণরূপে আরবীগণের ভোগভূমির স্বরূপ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে প্রচুর আরবীর শব্দ পারস্ত ভাষার সামিল হইয়া গেল। আবার ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্বকালে ঐ নবীন পারস্ত ভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাচুর্য্যযুক্ত উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল। এইজন্য হিন্দুস্থানী উর্দ্দু ভাষায় যেমন বিস্তর পার্সী শব্দ, সেইরূপ বিস্তর আরবী শব্দও জুটিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালাতে ঐ হিন্দী, পার্সী, আরবী জড়িত উর্দ্দু বহুলভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

দাখিল—দখল শব্দ হইতে। দখল অর্থে অধিকার করা। দাখিল=অধিকৃত হওয়া। বাঙ্গালায় ক্রমে ইহার অর্থ সন্নিবিষ্ট বা সামিল হইয়া গিয়াছে।

তাজ্জব—আরবী উজুব (আশ্চর্য্য) হইতে।

আচম্বিত। হিন্দী 'আচম্ব।' হইতে উৎপন্ন। আচম্বা শব্দের অর্থ অকস্মাৎ বা আশ্চর্য্য।

নেশায় চুর।—নশ্‌শা আরবী। চুর=(চূর্ণ) হিন্দী। অর্থাৎ নেশাতে চূর্ণ বা কর্ম্মে অপারগ। এই ভাবে উর্দ্দুতে 'নশ্‌শেমে চুর' শব্দ প্রচলিত আছে।

কছম=(পার্সী) কিস্‌ম্=প্রকার।

রস্‌সা=(পার্সী) রসন=দড়ী।

পস্তানা=হিন্দী পছ্‌তাওনা বা পছ্‌তানা। পস্=পশ্চাৎ ; তাও বা তাব=তাপ। অতএব পশ্চাৎ তাপ করাকে পস্তানা বলে।

কম—পার্সী শব্দ ; ঐ ভাষাতেই ইহার অর্থ 'অল্প'।

চম্পট। হিন্দী ও উর্দ্দুতে চম্পৎ শব্দ আছে, কিন্তু আরবী ও পার্সীতে তাহা নাই। সুতরাং হিন্দী হইতে উহা উর্দ্দুতে মিশিয়াছে বলিতে হইবে। চম্পৎ শব্দ পলায়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর সাহেব ওস্তাদ কবিবর জৌক লিখিয়াছেন—

চম্পাই রঙ্গ ওহ্ আপ্‌নী দেখা কর্ আলম। এক আলমকা হো দিল্ লেকে বগলমে চম্পৎ। সে আপনার চম্পকবর্ণের মুখশ্রী দেখাইয়া বহুজনের হৃদয়কে আপনার কক্ষে লইয়া চম্পৎ দিল।

ওস্তাদ (পার্সী)=শিক্ষক।

বগল—(পার্সী) ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ কক্ষ, হিন্দীতে কাঁখ। বাঙ্গালাতেও ঐ কাঁখ শব্দ প্রচলিত।

কিনারা (পার্সী)=সীমা। বাঙ্গালাতে সীমা অর্থে কিনারা প্রচলিত। কিন্তু উপায় অর্থেও কিনারা বাঙ্গালায় আছে। ইহাও সীমা বা শেষ অর্থ হইতে প্রণোদিত ; কার্য্যের কিনারা করার নাম তাহার শেষ করা, অথবা যে উপায়ের দ্বারা তাহা শেষ হয়, তাহা

করা। 'এ বিপদে সে কিনারা পাইল।' তরঙ্গায়িত নদী হইতে কিনারা পাওয়ার ন্যায় যেমন উদ্ধার পাওয়া, সেইরূপ এখানে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

ফাঁসী। হিন্দী ফঁস্‌না ধাতুর নিজন্ত ফাঁস্‌না। ঐ ফাঁসনা হইতে ফাঁসী। ফস্‌ন =কোন জালে জড়িত হওয়া। ফাসনা=কোন জালে জড়িত করা।

চেহারা (পার্সী)—মুখমণ্ডল।

তদবীর (পার্সী)=উপায়।

রকম (আরবী)—প্রকার।

গুলজার। গুল (পার্সী)=ফুল; জার (পার্সী)=কেয়ারী। গুলজার অর্থে ফুলের কেয়ারী; ইহা হইতেই ইহার প্রচলিত অর্থ শোভাময়।

পোষ। (পার্সী) পোষিদন্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহাব অর্থ আবরণ ও পরিধান। সেই জন্য পালঙপোষ মানে যে কাপড় খানাতে পালঙ ঢাকা যায়। পালঙ সংস্কৃত পালঙ্কের অপভ্রংশ।

তখ্‌তাপোষ=যে জিনিষটা তখতাদ্বারা ঢাকা থাকে। তখ্‌ৎ পার্সী শব্দ। বাঙ্গালা দেশে তখ্‌তাপোষ বলিতে কাষ্ঠশয্যা বুঝায়, কিন্তু হিন্দুস্থানে ইহার অর্থ যাহার দ্বারা তখ্‌তা ঢাকা যায়।

বালাপোষ=উপরের পবিধান (বালা=উপর)।

বোলবোলা=বোলবালা। বোল্‌ হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ বোলি বা বাক্য—এখানে ইহার অর্থ হুকুম। বালা অর্থে উৎকৃষ্ট বা উচ্চ। এজন্য হিন্দুস্থানে আশীর্ব্বাদ করে "তোমার বোলবালা হউক" অর্থাৎ তোমার হুকুম উচ্চ হউক; ভাব এই যে, তুমি একটা বড়লোক হও। বাঙ্গালায় বোলবালা বদ্‌লাইয়া গিয়া বোলবোলা শব্দ চলিয়াছে এবং প্রতাপ অর্থ দ্যোতন করিতেছে। কেহ যেন 'বহুল ভাল' হইতে বোলবোলাকে না টানেন।

হাড়পাক। হাড়পাকের বোঝা সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলাতে কোন কোন স্থানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের হা'র হইলে তাহাকে পাক খাইতে হয় ও তৎকালে তাহার মস্তকে বোঝা চাপান হয়, এই প্রথা আছে। সেই প্রথা হইতেই কষ্টকরত্ব ব্যঞ্জক হাড়পেকের বোঝা বাক্যেব উৎপত্তি হইয়াছে, এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

মজ্জাভঙ্গ=মজ্জিভঙ্গ=মদ্ধিভঙ্গ বা মাঝাভঙ্গ, ইহারই একটা রূপান্তর ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। মধ্যভঙ্গ হইলে জীবমাত্রেরই যেরূপ ক্লেশপূর্ণভাবে চলন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অপমান, অর্থনাশ বা প্রিয়বিয়োগাদিতে মনুষ্য ক্লেশপূর্ণ ভাবে কালযাপন করে। সেই জন্য অপমানাদি মজ্জাভঙ্গের কারণ।

শামাদান। পার্সীতে শামা শব্দে প্রদীপ বুঝায় ও দান অর্থে যাহার উপর রাখা যায়। ইহার অন্যান্য উদাহরণও বাঙ্গালায় প্রচলিত পার্সী শব্দে পাওয়া যায়; যথা আতরদান,

বাতিদান প্রভৃতি। অতএব শামাদান অর্থে পিলসুজ বা তদ্বৎ দীপধারক বস্তু বুঝায় জানা গেল। শ্যামা ঠাকুরাণীর নিকট যাহা দান করা যায়, তাহা শ্যামাদান, এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

দার ও দারী। যে রাখে সে দার ও তাহার ভাব দারী। যথা খবরদার, খবরদারী। যখন বলি খবরদার হও, তখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে খবর রাখিও, অসতর্ক হইও না। সংক্ষেপে আমরা খবরদার মাত্র বলিয়া থাকি। খবরদারী অর্থে সতর্কতা। ঐ রূপ জমীদার জমীদারী, জমাদার জমাদারী, হাওয়ালদার হাওয়ালদারী, তলবদার তলবদারী। এই হাওয়ালদার আমাদের দেশে হালদার রূপ প্রাপ্ত হইয়া কতকটা জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে।

খবর=সংবাদ।

জমা=সমূহ।

জমা শব্দের সমূহ ব্যঞ্জক ভাব বাঙ্গালা ভাষায় আছে। মানুষ জমা হইয়াছে দেখ। কত টাকা জমা করিলে। এই সমূহ অর্থ হইতে জমা অর্থে অনেক টাকা বুঝাইয়া গিয়াছে। অমুকের জমাজমী আছে, একথায় অমুকের টাকাও আছে, ভূসম্পত্তিও আছে, এইরূপ বুঝায়।

গিরি। গিরিফতন ধাতু হইতে গির্, গিরি ও গিরিফতার শব্দের উৎপত্তি। উক্ত ধাতুর অর্থ ধরা। কেরাণীগিরি অর্থাৎ কেরাণীর কার্য্য ধরা বা অবলম্বন করা। গেরেপতার কর অর্থাৎ গিরিফ্তার কর; তাৎপর্য্য—ধর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তোমার দয়াতে আমি গিরিফ্তার হইলাম ও অমুক নারীর প্রেমে সে গিরিফতার হইল, এইরূপ চলন আছে। এই সকল স্থলে ধরা পড়া, বাঁধা পড়া এই অর্থ সূচিত হইতেছে। গিরি শব্দের প্রচলন বাবুগিরি, মুন্সীগিরি প্রভৃতি শব্দেও দেখ।

বাবু। পার্সীতে মাম্ শব্দে মাতা ও বাব শব্দে পিতা বুঝায়। ঐ দুই শব্দ বার বার ব্যবহার বশতঃ মা, বাপ আকার ধারণ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। 'উ' এই প্রত্যয়টী অত্যন্ত স্নেহবাচক ও অনেক স্থলে নিকৃষ্টত্ববাচক। বাবু শব্দের 'উ' প্রত্যয়টী স্নেহবাচক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাবু শব্দের দ্বারা স্নেহপূর্ব্বক পিতাকে ডাকা হয়। হিন্দুস্থানে এইরূপ অভিপ্রায়ে কথাটী উৎপন্ন হইয়া ক্রমে প্রতিপালক, ধনী, পদস্থ ব্যক্তি এই সকলের জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। বাবু শব্দ ক্রমে পূর্ব্ব অর্থ ত্যাগ করিয়া বড়লোক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আবার আর এক আশ্চর্য্য এই যে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শব্দটী অপ্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রখর ভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল। এরূপ ঘটনার কারণ স্থির করা কঠিন নহে। মনে কর কোন দেশের ভাষায় কোন একটী বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিতে অনেকগুলি শব্দ আছে; কিন্তু সেই ভাবটী অপর ভাষায় প্রবেশ করিলে তদজ্ঞাপক সকল শব্দগুলি প্রবেশ করে না; একটি বা বড় জোর দুইটি মাত্র শব্দ

চলিয়া যায় ও মিশিয়া পড়ে। স্কুল শব্দটি যত প্রচলিত, আকাডেমী সেমিনারী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় তত প্রচলিত নহে।

দুনিয়া শব্দ বাঙ্গালায় যেমন চলিয়াছে, পৃথিবী অর্থ প্রকাশক খলকৃৎ প্রভৃতি শব্দ তেমন চলে নাই। জীব বুঝাইতে বাঙ্গালীরা জানোয়ার শব্দ মাত্র লইয়াছে, হেওয়ান শব্দ লয় নাই। কারণ ভিন্নভাষীরা অনেকগুলা বিদেশীয় শব্দ লইয়া কি করিবে? আর একটী কথা পাঠকের মনে রাখা উচিত। একবিষয়সম্পৃক্ত কতকগুলি কথা এক ভাষায় যে যে বস্তু বা ভাব প্রকাশ করে, সন্নিহিত দেশের ভাষায় কথাগুলি প্রচলিত থাকিলে ও এক বিষয় সম্পৃক্ত হইলেও, ঠিক তত্তৎ বস্তু বা তত্তক ভাবের দ্যোতক হয় না। যেমন ছিলাম ও হুকা একবিষয়সম্বন্ধীয় বস্তু, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ছিলাম অর্থে এক ডেলা তামাক, যাহা কলকের মধ্যে সাজা হয়, তাহাই বুঝায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম্ অর্থে কলকে, তামাক নহে। হুকা আমাদের দেশে কাহাকে বলে সকলেই জানেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ওটাকে 'নারিয়েল' বলে। হুক্কা বলিলে ধাতু প্রস্তুত সট্‌কা বা গড়গড়াকে বুঝায়।

হদ্দ কথাটা পার্সী হদ্। হদ্ অর্থে সীমা। ইহা বাঙ্গালায় প্রচলিত চৌহদ্দী শব্দেই বুঝিতে পারা যায়। উর্দ্দুভাষী ব্যক্তি চূড়ান্ত এই অর্থে হদ শব্দের ব্যবহার করেন। যেমন শেখীকা হদ, গুস্তাখীকা হদ্, বেইমানিকা হদ্ অর্থাৎ দম্ভের চূড়ান্ত, অবিনয়ের শেষ সীমা, অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি। বেহদ্ শব্দের অর্থ অসীম। বাঙ্গালায় যে হদ্দ মজা, হদ্দ তামাসা, হদ্দ বিচার, হদ্দ অবিচার, হদ্দ হাবাতে, ইত্যাদি কথা আছে, তাহাতে হদ্দ হদ্ শব্দের পার্সী অর্থই জ্ঞাপিত হইতেছে।

হাড়।—ইংরাজি হার্ড হইতে হাড়, এরূপ মনে করিতে নাই। কারণ কোন অনুভবের আতিশয্য জ্ঞাপনার্থ সকল দেশেই হাড় কথার সংযোগ দেখা যায়। হাড় হাড়ছাড়া কিছুই নহে। বাঙ্গালায় দেখ, "গালিটা হাড়ে হাড়ে ফলিল" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ফলিল। এমন বাতাস কর, যে হাড় ঠাণ্ডা হয়। তিনি এই মীমাংসাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন। তুমি এই অপমানটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছ। এই সকল স্থলে হাড় গভীরার্থ প্রণোদক হইতেছে। উর্দ্দুতে উস্কে বাৎসে মেরী হড্ডী হড্ডী জ্বল গয়ী অর্থাৎ উহার কথায় আমার অস্থি অস্থি (প্রত্যেক অস্থি) জ্বলে গেছে; এখানেও হাড় অত্যর্থবোধক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে হাড়হাবাতে অর্থে অত্যন্ত হাবাতে। হাবাতে যে 'হাভাত' কি না 'হা অন্ন' 'দরিদ্র', তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কথা উপলক্ষে পার্সীর বহুসংখ্যক শব্দ যে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলিতে হইল। পারস্য দেশে আরবী ও পারসীতে মিশ্রিত অনেক সঙ্কর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার হিন্দুস্থানে পার্সী ও হিন্দীতে অনেক সঙ্কর শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষাতে উভয়বিধ মিশ্র শব্দই দৃষ্ট হয়।

কোতোয়াল (হিন্দী)=কোট্+ওয়াল=দুর্গ রক্ষক; এক্ষণে এই কোতোয়াল নগরের প্রধান শান্তিরক্ষককে বুঝায়।

সাহেব (আরবী)=অধিকারী। যথা সাহেবদৌলত=ধনবান্; সাহেব হুসন=সৌন্দর্য্যের অধিকারী=সুন্দর; সাহেব আকল=বুদ্ধিমান্। কিন্তু ক্রমশঃ এই সাহেব অর্থে মনুষ্য, ভদ্রলোক, সভার সভ্য ইত্যাদি হইয়াছে। পরে সাহেব অর্থে ইংরাজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাহেবের অর্থ—'ঈশ্বর' পর্য্যন্ত। মহাত্মা কবীর কহিয়াছেন "ভলীবুরী সব্ বী সুন্ লিজো কর্ গুজরান্ গরীবীমে সাহেব মিলে সুবরীবে।" অর্থাৎ লোক ভাল মন্দ যাহা বলে সব শুনিয়া লও এবং নিরীহ ভাবে কালযাপন কর; ঈশ্বরকে ধৈর্য্যের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাব (আরবী)=পুস্তকের অধ্যায়। বাঙ্গালাতে কোন বিষয়ের বিশেষ হিসাবকে বাব বলে।

বাবৎ (পার্সী)=জন্য। যথা মোকর্দ্দমা বাবতে আমার ৫০০৲ টাকা খরচ হইল।

বাবা (পার্সী)=পিতামহ। বাঙ্গালায় পিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বারকশ (পার্সী)=যে বোঝা লইয়া যায়। ইহাই কি বাঙ্গালা বারকোশ?

বারগীর (পার্সী)=যে নিজে ঘোড়া রাখে না, কিন্তু পরের ঘোড়ায় চড়ে। ইহাই কি মহারাষ্ট্রীয় লুটেরা সওয়ার?

বার (পার্সী)=সময়। এক বার=এক সময়=এক দফা।

বাজ (আরবী)=শিকারী পক্ষিবিশেষ।

বাজু (পার্সী)=বাহু।

বাজুবন্দ (পার্সী)=বাহুতে বদ্ধ অলঙ্কারবিশেষ। ইহাই বাঙ্গালীর বাজু।

বারবরদার (পার্সী)=যে ব্যক্তি বোঝা উঠাইয়া লইয়া যায়।

বারবরদারী (পার্সী)=বোঝা লইয়া যাওয়ার বেতনাদি। একথা বাঙ্গালাতেও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাতল (আরবী)=মিথ্যা=বাতিল (বাঙ্গালা)।

বালিগ (আরবী)=বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া; ইহা হইতেই আমাদের সাবালগ, নাবালগ। বাঙ্গালীরা নাবালক বলেন; বলুন, আমরা নাবালককে বালকই বুঝিব অর্থাৎ যে বয়ঃপ্রাপ্ত নহে।

বাজী (পার্সী)=খেলা। আমাদের দেশে সচরাচর দ্যূতক্রীড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভেল্কী, বাঁশবাজী প্রভৃতিও বুঝায়। বাঙ্গালীরা হার জিতের সর্ত্তকেও বাজী কহেন। যথা, কি বাজী ফেলবে।

বাবর্চ্চী (পার্সী)=পাচক।

বরখাস্ত (পার্সী)=উঠাইয়া লওয়া।

বরবাদ (পার্সী)=উচ্ছন্ন যাওয়া।

বখ্ত্ (পার্সী) ভাগ। কম বখত্, বদ্‌বখ্ত্=মন্দ ভাগ্য।

বখশীশ (ঐ)=দান।

বখ্শী (ঐ)=বেতনবিভাগকারী রাজকর্ম্মচারী।

বখিল (আরবী)=কৃপণ। "দাতার চেয়ে বখিল ভাল স্পষ্ট জবাব দেয়।"

বদলা (পার্সী)=পরিবর্ত্তে যাহা দেওয়া হয়=বিনিময়।

বদনাম (ঐ)=দুর্নাম।

বরাত (ঐ)=অংশ। "কি বলিব আমার বরাতে নাই।" বাঙ্গালায় বরাত=অদৃষ্ট।

বরদাস্ত (পার্সী বরদাস্তন=উঠান ধাতু হইতে)=যাহা উঠাইতে পারা যায় বা সহ্য করা যায়।

বরতরফ (পার্সী)=কর্ম্মচ্যুত করা।

বখ্রা (পার্সী)=অংশ।

বস্ (পার্সী)=বহুত। "বস্, বোকোনা"=ঢের হয়েছে, আর বকিও না।

বগল (পার্সী)=বাহুসন্ধি, ক্রোড়। লড়কা বগল্‌মে ঢুঁঢোরা সহরমে=ছেলে কোলে রহিয়াছে, কিন্তু সহরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বাঃ (পার্সী)=আচ্ছা। বঃ ও বাঃ=বাহবা=আচ্ছা এবং আচ্ছা।

বখার (আরবী)=বাষ্প। হিন্দুস্থানে ইহা জ্বর রূপে বিখ্যাত, কারণ জ্বর পেটের বাষ্প অথবা বাহিরের বাষ্প হইতে উৎপন্ন।

বাহর (ঐ)=খোলা। বাঙ্গালা বাহির।

বকর (ঐ)=গাভী। ইহা হইতেই বক্‌রা=ছাগল, গরু ইত্যাদি।

বাহার (পার্সী)=বসন্ত=শোভা।

বায়না=কোন বস্তু ক্রয়ের জন্য পূর্ব্বাহ্ণে যে কিছু দেওয়া হয়।

বয়নামা=বিক্রয়ের দস্তাবেজ।

বাহানা (পার্সী)=কারণ। "তিনি সেই বাহানায় বাটী চলিয়া গেলেন" অর্থাৎ সেই কারণ দেখাইয়া গেলেন।

বেশী (পার্সী)=অধিক।

বেদ (ঐ)=বেত, (সংস্কৃত) বেত্র।

পাজী (ঐ)=নীচ, অযোগ্য।

পা (ঐ)=পদ।

সানি (আরবী)=দ্বিতীয়। ছানি তদারক=দ্বিতীয়বার তদারক।

লা (ঐ)=না; যথা, লাসানি=অদ্বিতীয়।

নাচার=লাচার=নিরুপায় (চারা=উপায়)।

গিরা (হিন্দী)=আঁচল।

তন্নতন্ন (সংস্কৃত)=পুঙ্খানুপুঙ্খ=তৎ ন তৎ ন। নৈয়ায়িকেরা বলেন "এতদ্ বৈদান্তিকা উচুঃ, তন্ন তন্ন।"

মস্ত (পার্সী)=মাতাল, "ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা।" বাঙ্গালায় কি জানি কেন, মস্ত=বৃহৎ।

অক্‌সার (আরবী)=সর্ব্বদা।

একসাঁ (পার্সী)=একই প্রকার।

জন্‌=স্ত্রী; বহুবচনে 'জনানা'।

হাজি (আরবী)।

মোরগ (পার্সী)=পক্ষী। মুরগী=পক্ষিণী। কালেতে কুক্কুট এবং কুক্কুটী বুঝাইয়া যাইতেছে।

কুল (পার্সী)=সমুদায়।

বিলকুল=এমন কি সমুদায়। কারণ বিল্‌ (আরবী)=এমন কি। এজন্য বিলকুল একটী মিশ্র শব্দ অথবা hybrid word.

দফ্‌তর (আরবী)=কাছারির কাগজ পত্র।

দফে (ঐ)=একবার।

দস্তুর (ঐ)=নিয়ম, কায়দা। পারস্তের অগ্ন্যুপাসকদিগের প্রধান পুরোহিত।

চারা (হিন্দী)=গো মহিষাদির খাদ্য গুল্মাদি। আমাদের দেশে চারা=ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

খত্‌ (আরবী)=লেখা; ক্রমশঃ চিঠি অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

খেতাব (ঐ)=নাম, উপাধি।

খতম্‌ (ঐ)=শেষ।

নামা (পার্সী)=চিঠি। "নবিসন্দা দানদ্ দরনামা চীস্ত" অর্থাৎ লেখকই কেবল জানেন যে চিঠিতে কি আছে। এই নামা শব্দের ব্যবহার ওকালতনামা, বয়নামা, জাহাঙ্গীর নামা, রাজিনামা প্রভৃতি কথার মধ্যে পাঠক দেখিবেন।

দরবার (পার্সী)=বাদশাহী কাছারি=রাজসভা।

দর্জ্জী (ঐ)=যে সেলাই করে। দরজ্‌=সেলাই।

দোহাই—আরবী দুআ=ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

শীশা (পার্সী)=কাচ; শীশমহল=কাচমহল।

শিশি (ঐ)=কাচের বোতল।

জজিয়া (আরবী)। ইহার পার্সী গজিয়া। নৌসেরোঁয়ার রাজত্ব সময়ে পারস্যে অগ্ন্যুপাসক সম্প্রদায় ব্যতীত খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি বিবিধধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিতেন। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদের ধর্ম্ম যাহাতে সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে পারেন, এই

জন্য তাহাদের নিকট হইতে একটী কর লওয়া হইত। তাহাকে জজিয়া বলিত। উহা প্রত্যেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার উপরে নির্দ্ধারিত ছিল। পরিমাণ যৎসামান্যই ছিল। এখনকার দিনে মুসলমানেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে ঐ কর গ্রহণ করেন, কিন্তু অনেক সময় পরিমাণ দুঃসহ হইয়া উঠে। পারস্যের বর্ত্তমান বাদশাহের পিতার নাম নসরুদ্দিন শাহ। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। যে সময় ইনি বিলাত গমন করেন, তখন অধ্যয়নাদি কার্য্য উপলক্ষে লণ্ডনবাসী বোম্বাইয়ের পার্সীগণ পারস্যের বাদশাহকে একটী সভায় আমন্ত্রিত করিয়া অভিনন্দন করেন এবং এই প্রার্থনা করেন যে যদিও আমরা প্রায় ১৩০০ বৎসব পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি আমরা আপনাকে আমাদের পিতৃভূমির রাজা বলিয়া আপন রাজা মনে করি। আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী পারস্যবাসী পার্সীগণ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যারপরনাই উৎপীড়িত হইয়া থাকে। আপনার ন্যায় সদাশয় বাদশাহেব নিকট যে, এই অত্যাচাবের প্রতিকার হইবে, ইহা বুঝিতে পাবিয়াই আমরা আপনাব শরণাগত হইয়াছি।” নসরুদ্দিন শাহ প্রথমতঃ পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে তোমাদেরই স্বধর্ম্মাবলম্বী বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহ নৌসেরেঁায়া কর্ত্তৃক বিধর্ম্মীদিগের উপর জজিয়া কব স্থাপিত হইয়াছিল, অতএব তোমরা কেন ঐ করের বিরুদ্ধে এখন কথা কহিতেছ? যাহা হউক তিনি লণ্ডনবাসী পার্সীদিগের সমাদরে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে পারস্যে প্রত্যাগত হইয়াই অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের নিকট হইতে জজিয়া কর উঠাইয়া লন এবং এই ঘোষণা কবিয়া দেন, যে কি মুসলমান কি অমুসলমান সর্ব্ববিধ প্রজাই আমাদেব অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করুক। এই অমেয়াত্মা বাদশাহ অগ্ন্যুপাসক পার্সীদিগের উপর আরও কয়েকটী বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার নাম প্রত্যেক প্রজার জিহ্বায় রটিত হইতেছে।

আববীয়েরা ‘গ’ উচ্চারণ কবিতে পারে না, ‘জ’ বলে। যথা গজিয়া=জজিয়া; ভঙ্গ=বঞ্জ; চতুরঙ্গ=সতরঞ্জ।

শোহরত (আরবী)=প্রচার। শোহরত হইতে মশহুর কথার সৃষ্টি। ইহার অর্থ বিখ্যাত, নামজাদা। বাঙ্গালায় মাশুলচোর=মশহুরচোর=বিখ্যাত চোর; সে যে বাস্তবিক মাশুল চুরি করে তাহা নহে।

ইস্তহার শব্দও এই শোহরত শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহাব অর্থ যাহা দ্বারা প্রচার কবা যায়=বিজ্ঞাপন।

পায়া (পার্সী)=পদ। “ব্যাটার বড় পায়া হইয়াছে”।

পায় (পার্সী)=পা; যেমন পায়দান, পাদান=যাহাতে পা রাখা যায়।

পয়মাল (পার্সী)=পামাল=দুর্ভাগ্যবান হইয়া যাওয়া।

পায়জার (পার্সী)=জুতা। বাঙ্গালায় পয়জার।

পায়খানা (পার্সী)=স্বেদখানা।

হাসিল (আরবী)=কর আদায় করা বা ফল গ্রহণ করা।

মহ্‌সূল (আরবী)=যে কর আদায় করা হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালার 'মাশুল'।

হিসাব (আরবী)=গণনা।

রপ্ত্‌ (আরবী)=অভ্যাস।

মিসমার (আরবী)=পেরেক, খোঁটা। যে স্থানে তাঁবু গাড়া হয়, সে স্থান খুব পরিষ্কার না করিলে তাঁবু গাড়া হয় না। এইজন্ম মেছমার করা=কেটেকুটে সাফ করা।

গোলাব পাশ=যে পাত্র দ্বারা গোলাব জল ছিড়কাও করা হয়। পার্সী 'পাশীদন্‌' ক্রিয়ার অর্থ ছিড়কাও করা।

কামরা (আরবী)=ঘর।

ইশারা (আরবী)=ইঙ্গিত।

ফাজিল (আরবী) খুব, উত্তম। "ব্যাটা বড় ফাজিল" অর্থাৎ যত জানে তাহা অপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি বা জেয়াদা দেখায়।

ফাল্‌তো (যাবনিক ফালতু শব্দ হইতে উৎপন্ন)=বাজে জিনিষ=অদরকারী জিনিষ।

ফানূস (আরবী)—আমাদের দেশের ফানস।

ফলানা (আরবী ফলাঁ হইতে উৎপন্ন)=ব্যক্তি।

তার (পার্সী)=সূতা।

সদর (আরবী)=প্রত্যেক জিনিষের অগ্রভাগ, মুখ, প্রধান অংশ; যথা সদর দরওয়াজা, সদর নায়েব ইত্যাদি।

অন্দর (পার্সী)=মধ্য; যথা অন্দরমহল।

আফ্‌সোস্‌ (পার্সী)=দুঃখ।

বাঙ্গালা ভাষার গঠন কার্য্যের মধ্যেও আরবী, পার্সীর দুই একটী নিয়ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত 'চ' এবং বাঙ্গালা 'এবং' অর্থে পারসী 'ও' ব্যবহৃত হয়; যথা—রাম ও যদু ও বিনোদ ও কেশব পাস হইয়াছে। এই অনেকবার 'ও' বসান ইংরাজীর দেখাদেখি আজকালকার বাঙ্গালায় উঠিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ছিল। এখন কেবল শেষে একটী 'ও' থাকে। কয়েকটী উপসর্গ বা অব্যয় আরবী পার্সী হইতে গৃহীত হইয়াছে; যথা—অভাব-বাচক 'বে'; উদাহরণ বে-আরাম, বেহায়া, বেদাগ, বেমালুম, বেচারা। আমরা আবার উহাতে সঙ্কর শব্দ প্রস্তুত করিয়াছি; যথা বেরঙ। বেপড়া=যে পুস্তক পড়া হয় নাই।

দর=মধ্য; যথা, দরকার=কাজের মধ্য।

দরমাহা=মাস সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বেতন।

বদ=মন্দ। যে শব্দের পূর্ব্বে ইহা বসিবে তাহাকেই মন্দ করিয়া দিবে; যথা—বদনাম, বদহাওয়া, বদগন্ধ (hybrid), বদ আহার, বদ হজম ইত্যাদি।

না (অভাববাচক এবং বিপরীতার্থ বোধক)। যথা=নামরদ, নাচার।

কয়েকটী প্রত্যয়েরও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার হইতেছে। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য করিবার জন্য ভাববাচক 'ঈ' প্রত্যয়; যথা, বদমেজাজ হইতে বদমেজাজী, বদনাম হইতে বদনামী, এইরূপ বদমাইসী, পণ্ডিতী, মাষ্টারী ইত্যাদি। আবার বিশেষ্য হইতে বিশেষণকারী 'ঈ' হিন্দী হইতে লওয়া হইয়াছে। যথা—দরকার হইতে দরকারী, সরকার হইতে সরকারী। দার, কার, গিরি, দান প্রভৃতি শব্দোৎপন্ন প্রত্যয় বাঙ্গালায় বহু পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে; যথা—মজাদার, মীনেকার, নক্‌সকার, দাতাগিরি, কলমদান। হিন্দী পন্=পানা বিস্তর ভাবে চলিতেছে, যথা—রাঙাপানা, তেতোপানা ইত্যাদি।

দিল্ =(পার্সী)=মন, হৃদয়।

"তৌ অঙ্গরী বদিলস্ত ন বমাল।

বুজুরগী ব অকলস্ত ন বসাল॥"

অর্থাৎ বড়মানুষী হৃদয়ের সহিত, সম্পত্তির সহিত নহে; গুরুত্ব বিবেচনার সহিত, বয়সের সহিত নহে।

ব=সহিত। আমাদের দেশে বলিয়া থাকে যে "চোর বামাল ধরা পড়িয়াছে কি না" অর্থাৎ মালের সহিত ধরা পড়িয়াছে কিনা।

হোশ (পার্সী)=চেতনা, জীবন, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাই বাঙ্গালার হুঁশ্।

হোশীয়ারী হুশিয়ারী=খবরদারী, হুশিয়ার=খবরদার।

দস্তাবেজ (পার্সী)=কাগজপত্র।

তোপ (তুর্কী)—লস্কর এবং তোপ দুইই বুঝায়।

জহাজ (আরবী)=জাহাজ=বৃহৎ পোত।

জহান (পার্সী)=পৃথিবী। শাহ্‌জহাঁ=পৃথিবীর রাজা। জাহাঙ্গীর=জঁহাগীর=পৃথিবীর অধিকারী। নূরজাহান=নূরজহাঁ=পৃথিবীর জ্যোতিঃ। জহানাফ্রী=পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা=ঈশ্বর। "দিলন্দর জাহানাফ্রী বন্দ্‌ ও বস্।" অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টাকে বাঁধ্, তাহা হইলেই বাস্, আর চাই কি ?

শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য্য।

জয়পুর।

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক।

বাল্যকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণে পড়িয়াছিলাম, কর্ম্মকারকে 'কে' বিভক্তি হয়। উদাহরণ যথা :—

ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।
অবোধকে বুঝাব কত বোধ নাহি মানে॥

এই 'কে' বিভক্তি গ্রাম্য কথাবার্ত্তার ভাষায় 'রে' আকার ধারণ করে। কখন কখন 'কে' বা 'রে'র পরিবর্ত্তে 'য়' বসে। সর্ব্বনাম শব্দগুলির প্রয়োগে এই ত্রিবিধ বিভক্তিরই ব্যবহার দেখা যায়। যথা—তাহাকে, তাকে বা তারে দেখ্‌তে পেলাম না; কাহাকেও, কা'কেও বা কারেও না বলে, সে পালিয়েছে। কলিকাতার ভাষায় কারুকে, আমাদের নদীয়া অঞ্চলে কাউকে এইরূপ পদও ব্যবহার হয়। যা'কে দেখ্‌ছে তাকেই ধর্‌ছে; যারে তারে তো আর ডাকা যায় না; তোমাকে আমারে কি আর একথা বলিতে পারে; তোমায় আর সালিসী করিতে হ'বে না; আমায় একবার ডেকেছেন, তোমারে হেরিলে অঙ্গ জ্বলে; "তোমারে না পেলে আমি ছাড়িব না, ছাড়িব না।" এই 'কে' 'রে' ও 'য়' র উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই।

কিন্তু সচরাচর কর্ম্মকারকে এই সকল বিভক্তি না হইয়া পদটী যেমন তেমনই (uninflected) থাকে, এরূপ উদাহরণের সংখ্যাই বেশী। আমার বিবেচনা হয়, কর্ম্মকারকে বিভক্তি না দেওয়াই বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ নিয়ম। বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষ বিধি। যে উদাহরণ স্বরূপ ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেটিতেও দেখি 'ধান' ও বোধ' এ দুইটী পদে বিভক্তির প্রয়োগ নাই। এক্ষণে ইহার ভিতর একটি সহজ নিয়ম আবিষ্কার করা যায় কি না ভাবিয়া দেখা যাক।

প্রথমতঃ সর্ব্বনাম শব্দে inflection (বিভক্তিযোগ) হয়। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম শব্দে বিভক্তিযোগ হয় না। এই নিয়মটী ঠিক ইংরাজী ভাষার নিয়মের অনুরূপ। ইংরাজীতে me, thee, him, her; বাঙ্গালায় আমাকে, আমারে, আমায; তোমাকে, তোমারে, তোমায়; তাহাকে, তাহারে ইংরাজীতে it, that, this ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম; ইহারা কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়স্থলেই সমান থাকে; রূপান্তরিত হয় না। বাঙ্গালাতেও ঠিক তাহাই। যথা—এ (ইহা) না কর্‌লে চলবে কেন? তা (তাহা) বল্লেতো আর বাঁচি না। ইংরাজীতে relative ও interrogative pronoun ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে কর্ম্মকারকে রূপান্তরিত হয় না; which, that, what; যথা, পক্ষান্তরে পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত who র রূপান্তরে whom হয়। বাঙ্গালায়ও ঠিক তাহাই। যথা—'যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন বাঁকা' এস্থলে সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ। যা বারণ কর্‌ব তাই কর্‌বে, যা তা লিখ্‌লে

কোনও ফল হয় না, যা দেবে দাও, তা ভেবে কি হবে? কি বল? কি কর? এস্থলগুলিতে সর্ব্বনাম ক্লীবলিঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ্য পদের মধ্যে সংজ্ঞাবাচক শব্দের (proper noun) উত্তর বিভক্তি হয়। যথা—রামকে বল, হরিরে ডাক, কৃষ্ণকে মার, যদুকে ধর, অভয়কে সাধ, প্রসন্নকে আন। 'রাম বল, বাঁচা গেল' 'হরি হরি বল' এ সব স্থলে অর্থের একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ বিশেষ্য পদের উত্তর কিন্তু প্রায়ই বিভক্তি হয় না। মনুষ্যবাচী বিশেষ্য যথা—লোক ডাক, বেহারা ডাক, বামুন বল, চোর ধর, ধোপা আন। ইতরজীববাচী ও অচেতন পদার্থ-বাচী বিশেষ্য যথা—কি কথা বল্‌ছিলে বল, কথা কও, কথা কব, 'গরু মেরে জুতা দান', পাঁটা ধর, বাঘ মার, সাধ পুরাও, গা মোছ, পা ধোও, শাক বাছ, কুটনো কোট, বাটনা বাট, থালা আন, পয়সা দাও, জিনিস লও, 'ফেল কড়ি মাখ তেল'।

বলা বাহুল্য যে ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে 'I see the sun'=আমি ঐ সূর্য্যকে দেখিতেছি, Bring the goat=ঐ ছাগলকে আন ইত্যাদি রূপ যাহা শেখান হয়, তাহা বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম নহে, ইংরাজী ভাষারও নহে, কেন না উভয় ভাষারই কর্ম্মকারক বিভক্তিশূন্য। ওটা ইংরাজী শিক্ষক মহাশয়দিগের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বা মৌলিক আবি-ষ্কার। তাহার জন্য বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীজাতি এই শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট ঋণী।

তৃতীয়তঃ, 'ধোপা ডাক' 'ধোপাকে ডাক' দুইরূপ প্রয়োগই আছে; কিন্তু উভয় অর্থের প্রভেদ আছে। 'ধোপাকে ডাক' বলিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট (definite) ধোপা বুঝায়। ধোপা ডাক বলিলে একজন যে সে ধোপা হইলেই চলিবে এইরূপ একটা ভাব আসে। ছোঁড়াকে ফিরাইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই' এস্থলে একজন জ্ঞাতপূর্ব্ব বালককে বুঝাইতেছে। এইরূপ বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্ধারণ অর্থে চোরকে ধর, বামুনকে ফিরাও, ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে একটা নিয়ম এই পাওয়া গেল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইতে বিভক্তির প্রয়োগ হয়, অন্যত্র নহে। বস্তুর সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

[বাঙ্গালায় 'টা' ও 'টি' অনেক সময়ে definite articleএর কাজ করে; লোকটা= the man; বালকটি=the boy; এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট লোক বা নির্দ্দিষ্ট বালক বুঝাই-তেছে। এস্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তিযোগ হওয়াই নিয়ম। যথা লোকটাকে বল, বালকটিকে ডাকিয়া আন। ইতর জীবের পক্ষে বিকল্পে যোগ হয়; ঘোড়াটা ধর, ঘোড়াটাকে ধর; কুকুরটা মার, কুকুরটাকে মার। জন্তুর পক্ষে বিভক্তিযোগ হয় না, কলমটা দাও; বইটা পড়; লাঠিটা ঘুরাও।—পঃ সঃ।]

চতুর্থতঃ, মানুষকে অমন কথা বলা যায় না, ঘটককে ক'নে দেখতে পাঠাও, স্বামীকে ভক্তি কর, ইত্যাদি স্থলে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি না বুঝাইলেও বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। কেন? এ সকল স্থলে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর যোগে বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। এ সব স্থলে গৌণকর্ম্ম

(indirect object) বুঝাইতে বিভক্তির প্রয়োগ হইতেছে। ইহা অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী 'to' প্রয়োগের অনুরূপ।

অতএব, এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া গেল। ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ব্বনামে, সংজ্ঞাবাচক শব্দে, নির্দ্দেশার্থে এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌণকর্ম্মে বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। এই সিদ্ধান্তে কোনও ভ্রম প্রমাদ আছে কি না, পাঠকবর্গকে বিচারের ভার দিলাম।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবল্লভের রসকদম্ব।

(১৩০৯ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত)

দুই খানি রসকদম্ব গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। একখানি যদুনন্দন ঠাকুরের ও অপর খানি কবিবল্লভের রচিত। দ্বিতীয় খানি অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। কবিবল্লভ কৃত রসকদম্বের দুই খানি অনুলিপি আমরা পাইয়াছি। ইহাদের এক খানি ১১৬৪ সাল বা ১৬৭৯ শকাব্দের ও অপর খানি ১৬৫০ শকাব্দের হস্তলিপি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুই খানিরই ব্যবহার করিয়াছি।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ইহা এক সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রতি শ্লোকে চারি পংক্তি বা চরণ। কবির কথা অনুসারে গ্রন্থে ৬০২০০ অক্ষর আছে;—

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর।

১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রদীপে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থ একবার অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তথায় তিনি 'দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর' কথার অর্থ ২০,৬০,০০০ করিয়াছেন। তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়; কারণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পয়ার হইলেও গ্রন্থান্তর্গত চারি সহস্র পংক্তিতে ৫৬০০০ অক্ষর সংখ্যা হইত। গ্রন্থ মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী অনেক আছে; সুতরাং অক্ষর সংখ্যা ৬০২০০ হওয়া অসম্ভব নয়; বরং সঙ্গতই।

রসকদম্ব ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের কিয়দংশ গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বর্ণনীয় বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কবির পরিচয়, গ্রন্থ রচনার সময়, গ্রন্থের অবলম্বন ও অন্যান্য দুই একটি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভ। প্রতি অধ্যায়ে এক একটি রস লইয়া আলোচনা করা

হইয়াছে। যে অধ্যায়ে যে রসের আলোচনা আছে, তাহার শীর্ষদেশে সেই রসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা :—

২ অধ্যায়	...	...	সূত্র রস	১৩ অধ্যায়	...	...	ভাব রস
৩ „	...	...	বৈভব রস	১৪ „	...	...	ভজন „
৪ „	...	...	হাস্য „	১৫ „	...	...	বীভৎস „
৫ „	...	...	প্রেম „	১৬ „	..	...	আস্থা „
৬ „	...	...	অদ্ভুত „	১৭ „	...	...	ভক্তি „
৭ „	...	...	শিক্ষা „	১৮ „	...	...	ভীত „
৮ „	...	...	স্তুতি „	১৯ „	...	...	বিস্ময় „
৯ „	...	...	ভেদ „	২০ „	...	...	করুণ „
১০ „	...	...	শৃঙ্গার „	২১ „	...	...	বীর „
১১ „	...	...	প্রেম „	২২ „	...	...	দীক্ষারস*
১২ „	...	...	শান্তি „				

গ্রন্থ রচনায় কবির অবলম্বন :—

"কলিযুগে চৈতন্য সরল অবতার।
নিজগণ সঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার॥
বৃন্দাবনে রূপসনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিয়া প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিয়া প্রমাণ॥
মুঞি মূর্খ হীন তাহে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সংকটে॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥"

উপরোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবির অবলম্বন বনমালী দাস, শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা এবং পুরাণ। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কাহার রচিত জানি না, ইহার নাম এই প্রথম শুনিলাম; কখন দেখি নাই। বনমালী দাস বৃন্দাবনে রূপসনাতনের নিকট রসতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কবিকে সমস্ত অবগত করান। গ্রন্থের মূল অবলম্বন ইহাই।

কবির গুরুর নাম উদ্ধব; পিতার নাম রাজবল্লভ এবং মাতার নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী করতোয়ানদী তীরস্থ মহাস্থানের সন্নিকট অরোঢ়া গ্রামে কবির নিবাস ছিল যথা :—

"নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভনা॥*
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যাখ্যা॥
আর যত বন্ধুগণ দিল উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
করতোয়া তির † মহাস্থানের সমীপে।
অরোঢ়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

* পাঠান্তর স্বভাব।

† শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এস্থলে 'করোত জাতির" পাঠ করিয়াছেন। উহা যে ভ্রম তাহা তিনি এখন স্বীকার করিবেন।

* গ্রন্থের শেষে যে গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহাতে দীক্ষারস লিখিত হইয়াছে। লেখক।

মুকুটরায় নামক কোন ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে কবিবল্লভ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন :—

"কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে। দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
তাহাতে মুকুট রায় ভজিল সজ্ঞানে॥ অনুরোধে করাইল প্রবন্ধ নির্ণয়॥

গ্রন্থরচনার সময় :—১৫২০ শকাব্দের ২০শে ফাল্গুন কবির গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় :—

"ফাল্গুন ফাল্গুনী ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে। বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভবার শুভক্ষণে। তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক॥"

রসকদম্ব পাঠ করিয়া বোধ হয় কবি সুপণ্ডিত ও রসিক ভক্ত ছিলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, রচনানৈপুণ্য এবং ভাবুকতা পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

কবি সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমরা কিছু খোজ পাই নাই।

(১) কবিবল্লভ কবির উপাধি, না তাঁহার নাম ? যদি ইহা তাঁহার উপাধি হয়, তবে তাঁহার নাম কি ছিল ?

(২) কবির জাতি কি, তাহা জানিতে পারি নাই। গ্রন্থ পাঠে তাহার কিছুই বোঝা যায় না। গ্রন্থে তাঁহার যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হয়।

(৩) কবির বসতি স্থলের নাম লইয়া একটু গোলযোগ আছে। দুই খানি হস্ত লিখিত পুথিতে দুই প্রকার দেখিলাম (১) অমবাড়া (২) অরোচা। এ দুই নামের কোন একটি ঠিক হইতে পারে অথবা দুইটিই অপর কোন নামের অপভ্রংশ। যাহা হউক, কবির বাসগ্রামের প্রকৃত নাম কি ?

(৪) কবির বাটীর চিহ্ন কিছু আছে কি না ? এবং তাঁহার বংশের কেহ এখন জীবিত আছেন কি না ? পরিষদের সভ্যগণ উদ্যোগী হইলে শীঘ্রই ইহার মীমাংসা হইতে পারে।

গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ :—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জং রম্যং ভক্তমধুব্রতং।
নত্বা রস কদম্বাখ্যং করোতি শ্রীকবিবল্লভঃ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

আহির রাগ। পয়ার।

জয় জয় নাগর শেখর রসগুরু।
অজাচক জাচক পুরুখ কল্পতরু।
প্রেমরস ভক্তিদানে মুক্ত মহাশয়।
দোস লেস নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥ ১॥
নিজ নাম অসীম নগর (?) বিস্তারিল।
নিজ গুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
প্রেমনাম ফল দিয়া অখিল তুষিঞা।
জিব নিস্তারিল প্রভু অতি সান্ত হঞা॥
হেন প্রভু রূপ করি নয়ন পুতলি।
হৃদয়ে বান্ধিব গুণ প্রেমের গুতলি॥
রশনা নর্ত্তক করি সে নামা রাবেশে।
শ্রবণ পুর্ণিত করি সেহি গুণ জসে॥ ৩॥

সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজ শির নিজোজিব ॥
সে পদকমলে বিমল মধুকর।
ভুজঙ্গুপ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর ॥ ৪ ॥
চরণ করিয়া অব দেখি তার লোক।
নিজ দেহ নিজোজিব খণ্ডিব ভব শোক ॥

কবি নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল খর্ব্ব ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ ॥
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে ॥
ভাব বিচারিব প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয় মাধুরী ॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান ॥
তে কারণে দাঁড়াঞা কহিল নিজ মনে।
পূর্ব্ব পক্ষ সন্ধান যে করে সেই জানে ॥
গ্রাম্য কথা হেন মতে ছাড় সর্ব্ব জনে ॥
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে ॥

কবি পয়ার দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীকে যথাক্রমে খর্ব্ব, দীর্ঘ ও মধ্যম ছন্দ বলিয়াছেন। পয়ার শব্দও স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। এই তিন ছন্দ ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের ব্যবহার নাই।

২ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় সূত্ররস। সূত্ররস শব্দের তাৎপর্য্য কি, ভাল বুঝিলাম না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত চরিত এবং দ্বারকার নাগরিকগণ কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

৩ অধ্যায়ের বর্ণনীয় দ্বারকার বিভব। দ্বারকানগরী, তথাকার, স্ত্রী, পুরুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের বর্ণনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ; ইহাতে কবির কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নগরের বর্ণনায় একটু বিশেষত্ব আছে। বর্ণনায় কোথাও ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার উল্লেখ নাই; নগরের প্রধান প্রধান সমস্ত গৃহই 'চালের ছাওনি'। সঙ্গে সঙ্গে গগনস্পর্শী গড়ের কথাও বলিয়াছেন।

নগর বর্ণন :—

জয় জয় দ্বারাবতী, অদ্ভুত চরিত্র অতি,
সিন্ধুগর্ভে পুরীর নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বে কুশাস্থলী নাম, ত্রিভুবনে অনুপম,
কেবা জানে তাহার প্রমাণ ॥
শুনিঞা গরুড় মুখে কৃষ্ণ তথা গেল সুখে
জাতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মশেষ।
রজতে রচিত মহি, কাঞ্চনে খচিত তহি
নানা ধাতু চরিত্র বিশেষ ॥ ৫৬
কত কত অদ্ভুত, মকরত মণিযুত,
গড়গণ পরশে গগন ॥
মুকুতা প্রবাল ভাড়া, ঝড়োসিত রক্ত ধারা,
বিরাজিত চঞ্চল চামরে ॥ ৫৭
মধ্যে মধ্যে কত শত, রজত রচিত পথ
অগোর চন্দন বাহে ধরে।
কটিকে রচিত বেদি, অমূল্য রতন নিধি,
মণিগণ প্রদীপ বিহরে ॥
অমূল্য স্তম্ভের জ্যোতি, প্রতিবিম্ব নানা রীতি,
শ্বেতরক্ত নীল পীত দেখি।
বিচিত্র সোপান ছটা, অলক্ষিত রূপ ঘটা,
চাহিতে চমকি চলে আঁখি ॥ ৫৮

দ্বাদশ যোজন জুড়ি, প্রমাণ প্রসর পুরী
ঝলঝলি ঝলকে কিরণ॥
পুরবিন্দু আর জত, প্রবাল রতন যুত,
সুন্দর সিন্দুর বর শিরে।

পটবাসে ইন্দ্রজাল, চামরে ছাওনি চাল,
তাতে শুক ময়ূর বিহরে।
হেমঘটেজলে পুরী, প্রতি ঘরে সারি সারি,
ধবল পতাকাধ্বজ উড়ে॥

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদেও পুরের সর্ব্বপ্রধান গৃহ বর্ণনার সময় লিখিত হইয়াছে :—

সেই পুরে কেবল প্রধান এক ঘর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ বিধিবুদ্ধি অগোচর॥
প্রধান কনক বেদি শোভয় সুচ্ছন্দ।
স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে শতধারা বন্ধ॥

রত্নমণি ধাতুগণ চালের ছাওন।
প্রবাল মুকুতা ঝারা সোপান গঠন।
নির্ম্মল চামরে শোভে চালের ছাওনি।
কনক সলিল ঘটে পল্লব দোলনি॥

মহাস্থানের সুবৃহৎ গড় দেখিয়া বোধ হয় কবি দ্বারকার গড়ের কল্পনা করিয়াছেন।

৪ অধ্যায়ে হাস্যরস। শ্রীকৃষ্ণ নিজ গৃহে বসিয়া আছেন; অনুচরীগণ শুশ্রূষা করিতেছে; এমন সময় রুক্মিণী তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার রূপ বর্ণনায় কবি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণরুক্মিণীর হাস্য পরিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৬ হইতে ৭৫ শ্লোক পর্য্যন্ত তৃতীয় অধ্যায়। ৭৬ হইতে ১৮৫ শ্লোক পর্য্যন্ত চতুর্থ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়ের বিষয় প্রেমরস। রয়বত (রৈবতক?) পর্ব্বতে দেবদেবীগণের বিহার ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৬ হইতে ১৯৫ শ্লোক পর্য্যন্ত পঞ্চম অধ্যায়।

৬ অধ্যায়ে অদ্ভুতরস, ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন ইহার বিষয়। রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে, সৃষ্টিতত্ত্ব, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, গোলোক প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৬ হইতে ৩১৫ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়ে শিক্ষারস। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কহ কহ প্রাণনাথ ই বড় বিস্ময়।
এমত ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড কাহা হৈতে হয়॥
কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন।
পুনরপি সৃষ্টি নাশ হয় কি কারণ॥
জখনে জনমে জীব আদি সৃষ্টিকালে।

তখনি জন্মিয়া কর্ম্ম করে কার বলে॥
পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ ঘটে কি কারণ।
কৃপা করি কহ নাথ সব বিবরণ॥
পূর্ব্বে নাহি পাপ পুণ্য অদৃষ্ট না ধরে।
তবে কোন দুঃখ সুখ জীব কেন্না বরে॥

ইহার উত্তরে কবি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যাহা বলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৩১৬ হইতে ৩৫০ পর্য্যন্ত ৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়ে স্তুতিরস। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়োৎপাদক বর্ণনা ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রশ্নের পাণ্ডিত্য পূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী দেবী মোহপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমন, ব্রহ্মাকে ছলনা প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার স্মৃতিপথে

সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। তাহাতে তিনি অধিকতর ভীত হইলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইয়া তাঁহার সহিত যে ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছেন, তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, যে তিনি (রুক্মিণী) লক্ষ্মী, তিনি নিজেকে এখন আর চিনিতে না পারিয়া অনর্থক অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন। নিজেদের পরিচয় আরও বিশদরূপে দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে শান্ত করিলেন।

৩৫১ হইতে ৩৬৫ পর্য্যন্ত অষ্টম অধ্যায়। নবম অধ্যায়ে ভেদরস।

রুক্মিণীর প্রশ্ন—

তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে। আপনে করহ দর্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে।
তবে অনুগ্রহ ছাঁড়ি দুঃখ দেহ কেনে॥ এ সকল কুৎসিত সৃজিলে কোন যোগে॥

শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিতে গিয়া প্রথমে মানুষের জন্ম বিবরণ বর্ণনা করিলেন; বর্ণনার মধ্যে অনেক যোগের কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। জন্মের পর

মহামায়া জীবের চিত্ত মারোপিঞা।
উনবিংশ অংশ দেয় অঙ্গ বিবর্জ্জিঞা॥

সঙ্গে সঙ্গে জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অনুভব শক্তি আসিয়া জুটে এবং সেই কারণ বশতঃ পার্থিব পদার্থে আসক্তি জন্মায়। বাত পিত্ত কফ জীব শরীর আশ্রয় করিয়া জীবের স্বকৃত আচরণ ভেদে জীবের কষ্টদায়ক হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার ও হিংসা জীবের স্বাভাবিক সহচর, জীব নিজ ইচ্ছা দোষে ইহাদের কোন না কোনটির অধীন হইয়া কষ্ট পায়। কবি এই প্রসঙ্গে জীব শরীরকে একটি রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

মন নামে রাজা তাতে চঞ্চল প্রচণ্ড॥
রাজ্য থাকি করে নানা দেশেত সঞ্চার।
কোন কার্য্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার॥
সর্ব্বস্থানে গতি করে চরিত্র অদ্ভুত।
অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই সুত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার সকল তরঙ্গ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ তার সঙ্গ॥
কনিষ্ঠ তনয় নাম অবল কুমার।
শান্তি দয়া ক্ষমা ধর্ম্মসঙ্গতি তাহার॥
পিতৃভূমি লইতে দুহার অভিলাস।
নিত্য নিত্য করে দুঁহে বিবাদ প্রকাশ॥
কেহো কারো বশ নহে অন্যোন্য কন্দলে।
পিতার দুর্দ্দিন দেহে কাকো না নিবারে॥
দুই সহোদরে যুদ্ধ দেখে দুই গণে।
সেনাপতি সেনাপতি যুঝে জনে জনে॥
অহঙ্কারের সৈন্য লোভ পরম সবল।
তাহার সঙ্গতি নিত্য ত্যাগের কন্দল॥
মোহ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ।
কামে ধর্ম্মে হিংসা রস নাহি অবসাদ॥
শান্তিগণে সতত আঘাতে মহাক্রোধ।
সমতা হিংসার করে পরম বিরোধ॥
মদ সঙ্গে ধৈর্য্যগণে নিত্য করে রণ।
দম্ভ সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে স্নেহগণ॥
এই মত অন্যোন্য বাড়ায় যুদ্ধ কার্য্য।
যে জন প্রবল হয় সেই লয় রাজ্য॥
যদ্যপি বিনয় জিনে চণ্ড অহংকারে।
আপন সমান তবে না দেখে সংসারে॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আগু পাত্রগণ।
তা সভার চিত্ত রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
পরচিত্ত দায় ভুমি হিংসে অতিশয়।

অপেব অবিধি করে মনে নাহি ভয়।
অন্তের নির্ম্মল কর্ম্ম নিরবধি হিংসে।
আপনে অবিধি কৈলে আপনে প্রশংসে।
অহংকারের বশ হয় যেই যেই জন।
অবশ্য তাহাকে ঘটে প্রমাদ লক্ষণ।
অহঙ্কার নির্জ্জিঞা বিনয় যদি বসে।
তবে দেহ পূর্ণ করে নানা ধর্ম্ম রসে।
সর্ব্বত্রে আলগ হঞা বসয়ে সংসারে।
লীলায়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারে।
দেহ রাজা, মন রাজা, বৃদ্ধ কলেবরে।
যে পুত্র সবল হয় তার সঙ্গে চলে।
না করে নিষেধ আজ্ঞা করে সমাদর।
আপনি হি করে কার্য্য পুত্র আজ্ঞা লঞা।
আপন উদ্যোগে জীব মন বশ করে।
মন বশ কৈলে সব ইন্দ্রিয় নিবারে।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—এইরূপে জীব নিজ ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় যোগে সুখ দুঃখ ভোগ করে। আরও বলিতেছেন :—

যদি আমি সর্ব্ব কর্ম্মে সভাকে নিবারি।
তবে আর সৃষ্টি আমি করিতে না পারি।
কৃষ্ণ কর্ম্ম সাধিতে না দেখি আদি অন্ত।
শক্তি অনুমানে সাধে কার্য্যাবুদ্ধিমন্ত।
আকাশে উড়ায়ে পক্ষ অনন্ত প্রচুর।
জার যত শক্তি তারা উঠে ততদুর।

৩৬৬ হইতে ৪১০ পর্য্যন্ত ৯ম অধ্যায়॥

১০ অধ্যায়—শৃঙ্গাররস। ইহার বর্ণনীয় নিত্যলীলা।

রুক্মিণী কৃষ্ণকে কহিতেছেন :—

তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের আধার।
তোমার সমান কিছু সাধ্য নাহি আর। ৪১২
তাতে মনে মোর বিস্ময় এক বড়।
দেব চর্য্যা কালে তুমি কাকে ধ্যান কর।
দেব দেবেশ্বর নিত্য ভাবয়ে তোমারে।
হেন তুমি ভাবহ অর্ব্বহ কার তরে। ৪১৩

কৃষ্ণ এইবার উত্তরে বলিলেন, তিনি নিত্য বৃন্দাবন ভাবনা করেন। এই অধ্যায়ে নিত্য বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বৃন্দাবনে ষট্‌কোণ পদ্মের মধ্যস্থলে কিশোর কিশোরী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাখান।
কিন্তু নিত্য স্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড় রম্য।
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরামৃত্যু ভয়।
সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্য রূপে রয়।
এ সব নিগূঢ় কথা গুণ কর্ম্ম ভেদ।
সর্ব্বকাল সেবা করি না বুঝিল বেদ।

* * *

কিশোর কিশোরী তথা সর্ব্ব কাল ধরে।
শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অন্য নাহি করে।
কুটিল কুন্তল আধ ললাটে বন্ধন।
কদম্ব কুসুম মালে চুড়ার শোভন।
সঘন হাসিত মুখ চমকে দশন।
সুরঙ্গ অধর ওষ্ঠ নাসিকা মোহন।
কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ঘন দোলে।
উচ্চ বক্ষে শোভা করে মালতীর মালে।
শ্বেত রক্ত নীল পীত যোগে অষ্ট বর্ণ।
বৈজয়ন্তী নামে মালা শোভে জানুসম।
দীর্ঘ গ্রীবে কেতকী পরাগ সুরঞ্জিত।
সুরঙ্গ লবঙ্গ খোপা পৃষ্ঠে সুদোলিত।
আজানুলম্বিত ভুজ পুষ্প অলঙ্কার।
নাগেশ্বর কেশরে বলয় যুগসার।
কটিতটে পীতবাস চম্পক বসনা।
ধটির অঞ্চল পদ উপরে দোলনা।

তাহাতে ময়ূর পুচ্ছ করে ঝলমলি।
চৌদিকে চঞ্চল দোলে মঞ্জরের ঝুরি॥
অলকে তিলক দীর্ঘ অলকা কপালে।
ভুরুতলে সজল নয়ান নৃত্য করে॥
বাতুল চরণোপরি সুরঞ্জিত দোলে।
করতলে মুরলী সঙ্গীত সার বোলে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু।
নটবর নাগর শেখর রস গুরু॥

কবি কোথাও ধাতব অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই। পুষ্পঅলঙ্কারের তিনি বড়ই পক্ষপাতী। কিশোরীর রূপও তদ্রূপ :—

শুদ্ধ হেম তনু কিবা কনক কেতকী।
নাগেশ্বর কেশরে অধিক শোভা দেখি॥
পরশে নবনী কিবা শিরিশ মালতী।
অলক্ষিত রূপ নহে নয়নের গতি॥
কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে টালনি।
তাহার উপরে সিখী শিখণ্ড সাজনি॥
গুলাল মালতী মালা বেড়ি বেড়ি সাজে।
অরুণ তিলক ভাল চন্দনের মাঝে॥
ভুরুপরে অপরে কেশর ভুরু ভাল।
অঞ্জনে রঞ্জন কঞ্জ খঞ্জন নয়ান॥
কপোলে সুপত্রাবলী বিচিত্র লেখন।
নিরুপম নাসা গণ্ড বলিত গঠন॥
দাড়িম্ব কুসুম কিবা অধর প্রবাল।
দশন মুকুতা কিবা তড়িতের মাল॥
শ্রুতি যুগে কুসুম স্তবক নবাঙ্কুরে।
কণ্ঠে মালতীর দাম বনমালা দোলে॥
কেয়ুর কঙ্কন করে কুসুমে রচিত।
পুষ্প মালা জাদ খোপা সঘন দোলিত॥
নিতম্ব রঞ্জিত নীল পট্ট পরিধান।
মুকুর নূপুর বর চরণে প্রধান॥
স্বরাগ পরাগ তনু ধূসর কেশরে।
অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কৃত রঙ্গ ভঙ্গ ধরে॥
করে ধরি মুরলী অধর তলে রাখি।
সরস পঞ্চম ধ্বনি বোলায় সুমুখী॥
বেশ রস বয়স শোঁসর দুই অঙ্গ।
গতি মতি পীরিতি আরতি সম অঙ্গ॥

কিশোর কিশোরীর চতুর্দ্দিকে ষট্‌কোণে ছয়জন প্রধানা নায়িকা বর্ত্তমান। ইহাদের চতুর্দ্দিকে ষোড়শ-দল পদ্মে ষোল জন সখী বর্ত্তমান।

পদ্ম একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত চতুষ্কোণ দ্বারা বেষ্টিত ; চতুষ্কোণের প্রতি পার্শ্বের মধ্যস্থলে একখানি করিয়া রত্নবেদী এবং প্রতি বেদীতে একজন করিয়া সানুচরী দেবী উপবিষ্ট। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য ও সজ্জা অতি অপূর্ব্ব। নিত্য বৃন্দাবনে :—

গীত বিনে বচন না করে কোন জনে।
নৃত্য গীত বিহনে চলিতে না জানে॥
পরশ বিহনে বাড়ে রভস আনন্দ।
ভক্ষ্যবিনে স্বাদ জন্মে দ্রব্য বিনে গন্ধ॥
কুসুম নিস্তেজ নহে, অমল বসন।
অদেয় বৃদ্ধ এ নহে, অখণ্ড যৌবন॥
ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি সুচেতন।
কৃষ্ণ প্রিয় শরীরে সভার সমর্পণ॥
অহেতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে।
গুণযোগে নির্গুণ ভজয়ে নিরন্তরে॥

নিত্য বৃন্দাবনের চারি দ্বারে চারি সরোবর আছে, “অমৃত সমান তার বারি মনোহর :-

পূর্ব্ব দ্বারে সিদ্ধিরস প্রদায়ক নামে।
রত্নমণি হেমময় তাহার সোপানে॥
অশোক কাননে লতাকুঞ্জ ক্রমে শোভা।
ভ্রমর ঝঙ্কারে তাতে মধুপানে লোভা॥
দক্ষিণে আনন্দরসপ্রদ সরোবর।
রতন সোপান বন নিকুঞ্জ সুন্দর।
নলিনী দোলনী শোভে ললিত লহরি।
উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতাল ভ্রমরি॥

কেবর (?) কানন জলে দোলে ইন্দিবর। কাল পাঞা সে জল পরশে সাধুগণ।
সুগন্ধি পবনগতি শীতল মন্থর। তবে তার হয় কৃষ্ণ আনন্দ ভাজন।
যত্নযোগে সাধিপে জতেক ভক্ত জায়। মন্দ মন্দ বায়ু বহে সুগন্ধ শীতল।
জেরূপ পরশ বিনে কৃষ্ণ নাহি পায়। অবিরত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।

নিত্য বৃন্দাবনের প্রতি দ্বারে দুইটি করিয়া বৃক্ষ অবস্থিত। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি কৃষ্ণের সখাগণ তথায় বর্ত্তমান। নিত্য বৃন্দাবনের দক্ষিণে কালিন্দী দেবী বস্ত্র আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার আসনের নিম্নদেশ হইতে মকরন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হৈতে শুদ্ধরসে পূর্ণ নদী বহে। তাহার

দুই কুলে রত্নতটি অমৃত বাহিণী।
কৃষ্ণ প্রেম পূর্ণ ভক্তি আনন্দ দাইনি।

তথায় অষ্টদল ও অষ্টাদশদল সমন্বিত দুই পথ আছে। প্রতি দলে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন বিলাস দৃশ্য বিদ্যমান। সমস্ত বৃন্দাবন চারি স্বর্ণ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রতি প্রাচীরে একজন করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, তাঁহাদের নাম ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী ও মহামায়া; গণপতি, পশুপতি, সূর্য্য ও প্রজাপতি প্রাচীরের চারি কোণে অবস্থিত। ইহার পরে প্রতি প্রাচীরের একটি করিয়া সুমধুর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়টি অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ হইলেও, বর্ণনার লালিত্য ও কবিত্বে, নিত্য বৃন্দাবনের অদ্ভুত দৃশ্যে ও কবির ভক্তিরসে হৃদয় এতই অভিভূত হইয়া পড়ে, এক সঙ্গে সমস্ত নিঃশেষ না করিয়া পাঠ হইতে বিরত হওয়া যায় না। উপরে লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত এই অধ্যায়ে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য বস্তু রহিয়াছে। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল ভয়ে তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। ৪১১ হইতে ৫৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায়।

পরবর্ত্তী অধ্যায় কয়টিতে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; অতি সংক্ষেপে তাহা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গ্রন্থের অধিকাংশ রুক্মিণী ও কৃষ্ণের কথোপকথন। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিতেছেন কৃষ্ণ উত্তর করিতেছেন। প্রতি অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় কোন কোন স্থানে নিজ কথায় না দিয়া রুক্মিণীর কথা প্রকাশ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি।

১১ অধ্যায়—প্রেমরস। রুক্মিণী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; ১৬০০০ বিশিষ্ট রাজবংশজাতা, সুলক্ষণসম্পন্না স্ত্রী থাকিতে তিনি কেন ধাতব অলঙ্কারপরিশূন্যা, পুষ্পালঙ্কার পরিহিতা একজন সামান্য রমণীকে দেবার্চ্চনা ছলে চিন্তা করিয়া থাকেন। ১০ অধ্যায় কেবল এই প্রশ্নেরই উত্তরে পূর্ণ। ৫৩১ হইতে ৫০০ শ্লোক পর্য্যন্ত দশম অধ্যায়—

১২ অধ্যায়—শান্তিরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

"কহ কহ প্রাণনাথ নির্ম্মল স্বভাব। কেমত্ত ভজনে হয় কৃষ্ণ প্রেম লাভ।

নাগর কিশোরী ভাব সরস প্রস্তাবে।
বিনে কায়ক্লেশে লোক ভজে কোন ভাবে॥
কোন কর্ম্মে কর্ম্মনাশ সুসাধকে করে।
কৃপা করি এ সব নাথ কহিবে আমারে॥

বৈষ্ণবদিগের বক্তব্য অনেক বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ৫৪০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়—ভাবরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন।
কতেক প্রকার হয় ভক্তির লক্ষণ॥
কেমনে আসক্তি জন্মে, প্রেমের উদয়।
সকল কহিয়া নাথ ঘুচাহ সংশয়।

কৃষ্ণের উত্তর সুদীর্ঘ। ৬০১ হইতে ৬৫৫ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়—ভজনরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

*অদ্বৈত অচ্যুত, তেজ ধনি ধুত
ব্রহ্ম হেন তাকে জানি।
রূপ নৈরাকার, কর্ম্ম নাহি তার
নির্গুণ হেন বাখানি॥
সে কেনে আপনে, বদ্ধ হঞা গুণে
থাকে দুখে গর্ভ বাসে।
মানুষ শরীর, সমান অস্থির
অশেষ ভোগ বিলাসে॥
কভু হয় মীন, কভু কূর্ম্ম চিহ্ন,
বরাহ কেশরী হঞা।
নানা কর্ম্ম যোগে, দুষ্ট উপভোগে
অশেষ শরীর পাঞা।
পত্নী পুত্র ধরি, রাজ্য ভোগ করি,
নানা অবতার ছলে।
শত্রু মিত্র ভাব, সুখ দুঃখ লাভ
জন্ম মৃত্যু হয় কালে॥
এমোর বিস্ময়, ঈশ্বর জে হয়,
সে কেনে এমত করে।
মানসে সকল, জন্মে কর্ম্মফল
কিহেতু জন্মিঞা মরে॥
ক্রোধ ভয় ভ্রম, তার কেনে শ্রম,
একথা বুঝিতে নারি।
আর এক চিন্তে, সংশয় ভাবিতে
সেহো কহ সত্য করি॥
যত সাধুগণ, বুঝিয়া কারণ
মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠে।
বরি অস্ত্রাঘাত, মূর্ত্তি করি তাত,
অশেষ সন্ধানে গঠে॥
মূর্ত্তি প্রকাশিঞা, যতনে পুজিঞা
জলে সমর্পণ করে।
তাতে কোন শক্তি, কেনে করে ভক্তি
বুঝিঞা কহিবে মোরে॥
কোথা থাকে ব্রহ্মা, নাহি জন্ম কর্ম্ম
তাতে মূর্ত্তি করি পূজা।
না জানি নিশ্চয়, ঘুচাহ সংশয়
মানসে কেনে না ভজে॥

উত্তরে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ৬৫৬ হইতে ৬৮০ পর্য্যন্ত ১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়—বীভৎসরস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

জে সব চরিত্র ভাব কহিলে আপনে।
সংসারী সকলে তাহা না আচরে কেনে॥
পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ।
তবে কেনে সাধনা করে নিত্যরূপ॥

উত্তর সুন্দর। ৬৮১ হইতে ৭৪৫ শ্লোকপর্য্যন্ত—১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায়—আস্থারস। রুক্মিণীর প্রশ্নঃ—

বেদ হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সভাতে গোচর। নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে।
তবে কেনে কহ কৃষ্ণ দেব অগোচর॥ কোন ভাবে ভাব করে প্রকৃতি সকলে॥

উত্তর যথোপযুক্ত। ৭৪৬—৮০৫ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৬শ অধ্যায়।

১৭শ অধ্যায়—ভক্তিরস।

রুকিণীর সহিত কৃষ্ণ রয়বত (!) পর্ব্বতে গেলেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ স্তবস্তুতি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া রত্নবেদীতে উপবেশন করাইল ও নানা উপচারে তাঁহাদিগের সেবা করিল। এমন সময় বীণা হস্তে নারদমুনি তথায় কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। নারদমুনির রূপ বর্ণনা অতিশয় সুন্দর। অধ্যায়টি ভক্তিরসপূর্ণ, হৃদয় সরস করিবার উপযোগী। ৮০৫ হইতে ৮১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৭শ অধ্যায়।

১৮শ অধ্যায়—ভীতিরস।

নারদ কর্ত্তৃক সংসারী জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপের বর্ণনাও নরকের বৃত্তান্ত কথন এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। গমন কালে মুনিবর ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীর মস্তকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণীও সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিলেন। ৮২০ হইতে ৮৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৮শ অধ্যায়।

১৯শ অধ্যায় বিস্ময়রস।

রয়বত গিরি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দ্বারাবতী নগরী দর্শন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের ১৬০০০ স্ত্রী তাঁহার বিরহে কিরূপে কাল কাটাইতেছেন ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। এই অধ্যায়ে ইহাই বর্ণনীয়। ৮৬৪ হইতে ৮৭৪ শ্লোক পর্য্যন্ত—১৯ অধ্যায়।

২০ অধ্যায়—করুণরস।

নারদমুনি একটু রহস্য দেখিবার জন্য সত্যভামার গৃহে গিয়া পারিজাত পুষ্পের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত একটি পারিজাত পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে রুক্মিণীর কবরীতে বান্ধিয়া দিয়াছেন। সপত্নীর প্রতি স্বামীর এতাদৃশ ভালবাসা দেখিয়া সাধারণ রমণীর ন্যায় সত্যভামা বিকল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নারদ ব্যাপার দেখিয়া রয়বত গিরি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ১০০ পারিজাত পুষ্প দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ২০শ অধ্যায়ে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। ৮৭৫—৯২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ২০ অধ্যায়।

২১শ অধ্যায় বীররস। এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় পারিজাত পুষ্পের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নারদকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ; কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের তাচ্ছীল্য প্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত

ইন্দ্রের যুদ্ধ ও ইন্দ্রের পরাভব এবং পারিজাত বৃক্ষ সহ কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান। ৯৩০ হইতে ৯৬৪ পর্য্যন্ত ২১ অধ্যায়।

২২শ অধ্যায় দীক্ষারস।

ইন্দ্রপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা ও রুক্মিণীকে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র দিয়া কিশোর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিল। ইহাতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ছন্দঃ সম্বন্ধে কবি বড়ই সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন। ছন্দঃ পতন ক্বচিৎ দেখা যায় 'র' ও 'ল' কে অভেদ ভাবে অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন যথা—

লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥

উপান্তদ্বয়ের ক্ষমতাব দিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই যথা :—

গোলকের রীতি অতি অসীম উপমা।
কোটি কোটি অনন্তে দিতে নারে সীমা॥

অনেক স্থলে শব্দের পূর্ব্বে 'অ' অনর্থক ব্যবহার করা হইয়াছে; অনাস্তিক অর্থ এস্থানে নাস্তিক।

অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব।
একান্তিক জনে সত্য জন্মে প্রেমলাভ॥

রসকদম্ব ব্যতীত কবি অন্য কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা, জানা যায় নাই। যদি তিনি অন্য কিছু না লিখিয়া থাকেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক রসকদম্বই তাঁহার কীর্ত্তি। কবিবল্লভ ও তাঁহার কাব্য 'রসকদম্বের' স্থান, সাহিত্য জগতে কোন স্তরে, তাহা সুবিবেচকগণ স্থির করিবেন। রসকদম্ব এত দিন পর্য্যন্ত যে অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। বটতলা হইতে পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হইয়াছে কিনা জানিনা। শীঘ্রই ইহার এক অতি সুন্দর সংস্করণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
রাজসাহী।

তমলুক।

তমলুক মেদিনীপুর জেলার মহকুমা বা উপবিভাগ। বর্ত্তমান তমলুক সহর রূপনারায়ণ নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এই সহর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। চর পড়িয়া সমুদ্র এখন প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। এখনও এইরূপ চর পড়িতেছে। সমুদ্র আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে রূপনারায়ণ ও ভাবগীথী সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সঙ্গম স্থলে এই সহর অবস্থিত ছিল। যদি ইহার ইতিহাস না থাকিত, কেহ একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমি গত শীতকালে দেখিয়াছি, ভাগীরথীর মুখে এক প্রকাণ্ড চব উদ্ভূত হইতেছে, কালক্রমে আব একটী থানা বসাইবার আবশ্যক হইবে। এই চব জোয়াবেব সময় জলে ডুবিযা যায়, কেবল ভাটার সময় দেখা যায়। থানা সুতাহাটা নন্দীগ্রামেব সমস্ত ভূমিই যে এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এই সমস্ত স্থান পবিভ্রমণ করিলে এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায। যদি দুই কি তিন হাজাব বৎসব পূর্ব্বের একটী মানচিত্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে এই দুইটি থানার বিন্দু-মাত্র ভূমি তাহাতে নাই। এখন এই দুই থানায় প্রায় দুই লক্ষ লোক বাস কবে। এখনও এত স্থান পড়িযা আছে যে আরও দুই লক্ষ লোকের বসতি হইতে পারে।

বহু পুবাকালে তমলুক একটী পবাক্রান্ত হিন্দুবাজ্য বলিয়া পবিগণিত ছিল। মহা-ভাবতে ইহাব উল্লেখ আছে। উক্ত আছে, সেই সময এক পরাক্রান্ত রাজবংশ এখানে রাজত্ব কবিতেন। তাঁহাদের পতাকায় ময়ূব অঙ্কিত থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগকে ময়ূবধ্বজবংশীয় বাজা বলিত। যখন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞেব অশ্ব লইয়া এই দেশে আসিয়া-ছিলেন তখন ময়ূবধ্বজ রাজার পুত্র সেই অশ্ব ধবিয়াছিলেন। রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রায পবাস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণের পবামর্শে যুদ্ধে বিবত হইয়া উভয়ে ব্রাহ্মণেব বেশে বাজসভায যাইয়া অশ্বমোচন প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদেব চিনিতে পাবিয়া কৃতার্থ হইয়া প্রার্থনা করিলেন যেন এই যুগল মূর্ত্তি তিনি চিরদিন দেখিতে পান, এবং কৃষ্ণেব অনুমতি পাইয়া জিষ্ণু (অর্জ্জুন) ও হবির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কবিযা সমুদ্রেব উপকূলে এক মন্দিরে স্থাপিত করিলেন। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদ পাঁচ ছয় শত বৎসর হইল এই প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটী বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া আর একটী মন্দিবে রক্ষিত হইয়াছে।

তমলুক হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। এখানে বর্গভীমা নামে মহাকালীর মন্দির স্থাপিত আছে। কে কবে এই মন্দিব স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি এই যে ময়ুরধ্বজবংশীয় মহারাজ গরুড়ধ্বজ এক ধীবরের প্রতি

আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যহ একটী জীবিত সউল মৎস্য দিতে হইবে। সে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারায় তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ধীবর প্রাণভয়ে পলাইয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইলে মহাদেবী ভীমা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, তিনি ধীবরের বাড়ীতে থাকিয়া প্রত্যহ মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিবেন। ধীবর যে সময়ে ঐ মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সময় অনেক মৎস্য ধরিয়া শুকাইয়া রাখিত। পরে মহাদেবী ভীমা, একটী কূপের জল ছিটাইয়া দিয়া প্রত্যহ একটি একটি করিয়া মৃত মৎস্য জীবিত করিয়া দিতেন। ধীবরের আর কখনও মৎস্য দিতে ক্রটী হয় না দেখিয়া, রাজার মনে সন্দেহ হয়, তিনি তাহার নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত জানিয়া লইলেন। মহাদেবী ভীমা ধীবরকে এইরূপ বিশ্বাসহন্তা দেখিয়া তাহার আবাস ছাড়িয়া প্রস্থান করেন। যাইবার সময় আপনার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সেই কূপের মুখে স্থাপন করিয়া কূপ বন্ধ করিয়া দেন। রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই মূর্ত্তি স্থানান্তর করিয়া কূপের জল বাহির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই মূর্ত্তির উপর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান ভীমার মন্দির। কেহ কেহ বলেন, এই কূপের জলে যে কেবল মৃতসঞ্জীবন গুণ ছিল তাহা নহে, ইহার জলে ডুবাইলে অন্য ধাতু স্বর্ণ হইয়া যাইত। জনশ্রুতি এইরূপ যে ধনপতি সদাগর একদা বাণিজ্যে যাইবার সময় তাঁহার পোত হইতে দেখিতে পান যে একজন লোক সুবর্ণ পাত্রে জল লইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই কূপের জলে ডুবাইয়া তাহার পিত্তলের পাত্র সুবর্ণময় হইয়াছে। ধনপতি সহবস্থিত সমস্ত পিতলের বাসন ক্রয় করিয়া এই কূপে ডুবাইয়া দেখিলেন সমস্তই স্বর্ণ হইয়া গেল। তিনি সিংহলে এই সমস্ত সুবর্ণপাত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই ভীমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই মন্দিরসংলগ্ন একটি কূপে স্নান করিলে বন্ধ্যাদোষ নিবারণ হয়, এইরূপ সাধারণ লোকের বিশ্বাস। বহুদূর হইতে অপুত্রক বন্ধ্যানারীগণ দলে দলে আসিয়া এই কূপে স্নান করিয়া থাকেন। ডুব দিয়া যিনি যাহা পান তিনি তাহা আপন মস্তকের কেশে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তীরস্থিত একটী বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া যান। পুত্র হইলে আসিয়া ভীমার পূজা দেন। লোকে আশ্চর্য্য হয় যে এত জিনিষ এই কূপে কোথা হইতে আসে। বোধ হয় মন্দিরের অধিকারী ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ইটের ঢিল ও অন্যান্য দ্রব্য উহাতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই কূপের তলে কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অভাব হয় না।

এই মন্দিরের অদূরে "কপালমোচন" তীর্থ। মহাদেব সতীর মৃত্যুতে অধীর ও ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষকে হত্যা করেন। গুরুজন হত্যা পাতকে দক্ষের মস্তক শিবের হাতে লাগিয়া রহিল, কিছুতেই তাহা ফেলিয়া দিতে পারিলেন না। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি দক্ষকপাল তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। তিনি

পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারস্থ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে তাম্রলিপ্তের ভীমামন্দিরের কূপে স্নান করিবার উপদেশ দিলেন। মহাদেব তাহাই করিলেন। এই কূপে স্নান করিলে সেই নরকপাল তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। এই জন্য এই কূপকে লোকে কপালমোচন তীর্থ বলিত। ইহাতে স্নান কবিলে নরহত্যা জনিত পাপও বিদুরিত হইত। রূপনারায়ণ এই কূপ ভাঙ্গিয়া আপনার গর্ভে লইয়াছেন। এখন আবার সেই স্থানে সামান্য একটী সুতীখাল রাখিয়া বিস্তীর্ণ চব পড়িয়া নদী বহুদূরে সবিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। সমাগত নর নারী এই সুতীখালের কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া আপনাদিগকে পাপমুক্ত মনে করেন।

উপরোক্ত দেব মন্দির ছাড়া এখানে আর একটি ঠাকুর বাড়ী আছে, তাহাকে মহাপ্রভুর বাটী বলে। এখানেও অনেক লোকের খাইবার বন্দোবস্ত আছে। মহাপ্রভুর অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। এখনও অনেক আছে, তবে কেহ দেখিবার লোক নাই। মন্দিব সেবকগণ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন এখনও করিতেছেন।

বর্গভীমার মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা এক সময়ে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহাই পবিবর্ত্তন কবিয়া ইহাকে হিন্দু মন্দির করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন দেখিলে বোধ হয় যেন একটি ছোট মন্দিরের উপর আর একটি মন্দির গাঁথা হইয়াছে। নদীর ভাঙ্গনিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা বৌদ্ধ সময়ের, ইহাতে হস্তী ও বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া অঙ্কিত আছে। তাহাতে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে বৌদ্ধ রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সকল মুদ্রা এখন পর্য্যন্ত ভাল কবিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে বৌদ্ধ রাজা ফুনন্দের নাম পালিভাষায় "ফোনোকেনি" মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আবাব কতকগুলি মুদ্রায় হবিণ সিংহ ও হস্তী চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই শেষোক্ত মুদ্রাগুলি যে হিন্দু রাজত্ব সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কাবণ বৌদ্ধ মুদ্রায় হিন্দুর স্বস্তিক চিহ্ন কখনই অঙ্কিত হওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্ত মুদ্রা তমলুক স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

পঞ্চমশতাব্দীর প্রথম ভাগে ফাহিয়ান এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, আর এই স্থান হইতেই তিনি পোতারোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে হিউএনসাং নামক আর এক জন চীন দেশীয় পরিব্রাজক তমলুকে আসিয়া ইহার তাৎকালীন ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাকে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর দেখিয়াছিলেন। আর তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজিত ছিল। তিনি দশটি বৌদ্ধ মন্দির, এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দেড় শত হস্ত উচ্চ অশোক রাজার স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হয় যাঁহারা অনুমান করেন, বর্গভীমার

মন্দির বৌদ্ধ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। হিন্দুরা বলেন, যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মহারাজ গরুড়ধ্বজের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথার্থই ইহার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে এখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই জন্যই লোকে দেবশিল্পীর কথা বলিয়া থাকে। এই দেবস্থানের চতুর্দ্দিক তিন প্রস্থ প্রাচীরে বেষ্টিত। ভিত্তির নিম্নে প্রস্তর সদৃশ কঠিন বহুতর কড়ি কাঠ শ্রেণীবদ্ধ সাজান আছে। তাহার উপর প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি দিয়া প্রায় বিশ হাত উচ্চ করিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত। বাহিরে দেখিলে একটিমাত্র প্রাচীর বোধ হয়, কিন্তু তিনটি প্রাচীর গাঁথিয়া একটি করা হইয়াছে। দুইধারে ইটের ও মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চ। এই প্রাচীরের বিস্তার প্রায় ছয় হাত। কি করিয়া যে এত বড় প্রস্তর এই রূপ উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছিল তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। ভীমার মন্দিরের উপরিভাগে বিষ্ণুচক্রোপরি আসীন একটী ময়ূরের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। দেবী মূর্ত্তি এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। দেবী শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মানা। তিন হস্তে প্রহরণ, চতুর্থ হস্তে অসুরের ছিন্নমস্তক। দেবীর চারিদিকে বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। মন্দির চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম বড়-দেউল, ইহার মধ্যে মূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে। ইহাই প্রকৃত মন্দির। দ্বিতীয় জগমোহন বা সভামণ্ডপ, তৃতীয় যজ্ঞমণ্ডপ, চতুর্থ নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরের বাহিরে রাজপথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী।

লোকে বলে দেবী মহামহিমময়ী। সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশ মারাঠার অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বর্গীরাও দেবীর ভয়ে তমলুকের কিছুমাত্র অনিষ্ট করে নাই। তাহারা দেবীকে মহামূল্য উপচারে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল। কথিত আছে, রূপনারায়ণ নদও দেবীর সম্মানার্থে মন্দিরের অদূরে আসিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন মেঘগম্ভীর স্বরে বান ডাকিয়া আসে, তখনও মন্দিরের অদূরে সেই হুঙ্কার একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। ইহার কোন নৈসর্গিক কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সে বিষয় কোন অনুসন্ধান করেন নাই। রূপনারায়ণ নদ অনেকবার মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। ইহারও কোনও নৈসর্গিক কারণ আছে। বিক্রমপুরের রাজবাড়ীর নিকটে ঠাকুরাণী বাড়ী নামক একটী দেবীমন্দির আছে, সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা অনেক বার তাহার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। সেখানেও লোকে দেবীমাহাত্ম্যের কথা বলিয়া থাকে।

এই স্থানে ধোপাগণ একখণ্ড প্রস্তর পূজা করে। ইহারা বলে বেহুলাসতী লখিন্দরের মৃত দেহ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে এই স্থানে আসিয়া নেত্য ধোপানীর এই পাটে স্বহস্তে কাপড় কাচিয়া লইয়াছিলেন। সেই অবধি এই পাট এই খানেই আছে।

এই স্থানের প্রাচীন রাজগণ ময়ূরধ্বজবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। শশাঙ্কনারায়ণ রায় এই

বংশের শেষ রাজা। তিনি অপুত্রক। লোকান্তর হইলে কালুরায় নামক একজন কৈবর্ত্ত শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এই দেশে রাজত্ব বিস্তার কবেন। বর্ত্তমান তমলুকের কৈবর্ত্ত রাজা কালু রায়েব বংশে উদ্ভূত ষড়্‌বিংশতিতম পুরুষ। সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন ইঁহার আব কিছুই নাই। ইহার বাজপ্রাসাদ গড় সবই গিযাছে। কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাজবাড়ী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে; চারিদিকে জঙ্গলে সমাকীর্ণ; দেখিলে মনে হয় না যে ইহার মধ্যে মনুষ্য বাস করে। ইঁহারা ময়ুরধ্বজবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের বংশাবলীর পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। ময়ুরধ্বজ
২। তাম্রধ্বজ
৩। হংসধ্বজ
৪। গরুড়ধ্বজ
৫। বিদ্যাধর রায়
৬। নীলকণ্ঠ রায়
৭। জগদীশ রায়
৮। চন্দ্রশেখর রায়
৯। বীরকিশোর রায়
১০। গোবিন্দদেব রায়
১১। সাদবেন্দ্র রায়
১২। হরিদেব রায়
১৩। বিশ্বেশ্বর রায়
১৪। নৃসিংহ রায়
১৫। শম্ভুচন্দ্র রায়
১৬। দীপচন্দ্র রায়
১৭। দিব্যসিংহ রায়
১৮। বীরভদ্র রায়
১৯। লক্ষ্মণসেন রায়
২০। রামসিংহ রায়
২১। পদ্মলোচন রায়
২২। রাজকৃষ্ণ রায়
২৩। গোলোকনারায়ণ রায়
২৪। বুলিনারায়ণ রায়
২৫। কৌশিকনারায়ণ রায়
২৬। অজিতনারায়ণ রায়
২৭। কৃষ্ণকিশোর রায়
২৮। চন্দ্রার্ক রায়
২৯। মৌক্তিকিশোর রায়
৩০। মার্কণ্ডকিশোর রায়
৩১। ইন্দ্রমনি রায়

পুত্র — সুধন্বা রায়

কন্যা — মৃগয়াদেবী স্বামী কুমার জমীনভঞ্জ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
কন্যা চন্দ্রদেবী—স্বামী—শশাঙ্ক রায়
কালু ভুঁইয়া রায়
ধাজড় ভুঁইয়া রায়
মুরারি ভুঁইয়া রায়

কুমারী ভুঁইয়া রায়
|
হরবাষ ভুঁইয়া রায়
|
ভাঙ্গড় ভুঁইয়া রায় মৃত্যু ৮১০ সাল
|
ধিতাই ভুঁইয়া রায় ৮১১—৮৬১
|
জগন্নাথ ভুঁইয়া রায়—৮৬২—৯০৪
|
যদুনাথ ভুঁইয়া রায়—৯০৫—৯৩৩
|
রাম ভুঁইয়া রায়—৯৩৪—৯৭২

শ্রীমন্ত রায় ৯৭৩—১০২৪ | ত্রিলোচন রায়

ত্রিলোচন রায় — হরিরায় | মনোহর রায়

শ্রীমন্ত রায় → কেশবনারায়ণ রায়

হরিরায়
|
রাজারাম রায়
|
রাজনারায়ণ রায় — কৃপানারায়ণ রায় (স্ত্রী রাণীকৃষ্ণপ্রিয়া) | কমলনারায়ণ রায় (মাতা রাণী সন্তোষপ্রিয়া)

মনোহর রায়
|
গম্ভীর রায়
|
রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়

কেশবনারায়ণ রায়
|
আনন্দনারায়ণ রায়
|
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
|
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়
|
সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়
বর্ত্তমান তমলুকের রাজা ।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,
তমলুক ।

বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিতা ।

(অবিকল প্রতিলিপি)

শ্রীহরি ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মাৎ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

সৃষ্টি স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডনিরূপণং ।
আদৌ পাতাল বর্ণনং ॥

সর্ব্বাদৌ মহাশূন্যঃ তদুপরি অন্ধকারঃ তদুপরি ধুন্ধুকারঃ তদুপরি স্থির পবনঃ তদুপরি কুর্ম্মরাজঃ তদুপরি ঐরাবতঃ অনন্তের সহস্র ফণাঃ

আর মহা ফণা : তার পরে সপ্ত পাতাল : কি কী : অতল : ১ : বিতল : ২ : সুতল : ৩ : তলাতল : ৪ : রসাতল : ৫ : মাহাতল : ৬ : পাতাল : ৭ : এই সপ্ত পাতাল ॥ তদুপরি পৃথিবি ॥ পৃথিবিবেষ্টিত সপ্ত সাগর ॥ কি কী ॥ লবণ ১ ইক্ষু ২ সুরা ৩ সর্পিস ৪ দধি ৫ দুগ্ধ ৬ জলান্তকা ৭ : সপ্ত দ্বিপ বেষ্টিত সপ্ত সাগর। সপ্ত দ্বিপের নাম কি। জম্বুদ্বিপ পক্ষদ্বীপ কুসদ্বিপ কাঞ্চন-দ্বিপ সাকরদ্বিপ পুস্করদ্বিপ অনন্তদ্বিপ।৭। জম্বুদ্বিপবেষ্টিত লবণ সমুদ্র ১ পক্ষ দ্বিপবেষ্টিত ইক্ষুসমুদ্র ২ কুসদ্বিপবেষ্টিত সুরাসমুদ্র ৩ কাঞ্চনদ্বিপবেষ্টিত সর্পিস-সমুদ্র ৪ সাকরোদ্বিপবেষ্টিত দধিসমুদ্র ৫ অনন্তদ্বিপবেষ্টিত দুগ্ধসমুদ্র ৬ পুস্কর-দ্বিপবেষ্টিত জলান্তকা।৭। জলান্তকার জল গগন পর্সিত। পৃথিবির মধ্যে স্তম্ভ সুমেরু পর্ব্বত। পকার কি মেরু মন্দার : ভারতবর্ষ সুপারু ৪।

পৃথিবি পর আকাশ। তদুপরি মহা আকাশ তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ সুর্য্য।

সপ্তবার নিরূপণং।

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুক্র সনি ॥ তদুপরি দুই লক্ষ প্রহরের পথ চন্দ্র। তদুপরি দুই লক্ষ জোজন তারামণ্ডল। তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন সপ্ত সর্গ। সপ্তদশ লক্ষ জোজন তদুপরি ভুবলোক। ত্রিয়োবিংশতি লক্ষ যোজন তদুপরি ভূলোক। ইন্দ্র সচী সহিত। পঞ্চ-বিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি ব্রহ্মলোক। সপ্তবিংশতি লক্ষ জোজন তদুপরি সুরলোক। নবলক্ষ জোজন তদুপরি মহোলোক। ত্রিলক্ষ জোজন তদপরি সিবলোক। দুর্গা সহিত। ব্রহ্মলোক সাবিত্রি সহিত তদুপরি পঞ্চাশ লক্ষ জোজন বৈকুণ্ঠে স্থান। তাহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের স্থিতি। তদুপরি বিরজা সমুদ্র। তদুপরি ব্রহ্মসাযুজ্য। তদুপরি কারণ সমুদ্র। তাহাতে মহা বিষ্ণুর স্থিতি। তদুপরি মহাশূন্য। তদুপরি পরব্যোম ধাম। মহা বৈকুণ্ঠ প্রসীদ্ধ। তন্মধ্যে সর্ণবেদিকোপরি : সর্ণমন্দির বেষ্টিত কল্পতরু। তন্মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ পীতবাস। তন্মধ্যে চারি দ্বার। চারি দ্বারে রক্ষু। কে কে। বাসুদেব ১ সঙ্কর্ষণ ২ অনিরুদ্র ৩ প্রদ্যুম্ন ৪। তন্মধ্যে নারায়ণ সর্ণ মন্দিরে। বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরেস্বতি। তদুপরি গোলক

তথাহি।

সহস্র পত্রকমলং গোলোকাক্ষ মহৎপদং।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধামং তদনন্তরং সম্ভবং ॥ ইতি

তন্মধ্যে ষট্‌কোণে অষ্টদল পর্ণ। তার মধ্যে ছয় পদ্ম নিসৌড়সা নানা জন্ত্র পরায়নি। সেই অষ্ট দলে চৌসটি নায়িকা। নানারসপরায়ণা। ষট্‌কোণে ছয় পদ্মিনী। রস গান নৃত্যগীত রাসস্থলীতে শ্রীহরি বিহরতি।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারদ ইহারা গমনাগমন করেন। তদুপরি শেত দ্বিপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মা। আব্রহ্ম স্তম্ভ। স্থির বাউ। অখণ্ড শীখর।

তদুপরি ব্রজলোক কৃষ্ণতনু সম।
উর্দ্ধ অব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
সেই নিত্য বৃন্দাবন চিন্তমনি ভোম।
চন্দ্র সুর্য্য উদ অস্ত নাহিক নিয়ম॥

তথাহি

চিন্তামণি ভুমিস্তোয়ং মমৃতং রস পুরিতং।
বৃক্ষ কল্পদ্রুমং তত্র সুরভি বৃন্দা সেবিতং॥ ইতি

নানা পুষ্প ফল সব অবিরত ফলে।
ঝরিয়া পড়য়ে পুষ্প কৃষ্ণপদতলে॥
পাকীয়া হয়েন ফল অমৃতসমান।
বৃক্ষসব কচিফল কৃষ্ণে করে দান॥
বৃক্ষসব কথা কহে মনিষ্যের রীতি।
পতি সুত ছাড়ি তারা কৃষ্ণে রতি॥
ছয় রিতু মূর্ত্তিমন্ত নিকটে বিহরে।
আজ্ঞা অনুসারে তারা সদা সেবা করে॥
তন্মধ্যে মন্দির অষ্ট কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
মনি মুক্তা মাণিক্য শোভয়ে স্থানে স্থান॥
ফটি কাঁচ কাঞ্চন আর রতন পাথর।
মন্দির বেষ্টিত সভ শোভে থরেথর॥
কালিন্দী জমুনা তিরে কল্পতরু বন।
সেই খানে জলকেলি করে দুইজন॥
তার মধ্যে আছে-এক দির্ব্য সরোবর।
হংস সারি শুক কপোত চরে নিরন্তর॥
পদ্ম কুমুদ আর প্রাণি ফল জত।
ফলফুল হিংসন না করে কদাচিত॥
তার মধ্যে রাধা কৃষ্ণ সতত বিরাজে।
বিনা বাদ্যে তাল জন্ত্র চরণেতে বাজে॥
এষব লীলার কহিতে নাহি অন্ত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি পায় দেবাধি পর্য্যন্ত॥

জাহার প্রকাশ হয় গোলক সিখর।
গোলকের প্রকাশ হয়ত চরাচর ॥
চিচ্ছক্তি বিলাস হয় সুদ্ধসত্ত নাম।
তাহার প্রকাস হয় পরব্যোম ধাম ॥
তার চারি দ্বারে হয় চারি নারায়ণ।
তা সভার যত নাহিক গনন ॥
পশ্চিমদ্বারে অনিরুদ্ধ হয় রক্তবর্ণ।
উত্তরদ্বারে পদ্মনাভ ধরে কৃষ্ণবর্ণ ॥
পূর্ব্বে লক্ষ্মী সরেস্বতী সহীতে বাসুদেব।
দক্ষিণে রেবতী বারুণী সহিতে সঙ্কর্ষণ দেব ॥
মহানিধি জল সেই পরম কারণ।
পদ্মাসনে মহাবিষ্ণু কবেন সয়ন ॥
তাহার প্রকাস হয বৈকুণ্ঠ মহাধাম।
লক্ষ্মীর সহিতে তাহা সতত বিশ্রাম ॥

তথাহি।

বৈকুণ্ঠ তৎশক্তি মিশ্রিতং তদুর্দ্ধঞ্চ মহাশূন্যং।
গোলক পঞ্চাশকোটি জোজনং ॥ ইতি ॥
গোলকের প্রকাশ হয় গোকুল মহাধাম।
পরব্যোমের প্রকাস মথুরা জার নাম ॥
বৈকুণ্ঠের প্রকাশ হয় দ্বারকা নগরী।
লক্ষ্মী সরেস্বতী সত্যভামা জার নারি ॥

তথাহি।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিধামশ্চ সর্ব্বমুক্ষবিনির্ণয়ং।
তৎকলা কোটি কোট্যাংস ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥১
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা মুকুন্দাদ্যাসনাতনী।
সঃ কলা কোটি কোট্যাংস সা দুর্গাত্রিগুণাত্তিকা ॥২॥
ভাগবৎ ভারত দুই সাস্ত্রের প্রধান।
ব্যাসরূপে আপনে লিখিলা ভগবান ॥
আর জত বহুসাস্ত্র সিদ্ধান্ত অপার।
জার জেই অনুভাব * *
গোলক সংহীতা কহে বৃন্দাবন দাস ॥ ইতি
গোলক সংহিতা সমাপ্ত। ইতি ॥

সমস্ত পুঁথির মধ্যে কোথাও হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। কাগজ ও বর্ণের গঠন দেখিয়া বোধ হয় পুঁথিখানি শতাধিক বৎসরের হাতের লেখা।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি মেয়েলি ব্রত ও ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট সাহিত্য জগৎ কৃতজ্ঞ।

মেয়েলি ব্রত নামক পুস্তকে ও প্রবাসী পত্রিকায় অঘোর বাবু মঙ্গলচণ্ডীর অনেকগুলি ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের সংগৃহীত ছড়া দুটি পাইলাম না। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ছড়া দুইটির প্রথমটি শ্রীমান রমেশচন্দ্র বাগচীর যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আমার স্বস্তকল্পা শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। ছড়া দুইটির জন্য আমরা উভয়ের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

(১)

পূজিয়ে মঙ্গলচণ্ডী ত্রিজগতের মাতা
শ্রীধরে কর‍য়ে মঙ্গলচণ্ডীর কথা॥
মঙ্গল কারণে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
সেবায় * * দেবী ভকত বৎসলা॥
আপদ কালে দেবী করিও স্মরণ।
দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচে বহুত বন্ধন॥
ধনে সুখে আরোগ্য ত্রিশ কাল সুখে রয়
* * দেবীর কৃপায়॥
উজানীতে বসে রাজা বিক্রমকেশরী॥
কুটি আট দশ পশু তাদের প্রাণ বধিল॥
প্রাণের ভয়েতে তারা ভ্রান্তি মেলিল।
মা সর্ব্বমঙ্গলার পায় নিবেদন করিল॥
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুর রক্ষা করিও॥
কালকেতু যমদূত হয়ে এক ব্যাধ।
খেদিয়ে সে মারে মা বিনে অপরাধ॥
সুসঙ্গে চলিয়ে যাও না কর বিচার॥
কালহেনে কালকেতুর ব্যাধ॥
ডানে আড়িয়ু বাণ বামে নিহারে।
হাতের ধনুক বাণ খসে খসে পড়ে॥

হেন কালে পেল বেদে সুবর্ণ গুটিকা ॥
গুটিকা পেয়ে বেদে যায়ত বাসায় ॥
ডাক দিয়া বলি তোরে শুন নিজ ঘরে।
আর কিছু না পাইলাম গুটিকার তরে ॥
বেদিয়া গেল তবে স্নান করিবারে।
ব্যাধিনী গেল তবে দা মাগিবারে ॥
গুটিকা মূর্ত্তি ছেড়ে মা নিজমূর্ত্তি ধরে।
কার ঝি বৌ কালু ধরে আন্‌লি ঘরে ॥
কার তো ঝি বৌ আমি ধরে আনিনি ঘরে ॥
সতী নামে ধরেছি আমি দেবীর চরণ।
আমার ঘরে মা তুমি এলে কি কারণ ॥
তোর ঘরে এলেম আমি হেতু করিবারে।
হাতের অঙ্গুরি আমার হারাল নগরে ॥
একপল খনি খোঁড় পঞ্চ আভরণ।
*　　*　　*
ধন কালু উঘারিয়া তোল ॥
ধন পাইয়া কালু ভাবে মনে মন।
ধন থাক্‌তে এত দুখ পেলাম কি কারণ ॥
মাংস কাটিয়া আমি বিকাব ভাগে ভাগে।
এইতে অধিক দুঃখ আমাকে সেইত ভাল লাগে ॥
উজানীতে বসে রাজা বিক্রমকেশরী।
তাহার রাজ্যেতে বসে সাধু ধনপতি।
লহনা খুলনা তার দুই সে যুবতী ॥
প্রথমে লহনা নারী লক্ষ্মী বড় সীতা।
শেষে খুলনা নারী স্বামীর দুর্ভাগা।
নারীর কর্ম্মের ফল　*　*
স্বামী থাকিতে নারী রাখেন ছাগল।
বিধির ঘটনে তার হারাল ছাগল ॥
চাহিতে চাহিতে খুলনা অতি উর্দ্ধস্বরে।
কান্দিতে কান্দিতে খুলনা ফেরে বনে বনে ॥
কিমতে রহিব আমি পতির চরণ ॥
দুঃখ অপার মোর তাপ ও বিনাশ ॥
ইহা হতে বিধি মোর করুক নিস্তার ॥
অরণ্যে বোলা বোলি শুনে খুলনার নিল মন।
মঙ্গল চণ্ডীর পূজা যুবতীর সম্মান।
আমরা যতেক নারী তোমাকে দিলাম ॥
সাধুর সুদৃষ্টে পড় লৌটুক বর ॥
বর পেয়ে খুলনা নারী যায় নিজ ঘরে ॥
হারায়ে ছিল ছাগল কটি পেল মধ্য পথে ॥
বসিবারে দিল খুলইক উত্তম চকুরি।

পরিবারে দিল খুলইক কাঁচা পাটের সাড়ী॥
সুবর্ণের ঘট বারা সাধুর করে যাত্রা॥
পিছন দিকে চেয়ে দেখে খুলনা নারী আইসে॥
যত যত কামনারী তত তত বারা।
বর বিধানে নারী পূজে ঘর বারা॥
সাধুর কুপিত মন * *
বাঁ পায়ে টানিল দেবীর ঘট বারা॥
অস্তি অস্তি বলে ঘট শিরে বন্দিল।
দুগ্ধে * ঘট আহ্বান করিল॥
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে সিন্দুর রক্ষা করিও॥
ঘট ঘুরে খুলই নারী যায় স্বামী পাশ॥
ডাক দিয়ে বলে তোরে শুন নিজ পতি॥
উপজিল খুলনার জানে সর্ব্বজন।
হেন কালে হল সাধুর বনিজ মিলন॥
আপন হস্তে পত্র লেখে দেয়ত আপনি॥
কন্যা ছাওয়াল হয় যদি নামে শ্রীমতী।
পুত্র ছাওয়াল হয় যদি নামে শ্রীপতি॥
মহামহা নিন্দা তবে সাধুর পরবাস।
পথে ত হইবে সাধুর বহুত বিনাশ।
এক খানি নৌকা যায় সিংহল পাটনে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নারী গিলে আর উগলে॥
এক শত কথা হল রাজার সে কাণে।
সুশিল্লা রাজা এসে দেখে কিছু নাহি আছে॥
ধন জন লয়ে থুল আপন ভাণ্ডারে।
সাধুরা বঞ্চিত হল নিকাশ বন্ধনে॥
নিকাশ বন্ধনে সাধু আছেন ত্রিশ কাল॥
হেন কালে হল খুলই পুত্র ছাওয়াল॥
নামকরণ চুড়াকরণ দিল কত দিনে।
লিখিবারে দিল শ্রীমন্তকে রাজপাঠশালে।
চাট বওয়া উঠেরে কুমার শ্রীপতি॥
হাতের খড়িখানি প'লত খসিয়া॥
তোমাকে বলি আমি পড়ুয়া ভাই।
হাতের খড়ি খানি দাওত তুলিয়া॥
এতক দিবসে বেটা পিতা নাহি চিনে।
জারুয়া যতেক বলে খড়ি তুলিবারে॥
আপনার খড়ি শ্রীমন্ত আপনি তুলিল।
মাথায় হাত দিয়ে শ্রীমন্ত ভূমিতে বসিল॥
মা সৎমা তারা ব্যাকুলিত হয়ে।
কেন পুত্র তায় তুমি ভূমেতে বসিয়ে॥

আমাব পিতা গেছে মা বল কোন ঠাঁই ॥
পিতার উদ্দেশে আমি যাব একবার।
না যদি পাঠাও মা যাবত সত্বর ॥
নারায়ণ বিষ্ণুতেলে স্নান করিল।
ছুতার ডাকিয়া শ্রীমন্ত নৌকা বানিল ॥
দৈবককে ডাকিয়ে শ্রীমন্ত যাত্রা করিল।
মায়ের আট চাল দুর্ব্বা শিরেতে বন্দিল ॥
সৎমায়ের আট চাল দুর্ব্বা কোঁছায় করে নিল।
চণ্ডিকায় স্মবি শ্রীমন্ত নৌকায় উঠিল ॥
এক খানি নৌকা যায় সিংহ দিষলে।
পদ্ম হস্তে হস্তী নারী গিলে আর উগলে ॥
এত শত কথা হল রাজাব সে কাণে।
সুশিল্লা রাজা এসে দেখে কিছুই না আছে ॥
ধন জন লয়ে থুল আপন ভাণ্ডারে।
শ্রীমন্তে কাটিতে গেল দক্ষিণ মশানে ॥
যে না খাঁড়া তুলে সে না কাটা যায়।
রক্ত পুঁযে শ্রীমন্তেব পঞ্চ ধাবা বয় ॥
তা দেখি এক জন এল দৌড় পারা।
কি কর সুশিল্লা রাজা নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥
তোমাব রাজ্যে হল রাঁড়ীর মুণ্ডমালা ॥
তা শুনে সুশিল্লা রাজা হস্তীব স্কন্ধে যায়।
কত ঘাঁটা খেতে হস্তিনাং খেল।
কতক ঘাঁটা যেতে রাজা দুই চোক খেল ॥
হাস্তিয়া ধরে গিয়ে দেবীর চরণ।
আমি ত মা জানি না তুমি কোন জন ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলাম চবণ।
নারিও চারিও মা প্রাণে না মারিও।
সর্ব্ব ধন লয়ে মা সিন্দুব রক্ষা কবিও ॥
ভালই করলি রাজা ওরে ভালই নিল মনে।
আমার সেবকের নাগাল পেল কোন খানে ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিবি।
প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিবি
আগবাড়ী নিয়ে দিবি উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইবি ঘর ॥
স্বপন দেখায়ে সর্ব্বমঙ্গলা অন্তর্দ্ধান হল।
কটক সহিতে রাজার জয়ধ্বনি পল ॥
সে রাত্রি থাকে রাজা কটক সহিতে ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতেক বিয়ান।
পঞ্চ পত্রে লেখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।

প্রথম মহাদেবীর কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগা বাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
উত্তম মধ্যম গন্ধ চন্দন।
পিতা'তে পুত্রেতে দেখা হল ততক্ষণ ॥
লায়ের হুড়াহুলি শুনে বিক্রমকেশরী।
কাহার নাও যায় বুঝিতে না পারি।
গর্ব্বের পুত্র যায় পিতা উদ্ধারিয়া।
* * আন তাক ধরিয়া ॥
আমার কুমারীর সঙ্গে দিব তার বিয়া।
সে রাত্রি থাকে সাধু কটক সমাজয়া ॥
নিশি অবশেষ হল প্রাতে বিহান।
পঞ্চপত্রে লিখে দিল সবার প্রধান ॥
অর্দ্ধেক রাজ্য অর্দ্ধেক ধন ধন বিস্তর দিল।
মহাদেবীর কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিয়ে দিল ॥
আগবাড়ী নিয়ে দিল উজানী নগর।
অষ্ট অঙ্গে প্রসাদ দিয়ে পাঠাইল ঘর ॥
মা সৎমা তাহারা স্মরে সর্ব্বক্ষণ।
খুলনার পতি পুত্র আসিবে কতক্ষণ ॥
হেন কালে ডিঙ্গা যেয়ে ঘাটেতে লাগিল।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তার জয়ধ্বনি পল ॥
আগ দুয়াবে নিয়ে যেয়ে ডিঙ্গা পরিচ করে।
পাছ দুয়ারে নিয়ে যেয়ে বৌ পরিচ করে।
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে বাসর ঘরে ॥

---

(২)

পূজিব কালিকাদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
করুণা ধাম, কৃপাময়ী নাম,
তুমি দেবী ভকতবৎসলা ॥
তোমার চরণ, যে করে স্মরণ,
সিদ্ধি হয় মনস্কাম।
কলিযুগে তুমি, আদ্যা সনাতনী,
মঙ্গলচণ্ডিকা তোমার নাম ॥
বাড়াও সুপদ, ঘটাও বিপদ,
সকলি তোমারি শক্তি।

কৈলাসে বসিয়া, পদ্মারে লইয়া,
আপনি করিছ যুক্তি ॥
আপন নন্দন, করিয়া ছলন,
মানবী লোকে পূজা প্রকাশে।
খুল্লনা সুন্দরী, আপনার ঘট ভরি,
পূজেন মঙ্গল বারে।
সেই ঘট ঠেলি পায়, সাধু সিংহলে যায়,
বন্দী হলেন কারাগারে ॥
খোল বাজে, করতাল বাজে,
বাজে শঙ্খের ধ্বনি।
কামরূপী পূজা করে
নমো নারায়ণী।
তোমার পূজার ফলে শ্রীমন্তসুত হইল কোলে।
অষ্ট চাল দূর্ব্বা শিরে চলিল সহরে ॥
কালীদহে মায়া কত দেখে।
বাঁচিয়া মশানে, পাইয়া নানা জনে,
সুশীলারে করিলেন বিয়ে ॥
বন্দীঘর মেঙ্গে নিলেন দান।
বিধি বিষ্ণু হরে, মানবী কি বলতে পারে,
জন্মে জন্মে পাই যেন ঐ রাঙা চরণ ॥

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
রাজসাহী।

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ২৯শে বৈশাখ (১৩০৮), ১১ই মে (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পরিষৎ-কার্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন ;——

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি।)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, (সহকারী-সভাপতি)
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ ; ডি এল্।
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ ; বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ , বি, এল ।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্ এ ; বি, এল্।
„ প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল্।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
„ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি, এল্।
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ।
„ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,।
„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
„ চারুচন্দ্র ঘোষ।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ শরচ্চন্দ্র সরকার।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ প্রমথনাথ মিত্র।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্, এন্, পি, এস্।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ কালিদাস নাথ।
„ গিরীশচন্দ্র রায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ ডাঃ ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম্, এ ; বি এল্, এল্, এম্, এস্।
„ চুনিলাল গুপ্ত।
„ শচীন্দ্রনাথ বসু।
„ কামিনীনাথ রায়।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ কবিরাজ করুণাকুমার সেনগুপ্ত।
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাথারত্ন।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
„ ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ ; বি এল্। (সম্পাদক)।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ } (সহকারী সম্পাদক)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক গণ্যমান্য প্রায় শতাবধি লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—

(১) মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) সপ্তম বার্ষিক-কার্য্য বিবরণ পাঠ, (৪) ১৩০৮ সালের কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন, (৫) ভাওয়ালাধিপতি ৺ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য ৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও (৬) বিবিধ বিষয়। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর গত একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র ঘোষ, ৮নং সৃষ্টিধর দত্তের লেন। (২) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ, ৬৭নং সিমলাষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৩) শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৪) শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্, এ, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি, শ্যামবাজার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ; বি, এল্, (৬) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভারত-সঙ্গীত-সমাজ, ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (৭) শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ বসু ৩৪।৫ নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট, (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৯নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৯) শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রামাণিক, ৮৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (১০) শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, ১ম মুন্সেফ বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাসা, মেদিনীপুর। (১১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ সিংহ, মোক্তার, মেদিনীপুর। (১২) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গোস্বামী, হেড আসিষ্টাণ্ট, সেক্রেটারিয়েট, শিলং। (১৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্রাণগোবিন্দ মিত্রের বাটী, ধলদীঘী, বর্দ্ধমান। (১৪) শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র সেন, পুলিস্ আফিস, শিলং। (১৫) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বাগনান, হুগলী। (১৬) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, কবিরাজ, ঢাকাপটী, বড় বাজার কলিকাতা, (১৭) শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। (১৮) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর। (১৯) শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান। (২০) শ্রীযুক্ত রাজা বনওয়ারী মুকুন্দ দেব বাহাদুর, বনওয়ারী আবাদ, মুরশিদাবাদ। (২১) শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিণ খণ্ড, রাণীগঞ্জ। (২২) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, হেড মাষ্টার, ভগবান ইনিষ্টিটিউশান, বাহুবল, শ্রীহট্ট। (২৩) শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, মাগুরা, যশোহর। (২৪) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, মোক্তার, পাবনা। (২৫) শ্রীযুক্ত রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচ্কা, কালিপাহাড়ী, পোঃ রাণীগঞ্জ। (২৬) শ্রীযুক্ত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, মথুরা (২৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা, চোরবাগান আর্টষ্টুডিও, ২৪নং ভুবন বাঁড়ুয্যের গলি, চোরবাগান। (২৮) শ্রীযুক্ত রাজা রঘুনাথ মল্লদেব বাহাদুর, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর। (২৯) শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী, মতিহারী। (৩০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমামহেশ্বর সামন্ত, ইউনিয়ান ফার্ম্মেসী, ৩নং বসাক লেন কলিকাতা। (৩১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, উকিল, খুলনা। (৩২) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, ৩১নং শিবপুর রোড, হাবড়া।

(৩৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বসু, ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তার মেদিনীপুর। (৩৪) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভূমি-সম্পাদক, ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। (৩৫) শ্রীযুক্ত জলধর সেন, বসুমতী-সম্পাদক, ১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, (৩৬) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্, হাইকোর্টের উকিল, ৬৯নং সার্পেন্টাইন লেন, শিয়ালদহ। (৩৭) শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর দক্ষিণেশ্বর। (৩৮) শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মণ, আগরতলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ, বি, এল্,(৩৯) মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, (৪০) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, (৪১) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, শিবনারায়ণপুর, (৪২) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জেনারল এসেম্ব্রিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, নূতন সভা, (৪৩) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, এম্. এ, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৪) শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ. বি এল, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৫) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৬) শ্রীযুক্ত রাধানাথ পালিত, বি এল্, মেদিনীপুর। (৪৭) শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল মেদিনীপুর। (৪৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর, বি এল্, হেডমাষ্টার, রীপণ স্কুল হাওড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ, বি এল্, নূতন সভা, (৪৯) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৩নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। (৫৮) শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত রায়, ৩নং বসাক বাগান লেন। (৫১) শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, ৭।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (৫২) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, থলসিনী, (৫৩) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ১১নং সিকদার বাগান লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভা (৫৪) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন।

তৎপরে সপ্তম-বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সারাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গ ১৩০৮ সালের জন্য নিযুক্ত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতিত্রয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি, এল্; সহকারীসম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ; ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি, এল্, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের শূন্য স্থান পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণদ্বারা পূর্ণ করা হইল। নিম্নে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল।

(ক) নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্, এ।

(খ) মনোনীত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ; বি এল্।

২। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
৫। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৬। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
৭। " চারুচন্দ্র ঘোষ।
৮। " অক্ষয়কুমার বড়াল।

৩। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত
৪। " ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্.এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষা বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

নগেন্দ্র বাবু আরও বলিলেন, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাহিত্য-সমালোচনী সভা হইতে বর্ষে বর্ষে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত সারস্বত-সমাজ হইতেও এই উদ্দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত। পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি উৎসাহী ছিলেন; প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ জন্য ইহাকে ২০০৲ টাকা দানও করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, রাজাবাহাদুরের অভাব কেবল সাহিত্যে নহে, সুকুমার কলার বহু বিভাগেই অনুভূত হইবে। তিনি একান্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি প্রবল ছিল। আশা করা যায়, তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচনী সভা বিলুপ্ত হইবে না। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল, এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিজন-বর্গকে পাঠান হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিবর যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকতপ্ত আত্মীয়বর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, "পদ্যপাঠ" আমাদের প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। যদুগোপাল বাবুর কবিতা বড় মিষ্ট। বিশেষ সে সকল কবিতার সহিত আমাদের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত বলিয়া বুঝি আরও মিষ্ট। পদ্যপাঠের গ্রন্থকার সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্যমোদিমাত্রই দুঃখিত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক বিবরণে অনেক আশার কথা আছে। আমাদের সভ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। আশা করি, তাঁহারা সত্বরই চাঁদার টাকা দিয়া সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের কার্য্যও বিস্তৃত হইবে, সুতরাং উঁহারা যে সত্বর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

পরিষদের শাখা-সমিতি সকলের মধ্যে আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি হইতে বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। পরিভাষা-সমিতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও গতিশীল; ইহার গতিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পরিভাষা একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আশা করা যায়, সভ্যদিগের নিকট সাহায্য পাইলে পরিষৎ এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তব্য, ভাষায় হস্তক্ষেপ করা এখন অকর্ত্তব্য, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রী ও লালিত্য রক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করা আবশ্যক।

অভিধানেব জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই চেষ্টা কবিতেছেন। সুখের বিষয় আলোচ্য, বর্ষে পরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক অধিবেশনে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শরৎবাবু এবং সতীশবাবুব বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চরক ও সুশ্রুতের কাল-নির্ণয় বিষয়ক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আশা করা যায়, প্রফুল্লবাবু তাঁহার বিরাট চেষ্টার ফল শীঘ্রই পুস্তকাকাবে প্রকাশিত করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুঁথি-সংগ্রহেব কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যে সকল পুঁথি ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সভ্যগণের আনন্দ ও শিক্ষাদায়ক হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে আবৃত্তি করিবার প্রথা বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। আবৃত্তিতে অর্থ পরিস্ফুট হয়। বিদ্যালয়ে ভালরূপ পড়া ও আবৃত্তি শেখান ভাল। এ বিষয়ে যদি কাহারও উৎসাহ থাকে, তবে একটা পারিতোষিক দিয়া পরিষদেব পক্ষ হইতে উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলে ভাল হয়। আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিকৃত যে আমরা সংস্কৃত ভাষার হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সংস্কৃতকে "বাবু স্যাংস্কৃট্" বলিলে চলে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ যখন স্বতন্ত্র, তখন সেই স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উচ্চারণ-শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত কলেজে বিশুদ্ধ উচ্চাবণ শিখাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

পরিষৎ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। একান্ত সুখের বিষয়, ইহারই মধ্যে পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সকল প্রকার সাহিত্যের সমালোচনা, এ সকলই

পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। "ফ্রেঞ্চ একাডমী" দুই চারিজন সভ্য লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া এখন কত বড় হইয়াছে। এখন কত বিদ্বান ইহার সভ্য হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতি বৎসর নূতন প্রচারিত বাঙ্গালা গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাঁহাদের ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, তবে তাঁহাদেরও উৎসাহবর্দ্ধন করা হয়। গত বর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

নব কথা	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সাজি	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
তমস্বিনী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভ্রমণ।

হিমালয়	শ্রীজলধর সেন।
দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।
মীর-কাসিম	ঐ
মুরশিদাবাদ-কাহিনী	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৈজ্ঞানিক।

কোন গ্রন্থ নাই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সুপাঠ্য।

দর্শন।

বসু মল্লিক-ফেলোশিপের লেক্‌চার—ষড় দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

আমিত্বের প্রসার	শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ; বিএল্।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, রায় বাহাদুর।
বিশালা (বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমা)	শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

বিবিধ।

ভবভূতি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ।
ভাষা তত্ত্ব	শ্রীশ্রীনাথ সেন।
বিশ্বকোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
অভিশাপ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

হাসির গান	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
শত গান	শ্রীসরলা দেবী

কবিতা।

ক্ষণিকা, কথা, কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গীতিকা	শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।
রেণু	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।
মর্ম্ম গাথা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
অশোক গুচ্ছ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অনুবাদ।

সংস্কৃত নাটকসমূহ	শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর পরিষদের গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, সমস্ত বৎসর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য পরিষদের গ্রন্থরক্ষক মহাশয়কে অনেকরূপে সাহায্য করায় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, পুস্তকদাতৃবর্গ ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা যাইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।
২৬।২।০৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
সভাপতি।
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে ১৩০৮ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, } সভাপতি।
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর }
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
" ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
" কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
" কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" অক্ষয়কুমার বড়াল।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
" ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
" রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।
" তড়িৎকান্তি বক্সী এম্, এ।
" ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
" সত্যকৃষ্ণ বসু।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
" কৃষ্ণলাল সাহা।
" সুরেন্দ্রকুমার রায়, বি, এ।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
" বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।
" ভুবনমোহন বসু।
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
" বীরেশ্বর গোস্বামী।
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
" ভুবনমোহন বিশ্বাস।
" কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত।
" " অবিনাশচন্দ্র সেন।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ; বি, এল্। (সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ। } (সহকারী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী। } সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) বার্ষিক উৎসব ও সম্মিলনের নিমিত্ত স্থানদান করায় ভারত সঙ্গীত সমাজকে পরিষৎকর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রদান, (৪) প্রবন্ধপাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জগন্নাথ তীর্থে গুরু নানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ; তৎপরে তৎকর্ত্তৃক শিখধর্ম্মগ্রন্থ "জপজী হইতে কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা, (৫) বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্গীয় রামগোপাল সেনের ছবি গ্রহণ, (৬) মৃত সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ, (৭) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণাদি পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ ; বি এল, নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টজন কলেজের অধ্যাপক, আগরা। (২) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রয়াগসাহিত্যমন্দির, এলাহাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, (৪) শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, ১২ নং হরিপালের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মিত্র, এম্ এ বি এল, পিয়ারীচাঁদ মিত্রের গলি, বৰ্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (৬) ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহা, ৫৮ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, নূতন সভ্য, (৭) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন, ১৮নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী, নূতন সভ্য, (৮) ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম্ বি, ৩২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (৯) শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস, এম্ এ, মুঙ্গের।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১০) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু রাধানাথ মল্লিকের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (১১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, ১৯ নং শ্যামপুকুর লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ৬নং সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল,—"পরিষদের সপ্তম বার্ষিক উৎসবাদি নির্ব্বাহ জন্য ভারত-সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত গৃহ ও প্রাঙ্গণাদি ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষৎকে বাধিত করিয়াছেন; পরিষৎ সে জন্য সঙ্গীত-সমাজের সভ্যবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ-পাঠের মধ্যকালে সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রায়-প্রকাশিত ইতিহাসের একটি অধ্যায়। শীঘ্রই ঐ ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, ঐ ইতিহাস কিরূপ উৎকৃষ্ট হইবে এবং উহার উপযুক্ত বিষয়-সংগ্রহে কালীপ্রসন্ন বাবু কিরূপ অনুসন্ধান, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অদ্যকার প্রবন্ধ শুনিয়া বুঝা গেল, মুসলমান-রাজত্ব কেবলই যে অত্যাচার ও বিলাসিতার রাজত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং রাজ্যের অনেক সুব্যবস্থা ছিল ; তবে ইউরোপীয় প্রথা যতটা মার্জ্জিত নিয়মে গঠিত, তাহা ততটা নহে। আকবরের উদারতার রাজ্যে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুবই বেশী ছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতার রাজত্বে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কোরাণের ধর্ম্ম মানাইবার জন্য অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা বল-প্রয়োগ করিতেন, ইংরাজ-রাজত্বে সে ভয় নাই। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কবায় শিখ ও মহাবাষ্ট্র অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টান বাজত্বের সূত্রপাতে যে বল-প্রকাশ হয় নাই এমন নহে ; পর্ত্তুগীজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টান কবিত, তাহাব প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাই ইংরাজ-রাজত্বকে এতটা দৃঢ় ও এতটা শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, আজ আমরা এই প্রবন্ধে মুসলমান রাজত্বের রীতিনীতি, প্রভাব, উন্নতি, অবনতি, দেশের অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ শুনিলাম। এ সকল বিষয়ে আমাদের আজ অনেক জ্ঞানলাভ হইল। প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমবা সুখী হইয়াছি।

তৎপবে খগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুবী মহাশয় বলিলেন, শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং গুরু নানকেব সম্বন্ধে আজ অনেক জানা গেল। গুরু নানক জগন্নাথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের কথা ধরিয়া বিচার করিলে যেন মনে হয় যে, প্রবন্ধকাব যে সময়ে গুরু নানককে জগন্নাথ তীর্থে উপস্থিত করিতেছেন, ইতিহাস অনুসারে সে সময়ে চৈতন্যদেবও জগন্নাথে উপস্থিত ছিলেন, অথচ এরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেমিক জগন্নাথে আছেন বা আসিলেন জানিয়া, উভয়ের দেখা শুনা হইল না, ইহা একটু আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধকারকে এজন্য অনুরোধ যে, এ সম্বন্ধে তিনি আর একটু অনুসন্ধান কবিয়া উভয়ের জগন্নাথে উপস্থিতির কালাকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদেব জানাইবেন। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সুন্দব। তাঁহার শিখ গ্রন্থেব আবৃত্তি ও ব্যাখ্যাকৌশলও প্রশংসনীয়।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পবিষদের সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বালেশ্বরের কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "পরিষদের উৎসাহী সভ্য যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতে-ছেন।" এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল। নগেন্দ্র

বাবু জানাইলেন, কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের একখানি বড় ছবি তাঁহার আত্মীয়বর্গ পরিষদে উপহার দিবেন।

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ছবির জন্য টাকাকড়ি আদায়ের কথা উঠিলে হেমেন্দ্র বাবুর প্রতি ভার দেওয়া হইল।

চারুবাবু গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে স্থির হইল যে, চাঁদা আদায়ের পূর্ব্বে সাধারণকে বিশদরূপে জানাইবার জন্য পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন করিলে স্থির হইল, আগামী রবিবার এই বিশেষ অধিবেশন করা হউক। এসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ভূমি-দানের দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে সেই দলীল উপস্থিত করিয়া এই অধিবেশন করা উচিত, তজ্জন্য উহা এক্ষণে স্থগিত থাকে। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি।
৩০ আষাঢ, ১৩০৮।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩০ আষাঢ় (১৩০৮) ১৪ জুন (১৯০১) রবিবার অপরাহ্ন ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ ; বি এল্।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ ললিতমোহন ঘোষাল।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ লাডলীমোহন ঘোষ।
„ কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ অম্বিকাচরণ দাস।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
„ বসন্তকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল, এম্, এস্।
„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
„ যতীন্দ্রনাথ মিত্র।
„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্, এ ; বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্ এ।
„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "অদ্বৈত-বাদ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের "ইশা খাঁ মস্‌নদ ই-আলী" নামক প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।
		„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, দর্প-নারায়ণ ঠাকুরের লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
,,	,,	রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
,,	,,	শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, আদমপুর, ভাগলপুর।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণরায়	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	,,	রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেব, লক্ষ্মীপুর রাজবাটী, বাঁকা পোঃ, ভাগলপুর।
,,	,,	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তরত্ন, লক্ষ্মীপুর, ভাগলপুর।
,,	,,	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ধর, হেডমাষ্টার, শিয়ারশোল স্কুল, রাণীগঞ্জ।
,,	,,	শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ, ২১ নং রামতনু বসুর লেন।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু, বি,এল্, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।
		শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি,এল,	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ; বি এল্।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ, চম্পাইনগর, ভাগলপুর।
,,	,,	মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পাইনগর ভাগলপুর।
,,	,,	,, গোপীমোহন সিংহ, জেমো, রঘুনাথপুর।
,,	,,	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিনাজপুর।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ,	ডাঃ কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

অতঃপর প্রথম প্রবন্ধ-পাঠক উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ উপযুক্ত না হওয়াতে প্রবন্ধ-বিষয়ে কেহই কোন আলোচনা করিলেন না। সভাপতি মহাশয়ও লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া যবদ্বীপে হিন্দুদিগের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর নিকট একটু বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আনন্দ বাবুর প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, আনন্দবাবু প্রসঙ্গতঃ যবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া দীনেশবাবুর যে কৌতূহল বাড়াইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আজিকার প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাহা হউক, যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তখন আমি যতদূর জানি, বলিতেছি। রামায়ণের কাল হইতে যবদ্বীপের সহিত হিন্দুর সংশ্রব দেখা যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা পাঠে বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া বুঝা যায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উহার নাম মলয়দ্বীপ। মলয়দ্বীপে ত্রিকূট পর্ব্বত, তদুপরি লঙ্কা বা রাবণ-রাজধানী। সুমাত্রার উত্তরাংশ এখনও সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হয়। সুমাত্রার পার্শ্বে রূপাত দ্বীপ আছে, উহাই পৌরাণিক রৌপ্যক দ্বীপ। লবকুশ লঙ্কা দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে রামদ্বীপ, লক্ষ্মণদ্বীপ, লবদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপের নাম এখনও ঐ অঞ্চলের দ্বীপাবলী মধ্যে পাওয়া যায়। বুগী জাতীয় লোকেরা সুমাত্রার পার্শ্ববর্ত্তী সাগরকে লঙ্কাই সাগর বলে। ফ্লোরিশদ্বীপের অধিবাসী জাতির নাম রক্ক বা রক্ষ। যবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রের পুরাণাদি এবং রামায়ণ পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু, তথাকার কবিভাষায় লিখিত রামায়ণ কতকটা ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালীর অপেক্ষা এই সকল দ্বীপের সহিত তৈলঙ্গীদিগের সংশ্রব বেশী ছিল। পুঁথিতে তেলগু

ভাষার সহিত অক্ষর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালীর সহিত বরং সিংহলের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, বলিলেন, আনন্দবাবুর প্রবন্ধ অতি সুন্দর। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস আমরা বিশেষ জানি না। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যায়। এরূপ অবস্থায় আনন্দবাবু বঙ্গের এক প্রদেশের ইতিহাসের বিশেষতঃ বারভুঞার একজনের বিশেষ বিবরণ জানাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিলেন। তবে তিনি যে ভাবে সোনা বিবির বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। প্রসঙ্গতঃ লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। থ্যাটো বলেন সুবর্ণদ্বীপ ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। মহারক্ষিত সুবর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থেও এসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বাঙ্গালীর সঙ্গে যবদ্বীপের যে ঘনিষ্ঠতা এক সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান। যবদ্বীপের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, প্রবন্ধ লেখক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না। বিশেষতঃ আমি বিশেষ লজ্জিত, আমি ইশাখাঁর নামও জানিতাম না। আনন্দবাবুর প্রবন্ধে আমি বিশেষরূপ উপকৃত। স্বদেশের স্বজাতির ইতিহাস যে সময়েরই হউক, জানা বড় আবশ্যক। আনন্দবাবু সে পক্ষে আমাদিগকে কিছু কিছু জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমি ইতিহাস আলোচনা করি নাই, সুতরাং একটা অনুরোধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অবতারণাকালে তাহার বৃত্তান্তগুলি কি উপায়ে সংগৃহীত, তাহার প্রমাণগুলির উল্লেখ করা উচিত। মুসলমান ঐতিহাসিক অনেক আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আজিও কোন আলোচনা হয় নাই; এই উপায়ে তাঁহাদেরনামাদি জানিতে পারিলে ক্রমে আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। জনপ্রবাদ, স্থানীয় প্রবাদ, স্থানীয় অট্টালিকাদির খোদিত লিপি প্রভৃতি অবলম্বনে ইতিহাসাদি লিখিত হয়। সে সকলের উল্লেখ প্রবন্ধে থাকা উচিত। অদ্যকার আনন্দবাবুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় উহাতে ঐ সকল প্রমাণের উল্লেখ করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে যবদ্বীপের যে সকল কথা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটি সুলিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আমরা শুনিতে পাইলে চরিতার্থ হইব। বিশেষতঃ যবদ্বীপের ভাষা যখন বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। বাঙ্গালী কখন সিংহলে যাইত, যবদ্বীপে যাইত, বুদ্ধের আগে কি পরে, তৎসম্পর্কে কি কি কথা বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকল দ্বীপের গ্রন্থাদির তুলনা, ভাষার তুলনা, করিয়া সমস্ত খুলিয়া লিখিলে প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইবে। সতীশ বাবু নগেন্দ্র বাবু, এ বিষয়ে আমাদের কিছু শুনাইলে সুখী হইব। তাঁহারাও এ বিষয়ে পরে লিখিবেন, বলিলেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ১১ শ্রাবণ। ১৩০৮।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ১১ই শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত সভ্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, } (সহঃ সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। }
,, রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এ।
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ।
,, পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম এ।
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম এ, বিএল।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিএল।
,, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, অক্ষয়কুমার বড়াল।
,, অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
,, কানাইলাল খোষাল।
,, সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী।
,, রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
,, শরচ্চন্দ্র সরকার।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, সুরেশচন্দ্র বসু।
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, সত্যকৃষ্ণ বসু।
,, কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
,, আনন্দনাথ রায়।
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। (ক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী-সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল—(১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন (৩) প্রবন্ধ-পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	১। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; ভদ্রকালী পোঃ, উত্তরপাড়া।
"	"	২। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌ এ; শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরখেলের বাটী, মাণিকতলা রোড।
"	"	৩। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র; ৩৩নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট
"	"	২ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; ৪নং হেমচন্দ্র করের লেন।
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	"	১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাসুন্দর আচার্য্য মহাদেবপুর মধ্যইংরাজী স্কুল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে কোন গবেষণা নাই। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ এখন যাহা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ। সেই সকল ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহাই বলিব। আজকার প্রবন্ধে আসল কথার বিশেষ কিছুই নাই, ইহা ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এ আলোচনার জন্য একা আমি দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অনেকাংশ ঠিক। আমারও একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ আছে; কিন্তু সুখের বিষয় যে, তিনি যতগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন, অধিকাংশের উদাহরণ আমার ব্যাকরণখানিতে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভিপ্রায় অনেক সময়ে উপদেশ বা হুকুমের কাজ করে; কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে গ্রন্থকারগণকে পুস্তক লিখিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কারের একটা ঢেউ উঠিয়াছে। এখনও বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণের পন্থানুসরণে লিখিত হয়; কিন্তু সংস্কার-প্রার্থীরা কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণকে প্রাকৃতব্যাকরণের আদর্শে গড়িতে চাহেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা অদ্য= অজ্জ=আজ, কার্য্য=কর্জ্জ=কাজ" ইত্যাদি সংস্কৃতের প্রাকৃত ও বাঙ্গালা অপভ্রংশ শব্দমালার উল্লেখ করেন। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা সেকালে লেখা-পড়ার ভাষা ছিল। তদ্ভিন্ন

প্রাকৃত ভেদে নাটকাদিতে যে বিভিন্ন অপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাদের মাগধী, লাটী, মাথুরী, প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যায় যে, সেগুলি তন্নামক দেশ-প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। নাটকাদিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসন অনুসারে পাত্র-বিশেষের মুখে ঐ সকল ভাষার প্রয়োগ হইত। এখনকার কথোপকথনের ভাষাকে আমরা লেখা পড়ার ভাষায় তুলিয়া লইতে গিয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। চাটগাঁয়ের কথা, বিক্রমপুরেব কথা, আসামের কথা সমস্তই বাঙ্গলা; কিন্তু কাহার সাধ্য, ঐ সকল দেশের লোক পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয় সেইরূপ, তখনকার নানা দেশের কথোপকথনের ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এখনকার তেলগু, তামিল ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালা, মারহাট্টী সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তবে কালক্রমে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বযুগের অপভ্রংশ ভাষায় অর্থাৎ সেকালেব কথোপকথনের ভাষায় শব্দসংখ্যার সাদৃশ্য বেশী থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি? মূলে তজ্জন্য তাহা সংস্কৃতানুসারিণী না হইবে কেন? লিখিত ও কথিত ভাষা কোন কালেই এক নহে; যে প্রাকৃত ভাষা আমরা নাটকাদিতে দেখি, তাহাই যে তখনকার কথোপকথনের ভাষার ঠিক প্রতিরূপ, তাহা বলা যায় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে,—হুতমী ভাষা, আলালী ভাষার সমান নহে, অথচ উভয়ই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিদ্যাসাগরেব ভাষা, বঙ্কিমেব ভাষা এক নহে। এখনকার অনেক নবীন লেখকের চেষ্টা হইয়াছে যে, এতদঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার শব্দের অপভ্রংশরূপের যেরূপ উচ্চারণ হয়, লিখিত ভাষায় তাহাই ব্যবহার কবিতে হইবে। ইহাবা "বিদিকিচ্ছি" লিখিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, "যাইব" লিখিতে ভালবাসেন; কিন্তু "অদ্য" লিখিলে, "গমন করিব" লিখিলে বিরক্ত হন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষ দেন; কারণ তিনিই লেখা পড়ার ভাষাকে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। তাহা নয়; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন গীতকার কবিদিগের গানেব ভাষা, দেওয়ান মহাশয়েব গান, নিধুবাবুব গান, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে বিদ্যাসাগরেব অবলম্বিত ভাষার রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকের আপত্তি বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য হইলে উহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে; অভিধান, ব্যাকরণ পাশে না রাখিয়া মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠ করা চলিবে না;—আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বে বরং শিক্ষা সঙ্কুচিত ছিল, নকল করিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস, সত্যনারায়ণ না পড়িলে সাহিত্য পড়িতে পাওয়া যাইত না; সাহিত্য রসাস্বাদন করিতে হইলে গায়ানের গান শুনিতে হইত। এখন তাহা নাই; এখন mass education চলিয়াছে, সকলেই বালককাল হইতে বিদ্যাসাগবের ভাষায় অভ্যস্ত হইতেছে, mass education বৃদ্ধি হইলে, প্রসার হইলে ঐ আশঙ্কা দুর হইয়া যাইবে না কি? এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য থাকায়, তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি

সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি এই প্রদেশের slang অপভাষায় এবং colloquial গ্রাম্য ভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে? এত দিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, এখনকার এই নূতন ভাষায় লিখিত শতকরা ৭৫ খানা পুস্তক আমিই বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠন সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে অনেকে "পিতা" পদকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন। কারণ বাঙ্গালায় "পিতা" এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা কাজেই তাঁহারা "পিতৃ" শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি স্থলে "পিতা" পাইবেন কোথা? পিতাকে, পিতার, পিতাদ্বারা প্রভৃতি পদের জন্য যদি অভিনব ব্যাকরণ প্রয়োজন হয়, তবে পৈতৃক প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব ব্যাকরণ মানিব না কেন? কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই "দিয়া" "দ্বারা" "হইতে" প্রভৃতি যে অর্থে বিভক্তি সে অর্থে সে সকল শব্দের অন্য প্রয়োগ দেখি নাই, হইতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। হাত দিয়া খাই, আর "টাকা দিয়া ধান লই" এই দুটি "দিয়া" র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্প্রদান কারক বাঙ্গালায় নাই কেন?—দুটা "কে" বিভক্তি রাখিতে হয় বলিয়া কি সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দিব?—সংস্কৃত দুটা "ভ্যস্" দুটা "ভ্যাম্" আছে, কৈ, কাহারও গোল লাগে কি? সে স্থলেও অর্থ বুঝিয়া কারক নাম বলিতে হয়, তবে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র নিয়ম কেন হইবে? বৃহদাকার বিভক্তি সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গালায় থাকিতে দোষ কি? আর যদিই হয়, তবে উহাই বাঙ্গালা কারকের বিশেষত্ব হউক না কেন? "হইতে" "থেকে" "কর্ত্তৃক" বাদ দিলে বাঙ্গালায় অপাদান ও করণ কারকের এক প্রকার অভাব হইয়া পড়ে, আর উহাদের বিভক্তিত্ব স্বীকার না করিলে ঐ সকল স্থলে উহাদের সার্থকতাই বা কি হইবে, তাহা বুঝি না। ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মারিয়া যাইব, খাইয়া ফেলিব, ইহাদিগকে মিশ্র ক্রিয়া না বলিয়া পূর্ব্বাংশকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিলে অর্থ হইবে কেন? মারিয়া যাইব—অর্থাৎ আগে মরিব পরে যাইব? এরূপে ক্রিয়া বিভাগ করিতে হইলে বাঙ্গালার ভূ অর্থাৎ হওয়া ও কৃ অর্থাৎ করা ভিন্ন ধাতু থাকে না। তবে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় মৌলিক ধাতুর ব্যবহার বাড়ান আবশ্যক। অবশেষে বক্তব্য এই আজ কাল অনেক ভাবুক লেখক দেখা দিয়াছেন। এই সকল ভাবুক লেখকের ভাবের লেখায় অনেক সময় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ঠিক থাকে না, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের ভাবগ্রহ হয় না। তাঁহাদের ভাব তাঁহাদের মনেই রহিল, লেখায় ফুটিল না, আর আমি বুঝিয়া লইব,—একি electricity নাকি? এ ভাবের ভাষা বাড়িলে আর কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগরের ভাষা পড়িয়া কেহ কিছু বুঝিবে না। অতএব আমার অনুরোধ এই, ভাষার গতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, লোকে যে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে না গিয়া, যাহা আছে তাহা মাজিয়া

বসিয়া লওয়া হউক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া একটী কাজ করা ভাল। ইংরাজী ব্যাকরণের যে ধরণের সংস্কার হইতেছে, ঠিক সেই ধরণেই যে আমাদেরও ভাষা সংস্কার করিবার জন্য নাচিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বিদেশী অনুকরণে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি, আবার বিদেশী অনুকরণে অর্দ্ধপ্রস্তুত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমিও যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এখানকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ গুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ আজ আমরা যে ভাষায় এই বিচারবিতর্ক করিতেছি তাহা আমার ভাষাই হউক, আর পাঁড়ে মহাশয়ের ভাষাই হউক, ইহার গঠনের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ আবশ্যক হয় না বা তাহার নিয়মাদি ইহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অল্পতা যাঁহারা সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখুন। তাঁহাদের বাঙ্গালা শিক্ষারূপ গলগ্রহ কেন? এখনও বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, ভাষার পুষ্টি হইতেছে; এ অবস্থায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলে চলিবে কেন? যখন বিভিন্ন ভাষার শব্দ লইয়া এ ভাষা পুষ্ট হইতেছে, তখন ব্যাকরণও বিভিন্ন প্রণালীর হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে আমার মতে ব্যাকরণের সময় এখনও হয় নাই। বাঙ্গালার লিখিত ভাষার আদর্শ যদি তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা বা বিদ্যাসাগরের ভাষা হয়, তবে সে ভাষা অনুস্বারবিসর্গশূন্য সংস্কৃত ভাষাই হইবে। বাঙ্গালা ভাষাই হইবে না। সে ভাষা যদি কালে লোপ হয় হউক। আর একটী কথা কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে না হইলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখিবারবিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি বালকমাত্রেই যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত পাঠ করে, এরূপ কোথাও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় আস্থা নাই তাহাদিগের এ গলগ্রহ কেন? তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ শিখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিবেন। আধ বাঙ্গালা আধ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া লাভ কি?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মতামত খুব ঠিক। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁড়ে মহাশয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যত বেশী হউক, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের রূপ কিরূপ হওয়া উচিত? সংস্কৃতাদি প্রাচীন ভাষার গতি কিছু সংক্ষিপ্ততার দিকে। এখনকার ভাষার গতি বিস্তারের দিকে। পূর্ব্বে সন্ধি সমাসাদির দ্বারা শব্দযোগ করিয়া শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া ভিন্নার্থ প্রকাশের চেষ্টা হইত, এখন প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, ভাষায় যে সমস্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ আছে, সে সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রয়োজনমত সারসঙ্কলন হওয়া উচিত।

এইরূপে নবকল্পিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্শী ইত্যাদি অধ্যায় ভেদ থাকিলে চলিতে পারে।

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিত, অপভাষা বলিয়াই কেবল যে তাহা নাটকে সামান্য জনের মুখে দেওয়া হইত এমন নহে। কুমারে আছে, শিবপরিণয়ে শিব সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করিলেন, আর পার্ব্বতীকে প্রাকৃত মন্ত্র পড়ান বা বুঝান হইল। সুতরাং যাহা সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই বুদ্ধদেব তৎকালপ্রচলিত পালি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণবোধ্য করিতে হইলে ইহার সংস্কৃতত্ব হ্রাস করা আবশ্যক হইবে। শব্দত্যাগ করিতে বলিতেছি না। শব্দের ব্যবহার, পদ ও বাক্য গঠনাদির ব্যবস্থা প্রাকৃতভাবে হওয়াই উচিত। অজ্জ ও কজ্জ সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে "জ" এর সাদৃশ্য দেখাইয়া আজ ও কাজ শব্দ উৎপাদনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রাকৃত ভাষার "য" এর প্রয়োগ যত বেশী, তত "জ" এর নহে; সুতরাং কার্য্য হইতে কজ্জ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় "য" ত্যাগ করিবার কারণ "য" এর অভাব নহে এবং সেই অভাবকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালায় "কাজ" লিখিতেও যে "য" বাদ দেওয়া হয় তাহা নহে। মিশ্রধাতু সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে অর্থ করিলেন, ওরূপ অর্থ কেহ করে না।" "মরিয়া গেল"—এখানে "গেল" গমনার্থক নহে, ইহা ক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক অংশমাত্র। ঐ অংশের অর্থ ওরূপ নহে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছু নাই। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া যাঁহারা সমালোচনা করিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল, তাঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মনিগড়ে শৃঙ্খলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোতরোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে—ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। দুটি প্রাচীন ভাষার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষার ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকরণও কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সংস্কৃত ভাষার যে আকার ছিল, কালে বৈদিক ভাষার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। যখন বৈদিক ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিল, তখন ভাষার প্রকৃতি ও অবস্থা এবং বৈদিক ভাষার সহিত

প্রভেদ দেখাইবার জন্য পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাকরণ রচিত করিলেন—তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বত্র দেখান হইয়াছে, "ছন্দসি ভাষায়াং" এইরূপ। তাহাতেও সংস্কৃত ভাষা নিগড়িত হইল না, তাহার স্বাধীনগতি থামিল না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা যথাযথ বুঝাইতে পাণিনিসূত্রে কুলাইতে পারিলেন না। কাত্যায়ন তখন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনির সূত্রকে সময়োচিত করিতে অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিককে যদি সমসাময়িক স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানিতে হয়, যে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন জন্য তিনি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব নহে। নতুবা বলিতে হয়, পাণিনির পরে ভাষায় যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়াছিল। তাহা দেখাইবার জন্য বার্ত্তিককার পাণিনির সূত্রে নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ব্বে ছিল না। রোমকেরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন রোমকেরা গ্রীস্ সাহিত্যের মনোহারিতায় মুগ্ধ হয়। উহাতে তাহাদের প্রবেশলাভের জন্য গ্রীক্ বৈয়াকরণেরা গ্রীক ব্যাকরণ প্রস্তুত করে। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত বা নিগড়িত করিবার জন্য গ্রীক ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে, তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।

আজ অনেকেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহারা একটী কথা অনুধাবন করেন নাই। ভাষা বিজ্ঞানে যাহাকে Postposition পর নিপাত বলে, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ কতকগুলি আছে। 'হইতে, দ্বারা, থেকে' প্রভৃতির কারকের বিভক্তিবৎ ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের সেইরূপ হয় না। অন্য ভাষার উদাহরণ দিলে কথাটা ভাল বুঝা যাইবে। ইংরাজিতে যেমন কারকার্থ প্রকাশক of, to, in, প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়—যথা সেইরূপ বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে', 'দ্বারা', প্রভৃতির পর নিপাত হয়,—যেমন ছাদ হইতে জল পড়িতেছে।

সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল সত্য বটে এই সকল ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত অন্তর যে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে এক বলা যায় মাত্র। যাঁহারা শিক্ষার দোহাই দিয়া বা বিভিন্নদেশবাসী লোকের মধ্যে ভাষার একত্ব সাধন দ্বারা একতা

স্থাপনের কথা বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এ প্রণালীতে ভাষার একতা হয় না; জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তবেই একতা হয়। জেলায় জেলায় বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য গঠিত না হইলে একতা হইতে পাবে না। ভাষার একত্বসম্পাদন ব্যাকরণে হয় না। কোন দেশে প্রতিভাশালী লেখক জন্মিলেই লোকে তাহার রচনা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, এইরূপে সাহিত্যের ভাষার গতি একত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কোনরূপ একতা থাকে না প্রতিভা-শালী লেখক যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের কথিত ভাষাই লিখিত ভাষার আদর্শ হয়। এইরূপ ইংলণ্ডে চসারের ভাষা, ইটালীতে দান্তের ভাষা, জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমা-দের বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিতের পরিণতি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমে রাজা রাম মোহন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে বঙ্কিম বাবু ভাষার রশ্মি ধরিয়া তাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছেন, ভাষা সেই দিকে গিয়াছে। এখনও বঙ্কিমের ভাষাই চলিতেছে, তাঁহাব ভাষারই অনুকরণ সর্ব্বত্র হইতেছে। পাঁড়ে মহাশয় পঞ্চাশ বৎসব পরে বিদ্যাসাগবের ভাষার অবোধ্যতার বা লোপের যে আশঙ্কা করিলেন, আমি দেখিতেছি তাহার কোন প্রতিকাব নাই। তাহা হইবেই হইবে। ইংলণ্ডেও তাহা হইয়াছে। চসারের বা সেক্সপিয়রের ভাষার অভিধান ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়।

ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা পাইলে বিদেশী ভাষা বুঝা দূরে থাক, বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষার একত্ব সাধন দূরে থাক, শিক্ষারই বিস্তার হইবে না। পাঁড়ে মহাশয়ও স্বীকার করিয়া-ছেন, সে কালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না। শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেব কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়াই পালি ভাষায় উপদেশ গ্রন্থাদি নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলোচনা কালে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাত দেখাইয়া যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করি-লেন, তাহার কোনটিই সংস্কৃতের প্রলেপময় ভাষা দ্বারা হইবার নহে. এসম্বন্ধে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাক্‌ল্ বলেন, জর্ম্মনিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক প্রতিভাবান্ জ্ঞানী সুলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও জর্ম্মনীতে ইংলণ্ডেব ন্যায় শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার কারণ এই যে জর্ম্মণেব সাহিত্যের ভাষা জন সাধারণের ভাষার অনেক দূরে। আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শিক্ষাবিস্তারের মিডিয়ম, তাহা সাধারণের ভাষার অতি নিকটবর্ত্তী।

ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সে পরিবর্ত্তন যত সাধারণের বোধ্য হয়, ভাষার নিকটস্থ হয়, ততই ভাল। তাহাই বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর

দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয় শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকরণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমার ছিল, কৌতূহলী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে, গড়িতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্ত্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হবে কেন ? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাঙ্গালায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে ? বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন ? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না। আমার আর বক্তব্য নাই ; শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, মহাশয় বলিলেন, আমার একটা কথা বলিবার আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়া পরিষদের একটি উদ্দেশ্যসাধনের সূত্রপাত করিলেন। ব্যাকরণ শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ Etymology. শব্দের রহস্য জানা আবশ্যক, শব্দটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিতে পারিলে আমরা আমাদের ভাষাটিকে চিনিতে পারিব, তখন আমাদের নিজের জাতি জানিতে পারিব। শাস্ত্রী মহাশয় অদ্য যে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আশা করি ইহা সবেগে চলুক। এই আলোচনার ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপের উদ্ভব অনিবার্য্য ; তবে আলোকের উদ্ভবও যথেষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ, মহাশয় বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র ; আমা দ্বারা প্রবন্ধের সমালোচনা হওয়া উচিত নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া আরও কিছু শিখিতে চাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখন তাহা কিরূপ হইবে ইহাই বিচার্য্য। সকল কাজের আদর্শ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ কি হইবে ? প্রথমতঃ বাঙ্গালা কোন একখানা পুস্তক লইয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও অন্যান্য ভাষার শব্দ কি পরিমাণে আছে। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা অধিক হইবে, ব্যাকরণ তদনুসারে গঠিত হইলে ক্ষতি কি ? অদ্য আলোচনা করিয়া বিভিন্ন দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ঠিক নহে। একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার এ অবস্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সৃজন, কৃষক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ হইলেও আর তাহা ত্যাগ করা যায় না। একজন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা অল্পদিনের শিশু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে ইহার স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গ হানি

হইবে। সত্য; কিন্তু শিশুর অভিভাবকের তাহার পদস্খলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা তাহাতেও অঙ্গহানি সম্ভাবনা। একজন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ভাষার গতি সংক্ষিপ্ততার দিকে ছিল, এখন একটি শব্দ মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখনকার ভাষায় যে একেবারে সংক্ষিপ্ততার অভাব তাহা নহে। বিদেশীয় ভাষাতেও সন্ধি সমাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইংরাজীর Pickpocket, Scarecrow প্রভৃতি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পদকে এককরার জন্যই ভাষার সন্ধি সমাসের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার গতি প্রতিবোধ আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার যে প্রার্থনীয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা বৈদেশিক শব্দ লইয়া ভাষায় পুষ্টির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার বিদেশী শব্দের বা নূতন শব্দের এত প্রাদুর্ভাব হইবে যে সংস্কৃত শব্দগুলি টিম টিম করিতে থাকিবে। আমার মতে সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের যোগে আবশ্যক শব্দসমূহ রচনা করিয়া লইতে যে বিলম্ব, বিদেশীশব্দকে বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করিয়া ব্যবহার করিতেও সেই পরিমাণ বিলম্বই হইবে, এরূপ স্থলে মূলভাষার সহিত নৈকট্য রাখা কি প্রার্থনীয় নহে। এরূপ হইলে ভাষায় একটা আদর্শ থাকিবে, নতুবা বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের ব্যবহারের একটা সুসঙ্গত প্রণালী না থাকায় ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িবে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়িলে বিশেষ ক্ষতি কি হইবে?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—এতক্ষণ যাঁহারা প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই একটা বিষয়ে গোলমাল করিয়া তর্ক বিস্তার করিতেছেন। সকলেই অভিধান ও ব্যাকরণ এই দুটাকে একার্থ বোধক করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাহা নহে, ব্যাকরণের কার্য্য ও অভিধানের কার্য্য স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন যাহাকে ভাষার প্রকৃতি বা genius বলে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেই genius বা মূল প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। সকল ভাষাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার, গঠন, ইত্যাদি তত্তৎ ভাষার নিজের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে ভাষার আলোচনা করিলাম, এই ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা এ ভাষার গঠন হওয়া অসম্ভব; অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এবিষয়টা স্মরণ রাখিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য বড় বেশী নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ। তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র। আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য

পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়, অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরাকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ।০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৬৫০ পৃষ্ঠা। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল-বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রকাশ করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগ ৸০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর রক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ থাকিবে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺ রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনা মূল্যে পাইবেন।

৮। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্প-লতিকায় ভগবল্লীলা সম্বন্ধে মহাজন পদাবলী যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে মহাজন ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে যতগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে, সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জগদ্বন্ধু বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ শত প্রাচীন পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৮০।৮৫ জন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদিগের সবিস্তৃত বিবরণও ইহাতে আছে। ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাংশে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় ব্যতীত মহাজন পদ সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু এই পুস্তক সঙ্কলনের জন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক কীর্ত্তনীয়া এবং উদাসীনদের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; এইরূপ বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী পাঠকের পাঠের সুবিধার জন্য ভগবল্লীলার ন্যায় গৌরাঙ্গ-লীলায় বিবিধ আস্বাদের তরঙ্গে এবং প্রতি তরঙ্গে বিবিধ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্র সংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবলমাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ বিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির সমালোচনা, প্রাচীন কবিদের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাবমোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষার সমালোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে পুঁথি আনাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ কার্য্যালয়ে [illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ।

(১৩০৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত)

এই গ্রন্থখানি কৌষীতকারণ্যকের ১, ৭, ৮, ৯ বা ৬, ৭, ৮, ৯ অথবা প্রথম চারি অধ্যায়ে গঠিত। গ্রন্থকার জানা নাই। গ্রন্থের নাম ও সমাবেশ কিছু বিচিত্র ধরণের। মুক্তিকোপনিষদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণোপনিষদভিহিত আরও দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—ত্রিশিখী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ও মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ। কিন্তু এই দুই খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় এই নাম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকিলেও বর্ত্তমানে নিবৃত্ত হইতে হইল। তবে অনুমান করা যায় যে এই গ্রন্থখানি বিনায়ক ভট্টের উল্লিখিত মহাকৌষীতক ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থের অংশ হইতে পারে, এবং উক্ত গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হওয়ায় আরণ্যক গ্রন্থের সহিত এখানি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কুষীতক কোন ক্ষত্রিয়ের নাম বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত এই গ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার নিমিত্ত বোধ হয় তাঁহার কোন বংশধরের অভিলাষে রচিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজার অভিলাষেই যে এই গ্রন্থ খানি রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার আরও দুইটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, গ্রন্থে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ক্ষত্রিয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও দ্বিতীয় পরব্রহ্মের পর্য্যঙ্কের ক্ষত্রিয়াসনের সহিত তুলনা। এই দুই কারণে একটী সুস্পষ্টতর অনুমান করা স্বাভাবিক বোধ হইতেছে। অনুমানটি এই যে এই গ্রন্থখানির রচনাকর্ত্তাও ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণ যে এমন সরল ভাবে ক্ষত্রিয়ের বৈঠকখানা হইতে অন্দর মহল পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম বর্ণনে প্রয়োজিত করিবেন, সেটা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তটি ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়, যে কুষীতক রাজার কোন বংশধর এই গ্রন্থখানি রচিত করেন। এই সিদ্ধান্ত হইতে গ্রন্থের রচনা কাল নির্ণয় করিবার একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুষীতক রাজার স্মৃতি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবার কালে এই গ্রন্থখানির রচনা হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, কুষীতক রাজার পুত্র কৌষীতক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার মানসে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তটীও অনুমানসাপেক্ষ এবং প্রমাণান্তর বিনা এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেইগুলির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। পুরাণশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার না করিলে বৈদিক কালের কোনও ঘটনার কালনির্ণয় হইতে পারে না; সুতরাং এই গ্রন্থসম্বন্ধেও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্য লওয়া হইল। পুরাণ শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের কালনির্ণয় নিতান্ত দুরূহ নহে এবং এইরূপ নিদর্শন সাহায্যে এই গ্রন্থের কালনির্ণয় সম্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে কৌষীতক রাজার নাম পুরাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এক্ষণে উল্লিখিত নামগুলির বিষয় কিছু বক্তব্য আছে।

ত্রিশীর্ষা ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা একজন বিখ্যাত বৈদিক ঋষি। ইঁহার ভগিনী ত্বাষ্ট্রীও বৈদিক সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ধর্ম্ম হইতে চতুর্থ পুরুষ নিম্নে এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ত্বষ্টার সুখ্যাতিতে বেদমন্ত্র সকল পরিপূর্ণ। তিনি সুপাণি, সুগভস্তি, সুকৃৎ, তক্ষক, অগ্রজ, গোপা ইত্যাদি। ইঁহার পুত্র ত্রিশিরা, ও কন্যা সরণ্যু। সরণ্যু অশ্বিদ্বয়ের মাতা; এবং ত্রিশিরাকে ইন্দ্র বধ করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্ গ্রন্থে ইন্দ্র বলিতেছেন, অহং ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, আমি ত্রিশিরা নামক ত্বষ্টার পুত্রকে বধ করিয়াছি। ত্বষ্টা সম্বন্ধে বৈদিক সমাজে মতদ্বৈধ ছিল। একদল সুখ্যাতি করিতেন, অপরদল তাঁহাকে অসুরপদবাচ্য করিতেন। একদলে তাঁহার শিল্প বিদ্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেবতুল্য বোধে সম্বোধন করিতেন ও তাঁহাকে আরাধনা করিতেন; অপর দলে তাঁহাকে সামান্য সূত্রধর বলিয়া অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এক দলে তাঁহার কন্যাকে সম্মানিত করিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞা রমণী বলিয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং বিবাহ সভার বর্ণনে একটি ছন্দোবদ্ধ ঋক্ রচনা করিলেন; (১)

---

(১) ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি
ইতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পরি উহ্যমানা
মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ
কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎতদাসীৎ
অজহাদ্ উ দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥ (ঋগ্বেদ—১০ মণ্ডল ১৭ সূক্ত)

অর্থ। ত্বষ্টা দুহিতার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, সেই যজ্ঞে ত্রিভুবন উপস্থিত হইলেন, যমপ্রসূতি (ত্বাষ্ট্রী) বিবস্বতের জায়ারূপে (জায়ারূপ ধারণ করিয়া) আপনাকে (আপনার প্রকৃত রূপ বা আত্মরূপ) লুকাইলেন। মর্ত্ত্যগণ হইতে অমৃতাকে (অমৃতাংশ) লুকাইয়া রাখিলেন এবং সবর্ণাতে (মরণধর্ম্মী দেহে) অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করিলেন ও পরে গর্ভত্যাগ করিলেন।

এই অর্থ সায়ণের অনুমত নহে, কিন্তু এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সায়ণ ভাষ্যের বিচার এস্থলে অনাবশ্যক।

অপরদলে তাঁহাকে অশুদ্ধা ও চঞ্চলা বলিয়া কুৎসিত গল্প রটনায় প্রবৃত্ত হইলেন(১)। ত্বষ্টার বিপক্ষদলের নেতা ইন্দ্র। ইন্দ্র ও ত্বষ্টার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ চলিত, কিন্তু ত্বষ্টা ও ইন্দ্র সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্র ও ইতিহাস বিচার করিয়া দেখা যায় যে যদিও ইন্দ্র প্রায়ই যুদ্ধে জয়ী হইতেন, কিন্তু ত্বষ্টা ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। যে ইন্দ্র ত্বষ্টার গৃহে প্রায়ই সোমপানে আহূত হইয়া চরিতার্থ হইতেন,—ত্বষ্টুর্গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ—যে ইন্দ্র ত্বষ্টৃনির্ম্মিত বজ্র ব্যতিরেকে কখনও যুদ্ধে জয়ী হইতেন না, তিনিই হিংসাপ্রেরিত হইয়া সেই ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। "স ইন্দ্রোঽমন্যত অয়ং বাব ইদং ভবিষ্যতি" (কঠক)—ইন্দ্র মনে করিলেন যে ত্বষ্টা সকলই হইবে (সবই ইহার হইবে)। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ত্বষ্টার দলভুক্ত কোনও লোককে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার বধের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। "স তক্ষকং তিষ্ঠন্তমব্রবীৎ আধব অস্য ইমানি শীর্ষাণি ছিন্ধি তস্য তক্ষণ উপদ্রুত্য পরশুনা শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ।" এই সূত্রধরের নাম ত্রিত (আপ্ত্যপুত্র)।

স পিত্র্যাণি আয়ুধানি বিদ্বান্
ইন্দ্রেষিতঃ আপ্ত্যো অভি অযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্
ত্বাষ্ট্রস্য চিৎ নিঃসসৃজে ত্রিতো গাঃ॥
ভূরি ইৎ ইন্দ্রঃ উদিনক্ষন্তম্
ওজো অবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্ বিশ্বরূপস্য গোনাম্
আচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক॥ (ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮ সূক্ত)

এ মন্ত্র দুইটী কোনও ইন্দ্রপক্ষীয় ঋষির রচিত। এতৎপক্ষীয় বিবরণটি তৈত্তিরীয় সংহিতা (২) ও শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩) আছে। উভয় গ্রন্থের বিবরণেই ত্বাষ্ট্রের তিনটি

(১) নিরুক্ত ১২।১০
"তত্র ইতিহাসমাচক্ষতে। ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বতঃ আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার। সা সবর্ণাং অন্যাং প্রতিনিধায় অশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্যঃ আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব। ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ।

(২) বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রিয়োঽসুরাণাম্। তস্য ত্রীণি শীর্ষাণি আসন্ সোমপানং সুরাপানং অন্নাদনম্। স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগং অবদৎ পরোক্ষং অসুরেভ্যঃ। সর্ব্বস্মৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি। যস্মৈ এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতঃ। তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃন্ বৈ রাষ্ট্র পর্য্যাবর্ত্তয়তি ইতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণি অচ্ছিনৎ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৫।১)।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বিবরণটী দেখা গেল, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ; বরং শক্রপক্ষোচিত আরও বিবরণ বাহুল্য আছে :—স ত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিন্মে পুত্রমবধীৎ ইতি সোপেন্দ্রমেব সোমমাজহ্রে স যথাঽয়ং সোমঃ প্রসূতঃ এবং অপেন্দ্র এব আস। ইন্দ্রো হ বৈ ইক্ষাঞ্চক্রে ইদং বৈ মা সোমাদন্তর্যন্তি ইতি। স যথা বলীয়ানবলীয়স এবমনুপহূত এব যো দ্রোণকলসে শুক্র আস তং ভক্ষয়াঞ্চকার স হ এনং জিহিংস সোঽস্য বিষ্বঙ্ঙেব প্রাণেভ্যো দুদ্রাব। মুখাদ্ হ এবাস্যাথ সর্বেভ্যোঽন্যেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ। সহত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিদ্ মেঽনুপহূতঃ সোমমভক্ষদিতি। * * * সঃ যো দ্রোণকলসে শুক্রঃ পরিশিষ্ট আস তং প্রবর্ত্তয়াঞ্চকার ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব ইতি * * *।

মস্তক কল্পিত হইয়াছে এবং তিন মস্তকের দ্বারা তিনি তিন প্রকার উপদেশ করিতেন বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এই সকল নিন্দার রচনাকর্ত্তারাই ধরা পড়িয়াছেন।

ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে বধ করিয়া ইন্দ্র ঋষিমণ্ডলীর নিকট অবমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সোমভাগ হইতে তিনি কিছুকালের জন্য বঞ্চিত হয়েন * এবং বহু চেষ্টার পর সোমভাগ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। (১)

মন্ত্র ও ইতিহাস অনুসারে ইন্দ্র ও ত্রিশিরা সমকালিক ব্যক্তি। পুরাণ শাস্ত্রে দেখা যায়, যে ত্রিশিরা প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে।

প্রজাপতি
|
অসিক্লি
|
বসু = ধর্ম্ম
|
বসুগণ
|
প্রভাব = ববস্ত্রী (বৃহস্পতি ভগিনী)
|
বিশ্বকর্ম্মা
|
ত্বষ্টা
|
ত্রিশিরা — ত্বাষ্ট্রী

সুতরাং ইন্দ্রও প্রজাপতি হইতে অষ্টম পুরুষ নিম্নে বলা যাইতে পারে। এবং পুরাণোক্ত কাশ্যধন্বন্তরির সময়েই এই যুদ্ধ ঘটিযাছিল। সমালোচিত গ্রন্থ অনুসারে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন সমকালিক ব্যক্তি। কিন্তু পুরাণ শাস্ত্র অনুসারে প্রতর্দ্দন প্রজাপতি হইতে একাদশ পুরুষ নিম্নে।

প্রজাপতি
|
বুধ
|
পুরুরবা

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২৮

(১) এই উপনিষদ্ খানির রচনাকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয় ব্যক্তি। পুরোহিত ত্বষ্টাকে বধ করায় ইন্দ্রের প্রতি দোষারোপ না করিয়া, তিনি ইন্দ্রকে সত্যস্বরূপ ও সত্যের আধার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন (সত্যং হীন্দ্রঃ)। আর একটি প্রমাণ ইন্দ্র বলিতেছেন, "তস্য মে তত্র ন লোম চ নামীয়ত।" ইন্দ্র স্বয়ং গর্ব্বিতভাবে একথা বলিলেও আমরা প্রমাণান্তরে অবগত হই যে ত্বষ্ট্‌বধের জন্য ইন্দ্রকে বহুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ইন্দ্র বহুসন্ধি অতিক্রম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত পক্ষপাতিতার কার্য্য, এবং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা ইন্দ্রপক্ষীয় হইলেও সত্যবাদী; সুতরাং ইন্দ্রের দোষ লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই।

পুরূরবা
|
আয়ু
|
ক্ষত্রবৃদ্ধ
|
কাশ্য
|
দীর্ঘতমা
|
ধন্বন্তরি
|
কেতুমান্
|
দিবোদাস
|
প্রতর্দ্দন

সুতরাং বেদ ও পুরাণ একত্র করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের মধ্যে দুই পুরুষ মাত্র ব্যবধান এবং প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করিলে উভয়ের বয়সের প্রভেদ প্রায় ৪০ বৎসর। ইন্দ্র যখন বৃদ্ধ, প্রতর্দ্দন তখন যুবা পুরুষ। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইন্দ্র যে বয়সে প্রতর্দ্দনের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহার অন্ততঃ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ—ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদবংশীয়দিগের যুদ্ধেরও উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, "বহ্বীঃ সন্ধা অতিক্রম্য প্রহ্লাদীয়ানহনম্", অনেক সন্ধি অতিক্রম করিয়া প্রহ্লাদীয়দিগকে বধ করিয়াছি। প্রহ্লাদীয়দিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের উক্তিতে বোধ হয়, এই যুদ্ধটি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। "অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ যোৎস্যেঽহং ভবতামর্থে, যদ্যহমমরজয়াদ্ ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যোগঃ তেনাপি চ তথৈবোক্তে দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্। রজিনাপি অসুরবলং নিসূদিতম্। ইন্দ্রশ্চ রজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্ যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ। স চাপি রাজা প্রহস্যাহ এবমেবাস্তু।" দেবদৈত্যসংগ্রামে দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলিলেন, আমাকে আপনারা ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বীকৃত হইলে আমি আপনাদের সহায় হইব। তাহাতে তাঁহারা সম্মত না হইয়া বলিলেন, আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, তাঁহারই জন্য আমাদের চেষ্টা, সুতরাং এ প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না। কিন্তু দেবতারা সম্মত হওয়াতে রজি তাঁহাদের জয়ী করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র রজির চরণযুগল মস্তকে নিপীড়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের রক্ষাকর্ত্তা রূপে আপনি পিতৃবৎ হইয়াছেন, সুতরাং আপনার পুত্ররূপেই আমি ইন্দ্রত্ব ভোগ করি।

রজি সহাস্যে বলিলেন, তাহাই হউক। সুতরাং রজির পুত্ররূপে ইন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজি পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্রগণ আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু ইন্দ্র তাহাদিগকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ না করায়, রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। (১) "ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতিমেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ।" কিছুকাল গত হইলে স্বপদভ্রষ্ট ইন্দ্র বৃহস্পতির সকাশে স্বকীয় দুরবস্থার বিষয় নিবেদন করিলেন। বৃহস্পতি যে কারণেই হউক বলিলেন, তোমাকে শীঘ্রই আমি পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। "ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহেনাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মাচারান্ ইন্দ্রো জঘান।" এই বলিয়া বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের নিমিত্ত অভিচারাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত হোম করিলেন। এই প্রকারে রজিপুত্রগণ অভিভূত হইয়া ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদপরাঙ্‌মুখ হইল। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অনায়াসে হনন করিলেন।

এই ইতিহাসের প্রথমাংশ হইতে জানা যায়, প্রহ্লাদীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র রজির সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রজির সাহায্য বিনা তিনি কখনই এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতেন না এবং রজির অনুগ্রহ বশতই তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ নিম্নে। সুতরাং ষষ্ঠ পুরুষ হইতে অধস্তন কাহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা দুরূহ। কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন :—

> বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদিঃ বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ।
> বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে॥

প্রহ্লাদ
|
বিরোচন
|
বলি
|
শতপুত্র
(বাণজ্যেষ্ঠ)

শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রকে পরাজিত করেন, অবশেষে স্বয়ং পরাজিত হয়েন; এবং ত্বষ্টার ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে প্রজাপতি হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ ধন্বন্তরির

---

(১) রজিসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্রমাচারাদ্রাজ্যং যাচিতবন্তঃ।
অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ।

সময়েই ত্রিশিরার সহিত যুদ্ধ ঘটে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে ইন্দ্র ধন্বন্তরির সময়ে যুদ্ধে ও কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন ও প্রহ্লাদীয় যুদ্ধও প্রায় ঐ সময়েই ঘটে। প্রহ্লাদীয় যুদ্ধের সময় রজি বৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাবান্ এবং যুদ্ধের অনতিকাল পরেই তিনি কাল-গ্রাসে পতিত ও তাঁহার পুত্রগণ রাজত্বে সংস্থাপিত হয়েন। এ সময় তাঁহার পুত্রগণও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা নারদের পরামর্শেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এ হিসাবে রজি প্রহ্লাদীয় শতপুত্রগণের দুই পুরুষ উর্দ্ধে; এবং প্রকৃত ঘটনাও তাহাই।

যতি :—ইন্দ্র বলিতেছেন, "অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছন্"। অরুন্মুখ যতিগণকে ব্যাঘ্রমুখে দিয়াছি। অরুন্মুখ শব্দটির পুরাণশাস্ত্রের কোথাও ব্যবহার হইয়াছে কিনা জানি না; বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে এ শব্দটি নাই। ভাষ্যকার শঙ্করানন্দ শব্দটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"অরুন্মুখান্ যতীন্, রুচ্ছব্দঃ বেদাধ্যযনং তেন উপনিষদর্থবিচারো ব্রহ্মমীমাংসাপর-পর্য্যায়ো লক্ষ্যতে, তদ্যেষাং মুখে নাস্তি তে অরুন্মুখাঃ, তান্ যতীন্ প্রযত্নবতশ্চতুর্থাশ্রমিণঃ।"

সুতরাং শঙ্করানন্দমতে অরুন্মুখ যতি অর্থে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গরহিত চতুর্থাশ্রমী ব্যক্তি-গণ। "অরুন্মুখ" স্থলে "অরুর্ম্মঘ" সায়ণের অনুমত পাঠ তাঁহার মতানুসারে অরুর্ম্মঘান্ যতীন্ অর্থে "ব্রাহ্মণবেশধারিণোঽসুরান্"। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ অসুরমাত্রেই ব্রাহ্মণ এবং সকল অসুরই যজ্ঞোপবীতধারী। শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রশস্ত একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। ইন্দ্রপ্রহ্লাদীয় যুদ্ধের বিবরণের শেষাংশ হইতে প্রমাণ হয় যে রজিপুত্রগণকে বৃহস্পতি বিমোহিত করায় তাঁহারা বেদবাদপরাঙ্মুখ হয়েন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যতি বলা সম্ভব হইতে পারে। এবং রজিপুত্রগণ এতদ্ভাবাপন্ন হইবার পরই ইন্দ্র উঁহাদিগকে বধ করিতে সক্ষম হয়েন। সুতরাং অরুন্মুখ যতি অর্থে রজিপুত্রগণই বুঝিতে হইবে। কিম্বা আর একটি অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। যতি নাম-ধারী রজির কতকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। ইঁহারা অনাশ্রমী ও অবৈদিক এবং ইঁহারাও ইন্দ্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং অরুন্মুখ যতি বলিতে ইঁহারা উদ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব।

অরুমঘ বা অরুন্মুখ শব্দ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক ও প্রাচীন পারসীক (Zend) ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য অবলম্বনে কতক-গুলি নিয়ম সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শব্দ হইতে সেই নিয়মের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় একটি 'খ' প্রত্যয় ছিল, এবং আমরা অনুমান করিতে পারি যে উক্ত জেন্দ ভাষায় ঐ 'খ' স্থলে মন্ প্রত্যয় ব্যবহার হইত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 'খ' ও 'মন্' প্রত্যয়ের অর্থ একই। দ্বিবিন্দু (:) যে ধ্বনি-সূচক চিহ্ন, 'খ' ও সেই ধ্বনির রূপান্তর এবং আমরা পশু ও অস্পষ্টবাক্ জীবমাত্রে দেখিতে পাই যে ঐ ধ্বনি কোন উদ্দিষ্ট বস্তুবাচক। উক্ত ধ্বনির দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু, গুণ, বা ব্যক্তির

প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। এ ধ্বনিটি সর্ব্ব দেশেই প্রচলিত আছে। কারণ ইহা জীবমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি। 'খ' ও দ্বিবিন্দুর (অর্থাৎ বিসর্গের) উচ্চারণমাত্র বিভিন্ন; অর্থ উভয়ের একই (১)। স্বাভাবিক ভাবে এবং কোন বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারণ করিতে হইলে বিসর্গ উচ্চারণ স্থানে 'খ'ই উপস্থিত হয়। জীবমাত্রের সরল ভাষায় দ্বিবিন্দুধ্বনির বা 'খ'এর যে অর্থ, বৈযাকরণিক ভাষায় 'মন্' প্রত্যয়েরও সেই অর্থ। বৈদিক ভাষার 'খ' প্রত্যয় স্থানে জেন্দ ভাষায় 'মন্' প্রত্যয় হয়। সংস্কৃত চক্ষুঃ (চষ+খ)=জেন্দ চষমন্ (চষ্+মন্); এই নিয়মের সহিত মিলাইলে সংস্কৃত অরুন্মুখ ও জেন্দ আরিম্মান্ একই শব্দের রূপান্তর বলিয়া প্রতীত হইবে। অরুন্মুখ=অ+রু(ম্ন)+খ। 'মু' এই বর্ণের 'উ' কার উচ্চারণ সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত। এই 'খ' স্থানে মন্ ব্যবহার করিলে অরুন্মান্ হয়। আরও কৌতূহলের বিষয় এই যে দুইটি শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যদি স্থির করা যায়, তাহা হইলে দুইটির একই অর্থ হয় এবং ব্যবহারেও দেখা যায় যে দুইটি ভাষায় দুইটি শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অ' নাস্তি ভাবব্যঞ্জক। রু(ম্)=প্রকাশ, আলোক, বা অগ্নি *, অরু (ম্)=অপ্রকাশ অনালোকিত বা তমোময়। অরু(ম্)খ বা অরু (ম্) মান্=তমোময় ব্যক্তি বা যাহারা নিরগ্নি ব্যক্তি।

পৌলোমাঃ ও কালকাঞ্জাঃ—বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা ও কালকাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্রগণ পৌলোমাঃ ও কালকেয়াঃ।

বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা।
উভে সুতে মহাভাগে মরীচেস্তু পরিগ্রহঃ॥
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবসত্তমাঃ।
পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥

কশ্যপতনয় বিপ্রচিত্তির পুরোগম দৈত্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বর্ণনা পুরাণগ্রন্থে আছে। সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ জয়ী হওয়ায় ইন্দ্র ও বিষ্ণু চিরাভ্যস্ত হীন উপায়ে দৈত্যদিগকে পরাস্ত করেন। এ যুদ্ধের বিবরণ এই;—দুর্ব্বাসা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অবমানিত বোধ করায়, তাহাকে অভিসম্পাত করেন এবং ইন্দ্র বাগান্বিত হইয়া যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অমরাবতী নিঃশ্রীক হইয়া যায়। এই সময় সুবিধা বিবেচনা করিয়া বিপ্রচিত্তি পুরোগম দৈত্যেরা দেবগণকে আক্রমণ ও পরাজিত করিল।

(১) এই অর্থবাচক 'হ' পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে শুনিতে পাওয়া যায়। 'হ' পূর্ব্ববঙ্গীয় আশ্চর্য্যবাচক শব্দ। এই 'হ' হইতেই পশ্চিমবাসীর হাঁ, আঁ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীও বিসর্গ স্থানে হ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু 'হ' অপেক্ষা 'খ' ই বিসর্গের বিশুদ্ধতর উচ্চারণ।

* অগ্নির বীজমন্ত্র রং।

(১) পরে তাঁহারা দেবদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সমুদ্রমন্থন (২) করিতে লাগিলেন। এই সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতভাণ্ডের অধিকার সম্বন্ধে দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে বিবাদ হয় ও অবশেষে ধন্বন্তরির হস্তে সেই ভাণ্ড রক্ষিত হয়। দেবগণ বিষ্ণুকে স্ত্রীবেশে ধন্বন্তরির নিকট প্রেরণ করেন ও বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে প্রতারিত করিয়া অমৃতভাণ্ড লইয়া পলায়ন করেন। এই ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে ধন্বন্তরি নিরপেক্ষ ছিলেন ও কোন দলভুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে সে যুদ্ধ দুটিও ধন্বন্তরির সময়েই ঘটিয়াছিল। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সেই ধন্বন্তরিই সমুদ্রমন্থনের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ইঁহারই রাজত্বকালে ইন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন।

দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন—দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দনের অনেক নাম ছিল, যথা সত্রাজিৎ, অজাতশত্রু, কুবলয়াশ্ব, বৎস ইত্যাদি। দিবোদাস বংশই কাশ্য বংশ (৩), উপরের বংশাবলী দেখিলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে কাশ্য অজাতশত্রু ও দৈবোদাস প্রতর্দ্দন একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র (৪)। কাশ্য অজাতশত্রু অর্থে শঙ্করানন্দ বলেন 'কাশ্যং কাশীদেশাধিপতিম্'। এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ প্রথমতঃ পুরাণমতে অজাতশত্রুর পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যের নামেই তাঁহার বংশ পরিচিত; দ্বিতীয়তঃ কাশী নামে জনপদ এ সময়ে ছিল কি না, আমাদের জানা নাই; তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থে যতগুলি জাতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি দেশবাচক নহে, বরং ইহাই প্রতীত হয়, যে কতকগুলি দেশের নাম উপনিবিষ্ট জাতির প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম ধরিয়াই স্থির হইয়াছিল; যথা উশীনর, মৎস্য, কাশী, বিদেহ, কোশল, কুরু, ইত্যাদি।

তাৎকালিক সমাজ।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা—এই গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কোন নির্দ্দেশ নাই, থাকিবার বিশেষ কারণও নাই। তবে পুরোহিত ও সম্রাটগণের পরস্পর আচরণ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। চিত্ররাজ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন লোক আছে যেখানে আমি সংবৃত হইতে পারি, অথবা দুইটি পথের কোন্ পথ অনুসরণ করিলে সংবৃত স্থান প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে।
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দ্দৈতেয়দানবাঃ॥

(২) সমুদ্রমন্থন সম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের অনুমান হয়, যে উভয় পক্ষীয় রত্নাদি একত্র করিয়া সমান ভাগ করিয়া লইবার জন্যই সমুদ্রমন্থন নামে যজ্ঞ হইয়াছিল।

(৩) ইত্যেতে কাশ্যা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ (বিষ্ণুপুরাণ)।

(৪) এই অনুমান প্রমাণসাপেক্ষ। যদি গার্গ্য বালাকি প্রতর্দ্দনের সমসাময়িক না হয়েন, তাহা হইলে এ অনুমান সঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থ বা পুরাণ শাস্ত্র হইতে গার্গ্য বালাকির সময়নির্ণায়ক প্রমাণ নাই।

যায়? (তং হাভ্যাগতং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য পুত্রোঽসি সংবৃতং লোকে যস্মিন্ মা ধাস্যস্যন্যতমো বাধ্বা তস্য ম' লোকে ধাস্যসীতি)। চিত্ররাজের প্রশ্নের উদ্দেশ্য মুক্তিবিষয়ে জ্ঞানলাভ। তিনি জানিতে উৎসুক হয়েন, যে মুক্তিলাভ বাস্তবিক সম্ভব কি না অর্থাৎ এমন কোন অবস্থা সম্ভব কি না, যে তাহা হইতে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। আরও জানিতে ইচ্ছা করেন যে যদি বাস্তবিক এ প্রকার অবস্থা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম (যজ্ঞাদি) ক্রিয়া ও অন্য পন্থা অনুসরণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ উপায়ে সেই অবস্থা লাভ করা যাইবে? এই প্রশ্নের অর্থ তিনি জানিতেন না, সুতরাং বলিলেন, "নাহমেতদ্বেদ হন্তাচার্য্যং পৃচ্ছানীতি" হায়, আমি এ বিষয় অবগত নহি, আমি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। এই কথা বলিয়া, তিনি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন, "অহমপ্যেতন্ন বেদ সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব"। (আমিও এ বিষয় অবগত নহি, এস আমরা রাজ সকাশে যাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিব, আমরা উভয়েই যাইব। উভয়েই কুশহস্তে রাজ-সকাশে উপনীত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরোহিতগণ কর্ম্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিতেন! কিন্তু বহুসংখ্যক সম্রাট্ ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী ছিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যমাত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রন্থ-রচনাকালে পুরোহিতগণ মধ্যে বোধ হয় আধুনিক কালের ন্যায় দুই প্রকৃতির লোক ছিলেন— বিনীত ও উদ্ধত। গ্রন্থরচনার পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, এবং তৎসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে রাজা ধন্বন্তরির সময় উভয় প্রকৃতির পুরোহিত আমাদিগের নয়নগোচর হয়েন। তাৎকালিক বিনীত ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত ত্বষ্টা, উদ্ধতের দৃষ্টান্ত দুর্ব্বাসা। আরুণি ও শ্বেতকেতু (চিত্ররাজের রাজত্বকালে) যেমন বিনীত ছিলেন, গার্গ্য বালাকি (অজাতশত্রুর রাজত্বকালে) তেমন উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। আরুণি শ্বেতকেতু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত রাজসকাশে উপনীত হয়েন; কিন্তু গার্গ্য বালাকি ব্রহ্ম উপদেশ দিবার নিমিত্তই রাজসকাশে উপস্থিত হয়েন। (১) শ্বেতকেতু সম্মানিত হইলেন, বালাকি অবমানিত হইলেন এবং জ্ঞানী অজাতশত্রুর উপদেশে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বহু তর্কের পর বালাকি বুঝিলেন, যে তিনি অজাতশত্রুর সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত নহেন। "তং হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু বালাকা ইত্যেতাবদিতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচ-অজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি। তত উহ বালাকিঃ সমিৎপাণি প্রতিচক্রম উপায়ানীতি হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়োব্রাহ্মণমুপনয়েতৈহি

---

(১) অথ হ বৈ গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ সস্পষ্ট আস। * * * স হাজাতশত্রুং কাশ্যমাব্রজ্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি"। অজাতশত্রু বালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আপনার জ্ঞান? বালাকি উত্তর করিলেন, 'এতদপেক্ষা অধিক আমি অবগত নহি'। তখন রাজা বলিলেন, সুতরাং বিনা কারণে গর্ব্বিত হওয়া বিধেয় নহে; আমি আপনাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিব। হে বালাকি, যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞাতব্য। তখন বলাকপুত্র সমিৎ হস্তে বলিলেন, 'আমি আপনার নিকট উপস্থিত' আমি আপনার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি। অজাতশত্রু বলিলেন—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ; যাহাই হউক আমি যতদূর অবগত আছি সবই জ্ঞাপন করিব। আরুণি ও বালাকি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান দুইটি তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চিত্রের সময় এই নিয়মটি ছিল না, কিন্তু অজাতশত্রুর সময় এই নিয়ম সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই তাহা অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান—এই উপনিষৎখানিতে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, আমরা তদপেক্ষা কিছু অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। বরং ইহা স্বতই মনে হয় যে প্রাচীনগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই মানব জ্ঞানের সীমান্ত প্রদেশ। গ্রন্থকর্ত্তার মতে বা চিত্ররাজের মতে বা বেদান্তমতানুসারে চন্দ্র স্বর্গের দ্বার স্বরূপে কল্পিত হয়েন। যাঁহারা স্বর্গ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন এবং যাঁহারা স্বর্গ কামনায় যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে পুনরায় বর্ষিত হয়েন. (১) গ্রন্থ কর্ত্তার বিশ্বাস যে ইহলোক হইতে যে কেহই অপসৃত হউন, তাঁহাকে চন্দ্রলোকে যাইতে হইবে (যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি)। যে কে ইত্যাদি পদের অর্থ কি? শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন:—যে বৈ কে চ যে কে চ ত্রৈবর্ণিকাঃ প্রসিদ্ধাঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ অস্মাৎ প্রত্যক্ষাৎ লোকাদবলোকনযোগ্যাৎ ত্রৈবর্ণিকদেহাৎ প্রযন্তি অপসর্পন্তি ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। শঙ্করানন্দ মতে যে কে ইত্যাদি পদে ত্রৈবর্ণিকদিগকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রতিপাদন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই বচনের সরল অর্থটি গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের মর্ম্ম এই যে, যে কেহ (যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি) এই পৃথিবী হইতে মৃত হয়, সেই বস্তু বা ব্যক্তি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় যথা জল এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরায় বৃষ্টিরূপে প্রত্যাগত হয়। মনুষ্যের আত্মা জলের ন্যায় এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে, সেই চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পুনরায় বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যাঁহারা চন্দ্রলোক অতিক্রম করিতে সমর্থ, তাঁহারা ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।

(১) এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যচ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তমতিসৃজতেঽথ যো ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথে নানা বিঘ্ন বসতি করে এবং সেইগুলি অতিক্রম করিতে না পারিলে ব্রহ্মলাভ হয় না। এই সকল লোক ও বিঘ্ন ব্যাপারাদিমানসিক অবস্থার পরিচায়ক নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ চিত্র বলিতেছেন, "স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি" তিনি বিজরা নদী মনের দ্বারা অতিক্রম করেন; "স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাত্যেতি", তিনি 'আর' হ্রদে উপস্থিত হইয়া মনের দ্বারা তাহা অতিক্রম করেন। ব্রহ্ম যজ্ঞময় ভাবে কল্পিত হইয়াছেন অর্থাৎ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য তাঁহাকে সর্ব্বময় ভাবে বর্ণিত করা। তিনি যজ্ঞ ও অযজ্ঞ মন্ত্র ও অমন্ত্রক ইত্যাদি রূপে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, গ্রন্থকারের মতে তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। পরম ব্রহ্মের পর্য্যঙ্ক হইতে যদি তাৎকালিক পর্য্যঙ্ক সম্বন্ধে অনুমান করা ন্যায্য ও সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হয় যে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বকাল অবধি আধুনিক 'খাটিয়া" ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবাজ উপদেশ দিলেন, মন্ত্র ব্রহ্ম; দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌষীতকী উপদেশ দিতেছেন, প্রাণ ব্রহ্ম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপদেশ দিতেছেন, সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই সমান যত্নে পরিত্যাগ করেন, বরং ইহাই বলা উপযুক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পাপ বা পুণ্য প্রভৃতির সংস্কার থাকে না, কারণ তিনি বাসনা রহিত ও শান্তিরূপ এবং আনন্দময়। *

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়।

---o---

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে † চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্ন-প্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। চেষ্টা করিলে এরূপ আরও অনেক ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য সত্যই আমাদের এই নিজস্ব সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?

ছড়াগুলি সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই জানেন, চট্টগ্রামের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হইলেও ইহা একটা স্বতন্ত্র উপভাষায় পরিণত হইয়াছে। লিখিত ভাষার সহিত ইহার এতই বৈষম্য যে, চেষ্টা করিলে ইহা হইতে আমরা একটা নূতন পৃথক ভাষার সৃষ্টি করিতে পারিতাম। আমাদের ঘরের কথা বিদেশীয়ের পক্ষে খুবই দুর্ব্বোধ্য

---

* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—"ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন নাস্ত পাপং চক্ষুষো মুখান্নীলং বেতীতি"। নীল শব্দের অর্থ কি? সংবর্ত্ত সংহিতায় এতদনুরূপ একটি বচন আছে—যথা—বিষাগ্নিশ্যামশবলাস্তেষামেব,বিনির্দ্দিশেৎ" (১৭০) এই দুইটী বচনের মধ্যে কোন সংস্পর্শ আছে কি না?

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম ভাগ ৩য় সংখ্যায় "ছেলেভুলান ছড়া" দ্রষ্টব্য।

হইবে, সন্দেহ নাই। ছড়াগুলিতে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার কতকটা নিদর্শন অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হইবে। কোন কোন শব্দ আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, লেখায় তাহার স্বর (intonation) ঠিক বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আর এমন অনেক শব্দও আছে, যাহা বজায় রাখিতে গেলে কেবল টীকাটিপ্পনীর বাহুল্য ভিন্ন অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হয় না। এই দুই কারণে ছড়াগুলিতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিতে হইল। অপভ্রষ্ট হইলেও চট্টগ্রামী ভাষা একবারে নিয়মপরিশূন্য নহে। ইহার সূত্রসঙ্কলন নিতান্ত কঠিন হইলেও বিদেশীয়দের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

১। ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়ম।

১। সপ্তমী বিভক্তির 'তে' এবং তুমর্থক 'তে' প্রায়ই 'ত্' ও 'ত' হয়। যথা— বাড়ীতে=বাড়ীত্, ঘরেতে=ঘরত্, করিতে=করিত।

২। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর বহুবচনে শব্দের উত্তর 'অত্' (অৎ) হয়। যথা—মামারত্= মামাদিগের বা মামা দিগেতে; সেনরত্=সেন দিগের বা সেন দিগেতে।

৩। ষষ্ঠী বিভক্তিতে অকারান্ত শব্দে 'এর' না হইয়া 'অর' হয়। যথা—বাঁশর্= বাঁশের; ঘরর্=ঘরের।

৪। ইকারান্ত বা উকারান্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'অর্' বা 'এর্' হয়। যথা—বউঅর, বউএর, ঝিঅর, ঝিএর।

৫। পঞ্চমী বিভক্তিতে শব্দের উত্তর 'তুন্' বা 'থুন্' হয়। যথা—উত্তরতুন্ বা উত্তর-থুন্=উত্তর হইতে।

৬। অনদ্যতনী ক্রিয়ার 'ইয়াছে' বা 'ইয়েছে' স্থলে 'ইয়ে' বা 'ইএ' হয়। যথা— দিয়াছে (দিয়েছে)=দিয়ে বা দিএ; গিয়াছে (গিয়েছে)=গিয়ে (গেইযে) বা গিএ (গেইএ); আইসেছে=আইস+ইএ=আইস্‌সে বা আইস্সে; করেছে=কৈর্+ইএ=কৈর্য্যে= কৈর্‌গে, ধরেছে=ধৈর্+ইএ=ধৈর্য্যে=ধৈর্‌গে। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ারই এইরূপ।

৭। উক্ত ক্রিয়ার 'ইয়াছি' বা 'ইয়েছি' স্থলে 'ইই' ও 'ইযাছ' বা 'ইযেছ' স্থলে 'ইয়' বা 'ইঅ' হয়। যথা,—করিযাছি বা করেছি=কর্+ইই=করিাই=কর্‌গিই। দিয়াছি= দিই বা দিয়ি। লইয়াছি=লযি। করিয়াছ (করেছ)=কৈর্+ইঅ=কৈর্য্য=কৈর্‌গ্য। দিয়াছ=দিয়। লইয়াছ=লইয়। সমস্ত রকারান্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

৮। নিত্যপ্রবৃত্তা ক্রিয়া উত্তম পুরুষে 'ম'কারান্ত হয়। যথা,—করি=করম্, দিই= দেম্, যাই=যাম।

৯। ভবিষ্যতী ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের উত্তর 'মু,' 'ম্' বা 'অম্' হয়। যথা—দিব= দিমু=দিম্=দিঅম। যাইব=যাইমু=যাইম্=যাইঅম্। করিব=করিমু=করিম্=(করি +অম্)=কর্য্যম্ (উচ্চারণে কিন্তু 'কর্গ্যম্' হয়। সমস্ত 'র' যুক্ত ক্রিয়ার এইরূপ।

১০। উক্ত ক্রিয়ার প্রথম ও মধ্যম পুরুষের 'ইবে' স্থলে 'ইব' ও 'ইবা' হয়। যথা—(সে) দিব, (তুমি) দিবা।

১১। অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্রিয়াগুলি 'তক্' ভাগান্ত হয়। যথা—(আপনি) করুন=কর্তক্, যাউন =যাতক্, আসুন=আস্তক্। তিনি করুন=তাঁহ কর্ত্তক ইত্যাদি।

১২। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছে,' 'ইতেছ' ও 'ইতেছি' স্থলে যথাক্রমে 'এর্' (অ্র্), 'অর্' ও 'ইর্' হয়। যথা,—করিতেছে=কর্+এর্=করের্; যাইতেছে=যা+এর্ বা অ্র্=যাএর=যার্, করিতেছ=কর্+অর=কর্অর=করর্; লইতেছ=লঅর্, করিতেছি=কর্+ইর্=করির্; লইতেছি=লইর্।

১৩। বর্ত্তমানা ক্রিয়ার 'ইতেছেন' স্থলে 'তন' হয়। যথা—করিতেছেন=কর্তন্ (কর্তন্); যাইতেছেন=যাতন্, আসিতেছেন=আস্তন্ (আস্তন)।

১৪। 'নিকট' বুঝাইলে শব্দের উত্তর 'তে' হয়। যথা—আমার নিকট=আমার্তে (আমার্ত্তে); তোমার্তে; গরুর্তে; মুনির্তে ইত্যাদি।

১৫। তুচ্ছার্থে তুমর্থক ধাতুর উত্তর 'তি' হয়। যথা—তোরে দিতি ন কহির্?=তোমাকে দিতে কহিতেছি না? কাম কর্তি যা=কাজ করিতে যাও।

১৬। সপ্তমীতে বা 'জন্য' অর্থে শব্দের উত্তর 'রে' হয়। যথা—'ঝড়রে নেহালি দিয়ম্'। ঝড়রে=ঝড়ে বা ঝড়ের জন্য।

১৭। 'রি' ভাগান্ত শব্দের 'রি' 'ইর' হয়। যথা—সারি=সাইর, চাবি=চাইব, দাঁড়ি=দাঁইড় ইত্যাদি।

১৮। 'উ'কারান্ত শব্দের উত্তর 'টা' দিলে 'আ' হয়। যথা—দুটা=দুআ (দুয়া), গরুটা=গরুআ (গরুয়া)।

১৯। নিশ্চয়ার্থে 'এক' শব্দের পর 'ই' দিলে অন্তস্থিত 'ক'র দ্বিত্ব হয়। যথা—একই =এক্কই (এক্কৈ)।

২০। প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমবোধক 'ইবেন' স্থলে 'বাক্' হয়। যথা—(তিনি) যাইবেন=যাই-বাক্; লইবেন=লইবাক্। (আপনি) যাইবেন=যাইবাক্; করিবেন=করিবাক্ ইত্যাদি।

২১। প্রথম পুরুষে অদ্যতনী ক্রিয়াগুলি বিকল্পে হসন্ত হয়। যথা—উঠিল=উঠিল্, করিল বা কর্ল=করিল্ বা কৈর্ল।

২২। পরোক্ষা ক্রিয়াগুলির এইরূপ, যথা—(সে) গিয়াছিল=গেইল, কহিয়া-ছিল=কহিল্। (তুমি) গেইলা, কহিলা। (আমি) গেইলাম্, কহিলাম। ইত্যাদি।

২। উচ্চারণ-ঘটিত নিয়ম।

১। ষষ্ঠ্যন্ত শব্দগুলির উচ্চারণে অন্তে 'ও' উচ্চারিত হয়। যথা—মামার=মামারো; আমার=আমারো।

২। 'উআ' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির উচ্চারণ বড়ই অদ্ভুত; লেখনীমুখে ঠিক ব্যক্ত করা কঠিন। যথা—হাতুয়া = হাৎউআ; পড়ুয়া = পড়্‌গ্‌উআ।

৩। 'ইআ' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির উচ্চারণও প্রায় এইরূপ। যথা,—দুয়ারিআ = দুয়ার্‌য্যা = দুয়ার্গ্য; বাড়িআ = বাড়্‌গ্যা; বিদেশীয়া = বিদেশ্যা।

৪। 'আ' প্রায়ই 'এ' হয়। যথা—টাকা = টেকা; কাঁটা = কেঁটা; কাঁচা = কেঁচা।

৫। স = ফ, অ, হ; শ = ছ; ট বা ঠ = ড; গ = অ; ক = অ; ন = ল; ই = উ; ম = ঙ। যথা;—

সুতা = ফুতা, আইস = আইঅ, কিসের = কিঅর (বা কিএর), সাপ = হাপ, সাড়ে = হাড়ে, সুঁচ = হুঁচ, সবা বা শবা = হবা; শিক্কা ও শণ = ছিক্কা ও ছন; লাঠি = লাডি; ঘাঁটা = ঘাঁডা, কাঁটা = কেঁটা = কেডা; লাগি = লা + অ + ই = লাই, শৃগাল = শিআল = হিয়াল, বিকাল = বিয়াল, তোকাইয়া = তোয়াইয়া; নাড়ি = লাড়ি, নামাই = লামাই; ইন্দুর = উন্দুর; তোমার = তোঙার, আমার = আঙার।

৬। কোন কোন স্থলে 'আ' স্থানে 'আই' হয়। যথা—কাল (কালি) = কাইল, গাল (গালি) = গাইল, মার (মারি) = মাইর। ইকারান্ত বা লুপ্ত 'ই'কার যুক্ত শব্দেই উহা বেশী ঘটে।

৭। 'কোন' শব্দ 'কন' হয়।

৮। 'ন'কারান্ত শব্দের পর 'খান' থাকিলে তাহা 'নান' হয়। যথা—পরাণ খান = পরাণ্‌নান, বিছান খান = বিছান্ নান। ছড়াগুলিতে কিন্তু এ নিয়ম রক্ষা করি নাই।

৯। 'গোটা' শব্দ 'গুআ' হয়। যথা—একগোটা = এক্‌গুআ। বাঁশগোটা = বাঁশ্‌গুআ।

১০॥ 'গাছি' শব্দ 'গাছ' হয়। যথা—দশগাছি = দশগাছ।

১১। জিজ্ঞাসাবোধক 'কি' এখানে 'নি'রূপে ব্যবহৃত।

ছড়াগুলিতে অনেকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে। পাদটীকা দ্বারা ছড়াগুলিকে কণ্টকিত না করিয়া আমরা এইখানেই তাহাদের ব্যাখ্যা দিলাম। বলা আবশ্যক যে, অনেক শব্দের অর্থবোধে বা অর্থপ্রকাশে আমরা অক্ষম। এই রকম কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আমার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিতব্য "পুঁথির বিবরণের" পাদটীকায় সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

✓ অক্ত = সময়, বেলা।

আইয়ম = আইসম্, আসি। অপবার্গ—কাল বা আমল। আজিয়া = আজ; আম্বল = অম্বল = অম্ল।

উপাসী = উপবাসী।

কণ্ডে বা কোডে = কোন্ ঠাঁই, কোথায়। "কোণ্ডে'ও হয়। সেইরূপ,—এণ্ডে, এডে = এই ঠাঁই, এখানে। করই = চাউলভাজা; কর্‌করা = জল না দিয়া ভাত রাখিলে

সেই ভাতকে 'কর্‌করা' বলা যায়। কহল=পাখীবিশেষ; কুচিয়া=এক প্রকার জল-জীব। কুঁইলা=কোকিল; কুবগাল=পক্ষী বিশেষ; কুড়া=মোরগ। কেমেন=কেমন; কেঁয়াইল=কাকালি, কেরাক্=এক প্রকার বেত বিশেষ; কেয়া=কেন।

খেড়=খড়; খারু=অলঙ্কার।

গই=গিয়া; গভীন=গভীর; গবকী=বন্যা (cyclone); গুরা=ছোট; গুষ্ঠি=গোষ্ঠী; গোঞাই=গোঁসাঞি, গোবখ=গোবক্ষক।

চইল বা চৈল=চাউল; চক্কর=চক্র; চুড়া=চিবা, চিপিটক, চোমরী=চামরী।

ছাতা=ময়লা।

জায়ত্=বেত বিশেষ; জোন=জ্যোৎস্না।

ঝলি=বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বাঁশের যে 'বেড়া' দেওয়া হয় তাহা।

ঠেল্যা=জলের কলসী।

ডুলি=যান বিশেষ; ডেকা বা ডেয়া=গোবৎস।

ঢাই=ঢাকী, ঢাকবাদ্যকর। ঢুলন=দোলা।

তই=তবে

থিয়া=স্থির হও বা দাঁড়াও।

ধাফাই=ধাবাই, দৌড়াইয়া দেওয়া।

নদ্য=না দিও; নানা=মাতামহ; নাকুআ=আবাতি বা কড়া।

নিদ্রালী;—এই শব্দকে কেহ কেহ 'নিদ্রাণী' বলে। সম্ভবতঃ 'নিদ্রার রাণী' হইতে 'নিদ্রাণী' হইয়া থাকিবে।

নুনাইয়া=আদুরে; নেহালি=বেজাই, লেপ।

পবেয়ার=পরের; পসরি=প্রহরী, পুতানি=পুত্রবতী * ইহা গালি দেওয়ার সময় ব্যবহৃত হয়। পেরুআ=মাটীয়ালেরা যাহাতে করিয়া মাটী উঠায়। পোআ বা পোলা=ছেলে; পোউআ=পোআটা।

বড়্কি=বর্‌শী; বড়ই=কুল (plums); বাডা=ধান ভানা; বাড়িআ=বাঁশ বিশেষ; বান্থে=বান্ধিতে, বিলাই=বিড়াল; বেজন=ব্যঞ্জন, বেল=বেলা।

ভইন বা ভৈন=ভগিনী; ভইজ=ভ্রাতৃজায়া, ভায়ারি ঝি=ভাশুরের ঝি বা কন্যা; ভোঁয়র=ভোমর=ভ্রমর।

মলা বা মোলা=ভাজা চাউল নির্ম্মিত এক প্রকার মিঠাই। মাউ=মামু=মামা। মুড়া=পাহাড়; মেজা=আবর্জ্জনা।

লগে=সঙ্গে; লড়া=সম্ভবতঃ 'লহব'। লাতুরি=ছোট কন্যা। লাই=লাগি; (অপরার্থ) বংশনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। লাদ—পশুর মলত্যাগ।

---

* 'পুত খাওনি' অর্থও হয়।

সদায়=সদাগিরিতে ; স্থান=স্নান।

হাতিনা=গৃহের অংশ বিশেষের নাম। হাতুয়া—দুগ্ধদোহনপাত্র ; হাজিলে=হারাইলে ; হাম্বা—গোবৎসের ডাক বা গাভী। হাড়া—সাড়া ; হাঁড়গে=সারিয়াছে,উকারিয়াছে ; হিঁয়া=সীবন করা, সিলা।

প্রাচীনসাহিত্য-সুলভ বলিয়া আর কতকগুলি শব্দের টীকা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

একই ছড়াব নানারূপ পাঠ শুনা যায়। আমি কোনটাই পরিত্যাগ ক'রি নাই। ছড়াগুলিতে এক ভুমি (বা ভুম) রাজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে "ভোমং রাজ্য" আছে ; কিন্তু সকলে তথাকার রাজাকে "পোহাং রাজা" বলিয়া থাকে। কয়েকটি ছড়া বেশ মিষ্ট। ছড়াগুলি এই :—

(১)

তাই তাই তাই।
মামাব বাড়ীত্ যাই॥
মামারত্ আছে টুন্ডা ভাই।
সঙ্গে খেলা খাই॥
ও দুধে ভাতে খাই।
চল মামার বাড়ীত্ যাই॥

(২)

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামার বাড়ী বড় ভালা।
কিল চুড়া নাই॥

(৩)

তাই তাই তাই।
নানার বাড়ীত্ যাই॥
হাম্বার দুধু খাই।
হাম্বার দুধু ন দিলে,
হাতুয়া ভাঙি ধাই॥

(৪)

অলি আয়্রে আয়্।
ঘার্গ্যা বাঁশর ঢুলন মোর
কেরাক্ বেতর বান।
অলি আয়রে আয়॥
মাএ দিএ কাচ খারু,
বাপে দিএ সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিয়ে
ভুমি রাজার বাড়ী।
অলি আয়্রে আয়্॥

(৫)

অলি অলি অলি।
বাঁশ পাতার ঝলি॥
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর্গে উজান,
মণি ঘুম যাইত বুলি॥

(৬)

আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্, বাইলা দেম্,
মাছ কুটি মেজা দেম্,
চুড়া ঝাড়ি কুরা দেম্,
কলা ছুলি বাকল দেম্,
চান্দ্ কপালে পুডুস্॥

(৭)

আয়্ চান্দ্ আয়্ চান্দ্।
কলা দিম্, মোলা দিম্,
ধেয়ন গাইয়র্ দুধু দিম্।
গাইয়র্ নাম চুঙুরী,
ডেকার নাম ভুঙুরী॥ পুডুস্॥

(৮)

ধর্ ধর্ ধর্ পোলা ল।
ফুলমালারে কোলে ল।
দৌড়াই দেম্ সতীনর বিলাইরে॥
কালা বিলাই ধলা বিলাই,
কন্ সতীনে পালে।
রাত্ হৈলে সতীনর বিলাই,
দুয়ার ধরি ঠেলে॥
বিলাই মারিবার আশে,
মুই গেলাম্ দুয়ারর কাছে,
থাপ্ দি থাকি, ঝাপ দি ধৈর্‌লাম্
ও সতীনর বিলাইরে॥

(৯)

বড়্ বউ বড়ুয়ার ঝি।
তান্ কথা কৈয়ম্ কি॥
মধ্যম বউঅর হাতত্ হরা,
সকল গুষ্টি ভাতে মরা।
ছোট বউঅর্ হাতত্ পান,
সকল গুষ্টির পরান খান॥

(১০)

ও হলদ্যা গুয়া খা।
ছিরিপুর বেড়াই যা॥
ছিরিপুরর কন্ ঘাঁটা।
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কৈঁটা॥
মাদার কৈঁটা হেট করি।
আস্তন্ লক্ষ্মী বল করি॥
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক্ কই।
খাট বিছাই দে বস্তক্ গই॥
খাটর তলে বাঘর ছা।
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাতে তারে খা॥

(১১)

আলুর ছাড়া কচুর ছাড়া।
মামার্ বিয়া দুপুরধারা॥
মামীরে নিত আইস্তে হাড়ে তিনটা মরদ্।
ভারুআ ছিড়ি পৈড়্গে মামী জোট্ পুকুর্-
গ্যার্ পারত্॥
মামারে পার করাতে লাগে আনা আনা।
মামীরে পার করাতে লাগে কাণের সোণা॥
মামা কাটে চিকণ সুতা,
মামী কাটে পাট।
অ মামী ন কান্দিয,
মামা তোমার বাপ॥

(১২)

ও বাছা ন কান্দিও ন ভাঙিও গলা।
কাইল বেহানে আনি দিয়ম্ চক বাজারর
লোলা॥
চক বাজারর দক্ষিণ দিগে,
তোমার মাতা কান্দের্ যে চিকণ চিকণ গলা।
হাটুআ লোকে কয় যে
ই * তার বাড়ীত্ কি।
ই তার বাড়ীত্ এক জনরে বান্ধি এড়্গে
মৈষর লড়াই দি॥

(১৩)

ও বুড়ী বুড়ী কুটনী।
গরু চরাতি যাবিনি॥
যাইম্ যাইম্ বিয়ালে।
কুড়া নিল হিয়ালে॥
জামাই আইলে কি বুলিম্।
ধুতি পিন্ধি নিকলিম্॥
খাস্তা পাতা ভরি দিম্।
এক্কৈ টানে উড়াই দিম্॥

---

* ই তার—এই তার।

(১৪)

মণি কান্দে কিঅর্ লাই।
চিকণ চৈলর ভাতর লাই ॥
আঁউট্যা দুধর সরর্ লাই।
সুন্দর একৃগুআ জামাইর লাই ॥
(অথবা,—সুন্দর একৃগুআ বউঅর্ লাই ॥)

(১৫)

এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়লি খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত্ চড়ি যায় ॥
ঘোড়ায় বলে পাটকাপড়্গ্যা বন্ধে বলে সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই দিলাম ভুম্‌রাজার বাড়ী ॥
ভুম্ রাজা ভুম্ রাজা কি কর বসিয়া।
তোমাব পুতে মারণ্ খাইয়ে দরবারে বসিয়া ॥

(১৬)

ধনী ধনী ধনী, ধনীই বলা।
সাত্ ভাইএর বৈন্ চন্দ্রকলা ॥
গাছর আগার উপর চুলের্‌যে
কুর্‌গাইল্যাব বলা ॥

(১৭)

নিদ্রালি মাউরে আমাব বাড়ীত্ আইস।
খাট্ নাই পালঙ নাই,
পিড়ি দিতাম্ জাগা নাই,
আমার মণিব চখের উপর বৈস ॥

(১৮)

ও নিদ্রালির মা, আমার বাড়ীত্ আইও।
গাল ভরি সুপারি দিয়ম্,
বাটা ভরি পান দিয়ম্,
বাছার চক্ষুর উপর বৈও।
ডাইল ও দিয়ম্,
চইল ও দিয়ম্,
রসাই করি খাইও ॥

(১৯)

মণি পান্তা ভাতর শনি।
অম্বল বড় ঝাল।
মাছ পাতরি দেখ্যো মণি,
তিনটি দিয়ে ফাল ॥

(২০)

আমার মণির মামার বাড়ীর্ পিছে
দুসরিয়া আতা।
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা
নিয়ে মাথা ॥
শাম পুকুর্‌গ্যার্ তের দিন,
বাঘ গেইয়ে পানী খাইত,
হরিণ গেইয়ে চাইত।
ঘুঙ্গ্যা উন্দুব খাপ্ দি বৈসে
বাঘর চোখ খাইত ॥

(২১)

মণি কোড়ে মণি কোড়ে,
হাঁওলা পাতার তলে।
হাঁওলা পাতা উল্‌টাই চাইলে,
বিজলী ছটক মারে ॥

(২২)

বড়্ মামী বড়্ মামী,
বড়্ ডালম্ তলে।
ছোট মামী তেতই তলে।
তেতই পাতা তুলসী,
আমার মামী উর্ব্বশী।
উর্ব্বশী ঝিএর লাম্বা চুল,
বাম্বে বাম্বে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলর উপরে
দুআ বিরিক্ষি জ্বলে।
বিরিক্ষি চাইতুম্ গেলুম্‌রে
সাপে চক্কর ধরে।

সাপ পেলাইলাম্ পাকাইয়া,
লাঠি আন্‌লাম্ ঢাকাইয়া।
খাটর তলে বাঘর ছা,
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাতে তারে খা॥

(২৩)

ও করলী কবই ভাং।
পেটর ভিতব নার্‌কল ভাং॥
সাধু গেইয়ে কৈল্‌কাতা।
ন আইএর্ যে কি কথা॥
বটতল্‌ দি পালকী যার।
সাধ্ বউএ তাম্‌সা চাব॥
লাহানা হাটর পুব দি,
মোকরালিব ঘর।
মোকরালি বিহা কবে,
করুণা সুন্দব॥

(২৪)

ও বুড়ী ও বুড়ী ফুতা কাট্।
কাইল্ বেহানে গজর হাট॥
গজব হাটত্ যাতুম্ চাম্,
চড়্কা চড়্কী আন্‌তুম চাম্।
মামা আইএর্ ঘামিয়া,
ছাতি ধরি লামাইয়া।
ছাতিব উপব কদম্ ফুল,
ভেরুআ নাচন নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম ভোঁয়া ভোঁয়া,
চালত্ ফেলাইলুম্ দা।
বড়্ বৈনরে বিয়া দিয়ে,
ছ পুতের মা॥
সুন্দরী গেইয়ে পানীর লাই,
বাহু লাড়া লাড়া।
হাতত্ দিয়ে বাজু বন,
মাদুলী ছাড়া ছাড়া॥

(২৫)

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্,
ভডাইর বাপে খায়।
রাত পোহাইলে ভডাইর বাপ
গাছ কাটাত্ যায়॥
গাছ নিল চোবে,
মোবে মার্‌ল ভোঁয়রে।
কোডে পেলাইম্ কোডে লেলাইম্,
সিন্দূব গাছর তলে।
সিন্দূব ভায়া দোহাই দিল।
উন্দুরে বোলে ঝাপুব্ ঝুপুর্,
কুচ্যায বোলে থিয়া।
বাঁদীব পুতে বিয়া কবে,
এক শত টেকা দিয়া।
রাজাব পুতে বিয়া করে,
চোমরী ঢুলাইয়া॥

(২৬)

ঝিঁয়া ফুল ফুট্টে বেল্ নাই।
জামাই আস্তে তেল নাই॥
জামাইয়ে দিযে ভাতর্ হাড়া।
শাশুড়ী দিযে ঢেঁকীত্ বাড়া॥

(২৭)

মণির বাড়ী দূরথুন্ দুব,
সম্বাদে আনাইয়ম্ কেতকী ফুল।
কেতকী ফুলর শতেক পাখর,
মণির জামাই রসিক নাগর।
নাগর চান্দে সাগর বান্ধে,
বট বৃক্ষর তলে।

(২৮)

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কি।
গামছা বান্ধা চিকণ চূড়া ভাণ্ড ভরা ঘি॥

(২৯)

উত্তরথুন্ আইএর্ ময়না,
পাখ লাড়ি লাড়ি।
বড়ই গাছত্ বৈস্তে ময়না,
করের্ চাতুরালী ॥

(৩০)

ও নিদ্রালি মারে তুই আমারো
বাড়ীত্ আয়্।
আমারত্ আছে গুরা বাছা,
লগে ঘুম যা ॥
ডাইলও দিয়ম্ চইলও দিয়ম,
রগাই কবি খাইও।
ঝড়রে নেহালি দিয়ম্,
শুইয়া নিদ্রা যাইও ॥

(৩১)

অলি ফুলের কলিরে,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইব নাচে,
অলি ঘুম যাইতো ॥

(৩২)

দোলাত্ উঠম্ দোলাত্ উঠম্,
দোলা কেয়া লড়ে।*
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ বে
কান্দি কেয়া মরে ॥
ন কান্দিও ন কাটিও,
সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরেয়ার্ পুতে বান্ধি নিবো,
কোন দাবী নাই ॥
খাট দিয়ম্ পালঙ দিয়ম্
দিয়ম্ ধেয়ন গাই।
সেই গাভী চরাইতাম্ দিয়ম্
কন্যার ছোট ভাই ॥

(৩৩)

নাচন চড়ইয়া,
বৈল বাঁচি বড়ইয়া।
সুন্দর কামিনী নাচে লট্কন
পেলাইয়া ॥

(৩৪)

অলি ফুলেব কলি,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইর
মোব নাচে ঠাণ্ডা মণি ॥
কার মুনাইয়া কার সোনাইয়া,
কনে থুইয়ে চুল।
চুলর ভিতর বৈলব মালা,
লাখ টেকার মূল ॥

(৩৫)

টুরু নাচে আইলাম্ কাছে,
নাক খাইছে ছুছুম মাছে।

(৩৬)

মণি ঘুমাইল্ পারা।
ঝড় হৈল গর্বী আইল দেশে।
গুল্গুলিয়ে ধান খাইয়াছে,
খাজ্না দিব কিসে ॥

(৩৭)

কনাইর মাথাত্ লাল পাগড়ী,
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ী।
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ,
কানাইএ গণে কড়ি ॥
কানাই, ন যাইও গোপাল পাড়া।
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী,
ছিড়িব তোমার গলার মালা ॥

---

* দোলাত্ চড়ম দোলাত্ চড়ম দোলার খুটি লড়ে। পাঠান্তর।

(৩৮)

সাইর নাচে শালিক নাচে,
মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধর ছাঘাল নাচে,
মায়ের কোল পাইয়া॥

(৩৯)

উলু বনে থাকে রামা,
খুলুৎ খুলুৎ কাশে।
উলু বান্ধে ঝাড়া বিয়া,
সুনন্দারে ডাকে।
সুনন্দা উঠিয়া বলে বামা কই,
সুখে নিদ্রা যাইব রামা সুনন্দারে লই॥

(৪০)

উতরথুন্ আইএর্ তোতা
পাখ লাড়ি লাড়ি।
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা,
করে চাতুরালী॥
বার্গ্যা বাঁশর আগা নয়,
জায়ত বেতর বান।
সেই ঢুলইনে ঢুলায়,
যেন পূর্ণমাসীর চান॥ *

(৪১)

কন্ কন্ কন্?
চালে দুই গাছ ছন্।
লট্কি লট্কি বাতাস করে,
উড়াই নিত মন॥

(৪২)

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছা মণি।
ঘুমরথুন্ উঠিলে বাছা, তই খাইও ননী॥

(৪৩)

ঢুলো ঢুলো ডোমনার পোলা,
সাত ভাইএর বৈন চন্দ্রকলা।
বাপ মরিল তাবা পাড়িতে,
মা মরিল জোন পাড়িতে।
সাত ভাই সদায় গেছে,
সাত ভইজে বেচি খাইছে॥

(৪৪)

মণি আইএর্ জাঙ্গালে,
ছাতি ধৈর্‌গে বাঙ্গালে।
ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুলি ধর্ ছাতি।
ছোট নয় মোট নয় সেন মোহাশর নাতি॥†

(৪৫)

সাইর মণি পাগল মণি,
সাইর মোম করে।
এক মন ঠেল্যার জল দি
মোর সাইরগ্যা স্নান করে॥

(৪৬)

পুকুরর চারি পারে লাগাইছে খাজুর।
খাজুর খাইয়া ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুর॥
পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে বুট।
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথার মুকুট॥

---

* ৪০ সংখ্যক ছড়ার ৪র্থ পংক্তির পর নিম্নলিখিত পাঠও শুনা যায়:—

মায়ে দিয়ে কাচ খারু বাপে দিল সাড়ী।
সেই সাড়ী উড়াই নিলো ডোম রাজার বাড়ী।
ডোম রাজা ডোম রাজা কি কর বসিয়া।
তোতার বাপে মারন খাইয়ে দরবারত বসিয়া।

† মোহাশর—মহাশয়ের।

পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে ধন্যা।
বিয়া করি এড়ি গেইএ জগতের কন্যা॥
পুকুরর চারি পারে লাগাইয়াছে কলা।
পত্র কাটি ভাত দিয়ম্ ভাক্যা ভাজিম্ গলা॥

(৪৭)

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীবামন।
পিঞ্জরাত থাকি রে পাখী ডাকে ঘনে ঘন॥

(৪৮)

মোর পাগলা মোছন গাজী,
ভাত কন্ অক্কে খাবে।
ছ কুড়ি বউএব ন কুড়ি খাটাল (?)
ঘুম কন্ অক্কে যাবে॥

(৪৯)

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবার।
নাচিলে করাইয়া দিয়ম্
গজমস্ত হাব॥
হাজিলে তোয়াইয়া দিয়ম্
বাঁশী ত তোমার॥

(৫০)

বাছা গিয়ে উত্তর পাড়া,
ভাত হইয়ে যেঁকর্‌করা,
বেজন হইয়ে বাসি।
বাছাবে ডাকিয়া আন দিনান্তের
উপাসী॥

(৫১)

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইয়ে,
আব গাইয়ে পুঁথি।
সিন্দুকর কোণতুন নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি॥
নাচিতে কাচিতে বাছার বাইয়া পড়ে ঘাম।
বিদেশর তুন্ আস্তে বাছার না পুড়ে পরাণ॥

(৫২)

আমার বাছা ন খার খই ন খার দই
ন খার দুধর পুলি।
বিদেশত সংবাদ দিই আমার বাছা
বাড়ীত আসৃত বুলি॥

(৫৩)

বাছা নাচের আইলর কাছে,
আইল বে থাইয়ে ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছটি মারতুম্,
বাছা ভোজন করাইতুম্।
চন্দন গাছর ছাকু দি,
বাছা নাচের পাক দি।
চন্দন গাছ ভাঙ্গাম্ বাঁশে,
বাছা আমাব নাচিতে চায়
সভার মাঝে॥

(৫৪)

ঝি ঝি লো মুজি লো,
আমাব বাড়ীত্ আয়।
তোর মা তোবে এড়ি,
কড়ই ভাজা খায়॥
চাল্‌তা তলে হাঁটু পানি,
ঝিঝি মার কান-ছেদানি।
ঝি ঝি লো মুজি লো,
আমার বাড়ীত্ আয়॥

(৫৫)

এক হাতা দুই হাতা তিন হাতা পাতা,
রাজার দিনর বৈল্যা গোটা।
রাজার দিনর হাট ঘাট,
গর্ভ নাতির হাতর ঘার।
বাঁশ কাটিবার খোবে যার্।
আগা পেলাম্ চেগাইয়া,
গুড়ি পেলাম্ ভোগাইয়া।

বাঁশ কাটিবার খোবে যার।
খাব খাব শীতলীর খাব,
তার মধ্যে খোড়া সাপ।
সাপ পেলাম পাকাইয়া,
লড়ি আন্‌লাম্ ঢাকাইয়া।
লড়ি মোর বড় ভাই,
আই বিলর টাই মাছ।

*　　*　　*

মামার কপিলি গাই,
দিনে বাতে দুধ খাই।
সাত বউএতে সাত ছিবা,
আমার্ক্তে এক ছিবা।
এক ছিবা কাটিলুম্,
যমের ঝাঁক বান্ধিলুম্।
কালা গরু ধলা দুধ,
বেচে যে পুতানিব পুত।
হাটে ঘাটে দোষ নাই,
গোবথ পোয়ার দোষ নাই।
বাড়ীর পিছে কোত্তি,
গরুর পেট ভর্ত্তি॥

(৫৬)

সাইর শুয়া দুয়া পক্ষী গভীন বিলে চবে।
সাইবটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে॥

(৫৭)

মনা রে কনে মারগে যে, কনে ধৈরগে যে,
কনে হাঁড়গে যে চুল।
এক লড়া চুলর মাঝে লক্ষ টাকার মুল॥

(৫৮)

অলি আয়্‌রে আয়।
দক্ষিণ দি ন আইস্ত অলি,
মধ্যে এক গাছ খাল।
উতব দি আইস্ত রে অলি,
বান্ধাই দিম্ জাঙ্গাল॥
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম,
দুয়ারে বসি খাইও।
সোণার ঢুলন পাড়ি দিয়ম,
পড়ি ঘুম যাইও॥
অলি আয়রে আয়।

(৫৯)

ঘুম যাবে দুধব বাছা ঘুম যাবে তুই।
নাকুয়া কলাত্ পড়্‌গে বাদুর ধাফাই আই
ষম্ মুই॥
ন কান্দিও দুধব বাছা ন ভাঙ্গিও গলা।
গলা ভাঙ্গাব দাবাই আছে কাঁচ গুলাব
আগা॥
সোণার দিয়ম্ ঢুলন বানাই রূপাব দিয়ম্
কাছি।
চাইর কিনারে চাইর দাসী দিয়ম্ ঢুলনব
পসরি॥

(৬০)

ধহ ধহ লালার মা,
কি ভাত বান্ধে চইলও না।
হাল্যা মজুরে খাইলো না।
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না॥
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই,
গুবা বাছা ঢুলের্ যে মনত্ও নাই॥

(৬১)

ও পোউআ তোর মৈষ কণ্ডে চরে?
মুড়াব উপর।
কি খেড় খায়?
কানাইয়ার আগা।
তোর মৈষে লাদে কেমেন?
পেরুয়া ভরা।
দুধ দে কেমেন?
হাতয়া ভরা।

ও পোউআ * * * ক্যা মরা ?
ভাতে মরা।
ভাত কনে নদে ?
বউএ ন দে।
বউঅরে ধরি মারিত্ ন পারস্ ?
পোআএ কান্দে।
পোআর নাম কি নাম ?
আকই বাকই।
বউঅর নাম কি নাম ?
নাটুয়া চড়ই।
কেমেন নাচিবি নাচ্ত চাই ॥

(৬২)

বন্ধের বাড়ী বন কাছারি,
নয়লি পিন্ধে সাড়ী।
আসৃতে যাইতে মাতাই যাইও,
তেতৈ তল্যা বাড়ী ॥
আম পাতা কাঁঠাল পাতা তারা সোদর ভাই।
লেরর পুতর কথা শুনি মাথাত্ উঠিল বাই ॥

(৬৩)

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের জাদুমণি।
ঘুমর্‌তুন উঠিলে জাদু কত খাইবা ননী ॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোণার বাজুমণি ॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘমুর্‌তুন উঠিলে বাছা ননী দিমু মুই ॥

(৬৪)

কান্দেরে কালাবির পোয়া,
জালা মিঠার লাগিয়া।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে
কানাইর লাগিয়া ॥

(৬৫)

ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ।
ঝড় হৈল গয়্কী আইল দেশে।
টিয়া পাখীয়ে ধান খাইছে,
খাজ্না দিব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী, কিসের বিন্দাবন।
মবা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন ॥

(৬৬)

অলি অলি অলিবে মোর ধূম্ কংলের ছা।
তোর মা গেইযে পানীর লাই, পড়ি ঘুম যা ॥

(৬৭)

এচ্চি মেচ্চি ধান চৈল,
ধানর ভিতব বিলাই পৈল।
পক্ষীরাজে মাছ মারে,
ধোড়া সাপে লেজ লাড়ে।
এল ভাত বেল ভাত,
বাজা কহে যে চুবির হাত কাট।

(৬৮)

কালা রসি মলা বাঁধে ঢাল মিঠা দিয়া।
অপূর্ব্ব সন্দেশ বান্ধে পিতার লাগিয়া ॥

(৬৯)

সানাই বাজে জোড়া জোড়া,
কর্ত্তাল বাজে রৈয়া
মা বাপর কি ধন খাইলাম
দূরে ন দ্য বিয়া ॥
দূবে ন দ্য দূরে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য,
চুলাচুলি হৈবা ॥
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনর সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভবি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল।
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল ॥
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি।
এ ভায়ারি ঝিঅরে নিল পাক ঘর শূন্য করি ॥
মায়েত কান্দন করে হাতিনাতে বসি।
এ ঝিঅরে নিল মোব হাতিনা শূন্য করি ॥

খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর ঘরে বসি।
এভাই ঝিয়বে নিল মোর গোঞাইর ঘব শূন্য
করি ॥
বাপেত কান্দন করে উঠানেত বসি।
এঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি ॥
ভইনেত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি।
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি ॥
ভাইএত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি।
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি ॥
ন কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরর পুতরে বান্ধি দিয় কোন দাবি নাই ॥
থাল দিয় লোটা দিয় আবো দিয় গাই।
সেই গাভীর চরানি দিয় কন্যার ছোট ভাই ॥

(৭০)

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
পুরাণ কালর দোস্ত আইস্তে দুয়ার খুলি দি ॥
ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি ॥
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তি কালে নাইয়র্ যাইবার মন ॥

(৭১)

ধেছুয়া * ধেছুরুত্ লাতুরির বিয়া।
হুঁইচ দি হিঁয়া বড়্কি দি টান।
ঢাইরে ন দিল এক খিলি পান ॥

(৭২)

লড়িয়া রে লড়িয়া,
হাতীর কান্ধত্ চড়িয়া।
হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে,
পাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাড়রে জোয়ান ভাই,
বৈলছিরিদে খেলা খাই।
বৈলে ধরে থোব থোব,
চিলে মারে এক্কৈ ছোপ।
বাম্বা বাড়ীর কন্ খাঁটা,
পুব্ দুয়ারি মাদার কেঁটা।
মাদার কেঁটা হেট করি,
বাবু আইয়ের পাল্কীত্ চড়ি।
ছিরিপুর্গা ভাঙ্গা ঘর
খাপ্ দি খাপ্ দি বকা ধর।
বকা খাইল রোষে,
ছিরিপুর্গ্যার্ দোষে ॥

(৭৩)

ঠেন ঠেমকী কেঁয়াইল বেঁকা,
মাউর পিছে যা।
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস্ করে,
শীতল শীতল গা ॥
আনা চাইতুম্ মালা মালা,
ঝাপ দি পড়ে শুয়া।
ফুল ফুল মাদারি ফুল,
মামা চাতন শুয়া ॥
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
আজিয়া মররে মামু ঘরর বিষ খাই ॥
হলৈদর গাঁড়া গাঁড়া শিশুরির পাঁড়া।
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনর ঘাঁড়া॥

(৭৪)

অলি অলি বাঁশ পাতার ঝলি।
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ দুয়ারে বসি খাইও।
সোণার ঢুলইন টাঁকি দিয়ম্ সুখে নিদ্রা
যাইও ॥
আয়্রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা।

* পাখী বিশেষ।

(৭৫)

খাল কুলে কুলে লাগাইলুম্ কচু,
কুর্গালে কৈল্ল বাসা।
অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি
গায়ে ন সহিল কথা॥

(৭৬)

উদোর মামা উদোব মামা
আমার বাড়ীত্ আইও।
ডালা ভরি চুড়া দিয়ম্
গাল ভরাইয়া খাইও॥
একটি চূড়া উনা হৈলে
মালীর বাড়ীত্ যাইও॥
মালীর বউএব দাঁতত্ ছাতা।
ধোপার বউএর হাতালি মাথা॥

(৭৭)

বড়্ মামার বাড়ীর পিছে বড়্ কবাল্গিব ঝুঁয়া।
ছোট মামার বাড়ীব পিছে জাত্ মবিচব আগা॥
নন্দ ভইজে কান্দন করে সহর কেন গেলা।
শ্রীচরণে বাঁশী বাজাতন্ রসের কমলা॥
ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা।
কৈল্‌কাতার্ তুন্ গর্ব্বা আইস্তে কব্বী হাতত
লই।
পেছুয়া বোলে তুরুৎ তারুৎ ডেযাএ বোলে
হাম্বা।
মুসলমানর সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা॥

(৭৮)

অলি অলি অলি বে ছাবনি পাতার ঘর।
ছ মাসব কালে নাম থুইয়ম্ যে কমলা লক্ষীন্দর

শ্রীআবদুল করিম।

জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান'।

জ্ঞানদাসের পদাবলী ব্যতীত অন্য লেখা কিছু বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহার সন্ধান আমরা ইহাব পূর্ব্বে পাই নাই। সম্প্রতি নিকুঞ্জ সাজান নামক একটি কবিতা আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। তাহার শেষ শ্লোকটিতে দেখিলাম, জ্ঞানদাসেব ভণিতা বহিয়াছে। বঙ্গভাষায় অন্য জ্ঞানদাসেব আবির্ভাব হইয়াছে কিনা, জানি না। যদি হইয়া থাকে, তবে 'নিকুঞ্জ সাজান'—লেখক স্বনামপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস কিনা তৎসম্বন্ধে ঘোবতব সন্দেহ জন্মিয়া যায়। আমাদের জ্ঞানদাস যিনিই হউন, কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্য্যে ইনি প্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নন।

বর্ত্তমান কবিতা আমরা কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে নিতান্ত আধুনিকও বলিতে পারি না। অশীতিপর কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের নিকট শুনিয়া ইহা লিখিত। বৃদ্ধাও নাকি ইহা তাঁহার শৈশবাবস্থায় অপর কোন বৃদ্ধার নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান কবিতার বয়স নিতান্ত কম

করিয়া ধরিলেও ১০০ বৎসরের অনেক অধিক হয়। কবিত্ব ও রচনা-চাতুর্য্যে কবিতাটি রক্ষণযোগ্য বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল।

স্নেহাস্পদ শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবীর যত্নে ও পরিশ্রমে বর্ত্তমান কবিতাটি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
রাজসাহী।

নিকুঞ্জ সাজান।

নিকুঞ্জেতে যান রাই নিয়ে সহচরী,
নিকুঞ্জের কত শোভা বলিতে না পারি।
চারিদিকে আছে কেল কদম্ব মাধুরী,
নিবিবল কুঠুরিতে যান নিয়ে সহচরী।
সোনার কুঠুরি খানি মুক্তার গাঁথনি,
মণিময় মাণিক দিয়ে খেঁচিত খেঁচনি।
চারিদিকে তরুলতা হ'য়ে কুতুহল,
রজনীগন্ধা গোলদাজ বিকশিত কমল।
কত পলাশ করবী ফুটে মধ্যে মধ্যে জবা,
মুচকুন্দ কোটবাজ পুষ্প কনকচাঁপা।
মল্লিকা মালতী যুই জাতি উপহাস কথা,
তাহার মাঝে মাঝে আছে মধুমালতীর লতা।
চাঁপাফুল রঙ্গনল ফুটে চারিভিত,
শ্বেত কাঞ্চন দোলন চাঁপা গন্ধে আমোদিত।
কত ভ্রমর খাইয়া মধু হইয়া বিভোর,
তাহার মাঝে মাঝে আছে মধু লবঙ্গের ফুল।
বৃক্ষডালে শুক সারি করিতেছে কেলি,
অতি সুখে বনে আছে ময়ূর ময়ূরী।
আর যত বনবাসী তারা সুখীমান,
মধু খেয়ে মাতিয়া অলি করে গান।
কত বা কহিব কথা কিঞ্চিত আভা,
পুরে কি কহিতে পারি নিকুঞ্জের শোভা।
ললিতা বলেন রাই হেরলো এস কাছে,
আজ করিব তোমার বেশ যত মনে আছে।

বিচিত্র বেণী গাঁথি বাঁধিয়া দিলেন খোঁপা,
খোঁপায় তুলিয়া দেন গন্ধরাজ চাঁপা।
অলকা তিলকা মুখে সিন্দূর চন্দন,
অঙ্গে অঙ্গে পরান রাইয়ের নানা অভরণ।
চরণে পরান বাঁক আটবেঁকি পাতা,
তেসারি ঘুঙুর শোভে পঞ্চমেতে গাঁথা।
গলে শোভে পঞ্চবত্ন তক্তি কণ্ঠমালা,
কর্ণে শোভে কর্ণফুল গজমতি ছড়া।
উপর কাণে চন্দ্রচাকি পিলচুনী তার মাঝে,
কোমরেতে চন্দ্রহার অপরূপ সাজে।
নীল উড়নির মাঝে মুক্তার ছডা,
গলে মণিময় হার বনফুলের মালা।
দোনরি তেনরি চাঁপকলি মনোহর,
মেথি দানা ধুক্‌ধুকি পবম সুন্দব।
কপালেতে সৈঁতিপাটি মণি গাঁথা ঝোপা,
তাহার মাঝে মাঝে সাজাইছেন গন্ধবাজ চাঁপা।
বেসর দুলিছে রাইয়েব নাসিকার মুলে,
সুচন্দ্র বদন খানি ঝলমল করে।
রতন কঙ্কণ মাঝে নীলমণি চুড়ি,
বাহু তার বাজুবন্দ বিনোদ কাঁচুলি।
হীরা পাবা ছাবু হাতে সুবর্ণ অঙ্গুরী,
আজ এ বেশে ভুলাবে কালা ভুবনমোহিনী।
বিচিত্র কেশের খোপা তাতে চাঁপার ফুল,
সাজিল বিনোদ রাধে কিসে দিব তুল।
তপ্ত কাঞ্চন যিনি রাইয়েব বদনের আভা,
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র তার বদনের শোভা।
অগুরু চন্দনে প্যারীর অঙ্গটি মাজিল,
আতোর গোলাপ কত ছিটায়ে ফেলিল।
চারিদিকে জেলে দিছে চারি রত্ন বাতি,
সোনার ফনাস কত জেলেছে দুয়াটী।
কত লণ্ঠনেতে মোম্‌বাতিতে জেলে দিছে ঘর,
তার সম্মুখেতে জ্বালাইছেন বেলয়ারি ঝাড়।

ছাপর পালঙ্কে প্যারী শয়ন করিল,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া বসিল।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কত রাখে থালে থাল,
ক্ষীর সর ছানা ননী সুবাসিত জল।
নানা জাতি পুষ্প রাখে তুলসী চন্দন,
রাধিকা বলেন সখী এ আর কেমন।
আমাদেক বলেছে যাও আসিব এখনি
এতক্ষণ দেখিনা যে বঁধু গুণমণি।
একেত বনিতা, তাহে রাজসুতা, কুলবতী কুলবালা,
আসিবার কালে, না পড়িল বাধা, কিসে বা ভুলিল কালা।
আমি ত রাজনন্দিনী, রাধাবিনোদিনী, কে পায় আমারে দেখা,
রাখালের সঙ্গে, এত ভাব করে, চরমে ছিল এই লেখা।
পশু পক্ষ সব, ডাকিতে লাগিল, শৃগাল ডাকিল সই,
মুনিগণ সব, ধ্যানে বসিল, কৃষ্ণ কুঞ্জে এল কই ?
ভাবে বুঝিলাম, আজ আমাদেক, বঞ্চিত করিল বিধি,
কোন কুঞ্জে গেল, নিকুঞ্জে না এল, শ্যামগুণমণি নিধি।
কিরূপ নেহারি, ও রসবিহারী, মনের আহ্লাদে হাসি,
আজ, কাহার বদনে, বদন রাখি, সুখে পোহাইব নিশি।
সখী, তোদের কথায়, নিকুঞ্জে আসিয়ে, বিচিত্র করে করিলাম বেশ,
কুঙ্কুম্ কস্তুরী, যতন ক'রে, বিনোদে বাঁধিলাম কেশ।
কর্পূর তাম্বুল, যতন করে, কার লেগে থুয়েছ ঘরে,
তুলসী চন্দন, রাখিয়া কি ফল, ভাসিয়ে দাওগা জলে।
কোকিল ডাকিল, অই শুন সই, ভ্রমর ঝঙ্কার দিল,
অই সুখের রজনী, প্রভাত হইল, কৃষ্ণ কুঞ্জে কই এল ?
এলনা নিকুঞ্জে, কোথা সুখ রঙ্গে, কি ভাবে বঁধুয়া র'ল
আগে তো না জানি, এসেছি স্বজনী, কি হবে উপায় বল।
আমি, যতন করি, চাঁদ মুখ হেরি, রয়েছি চাতকী জনা,
আসিতে পথে, ব্রজাঙ্গনা সাথে, করিছে বুঝি মন রঙ্গনা।
তখন, কহিছে স্বজনী, যায় হে রজনী, চক্রপাণি ত এল না,
আমি অই মত হ'য়ে, আছি পথ চেয়ে, সদা বঁধুরূপ করি ভাবনা।
সখি, নিকুঞ্জের শোভা, দেখি মনোলোভা, বজ্রাঘাত, হেন বাধিছে,
কহিছ তোমরা, হিত বচন, এ তনু আমার দহিছে।

প্রাণ বিচলিত, পত্র চমকিত, চিত্তে কভু নিষেধ মানে না,
না এল হরি, না হেরিলে মরি, তাহে না হেরি, মুরলী কেন বাজে না।
তোরা, গিয়েছিলি বনে, শ্যাম অন্বেষণে, কৃষ্ণ সঙ্গে ক'রে কেন এলে না,
সখি আজ আমাদের, বিপিনবিহারী, বিনোদ কেন এল না।
তখন কহিছে স্বজনী, তাহাত না জানি, কত বা রজনী হ'ল,
এখন কেহ থাক কাছে, কেহ চল পথে, আসি ব'লে কোথা রইল।
পথ মাঝে দেখ্‌তে পেলেন বাঁকা বংশীবদন,
সখী বলেন আজ আমাদের যাত্রায় সফল।
রুনু ঝুনু করে এলেন রসের নাগর,
গমন মাধুরী শ্যামের অতি নিম্নতম।
নিকুঞ্জেতে আসি রাধা রাধ বলি বাঁশিটি বাজায়,
সব সখী বলে অই এল শ্যাম রায়।
ও প্রাণকিশোরী বলে ডাকিতে লাগিল,
সোহাগের ডাক শুনে রাই অভিমানী হ'ল।
ও প্রাণ প্রিয়সী প্রিয়ে ব'লে ডাকে বারে বারে,
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে।
এ সব সোহাগে রাই তবু নাহি চায়,
মদন বিভোরে শ্যাম ঘুরিয়ে বেড়ায়।
ক্ষণে ধরে শ্রীচরণে ক্ষণে ধরে হাতে,
চরণ তুলিয়া নিলেন আপনার মাথে।
যদি আমি কোন বিষয় হই অপরাধী,
অভিমান দূর কর চরণ ধ'রে সাধি।
অভিমানে নয়ন মুদিত করে প্যারী,
চরণ ধরিয়া পদতলে বংশীধারী।
শ্যামরায় বলে সখী শুন কুঞ্জলতা,
আজ, কি জন্য শুয়েছে প্যারী জান কোন কথা?
ললিতা বিশাখা চিত্রে তোমাদেক সুধাই,
আজ, কি কারণে অভিমানী হ'য়ে আছে রাই।
আর যত গোপিকা তোমরা মোর মাথা খাও,
আজ, কি লেগে রাই এমন হ'ল যদি নাহি কও।
জোড় কর ক'রে বলি তোমাদের কাছে,
আজ নাকি চরণতলে কোন ঘা'ট আছে?

সব সখী বলে বঁধু কি কহিব কথা,
তোমার বিনয় শুনে মনে পাই ব্যথা।
আসি বলে আশা দিয়ে এত রা'ত হ'ল,
তাই বুঝি আদরিণী আদর বাড়িল।
যাহার যেমন স্বভাব সকলেরি হয়,
বিধুবদন চেয়ে কথা না কহিলে নয়।
আমরা ত বাজে এলাম দেখে হেন রীত,
আর কভু তোমায় না ডাকিব কদাচিৎ।
আমরাও মান করে থাকি আপনার ঘরে,
মেয়ের এত মান দেখিনি কভু কারে।
কি ভাবে থাকিলে শ্যাম ধরিয়ে চরণ,
আর কি ফিরাতে পার রাধিকার মন।
এই সকল বাক্য যখন বল্‌ল সহচরী,
কুঞ্জ হ'তে মান ক'রে উঠে গেলেন হরি।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
ডাকিয়ে ফিরাবে বুঝি বিধুমুখী রাই।
ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়,
এখনও বুঝি বিধুমুখী ডাকিয়া ফিরায়।
কুঞ্জপানে চেয়ে দেখেন না হ'ল চেতন,
মান ক'রে ফিরে গেলেন বাঁকা বংশীবদন।
সব সখী বলে রাই প্রমাদ ঘটিল,
আজ, বাঁকা মদনমোহন এসে মান করে গেল।
চঞ্চল নয়নে রাই চতুর্দ্দিকে চায়,
পালঙ্গের উপরে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়,
কৃষ্ণ না দেখিয়া রাই হ'ল অচেতন,
উপায় বল কৃষ্ণ বিনে বাঁচে না জীবন।
সব সখী বলে শুন রাধিকা সুন্দরী,
তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
যখন চরণ ধরে সাধিলেন শ্যাম,
তখন তুমি হইলে বাম,
এখন বল কৃষ্ণ বিনে প্রাণেতে মরি,
এত রঙ্গ জান ওহে ব্রজকিশোরী।

রাধিকা বলেন আমি বুঝিয়াছি মনে,
আমার নাগর এমন নয় তোদের মন্ত্রণা।
কুঞ্জ বেড়ে আছ যত সহচরী,
সকলে থাকিতে মান করে গেলেন হরি।
অভিমান ক'রে শ্যাম যখন উঠে যায়,
ছুটো আলাপ প্রলাপ ছলে রাখিতে তো হয়।
আমি তো ভরসা করি দিবস রজনী,
আজ গা তোদের মন বুঝিলাম আমি।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ ভিন,
তোদের কি দোষ দিব আমার কুদিন।
আমি ভাবি আপন আপন তোরা ভাবিস্ পর,
তোদের দোষ দিব আমার কপাল বিফল।
আর　কারো দিয়ে কার্য্য নাই সব যাও ঘরে,
এসে কৃষ্ণ ফিরে গেলেন তোমাদের স্থলে।
তোমরা সকলে থাক সঙ্গে নাহি নিব,
যে কুঞ্জে গেছেন কৃষ্ণ সেই কুঞ্জে যাব।
প্রেমে জরা জরা রাই কাঁপে থর থরা,
নয়ন বহে জল পড়ে মুক্তার ধারা।
সোণার পুতুলী রাই কাঁদিতে লাগিল,
হেন সময়ে বৃন্দা সখী কুঞ্জে দেখা দিল।
দূতী বলে রাই তুমি কাঁদ কি কারণ
সহচরী দেখি কেন বিবস বদন ?
নীরব হইয়ে কেন আছ সহচরী,
আকুল হইয়া কেন কাঁদ প্রাণ প্যারী ?
মণিময় মাণিক হার পড়িয়াছে জলে,
কত শত হার আছে বৃকভানুর ঘরে।
কমল নয়ন তোমার ঝরে কি কারণ,
দেখিয়া বিদরে বুক কহ বিবরণ ?
রাই বলে প্রিয় সখী শুনসিও বসি,
নীল কমল হার গলে দিতে পড়িয়াছে খসি।
এসে ছিল রসরাজ স্বপন হইল,
প্রতিপদের চাঁদ যেন দেখা দিয়ে গেল।

ঝুমু ঝুমু করে এলেন রসের বয়ান,
আমি দেখি কৌতুকে মুদিলাম নয়ান।
আজ আমি আছি কও দেখি মুদিয়ে নয়ান,
আজ উহারা থাকিতে মান করে গেলেন শ্যাম।
আজ উহাদের চরিত্র দেখে লাগিয়াছে ভয়,
সে শ্যাম এমন নয় বড় দয়াময়।
আমি নারী কুলবতী বসেছিলাম ঘরে,
ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এল অকূল পাথারে।
কুলের বাহির করে আপন হইয়ে,
লাগিয়ে টটক্ বাজি রঙ্গ দেখে বযে।
উপরেতে জল ঢালে নীচে কাটে মূল,
বুক মাঝে ক্ষুর হানে মুখে দেয় গুড়।
হাতের নিধি পায়ে ঠেলে করে আপশোষ,
আমার কপালে করে ওদের কি দোষ।
শীতল পালঙ্গে শুয়ে বিদরিছে হিয়ে,
অনল জ্বলিছে সখী প্রিয় না দেখিয়ে।
উপরে অনল নয় জল দিব তায়,
মনের ভিতরে অনল কি দিলে নিবায়?
প্রেম অনলে আমার বিদরিছে হিয়ে,
কাহারে কহিব সই কে দিবে মিলায়ে?
দূতী বলে আর কেবা আছে তোর নিজ দাসী,
চরণেতে রেখো রাই ঐ কার্য্যেই আছি।
দূতী বলে রসবতী কেঁদনা গো তুমি,
মান করেছে ভয় কি আছে এনে দিচ্ছি আমি।
রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছে কিশোরী,
চরণে ধরিতে আবার আসিবেন হরি।
গোবিন্দের জীবন তুমি নবীন কিশোরী,
যত দেখ সহচরী তোর আজ্ঞাকারী।
বৃকভানু রাজসুতা গোপিকার প্রাণ,
আকুল হইয়া কাঁদ রাখালের কারণ।
আদরিণী সহচরী আদরে বেড়াই,
আমরা তোমার গুমানে সদা আদরে বেড়াই।

নির্লজ্জ হইয়া রাই কহিছে সাদরে,
খোঁটা যেন থাকেনা সই তোমার আদরে।
দূতী বলে ও সকল কথা না ব'ল বদনে,
আমরা থাকিতে সই তুমি যাবে কেনে।
আমি যাচ্ছি এনে দিচ্ছি শীঘ্র বংশীধারী,
ফিরে এলে মান করে ব'সহে কিশোরী।
শিখাইয়া যাই সই তোমা বরাবর,
শ্যাম সোহাগিনী রাই বাড়িবে আদর।
মনে ভাব শ্যামকে পেলাম প্রাণ বিনোদিনী,
যাবা মাত্র এনে দিব নীল রত্নমণি।
সারা পথ কি দুখে যাব কমলিনী রাই ?
একবার চাঁদমুখে হাস প্যারী আনন্দেতে যাই।
একবার, হাস গো প্যারী দেখে যাই তোর সুচাঁদ বদনে,
তোর, মলিন বদন দেখে হাঁটিব কেমনে।
খোস খবরের ঝুটাও ভাল কর অবধান,
আসুক অবলা আসুক ব'লে জুড়াইল প্রাণ।
আকুল আছিল প্রাণ শীতল হইল,
আন বা না আন বলে রাই হাসিতে লাগিল।
দূতী রাইকে প্রণাম ক'রে করিল গমন,
শ্যাম কুঞ্জে গিয়ে দূতী দিলেন দরশন।
মদন কুঞ্জে ব'সে আছে কৃষ্ণ অভিমানে,
সারী শুক দুই পাখী আছে সেই বনে।
সারী ব'লে শুক শুন মধু রস বাণী,
আজ মদন কুঞ্জে দেখতে পেলেম রসিক মুরারি।
হাসিয়া বলেন শুক কি বলিলে সারী,
আজ কোথায় দেখতে পেলে রসিক মুরারি।
ওতো একলা মুরারি বটে রসিক কোথায়,
ওহাদেক কি বলে সারী মধুরস রায়।
বামেতে রসিক থাকে ডানেতে মুরারি,
তাহাদেক গা বলে সারী রসিক মুরারি।
হেন সময়ে দূতী গিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল,
দূতীকে দেখিয়া বঁধু বদন ফিরাল।

বিমুখ দেখিয়া দূতী ঈষৎ হাসিল।
কপালেতে ঘা দিয়ে দূতী কচ্ছে বাণী,
আজ যাচনেতে মান্য নাই দূতী কচ্ছে বাণী।
আপনার জন্মেতে আমার তুচ্ছ হ'ল জ্ঞান,
এছার জীবনে আমার কিবা প্রয়োজন।
দূরে হ'তে ডাক দিয়ে করেছ যতন,
আজ সেই বৃন্দে দেখে শ্যাম ফিরালে বদন।
রসিকশেখর রায় না কহিলে কথা,
সুচাঁদ বদনে হরি তোল একবার মাথা।
আমি দূতী এসেছি বংশীবদন লইতে,
মনের আগুন উঠে আমার প্যারীর পানে চাইতে।
শ্রীরাধারে পিরীত ক'রে ফেলে এলে গাছ তলায়,
কমলিনীর সহচরী সেই খেদে প্রাণ ফেটে যায়,
কে বলে শ্যাম তুমি দয়াময়?
দয়াময় নামটি তোমার নিদয়ার শেষ,
কুচক্রের হদ্দ তুমি কুটিলার দ্বেষ।
হেসে হেসে কও কথা আলোক চিত্ত মনে,
তোমার মত বাঁকা নাই এ তিন ভুবনে।
তোমার হস্ত বাঁকা পদ বাঁকা বাঁকা আধখানি,
বাঁকা করে চূড়ো বাঁধ বাঁকা বংশীধারী।
বাঁকা হ'যে দাড়াইয়ে বাঁকা বাজাও বাঁশী,
চাঁদ মুখের কথা বাঁকা বাঁকা মধুর হাসি।
নয়নের চাহনি বাঁকা বাঁকা মাথার কেশ,
কপালের তিলক বাঁকা বাঁকা তোমার বেশ।
ও রাঙা চরণ বাঁকা বাঁকা তুমি হরি,
তাতে তোমার মন বাঁকা ক'রলো সহচরী।
পরের বুদ্ধে নাচ তুমি থাক পর সুখে,
পরের চরণে হাঁট খাও পর মুখে।
পরের শ্রবণে শুন পর মুখের বাণী,
তুমি তো পরের বশ পর শিরোমণি।
একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের নন্দন।
মোহিনী হইলে মদন সাজিবে মোহন

একবার কুঞ্জে যেতে হ'বে শ্রীনন্দের কুমার,
আমি যদি আসিয়াছি না রাখিব আর।
কৃষ্ণ বলেন দেখে এলাম সে সব নাগরী,
আর মোরে বাক্য বাণ হান না গো তুমি।
তোমার রাইয়ের সোহাগ নিয়ে তুলে রেখো তুমি,
শ্রবণে রাধার নাম না শুনিব আমি।
অন্য কথা কও বাধা না শুনিব কাণে,
আর আমি রাধা রূপ হের্‌বো না নয়নে।
কঠিন বচন শুনে সুচাঁদ বদনে,
জোড় করে দূতী ধরলেন দুটি করে।
নিবেদন বৃন্দাসখী কয়,
নাম ধর নাগর কৃষ্ণ দয়াময়।
বিচ্ছেদ বিবাকে হ'ল চঞ্চল বাধে,
উপায় বল বংশীধারী কি হ'বে তবে।
তোমার মানের বিরহেতে প্যারী যদি মরে,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বিধু বদনে!
দয়াময় বলে বিধুবদনে
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে।
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
মদন হুতাশে বহিত অজ্ঞানে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে বলে শ্যাম
বিরহেতে যায় প্রাণ ঝোরে দুনয়ন।
এহি কানু বলে রাই. দয়া ধর্ম্ম তোমার নাই,
বিনয় করি বংশীধারী ধরি তব চরণে,
দয়া করি প্রাণনাথ চাহ বাঁকা নয়নে।
অই দেখ দুখিনীর দুর্গতি,
আতি বংশী বটের তটে বসে কাঁদেন শ্রীমতী।
একাকিনী কমলিনী এসেছে বনে,
লাজ ভয় গৃহ ধর্ম্ম তোমার ঐ চরণে।
কুলবতী নারী, হাতে তুলি মাথে নিল কলঙ্কের ডালি,

কুটিলা ননদি ঘরে কাল ফণি প্রায়,
সর্ব্বক্ষণ কুবচনে মোরে সে জ্বালায়।
জটিলা শাশুড়ী ঘরে সেও বিষম দায়,
আয়ান শুনিলে বঁধু কি হবে উপায়।
কুটিলার মুখে যদি শুনে আয়ান,
তোমার জন্মে যাবে সে শ্রীমতীর প্রাণ।
গোপিকার প্রাণ ধন যদি রাই মরে
আমরা সকলে হইব বধ তোমার চরণে।
দূতীর বিনয় শুনি দয়াময় হরি
বলেন কহ সখী কেমন আছে সাধের কিশোরী।
সব জানতো প্রাণ সখী জিজ্ঞাসি তোমায
রাইয়ের নিকটে আমার কোন দো'ষ নাই।
সব জান তো প্রিয় বলি তোমার ঠাঁই,
আমাকে লইতে কি পাঠিয়েছে রাই ?
গোধেনু চরায়ে এলেম আপনার ঘরে,
সোণার গোপাল বলি মায়ে নিল কোলে।
মায়ের নিকটে শুয়ে রইলাম কেবল মিছে ধাঁদা,
রাইএর নিকটে রইল মন প্রাণ বাঁধা।
লাগিয়াছে প্রেম ডুরি বাঁধিয়াছে প্রাণ,
তিল আধ না দেখিলে করি আন্‌চান্।
কতক্ষণে নিদ্রা এল আমার জননী,
সে কারণে যেতে হল অধিক রজনী।
ছাপড় পালঙে প্যারী শয়ন করেছে,
তার চারিদিকে সহচরী ঘেরিয়া ব'সেছে।
অভিমানে নয়ন মুদিয়া আছে রাই,
মদন বিভোরে আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
ক্ষণে ধরি শ্রীচরণে ক্ষণে ধরি হাতে,
চরণ তুলিয়া নিলাম আপনার মাথে।
কতক্ষণে কুঞ্জ থেকে উঠে এলাম আমি,
মাথা তুলি মুখে কথা না কহিল কিশোরী।
সেই সময়ে আমার হ'ল অভিমান,
গরল খাইয়া আমি ত্যজি এ প্রাণ।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি শত বনে যাই,
যেই পুষ্প বিকশিত সেই মধু খাই।
যেখানেতে মধু পাই প্রাণ করি দান,
অবলা সরলা হ'য়ে এত কেন মান।
দূতী বলে সত্য কথা ঝাকাইয়া মাথা,
আহা মরি মরি বংশীধারীর গায়ে হ'ল ব্যাথা।
নারীর নিকটে ইহা কহ কিবা লাজে,
মান পরম ধন পুরুষে সে বুঝে ?
পুরুষ হইয়া নারীর মানে হ'লে ভার
ধিক্ ধিক্ বংশীধারী জীবনে তোমার।
পুরুষ গণিনা তোরে নাহি গণি মোরা,
আজ যে বুঝেছে সেই ভাল কঠিন কিশোরা।
আমাদের রাই বলেছেন এনে দাও হরি,
আমি কুঞ্জে এসেছি রে আপনা আপনি।
রাধা কুঞ্জে যাই নাই রে পতিতপাবন
কথা দিয়ে কথা নেই বুঝি তোর মন।
সে রমণীর শিরোমণি বসে আছে ঘাটে,
তোমাদের কি সাধ্য আছে যাবে তার কাছে।
সে রসে ভরা মান রাধার নাই স্থল কূল,
শত শত নাগর হ'লে না হয় তার মূল।
সে রস নাগরী তোরে তার কি আছে মান,
সে সদা বিভোর রাই আপনার আদরে,
সে আদরে ফিরে, আদরে রইতে নারে।
রাই আমাদের আদরের মাধুরী,
আদরের শিরোমণি, আদরমাখা তনু খানি,
তুমি এসে এসে অনাদর করি।
আদরিণী রাজকন্যা আদরে বিভোর,
আদর সাগরে ভাসে কমলের ফুল।
এক দিন মান করেছিল প্যারী।
তার জন্যে যোগী সেজে বসেছিলে হরি।
আদর করিয়ে কত যতনে সাধিলে,
শ্রীঅঙ্গেতে ভস্ম মেখে ভিক্ষা ক'রে খেলে।

রাজপথের দানী হ'য়ে মেগে খেলি ঘি,
আমরা বাইয়ের দৌলতে না দেখিলাম কি।
যমুনাতে নেয়ে হ'য়ে করেছিলে পার,
আমরাও বা কিবা কথা না জানি তোমার।
চুটি করে উদুখলে বেঁধেছিল রাণী,
শ্রীরাধিকার দান মোরা কিবা নাহি জানি।
তিল আধ না দেখিলে মর বংশীধারী,
আজ এত অহঙ্কার কিসে হ'ল শুনি ?
গোপিকার ঘরে ঘরে কর ননী চুরী,
আজ আমার সাক্ষাতে তোমার এত ঠাকুরালি।
যাও বা না যাও শ্যাম দিন দুই চারি,
গেলে পরে বুঝতে পাবে রসিক মুরারী।

কি আদরে আছ শ্যাম কিশোরী তোমার বাম
তাও বল মোরে কুবচন,
আজ, রাখালের হুকুম নিয়া সহচরী আনি গিয়া
তোমার করায় বিড়ম্বন।
আজ, তুমি আছ মান করে কে তোমায় ডাকে ঠাকুর বলে
তোমায় নাহি মানি।
রাই রমণীর রাজা সহচরী তার প্রজা
দ্বারে গেলে খাবে গৰ্দ্দানি।
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজ মন্ত্রের উপাসনা
রাধা ভাবে ব্রজে মজেছি।
রাই কানু সমতুল সুধাই কি আছে মূল
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণ বলে কি।
সুধামাখা রাধানামে মধু ঢেলেছে বিনে
বিনে রাধায় সুধু কৃষ্ণে মূল আছে কি ?
রাধা নামে জোর ডঙ্কা কারো নাহি করি শঙ্কা
তুমি কি ভেবেছ মনে শুনি।
রাই রমণীর রাজা, সহচরী তার প্রজা,
রাজা হ'তে নবীন কিশোরী।
খতেত লেখা আছে শ্যাম রাধা দাস মোর নাম
আপনি লিখেছ বংশীধারী।

দাস খত ফেলে দিব　　জোর করে বেঁধে নেবো
নন্দ রাজাকে ভয় নাহি করি।
তখনি প্রেমে গদ গদ হরি　　কহে জোড় কর করি
আলিঙ্গন দেহি বৃন্দা সই,
যে আমার ভক্ত হবে　　আগে রাধা নাম লবে
রাধা বিনে আর কারো নই।
রাধা নাম মধুর ধ্বনি　　তোমরা বল আমি শুনি
আমার রাধা মন্ত্রে উপাসনা,
আমার হৃদপদ্মে রাধা নাম　　বদনে করিছে নাম
রাধার আমি দাস খতে কেনা।
আমার চূড়ায় ময়ূরের পাখা　　তাহাতে রাধা নাম লেখা
রাধা বলে মুরলী বাজাই,
তোমরা কর আশীর্ব্বাদ　　পুরুক মনের সাধ
মোরে যেন দয়া করে রাই।

নাগর বলেন যাই নিকুঞ্জেতে চল,
শ্রীরাধার দোহাই যদি আর কিছু বল।
ঈষদ্ হাসিয়া দূতী ধর্‌লেন দুটি করে
আঁচল ফেলিয়ে দিলেন গোবিন্দের গলে।
গোবিন্দের　হাতে গলে বেঁধে নিয়ে করিলেন প্রয়াণ,
আনন্দে চলিয়া গেলেন রসের বয়ান।
নিকুঞ্জের দ্বারে গিয়া কহিছে বচন
তোমার　যাওয়ার হুকুম নাই দাঁড়াও হে নাগর।
রাইয়ের বিনা আজ্ঞায় গেলে হবে অনাদর।
এই থানে দাঁড়াও শ্যাম রসিক মুরারি,
রাই　ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে দেখে আসি আমি।
দূতি বলেন কোন কুঞ্জে আছ হে কিশোরী,
হাতে গলে বাঁধিয়া এনেছি বংশীধারী।
তোমার দ্বারে বাঁধা আছে তোমার বংশীধারী,
হুকুম হইলে পরে এনে দিতে পারি।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ দ্বারে আছে শ্যাম
ভয় পেয়ে ধীরে ধীরে জপে রাধা নাম।
একবার বলে রাধা আর একবার বলে প্যারী, .

হ'বে কি না হ'বে দয়া শ্রীরসমঞ্জরী।
ঈষদ্ হাসিয়া বলেন নবীন কিশোরী,
সখী বঁধুরে এনেছ এত অনাদর করি।
সেত, অনাদরের দ্রব্য নয় কৃষ্ণ দয়াময়
স্বভাবের গুণে তার অনাদর হয়।
সে যেমন কঠিন প্রিয় তেমনি সখী তুমি,
উচিত হইবে ফল কি করিব আমি।
রাই বলেন প্রিয় সখী কর অবধান,
অমূল্য রতনে তোমাক বাঁটিব পরাণ।
দূতী বলে রাই আমার এই সাধ মনে
অন্তিমেতে স্থান দিও ও রাঙা চরণে।
দূতী বলে সহচরী জ্ঞাত বচন না লয়,
আনিয়া দাও ধোযাযে চরণ।
করেতে কনক ঝারি নিযা সহচরী
মনের হরিষে ধোযায চরণ দুখানি।
আয় প্রাণনাথ বলে ডাকিতে লাগিল,
জোড় কর করে গিয়া সম্মুখে দাঁড়াল।
বাহু পসারিযা রাই ডাকিল যখন,
পালঙ্গের উপরে বসিল তখন।
পালঙ্গের উপরে রাই নাগর নিল কোলে,
সহচরী আনন্দিত নিকুঞ্জের বনে।
কোকিল আসিয়া ডাকে ঘন ঘন স্বরে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে ময়ূরী ময়ূরে।
রাই বলেন আমায় ছাড়া কোথায় ছিলে হরি,
এখন তো মান আমি করিতে তো পারি।
ভয় নাই মান আর না করিব হরি,
করি বা না করি মান সে কথাটা তো বলি।
নাগর বলেন প্রিয়ে মান করা কেন,
পুষ্প তুলিতেছিলাম কমলের বনে।
বিনা সূতার হার গেঁথে দিব তোমার গলে,
জনম সফল হবে এই সাধ মনে।
তুচ্ছ ভেবে হার যদি নাহি পর গলে,

মনে ভেবে আছি দিব চরণ কমলে।
পীত ধড়া হার দিলেন রাইয়ের গলে
রাধা কৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
ও রাধা চন্দ্রমুখী না করিও মান
রাধা কৃষ্ণ ভেদ নাই একই পবাণ।
আগে রাধা পরে কৃষ্ণ শুনিতে বিলাস,
নিশ্চয় জানিও রাধা আমি তোমার দাস।
আনন্দের সীমা নাই কর অবধান
মধু খেয়ে ভ্রমরা ভ্রমরী করে গান।
আনন্দে কাষ্ঠ বিড়াল বাজাইছে গাল,
মর্কট বানবে নাচে তাবা ধবে তাল।
নব নব লতা যত হ'য়ে কুতুহলী
আনন্দে পত্রে পত্রে দিচ্ছে করতালি।
আনন্দে তরুলতা হেলাইলেন পত্র,
ললিতা বিশাখা মাথায় ধরে ছত্র।
অল্প অল্প রস বিভূষিত আঁখি,
দোঁহ চন্দ্রমুখ দেখে দোঁহে হ'ল সুখী।
দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন দেন বারে বাবে,
রাধাকৃষ্ণের মিলন হ'ল নিকুঞ্জের বনে।
রাই বলেন আব তুমি না পোহাইও নিশি,
রসের নাগর নিয়ে আনন্দেতে ভাসি।
জ্ঞানদাস বলে নিশি নিকুঞ্জেতে থাকিও।
রাধাকৃষ্ণের একাসনে আঁকিয়া রাখিও॥

ব্রত বিবরণ।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত মহকুমা টাঙ্গাইলের ও জেলা ঢাকার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের লৌকিক ব্রত বিবরণগুলি উপস্থিত করিতেছি।

হরিষ মঙ্গলচণ্ডী।

বৈশাখ মাসে পুরনারীগণ আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলকামনায় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে নূতন বৎসরের আরম্ভ। পুরনারীগণ নব-বর্ষের

সূচনায় মঙ্গল দেবীর আরাধনা করিয়া পরিবার মণ্ডলীর নিমিত্ত সংবৎসরব্যাপী আনন্দ যাচ্ঞা করেন। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ, ব্রতকারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দুর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর স্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারীগণ এই সকল সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন। বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবার হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতে হয়। ব্রতের দিন ধান চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য ভোজন করিতে নাই।

আম ষষ্ঠী।

আমষষ্ঠী হিন্দু নারীর একটি প্রধান ব্রত। ষষ্ঠী দেবী শিশুসন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। সুতরাং ষষ্ঠী পূজা স্বভাবতই আমাদের ব্রতাধিকারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে নারীগণ এক এক গুচ্ছ দূর্ব্বা, (দূর্ব্বার সংখ্যা ১২৬ হওয়া আবশ্যক) এক এক খানি বিচন ও এক একটি পাকা আম সঙ্গে লইয়া নদীতে অথবা অন্য কোন জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে তাঁহারা দূর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা এক শত ছয় বার চোখে জল সেচন করেন, তাহার পর এক এক বার এক এক ষষ্ঠীর নাম লইয়া দূর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা আমের উপর "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। স্নানান্তে গৃহে আগমন করিয়া বিচন ও আম্র সহযোগে দূর্ব্বা গুচ্ছ দ্বারা স্নেহভাজন আত্মীয় স্বজনের গাত্রে "ষাইট" "ষাইট" বলিয়া জল সেচন করেন। বাড়ীতে দেবালয় থাকিলে দেবতার গাত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপে জল সেচন করিতে হয়। পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হয়। এই বৃক্ষের নাম ষষ্ঠীর গাছ। ব্রতচারিণী-গণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা (শিল নোড়া) সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠী দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করেন। তাঁহারা স্নান কালে ব্যবহৃত সমস্ত দূর্ব্বাগুচ্ছ বিচন ও আম দেবীর তিন পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া রাখেন। ব্রতচারিণীগণ প্রতি জনে পূজার স্থানে ছয়টি আম, ছয়টি কদলী ও ছয়টি পান এক এক খানি পাত্রে প্রদান করেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না। প্রাগুক্ত দ্রব্য সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে পূজা আরম্ভ হয়। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা শেষ হইলে ১২২ দূর্ব্বাগুচ্ছ হইতে এক এক গাছি করিয়া দূর্ব্বা পুতার মাথায় অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবী ও আত্মীয় স্বজনের নামোচ্চারণ সহকারে "ষাইট" "ষাইট" বলেন। "ষাইট" দেওয়া শেষ হইলে ব্রত-

চারিণীগণ বায়না বদল করেন। প্রত্যেকে চার চারটি করিয়া আম ও কলা কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। এক জন অপর এক জনের কোচে দুইটি আম ও দুইটি কলা প্রদান করেন। যাঁহার কোচে আম ও কলা দেওয়া হয় তিনি আবার কোচ হইতে দুইটি করিয়া নিজের আম ও কলা তাঁহার কোচে দেন। ইহার নাম বায়না বদল। বয়না বদল শেষ হইলেই পূজার শেষ। ব্রতের দিন ধান চাউলে প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

মনসা।

সর্পভীতি নিবারণের জন্যই এই ব্রতের অনুষ্ঠান। পুরোহিত ঠাকুর আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন ঘট বসাইয়া দশোপচারে দেবীর পূজার সূচনা করেন। তার পর সম্পূর্ণ এক মাস ঘটের উপর দেবীর পূজা করিতে হয়। মাসিক পূজার জন্য দশোপচারের আবশ্যকতা নাই; ফুল বেলপাতাই যথেষ্ট। দেবীর ভোগের জন্য ফল মূল কিছু দিতে হয়। পূর্ণ এক মাস গত হইলে পুরোহিত ঠাকুর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এ দিন অষ্টনাগের উপর দেবীর দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে। একটি ঘটের গাত্রে তিনটি সাপ ও ঘটের মুখে পাত্রার মত একটা ঢাকুনি, ঢাকুনির গাত্রেও পাঁচটি সাপ, ইহার নাম অষ্টনাগ। পুরোহিত ব্যতীত অন্যের পূজাধিকার নাই। বৈষ্ণব গৃহে মনসা দেবীর পূজা যে ভাবে হইয়া থাকে, এস্থানে তাহাই বিবৃত হইল। অধিকাংশ শাক্ত গৃহে দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারীগণ ব্রত কথা শ্রবণ করেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। ব্রতের পরের দিন অষ্টনাগ বিসর্জ্জন দিতে হয়। তদুপলক্ষে অনেকে নৌকা বাইচ দিয়া থাকে।

চাপড় ষষ্ঠী।

ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে চাপড় ষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। চাপড় অর্থ চাপটি, পূজার সময় চাপটি দিতে হয় বলিয়া এই ব্রতের নাম চাপড় ষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গল কামনায়ই আমাদের পুরনারীগণ চাপড় ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। ঝিঙ্গার চাকের উপর পিঠালীর চাক্তি এবং চাক্তির উপর সিন্দুরের ফোটা দিয়া চাপটি প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর নিমিত্ত ছয় খানি করিয়া চাপটির আবশ্যক। এক এক জন ব্রত-চারিণীর নিমিত্ত বিচনে ছয় ছয় খানি চাপটি পূজার স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রতচারিণীগণ তিল, কলা, গুড় ও পিঠালী দ্বারা চাপটি প্রস্তুত করিয়া একখানি পাত্রে পূজার স্থানে প্রদান করেন। এ চাপটিও প্রত্যেকের নিমিত্ত ছয় খানি করিয়া দিতে হয়; কিন্তু প্রতি জনের জন্য পৃথক পাত্রের আবশ্যক নাই। ঘট সংস্থাপন করিয়া তদুপরি দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারীগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রত কথা সাঙ্গ হইলে ঝিঙ্গার চাপটিগুলি জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। তাহার পর তিলের চাপটি দ্বারা জলযোগ করেন; ব্রতের দিন আমিষ ভক্ষণ করিতে নাই।

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী ব্রতই আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। ধন কামনায় পুরনারীগণ লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করেন। হিন্দু মাত্রেরই এ ব্রত অনুষ্ঠেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই দেবীর অর্চ্চনার দিন। হেমন্ত ঋতুর সমাগমে আমাদের গৃহ শস্য পূর্ণ হইতে থাকে। বঙ্গদেশে শস্যই প্রধান সম্পদ। তাই হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই বঙ্গনারী লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সংবৎসরব্যাপী ধন ধান্য কামনা করেন। সন্ধ্যাকালেই দেবীর পূজার সময়; পূজার দিন প্রাতঃকাল হইতেই নারীগণ বিচিত্র আলিপনায় গৃহগুলি সুশোভিত করিতে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মীর পারা, পেচক ও ধান ছড়াই এ আলিপনার প্রধান অংশ। বড় ঘরে মধুম খামের নিকট পূজার আয়োজন করা হয় (১)। এই খামের গায় লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। মধুম খামের গোড়ে চৌকি পাতিয়া তদুপরি দেবীর পূজা করা হয়। চৌকির উপর ছয়টি খোলের ডোল এবং ডোলগুলির মধ্যস্থলে একটি খোলের বেড় স্থাপন করিতে হয়। বেড়ের ভিতরে শূকর দন্ত ও সিন্দুরের কৌটা এবং উপরে রচনার পাতিল রাখা হয়। পাতিলের গায় লক্ষ্মীর পারা ও ধান ছড়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। লক্ষ্মীর সরা দিয়া রচনার পাতিল ঢাকিয়া দিতে হয়। সরার উপরিভাগে লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মীর সরার উপর আধখানা নারিকেলের মালই দিতে হয়। পুরনারীগণ বলেন, এই নারিকেলের মালই কুবেরের মাথা। পূজার চৌকির উপর ধান, যব, তিল, সরিষা, মাসকলাই, এই পঞ্চ শস্য ও সাতকড়া কড়ি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেলের জল ও নারিকেলের নাড়ু লক্ষ্মী পূজার প্রধান ভোগ সামগ্রী। পুরনারীগণ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে এই সব জিনিষের আয়োজন করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ ফল মূল, মুড়ি মুড়কি ও লাড়ু বড়ি প্রস্তুত করেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যান এবং বাড়ীর গৃহিণী বসিয়া পূজা করেন পূজান্তে গৃহিণী ব্রত কথা বলেন। ব্রত কথা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া কোজাগর করেন। কোজাগর আর কিছুই নহে, কেবল একটু নারিকেলের জল পান করা। বালকবালিকাগণ নিজ বাড়ীতে কোজাগর করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে গমন করিয়া নারিকেলের জল পান করিয়া কোজাগর করিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রসনার তৃপ্তিকর নানাবিধ সামগ্রীর ভোজনও ঘটে। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে কেহই অন্ন আহার করে না। গৃহিণীকে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়।

---

(১) যে গৃহে ধান চাউল জিনিষ পত্র রাখা হয় তাহার নাম বড় ঘর। এই সব জিনিষ রাখিবার জন্য মাচা পাতা থাকে। মাচার সম্মুখেই একটি খুটী থাকে এই খুটীর নাম মধুম খাম।

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী।

সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যই আমাদের পুরনারীগণ সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সঙ্কট ব্রত প্রকৃতই সঙ্কট পূর্ণ। মঙ্গলবারে সঙ্কট ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে দুইবার এই ব্রত করিতে হয়। প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে একবার, তাহার পর যে কোন মাসে আর একবার ব্রত করিতে হয়। অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে কোটা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষেধ, ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া উহাতে সিন্দুরের কোটা দিয়া লইতে হয়। এরূপ দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক। সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিবার সময় ডান হাত পায়ের ভাঁজে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সিঙ্গাইর দুইটি প্রস্তুত হইলে নিকটবর্ত্তী দেব মন্দিরে পূজার জন্য প্রদান করা হয়। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়।

পূজান্তে ব্রতচারিণী রন্ধনে প্রবৃত্ত হন। রন্ধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে রন্ধনের সমস্ত সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কারণ একবার রন্ধনে বসিলে আর সেস্থান পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। রন্ধনের সময়েও ব্রতচারিণীকে ডান হাত পায়ের ভাজে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন। রন্ধন শেষ হইলেও তিনি রন্ধন স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না। সেই স্থানে বসিয়া ডান হাত আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে আহার করিতে হয়। একজনের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীকে সমস্তই নিঃশেষ পূর্ব্বক আহার করিতে হয়; কণিকামাত্রও ভোজনাবশিষ্ট রাখা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রতচারিণী একটি সিঙ্গাইর সযত্নে গৃহে রাখিয়া দেন; কিন্তু অপরটির চাউল দ্বারা আহারে বসিবার পূর্ব্বে জলযোগ করেন। আহারান্তে ব্রতচারিণী হাত খুলিয়া দিয়া থাকেন। সধবা ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ আহারই প্রশস্ত। রন্ধনকালে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

উদ্ধার চণ্ডী।

অগ্রহায়ণ মাসে শনি অথবা মঙ্গলবারে উদ্ধার চণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরোহিত টাটের উপর চণ্ডী দেবীর পূজা করেন। দেবীর কৃপায় লোকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করে বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছে উদ্ধার চণ্ডী। ব্রতচারিণীগণ পূজার দিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য এক সের এক মুঠা করিয়া আমন ধান মাপিয়া নেন; এতদ্ব্যতীত যত বাটির মহিলাগণ একসঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রত করিবেন, তত সের তত মুঠা ধান মাপিয়া লইতে হয়। এই শেষোক্ত ধান গৃহ দেবতার জন্য। ধান মাপিয়া লইবার

পর সেগুলি ভানিয়া চাউল করিতে হয়। তাহার পর এই চাউলের গুড়া প্রস্তুত করিয়া চিতই পিঠা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। চাউলের গুড়া করিয়া ঝাড়িবার সময় চাউলের যে কণা বাহির হইয়া থাকে তাহা দ্বারা পরমান্ন তৈয়ার করেন। উদ্ধার চণ্ডীর ব্রতোদ্দেশ্যে কোটা চাউলের কুড়াও ফেলিবার নহে। তাহা দ্বারা চাপটী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। গুড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চাউল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ এই চাউল ভিজানি জলও ফেলিয়া দেন না; পূজান্তে ব্রত কথা শুনিবার পর এই জল পান করিয়া থাকেন। ফলতঃ চাউল ভিজানি জল, চিতই পিঠা, পরমান্ন ও চাপটি দ্বারাই এ দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। প্রাগুক্ত আহার সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইলে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া গৃহস্থ বালকবালিকা দাসদাসীকে দেওয়া হয়। বাকী দুই ভাগ দ্বারা ব্রতচারিণীগণ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

কুলাই।

অগ্রহায়ণ মাসে রবি অথবা বৃহস্পতিবারে কুলাই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পারিবারিক মঙ্গল কামনায় আমাদের পুরনারীগণ এই ব্রতে নিরত হয়েন। পূজার অঙ্গনে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য একখানি করিয়া কুলা আঁকিতে হয়। পিঠালীর গোলাই ইহার উপকরণ। কুলার ভিতর সতরটি করিয়া টক্কার উপর একটি করিয়া কুলপাতা এবং তদুপরি তুলসী ও দুর্ব্বা দিতে হয়। প্রাগুক্ত ভাবে কুলাগুলি সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর খই ও ছাতু ছড়াইয়া দেন। তাহার পর প্রত্যেকে একখানি করিয়া বাঁশের কুলা পূজার অঙ্গনে আনয়ন করেন। এই সকল কুলার ভিতর একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত থাকে। ছাতু দ্বারা এই সকল পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হয়। পূজার স্থান সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঘট স্থাপন করিয়া কুলাই দেবীর পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণীগণ ব্রত কথা শ্রবণ করেন। এদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

ক্ষেত্র।

পুরনারীগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে ক্ষেত্রব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূজার অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি বিন্নার ছোবা গাড়িয়া তন্নিকট টাট সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী বিন্নার ছোবার তিন পার্শ্বে সাতটি করিয়া বেগুন পাতা পাতিয়া ছাতু ও খৈ দেন। এই ছাতু, চাউল ও তিল ভাজা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূজান্তে ছাতুসহ বেগুন পাতা বড় ঘরের চালের উপর ফেলিয়া দিতে হয়। বিন্নার ছোবার পার্শ্বে যতজন ব্রতচারিণী ততখানি কুলা রাখিয়া দিতে হয়; এই সকল কুলার উপর ছাতুর দ্বারা একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। পুত্তলিকার উপর খৈ ছিটাইয়া দিতে হয়।

প্রাগুক্তরূপে পূজার অঙ্গন সজ্জিত হইলে পুরোহিত ক্ষেত্রদেবের পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

বুড়া ঠাকুরাণী।

অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে বুড়া ঠাকুরাণীর ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুড়া ঠাকুরাণীর পোষাকী নাম বনদুর্গা। বনে জন্ম বলিয়া এই নাম হইয়াছে। বনদুর্গা দুর্গার সন্তান। দুর্গার বরে বুড়া ঠাকুরাণী ছেলে মেয়ের পিছনে পিছনে ফিরিবার অধিকার পাইয়াছেন। আমাদের দেশের পুরনারীগণের বিশ্বাস যে বুড়া ঠাকুরাণী কোন ছেলের পিছনে লাগিলে তাহার নানা-প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এজন্ত পুরনারীগণ বুড়া ঠাকুরাণীর প্রীতিলাভ করিবার উদ্দেশ্বে অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে শ্যাওড়া গাছের একখানা ডাল গাড়িয়া লইতে হয়। হলুদ চুণে ছোপান এক খণ্ড ন্যাকড়া উহার উপরে দিতে হয়। এই ন্যাকড়া খণ্ডের নাম ধকধকে। পুরনারীগণ কলার ডাইগা খণ্ড খণ্ড ভাবে কাটিয়া লইয়া তদুপরি পিঠালীর দ্বারা সলিতার মত করিয়া তিন পেঁচ দিয়া থাকেন। প্রথম পেঁচ সাদা, দ্বিতীয় পেঁচ লাল ও তৃতীয় পেঁচ হলদে হওয়া আবশ্যক। ইহার নাম শাঁখা। শাঁখাই ব্রতের প্রধান উপকরণ। যতজন ব্রতচারিণী তত যোড়া শাঁখা দিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ পূজার স্থানে কলার মাইজে করিয়া নানাবিধ জলপান প্রদান করেন। এই সকল জলপান ভূমালীর প্রাপ্য। পূজার স্থানে প্রাগুক্ত সামগ্রী সকল সন্নিবিষ্ট হইলে পুরোহিত পূজা আরম্ভ করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে অন্নাহার নিষিদ্ধ। বুড়া ঠাকুরাণী ও ক্ষেত্র উভয় ব্রত সাধারণতঃ একদিনেই সম্পন্ন করা হইয়া থাকে।

নাটাই।

অগ্রহায়ণ মাসে তিন বার নাটাই দেবীর পূজা করিতে হয়। রবিবার নাটাই ব্রতের দিন। সময় সন্ধ্যাকাল। নাটাই বিবাহ কর্ত্রী। এজন্য পুরনারীগণ পুত্র কন্যার বিবাহ কামনায় নাটাই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বিবাহ কি পদার্থ তাহা বুঝিবার বয়স যে সব বালকবালিকার হয় নাই নাটাই ব্রতে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। সাতটি তুলসীর পাতা, সাতটি কচুর পাতা, সাত গাছ দুর্ব্বা ও সাতখান চাউলের চাপটি, এইগুলি নাটাই পূজার উপকরণ। সাতখানা চাপটির চারি খানা লুইনা ও তিন খানা আলুইনা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যত জন বালকবালিকা তত সাতটা তুলসীর পাতা, কচুর পাতা, দুর্ব্বা ও চাপটির আবশ্যক। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দুর্ব্বাগুলি চালুনের উপর কলার মাইজে সজ্জিত করিয়া পূজার স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। গৃহপ্রাঙ্গণই দেবীর পূজার স্থান। পূজার স্থান বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করা হয়। আলিপনার মধ্যস্থলে একটি পুকুর কাটিয়া তাহার পার্শ্বে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক দেবীর পূজা করা হয়। বাড়ীর গৃহিণীই দেবীর

পূজা করেন। পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই। আহারাদি সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই। গৃহিণীকেও পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় না। পূজান্তে বালকবালিকাগণ ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া চাপটি ভোজন করে। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দূর্ব্বাগুলি পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

মূলাষষ্ঠী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ মূলাষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ব্রতে মূলার প্রাধান্য বলিয়াই মূলাষষ্ঠী নাম হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি মূলা, ছয়টি পান ও ছয়টি কলার আবশ্যক। পান লম্বালম্বি দুভাঁজ করিয়া তন্মধ্যে সুপারি পুরিয়া খড়িকা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইগুলি ষষ্ঠী পূজার বায়না। পূজা স্থলে ধৌত আতপ চাউল ও ছয় প্রকার আনাজ প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরনারীগণ পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করেন। আলিপনার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীগণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা শিল নোড়া সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন। পূজান্তে ব্রতকথা আরম্ভ হয়। ষষ্ঠী-পূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পূজায় প্রদত্ত আতপ চাউল ও আনাজ দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাই আহার করিতে হয়। ব্রত কথা সাঙ্গ হইলে প্রত্যেক ব্রতচারিণী চার চারি করিয়া মূলা, কলা ও পান কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। একজন ব্রতচারিণী অপর একজন ব্রতচারিণীর কোচে দুইটি মূলা, দুইটি কলা ও দুইটি পান প্রদান করেন। যাঁহার কোচে দেওয়া হয় তিনি আবার নিজের কোচ হইতে দুই দুইটি করিয়া নিজের মূলা, কলা ও পান তাহার কোচে দেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না বদল।

পাটাই।

পাটাই ব্রতোপলক্ষে নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্নের আয়োজন করা হয়। পাটাই ব্রতের দিন সমাগত হইলে মিষ্টান্ন লোলুপ বালকবালিকার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। অগ্র-হায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে পাটাই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ দ্বিপ্রহরে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সন্ধ্যাকালেই ব্রত করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। পাটাই দেবীর পোষাকী নাম বন দুর্গা। বিন্নার পাতা ও কলার কাতরা পাটাই দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপকরণ। দুই হাত পরিমাণ লম্বা করিয়া জটা পাকাইতে হয়। তাহার পর এই জটা গৃহ প্রাঙ্গনে মাটীতে গাড়িয়া নানারূপ ফুলে সজ্জিত করা হইয়া থাকে। এই জটাই বন দুর্গার মূর্ত্তি। এক এক জন ব্রতচারিণীর নিমিত্ত এক একটি জটার আবশ্যক। জটা গুলি গৃহ প্রাঙ্গণে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক পাটাইর চতুর্দ্দিকে মাটীতে চালের গুড়া ছিটাইয়া দিতে হয়। দেবীর ভোগের নিমিত্ত

নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে অন্ন এবং আড়াই ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ দিতে হয়; তদতিরিক্ত ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদির আয়োজন ব্রতচারিণীগণ সাধ্যমত করিয়া থাকেন। কলার মাইজ ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দেবীর পার্শ্বে আনয়ন করা নিষিদ্ধ। ভোগের সমস্ত সামগ্রীই ভূমালীর প্রাপ্য। প্রাগুক্তরূপে পূজার স্থল সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিতে আরম্ভ করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ এ দিন ষষ্ঠী দেবীর ভোগের জন্যও পৃথক আয়োজন করিয়া থাকেন। পাটাই ব্রত নির্ব্বাহিত হইবার পর পুরোহিত ঠাকুর ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্ন নিবেদন করিয়া দেন। এই সকল অন্নব্যঞ্জন রন্ধনশালাতেই সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। পুরোহিত ঠাকুর তথায় গমন করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তৎসমুদয় উৎসর্গ করেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে ভূমালী পাঠাই-গুলি নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের ধারে গাড়িয়া রাখিয়া আসে। রাত্রি প্রভাত হইবার পর গৃহ প্রাঙ্গনে পাটাই দেখা অশুদ্ধ। এজন্য কাহারও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই ভূমালী পাটাইগুলি অপসৃত করে। ব্রতকারিণীগণ ব্রত অন্তে ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া ষষ্ঠী দেবীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে অনাহারে থাকিতে হয়। পূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে তৈলসেক নিষিদ্ধ।

লক্ষ্মীনারায়ণ।

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনই লক্ষ্মী নারায়ণ ব্রতের সময়। কিন্তু যদি কেহ কোন কারণে এ দিন ব্রত করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি মাঘ অথবা বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে যে কোন এক রবিবারে উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ ব্রতের অনেক সাজ সারঞ্জাম। পিঠালী দিয়া জামরুলের আকারে দুইটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটির মস্তকে সতর গাছ দুর্ব্বার দ্বারা চূড়া দেওয়া হয়। চূড়ার পার্শ্বে হাতে খোঁটা একটি চাউল গাড়িয়া দিবার নিয়ম আছে। এই পুত্তলিকা দুইটির নাম দেবরাজ ও শুভরাজ। যত জন ব্রতচারিণী ততটি দেবরাজ শুভরাজের আবশ্যক। পুরোহিত এই সব দেবরাজ ও শুভরাজ টাটের উপর সংস্থাপন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূজা করেন। পূজার সময় টাটের এক পার্শ্বে সাতটি মেটে গাছার উপর সাতটি মেটে মল্লিকা ও অপর পার্শ্বে সাতটি মেটে খুটি মুছি সজ্জিত করিয়া মল্লিকা গুলিতে তেল সলিতা প্রদান পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ব্রতচারিণীগণ খুটি মুছিগুলি দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া দেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিলে ব্রতচারিণীগণ সাদাদৈলা দুগ্ধপক্ক দৈলা দ্বারাই উদর পূর্ত্তি করেন; অন্য কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন না। (১) দৈলা দুধে জ্বাল করিবার সময় যত-জন ব্রতচারিণী ততটি সুলিগুলিও জ্বাল দেওয়া হয়। পিঠালী দিয়া পিঠা কুমরের গোটার

(১) চাউলের গুঁড়া দিয়া ছোট বিচাকলার আকারে প্রস্তুত পিঠার নাম দৈলা।

মত করিয়া সুলিগুলি প্রস্তুত করা হয়; উহার ভিতর হাতে খোঁটা কুড়িটি করিয়া চাউল ভরিয়া দিতে হয়। ব্রতচারিণীগণ আহারের পূর্ব্বে সুলিগুলি দিয়া জলযোগ করেন। কিন্তু মাঘ অথবা বৈশাখ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিলে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত রূপ হাঙ্গামা করিতে হয় না; তাঁহারা ব্রতের দিন কেবল মাত্র সিদ্ধ পোড়া ভাত দিয়াই উদর পূর্ত্তি করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন; ব্রত কথা অন্তে আহার করিতে বসেন।

নিরাকুলি।

অগ্রহায়ণ, মাঘ, বৈশাখ,—এই তিন মাসের একমাসে নিরাকুলি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহ প্রাঙ্গনে পুতা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি নিরাকুলি দেবের পূজা করা হয়। ব্রতচারিণী সোয়াশত পান দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ কলার মাইজে এবং অন্য ভাগ চালুনে করিয়া পূজার স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখেন আর একটি পৃথক পাত্রে একটি পান ও একটি সুপারী প্রদান করেন। এই পান সুপারী বাড়ীর রাখালের প্রাপ্য। বাড়ীতে রাখাল না থাকিলে অন্য কোন বালকে উহা নিয়া থাকে। এই ব্রতের সময় সন্ধ্যাকাল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। ব্রতচারিণীকে ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় না। ব্রত শেষ হইলে চালুনের পানগুলি সমবেত দর্শকগণ মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিরাকুলি ঠাকুরের ভোগের জন্য ব্রতচারিণী নানারূপ ফলমূল দধি দুগ্ধের আয়োজন করেন। সাধারণতঃ অন্নপ্রাশন, চূড়া, বিবাহ প্রভৃতি বৃহদ্ব্যাপারের শেষে গৃহিণীগণ নিরাকুলি ব্রত করিয়া থাকেন। এই সকল শুভ ব্যাপারের মূল পুত্র কন্যার মঙ্গলকামনাই উহার উদ্দেশ্য। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

লোটন ষষ্ঠী।

পুরনারীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে লোটন ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিঠালি দিয়া পানের পূরার মত প্রস্তুত করেন; এইগুলির নাম লোটন। লোটনের মাথায় সিন্দূর দিতে হয়। কোন কোন সম্পন্ন গৃহস্থ সোণা বা রূপার লোটন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। লোটনের উপর পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি করিয়া লোটনের আবশ্যক। পিঠালী, কলা ও চিনি দ্বারা আর এক প্রকার লোটন প্রস্তুত করিয়া পূজার স্থানে দিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী এইরূপ ছয়টি করিয়া লোটন প্রদান করেন। পূজা ও কথা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণীগণ শেষোক্ত লোটন দিয়া জলযোগ করেন। তাহার পর নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করেন। এ দিন আমিষ আহার করিতে নাই।

জ্বরাসুর।

জ্বরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের পুরনারীগণ জ্বরাসুরের পূজা করিয়া

থাকেন। পৌষ মাসেই জরাসুরের পূজা করার নিয়ম। কিন্তু কেহ যদি কোন কারণে পৌষ মাসে করিতে না পাবেন তবে ফাল্গুন মাসেও করা যাইতে পারে। শনি বা মঙ্গলবারেই জরাসুবের পূজার দিন। পুরোহিত টাটের উপর দুইটি দৈলা (চাউলের গুড়া দিয়া ছোট বিচাকলার আকারে প্রস্তুত পিঠার নাম দৈলা) সংস্থাপন করিয়া তাহার উপর পূজা করেন। ব্রতচারিণীগণ এ দিন কতগুলি দৈলা সিদ্ধ ও পরমান্ন পাক করেন। এই দৈলা ও পরমান্নের কিয়দংশ বিন্নাব ছোপার গোড়ে নিয়া দিতে হয়। ব্রতচারিণীদের মধ্যে একজন এই সব তথায় লইয়া যান এবং তথায় স্থাপনান্তর বিন্নার ছোপার গায় সিন্দুরের ফোঁটা দেন। অবশিষ্ট দৈলা ও পরমান্ন ব্রতচারিণীগণ আহার করেন। এ দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। কেবল দৈলা ও পরমান্নই ব্রতচারিণীগণের আহার্য্য হইযা থাকে। পূজার টাটেব দৈলা ও ফুল বেলপাতা জলে ফেলিয়া দিতে হয। এ ব্রতের কথা নাই।

মস্কিল আসান।

কেহ বিপদে পড়িলে মস্কিল আসানেব পূজা মানস করে। মস্কিল আসানেব পূজা বিষ্ণুর পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে রবি বা বৃহস্পতিবারে মস্কিল আসানের পূজা কবিতে হয়। ইহাতে পুবোহিতেব আবশ্যক নাই। পুরোহিত ঠাকুবাণীই টাট বসাইয়া বিষ্ণুব পূজা করেন। ব্রতচাবিণী ব্রাহ্মণেতব জাতীয়া হইলে তাঁহাব পূজায় কোন অধিকাব থাকে না। পুবোহিত ঠাকুরাণীই মন্ত্রপাঠ ও পূজা উভয়ই কবেন। ব্রতেব দিন শাক ভাত আহাবই প্রশস্ত। ভাজা পোড়া ও ব্যঞ্জন আহার নিষিদ্ধ। দধি দুগ্ধ সম্বন্ধে কোনরূপ নিষেধ বিধি নাই। ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে আট মুটা, আট চিমটি চাউল মাপিয়া নিয়া রন্ধন পূর্ব্বক সমস্তই নিঃশেষ করিয়া আহাব কবিতে হয়, এক কণিকাও ফেলিয়া দিতে পারা যায না। পূজান্তে ব্রতচাবিণী ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

লক্ষ্মী।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেশব্যাপী লক্ষ্মী ব্রতোৎসব হইয়া থাকে। এ ব্রতের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে পুবনারীগণ আর একবার লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন। কিন্তু প্রধানতঃ কৃষিজীবীর গৃহেই এ পূজাব অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ক্ষেত্র কর্ষণের সূচনায় বঙ্গনারী লক্ষ্মী দেবীব আরাধনা কবিযা সংবৎসরব্যাপী সুফসলের প্রার্থনা করেন। ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীব্রত সমাধা কবিতে হয়। গৃহিণীগণ লক্ষ্মী পূজা না করিয়া গৃহ হইতে বপন জন্য বীজ বাহির কবিয়া দেন না। রবি অথবা বৃহস্পতিবারে এ ব্রত করিতে হয়। বাড়ীব গৃহিণী অনাহারে থাকিয়া এক কালীন কতগুলি আতপ চাউল আবশ্যক মত লইয়া তাহার কিয়দংশ ঢেঁকিতে গুড়া কবিয়া আলুইনা দৈলা প্রস্তুত করেন। অবশিষ্ট চাউল দ্বারা পরমান্ন এবং দুগ্ধ সিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করা হয়।

এই সব খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে ব্রতচারিণী বড় ঘরে মধুমখামের নিকট ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার নিকট তিনখানা কলার মাইজ পাতিয়া তাহাতে দুগ্ধসিদ্ধ অন্ন প্রদান করেন এবং উহার পার্শ্বে কিছু কিছু দৈলা রাখিয়া দেন। পরমান্ন পৃথক একটি পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ব্রতস্থল সজ্জিত হইলে ব্রতচারিণী পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করেন। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। পূজান্তে ব্রতচারিণী প্রাগুক্ত সামগ্রীগুলি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। ব্রতচারিণীর ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বালকবালিকা, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীকে আহার করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকেই বড় ঘরে বসিয়াই ভোজন কার্য্য শেষ করিতে হয়; কারণ লক্ষ্মীর প্রসাদ বাহিরে আনিতে পারা যায় না। সন্ধ্যাকালেই ব্রতের সময়। বড় ঘরেই পরমান্ন প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকে বীজ বপনের পূর্ব্বে ব্রত করিতে না পারিলে বৈশাখ মাসে সমস্ত বীজ বপন শেষ হইয়া গেলে রবি অথবা বৃহস্পতি বারে ব্রত করা যাইতে পারে। এ ব্রতের কথা নাই।

সুবচনী।

পুত্রের বিবাহ অন্তে নব বধূর সুবচন অর্থাৎ প্রিয়বাদিত্ব প্রার্থনা করিয়া মাতা সুবচনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। গৃহ প্রাঙ্গণে একটি পুকুর কাটা হয়। পুকুরের সম্মুখে দুই সারিতে সতরটি ছোট ছোট গর্ত্ত খুদিতে হয়। ব্রতচারিণী এই সকল গর্ত্ত কাঁচা দুধ দ্বারা পূর্ণ করেন। গর্ত্তের পর তৈল দ্বারা সিন্দুর মাড়িয়া নিয়া দুইটি পুত্তলিকা আঁকিতে হয়। এই পুত্তলিকাদ্বয়ের পশ্চাতে মৃণ্ময় ঘটসংস্থাপন করিয়া পুরোহিত সুবচনী দেবীর পূজা করেন। ব্রতের সময় নানারূপ ফলমূল ও দধি দুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর কন্যাকে অনাহারে থাকিতে হয়। আহার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না। ব্রত কালে পান সুপারী দিতে হয়। এই পান সুপারী সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে হয়; সুবচনী ব্রতের কথা নাই।

সুমতি।

কাহারও কুমতি হইলে তাহার সুমতির কামনা করিয়া সুমতি দেবীর পূজা করা হয়। সুমতি পূজার প্রণালী অতি সহজ। তিনটি পথের সম্মিলন স্থানে সিন্দুরের দুইটি পুত্তলিকা আঁকিয়া ফুল বেলপাতা দিলেই সুমতির পূজা হইল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। শনি বা মঙ্গলবারই সুমতি পূজার দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুমতি ব্রত করিতে হয়। এ ব্রতে আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিপাল্য নিয়ম নাই। পান সুপারী ও খয়ের এ ব্রতের প্রধান আয়োজন। ব্রত অন্তে এ গুলি সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। পূজান্তে ব্রতচারিণী গৃহে আসিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

জয় মঙ্গলচণ্ডী।

আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনায় পুরনারীগণ জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিয়া থাকেন। প্রতি মঙ্গলবারেই এ ব্রত করা যাইতে পারে। এ জন্য পুরনারীগণ বৎসর মধ্যে বহুবার জয় মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন জলপান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাদ্য নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকিতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়।) সহ কদলীপত্র ত্রিভুজাকারে ভাজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দুর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর সংস্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গল চণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারীগণ পূজান্তে সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া দেন। অনেকে বিদেশ যাত্রাকালে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে জয় মঙ্গল চণ্ডীর সিঙ্গাইর সঙ্গে নিয়া থাকেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবণ করেন।

জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের সংক্ষিপ্ত কথা সমবেত সভ্য মহোদয়গণকে উপহার দিয়া এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবগণ আদি।
স্বর্গের দেবতা বন্দি পাতালে বাসুকি॥
পূজহ মঙ্গলচণ্ডী জগতের মাতা।
দুর্গতি নাশিনী সকল মঙ্গল দাতা॥
সর্ব্ব সুখদায়িনী ভকত বৎসলা।
সময়ে পাষাণ দেবী হওগো কোমলা॥
করিত নানা কর্ম্ম সাধু ধনপতি।
লহনা খুল্লনা ছিল তাঁহার যুবতী॥
সতীনের বাক্যে সাধু হইয়া পাথর।
স্বামী হয়ে নিজে দিল রাখিতে ছাগল॥
ছাগল লইয়া রামা ফিরে বনে বনে।
দৈবযোগে দৈব স্থানে হারাল ছাগলে॥
হেন কালে শুনিল মঙ্গল হুলাহুলি।
কি ব্রত ইহার নাম কিবা ফল ইথি।
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ।
অপুত্রক পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ॥

ইহা বলি সর্ব্ব সুখী ব্রত আরম্ভিল।
ব্রতের প্রত্যক্ষ ফল খুলনারে দিল॥
হারান ছাগল তবে আসিয়া মিলিল।
ঘরে বসি সুখে রামা ব্রত আরম্ভিল॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তু তে॥

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

গ্রাম্য-শব্দ-সংগ্রহ।

(বরিশাল জেলায় প্রচলিত)

আইখ্‌খা = বাঁশের আইখ্‌খা, বাঁশের গাঁইট বোধ হয় 'অক্ষি' শব্দ হইতে।
অচি = মালা, নারিকেলের মালা
আগৈল = ঝুড়ি, জিনিস বহিবার জন্য
আনাজ = তরকারী
আনাজী কলা = কাঁচকলা
আনাট্টন = অভাব, অনাটন
আডি = বীচি, বীজ
আহাল = উনান
আবডাল = আড়াল
আহেঙ্গা = আকাঙ্ক্ষা
ইছা = চিংড়ী মৎস্য
উলি = উঁই
উহাল = বমি
উদ্‌লা = আঢাকা, অনাবৃত
উষ্ট = উচ্ছিষ্ট
এউক্‌কা = একটি
এক্কালে } একেবারে, এক কালীন
এক্কারে }
ওসার = ওয়াড়, ঢাক্‌নী
ওস্ = হিম
ওহানে = ও স্থানে
ওর্‌সা কিম্বা ওস্‌সা = শয়ন গৃহ সংলগ্ন রন্ধন গৃহ।
কোলা = মাঠ, ধান্যক্ষেত্র
কাউয়া = কাক
কার = গৃহের আড়ার উপর দ্রব্যাদি রাখিবার মাচান।
কড়ুয়া = আকৃশী
কোহান = কোন্ স্থান
ক্যাম্বায় = কি প্রকারে
কয়া = এক প্রকার হরিদ্বর্ণ, ফড়িঙ্

কাকই = চিরুণী, সংস্কৃত কঙ্কতিকা

কাবারী = সুপারীগাছের এক প্রকার খণ্ড (ব্যাকারীর মত) যাহা 'কার' বা মাচাং প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

কোচ = মৎস্য মারিবার (বিদ্ধ করিবার) অস্ত্রবিশেষ

কাঠুয়া বা কাঠা = এক প্রকার কচ্ছপ।

কেডা = কে।

খাডাল = মেঝে (ঘরের)

খুঁডা = খোঁটা

খারান = দাঁড়ান

খারই = মৎস্য রাখিবার বিশেষতঃ আনিবার পাত্র বিশেষ।

খাউজান = কণ্ডূয়ন, চুলকান

খান্দার = ঝগডা

খোল = যেমন 'গুয়া'র 'খোল'। সুপারী গাছের পাতার যে প্রশস্ত অংশ বৃক্ষের সহিত সম্বদ্ধ থাকে।

খোট্ = ধুতির এক প্রান্ত

খারাক্খারি = শীঘ্র

গা = সুপারী গণিবার জন্য প্রত্যেক দশটিতে এক 'গা' হয়

গুটি = কোঁচা (কাপড়ের)

গোন = নদীর টান অনুকূল হওয়া

গোনে = হইতে 'এমনে গোনে' এস্থান হইতে

গুরমুরিয়া = গোঁড়ালী (পায়ের)

গরা = মাছ ধরিবার নিমিত্ত খালের এপার ওপার যে বেড়া দেওয়া হয়।

গিট্ = গেরো, গাঁট।

গাঙ্ = নদী

গুরা = নৌকার মধ্যে তলদেশে তক্তা আট্কাইবার জন্য যে আড় ভাবে কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত করা হয়।

গলই = নৌকার অগ্রভাগ।

গোবরাট্ = চৌকাঠ

গাবিয়া = গর্ত্ত

গ্যারা = নারিকেলের পাতার দৃঢ় অংশ

গল্লা = পোনা মাছ

চৈর = লগি। নৌকা চালাইবার বংশ খণ্ড।

চাদৈর = চাদর

চিব্‌ড়ী = পানের পিক্

চাচ্ = দরমা

চাচ্ = গালা

চুকা = টক্

চার্ = সাঁকো। খাল প্রভৃতি পার হইবার নিমিত্ত বংশনির্ম্মিত সেতু।

চাউল = চা'ল

চিঙৈর = চিঙ্গ্‌ড়ী

চুরী = নারিকেল ফল কিম্বা ফুল জন্মাবস্থায় যে কোষ কিম্বা ঢাকনীর মধ্যে থাকে।

ছোডা = কলা গাছের গা হইতে রজ্জুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে অংশ গৃহীত হয়।

ছাপ্‌রা = সময়োচিত, অযত্ন প্রস্তুত গৃহ

ছোলা = ছোব্‌ড়া। যেমন নারিকেলের 'ছোল'। কিম্বা আথের 'ছোল' (খোসা)।

ছ্যাম্‌রা = ছোক্‌রা, বালক

ছাইচ্ = ঘরের পশ্চাৎভাগ, চালের প্রান্ত ভাগ দ্বারা রক্ষিত ঘরের চতুঃপার্শ্ব

ছোরানী = চাবি

জম্বুরা = বাতাবিলেবু। জম্বীর কথার অপভ্রংশ।

জোতা = জুতা

জোবা = সুবিধা। বিশেষতঃ নদীর স্রোতের সুবিধা। অনুকূল স্রোত।

জামির=গোঁড়ালেবু

ঝাকা=কুমড়া, লাউ প্রভৃতি গাছের জন্য যে মাচান্ প্রস্তুত হয়

ঝিনই=ঝিনুক

টৌঙ্=ধান্য রক্ষার্থ ধান্যক্ষেত্রে কৃষকেরা যে মাচান্ গৃহ তৈয়ার করে।

টোঙ্=বঁড়শীর ফত্না

টোফা=ক্ষুদ্র হাঁড়ি

টনি=বাঁশের কঞ্চি

টুবা=চালের মধ্য ও ঊর্দ্ধ স্থান উচ্চ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যথা "গাছের টুয়ায় উঠিয়াছে?"

টরুকী=নারিকেলের প্রথমাবস্থা

টোকান=কুড়ান

ঠাডা=বজ্র

ঠাবৈন্=ঠাকুরাণী। দুর্গাঠাবৈন্, মা ঠাবৈন্।

ডোয়া=যে মৃত্তিকা স্তূপের উপর গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহার বহির্ভাগ

ডাঙ্গা=পশ্বাদি চলিয়া যে গর্ত্ত হয় এবং বর্ষাকালে যাহা খালের মত হয় ও তাহাতে নৌকা চলে।

ডেউগ্গা=কলার কিম্বা তালের মধ্যস্থ দৃঢ় অংশযুক্ত পাতা

ড্যাব্রা=উল্টা

ডর=ভয়

ডরা=নৌকার তলদেশ

ডাব=বাঁশ দুই ভাগে চিরিয়া গৃহের চাল নির্ম্মাণের যে সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়

ড্যাম্=কলার প্রথম উত্থিত পত্র শূন্য চারা গাছ

ডাঢ়=দৃঢ়

ডালি=নৌকার এক পার্শ্ব

ঢেউক=ঢেকুর, উদ্গার

তিন্গা=তিনটা

তাক=এদেশে যাহাকে 'কুলুঙ্গী' বলে। বাটীর দেয়ালের গায়ে জিনিস রাখিবার স্থান।

তাওয়া=আগুন রাখিবার মালসা বা হাঁড়ী

ত্যানা=ন্যাকড়া, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড

থালী=স্থালী, যেমন 'ত্যালের থালী' তৈল রাখিবার এক প্রকার পাত্র

দশী=প্রদীপের শলিতা, সংস্কৃত দশা বর্ত্তৌ অবস্থায়াম্"

দ্যাখ্কা=দেখিবে

দোন=নদীর প্রখর ঘূর্ণায়মান স্রোত বিশিষ্ট স্থান।

দাওয়া=কাটা, যেমন 'ধান দাওয়া

দাউর=জ্বালাইবার কাষ্ঠ, দারু

দুগ্গা=দুটি

দিযাবাতি=দিয়াশলাই

দাও=কাটারি, দা

ধাপ্=পুকুরের জলের উপর জলজ বৃক্ষাদি জন্মিয়া যে আবরণ পড়ে

ধলা=শুভ্র, ধবল

নসু, নসীযা=(স্ত্রীলিঙ্গে নসী)। খোকা, খুকী

নাও=নৌকা

নারা=খড়

নর=নট্। বাদ্যকর জাতি

পুষ্কৈর=পুকুর

পিরদুপ্=প্রদীপ

পাস্তা, পশুতি } পাস্তা

পাৎ=পাতা

পিছা=ঝাঁটা

পাতিশিয়াল=শৃগাল

পেরোম্=পিরান

পোলা=পুত্র, ছেলে

পোলাপান=ছেলে পিলে

পাছার্=আছাড়

পারান=মাড়ান

পাটা=শিলা

পুতা=নোড়া

পৈঠা=হাঁড়ি বসাইবার জন্য মৃত্তিকা খণ্ড

পাতিল=হাঁড়ি

পেবী=কর্দ্দম, পঙ্ক

পোম্বা=পেঁপে

ফ্যানা=পানা (পুষ্করিণী জাত)

ফুটা=ছিদ্র।

ফাট্‌কি=চালাকী, ফাঁকি

বাকল=ছাল, বল্কল

বওয়া=বসা

বোলে=নাকি। যথা "হে বোলে যাইবে না" (হে=সে)

বদ্‌লা লওয়া=রোজ হিসাবে লোক খাটান

বর্গা দেওয়া=প্রজা শস্যের অংশ দিবে এ কড়ারে জমি দেওয়া

বাকৃতরকারী=ওল

বদ্দো=বদ্ধ, বন্ধ

বুরান্=ডুবান্। 'জলে বুরান্' জলে ডুবান

ব্যাতের আকৃবা=বেতের পাতার পার্শ্ব হইতে যে দীর্ঘ কণ্টক শাখা বহির্গত হয়।

ব্যাত্যাইক্=বেতাগ্র। বেতের কোমল অগ্রভাগ খাবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে

বরই=কুল ফল। সংস্কৃতে 'বদরী'

বুট্=ছোলার ডাল

বোথোল=বোতোল

বিলই=বিড়াল

বরা বাঁশ=এক প্রকার বাঁশ

ব্যানন=ব্যঞ্জন

বাহুয়াল=মৌলিক

বোহোব=বঁচ ফল

বাউগ্‌গা=নারিকেলের পাতা

বাইল=নারিকেল কিম্বা সুপারী গাছের পাতা

বাজু=দালানের দেয়াল, এক প্রকার অলঙ্কার

বহব=একত্রে বহুসংখ্যক নৌকা যাওয়াকে বহব কহে

বাইগুন=বেগুন

ব্যার=গড, ঝিলের ন্যায় অপ্রশস্ত কিন্তু সুদীর্ঘ জলাশয় যাহার দ্বারা বাড়ী বেষ্টিত থাকে

বাদাম=পাল

মালসী ফুল=বেলফুল

মশৈর=মশারী

মোচ=গোঁফ

মাথারী=স্ত্রীলোক (ঘৃণাসূচক)

মৈষ=মহিষ

মোহা=ঘোড়ের মুখ

মেস্থূরী=মিস্ত্রী

মাইয়া=মেয়ে

মাইঠ=জালা

মাকর=মাকড়সা

রাইগগা=সজোরে

র‍্যাৎ=সূত্রধরের অস্ত্র বিশেষ। 'উকো'

লাডী=লাঠী

লইগ্‌গা=লাগি, জন্য=তোমার লইগগা, তোমার জন্য লবণ

লগে=সঙ্গে

শলা = কাঠী 'পিছার শলা' ঝাঁটার কাঠী
শাজা = শজারু
শিয়াল = ব্যাঘ্র
সিয়ান = সীবন, সেলাই করা
সুবরী = সুপারী
সংতা = সুপারী কাটিবার অস্ত্র। জাঁতি
হদিশ = খোঁজ খবর
হগল = সকল
হগলথা = সকলই
হাজান = জ্বালান
হোগল = এক প্রকার গাছ, ইহা দ্বারা মাদুর ও দরমার ন্যায় বসিবার ও পাতিবার দ্রব্য প্রস্তুত হয়
হোগল গুবি = হোগল গাছের পুষ্পের রেণু ইহা দ্বারা অতি উত্তম সুগন্ধি নারিকেল সন্দেশ প্রস্তুত হয়।
হোটোল = হোটেল
হুরুম = মুড়ি
হাউস্ = ইচ্ছা
বাও = উত্তর
লাগ্যা = কারণ, জন্য, যেমন কিসের লাগ্যা = কিসের জন্য
সুমইর = উত্তর
ভুইয়া = ভূস্বামী, বোধহয় ভূঁয়া কথার অপভ্রংশ
ভুমালি = মেথর
কাহার = পাল্কিবাহক
নয়া = নূতন
কেরায়া = ভাড়া
আফ্‌খোড়া = চুমকী ঘটী
শুইচ, ছুই = ছুঁচ সূচী
আদার = আস্তাকুঁড়
ল্যাঠা = আপদ, মুস্কিল
নিতা = নিমন্ত্রণ
বর্ত্ত = ব্রত
তবাতরি = শীঘ্র
জোমরা = টোকা, বর্ষার সময় ছাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করার জন্য এক প্রকার দ্রব্য। মাথা হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া যায়
বাগিচা = বাগান
কোরাল = এক প্রকার মৎস্য, এ দেশে ভেট্‌কী বলে
বসই = রান্না রন্ধন
হাতিনা = দাওয়া বারেণ্ডা
যুয়ান্ = বলশালী

উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম।

১। ঁ চন্দ্রবিন্দু, প্রায়ই উচ্চারিত হয় না।

২। ড় স্থানে র উচ্চারণ হয়।

৩। একারের স্থলে সাধারণতঃ ্যা (যেমন বেড় স্থলে ব্যার) উচ্চারিত হয়।

৪। বর্ণের প্রত্যেক চতুর্থ বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না যেমন ভাত, ব ও ভ এর মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়।

৫। স এর উচ্চারণ প্রায়ই হ এর ন্যায় হয়।

৬। হ এর উচ্চারণ প্রায়ই ও য় এর মাঝামাঝি হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

পুঁথির বিবরণ।

১। কালিকা মঙ্গল।—গোবিন্দ দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড—ঘটনা হিসাবে ৪ খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম খণ্ডে দেবগণ সমাজে কালী মাহাত্ম্য, ২য় খণ্ডে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের উপাখ্যান, ৩য় খণ্ডে বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান এবং ৪র্থ খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান বর্ণিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা ভারতচন্দ্রেরই অনুরূপ। এই গ্রন্থে তাহা কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রারম্ভ:— অভিনব হিমবর মৌলি রচিতধর
মোহন নয়ন তিন আভা।
দশনে কুদিভাবণ (?) রুধিরে রঞ্জিততনু
সিন্দুরে সুন্দর বর শোভা।
সর্ব্বদেবগণ গেলা তোমা দেখিবারে॥
রবিসুত দৃষ্টে মুণ্ড হইল বিঘটিত।
আনিয়া কুঞ্জর মুণ্ড কৈলা নিয়োজিত॥
তথির কারণে দেব কুঞ্জর বদন।
সিন্দুর মণ্ডিত কায় এ৷ তন লোচন॥ ইত্যাদি।

ভণিতা:— (১) রচিল গোবিন্দ দাস চিন্তিয়া ভারতী।
সুপ্রসন্ন হয় মোরে দেবগণ-পতি॥
(২) কালিকাচরণ যার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাসে কালিকা মঙ্গল॥

কবির বাসস্থান:—অত্রি গোত্র দাস কুল জন্ম মোর আদিমুল
চিরকাল নিবাস দি আঙ্গে॥
জয় করি সভাসদ প্রনমহ তান পদ
পুনি পুনি মাগো এই দান।
শুনি হৈবা পরিতোষ না লইবা কোন দোষ
মঙ্গল চণ্ডিকা অধিষ্ঠান॥

মালসী।

শোভিত ভুজঙ্গ হার নিলকণ্ঠ দেবং।
চন্দ্রভাগ শেখর বিরিঞ্চি কোটী সেবং॥
মৃগারি চর্ম্মরং নম পিনাক পানি নং:
কাকপুঞ্জ দুগন্ধ ভুজত ত্রিপুপান্ত কারিনং॥

স অ সঅ নিলকং হিম হিম সেল বাসিনং।
জনামুণ্ড সবাহুণ্ড কালকুট বাসিং॥
জয় জয় নম্ভো ভোলানাথ ঘোর ভয়ধ্বনিনং।
ভনতি গঙ্গা ভারতি প্রনম্য সুলপানিনং॥
"ভগ্ন পৃষ্ঠ কটি গ্রীব স্তব্ধ দৃষ্টি রধো মুখঃ।
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পবিপালএৎ॥
ভিমস্যাপি রণেৎ ভঙ্গ মুনিবোপি মতি ভ্রমং।
জথা পৃষ্ঠং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং॥
জয় কালিকা নম। জয় কালিকা নম। সন মাঘ ১১১৬
তারিখ ৯ ফাল্‌গুণ। শ্রীকৃষ্ণরাম নন্দির স্বাক্ষর মিদং।

এই পুস্তক শ্রীসান্তিরাম দর্ত্তে লেখাইছন। শ্রীবামমোহন দর্ত্ত দাস॥ শ্রীদুর্গা॥

মন্তব্য ঃ—পত্র সংখ্যা ৩৫, দুই পৃষ্ঠায় লেখা। সম্পূর্ণ আছে। আত্রেয় গোত্র দাস বংশ কায়স্থগণ বর্ত্তমান সময়ে দিযাঙ্গ বা আনোযাবা হইতে চট্টগ্রাম আমিলাইস ও ধর্ম্মপুর মৌজায় গিয়া বাস কবিতেছেন। তাঁহাবা কবিব অধস্তন পুরুষ কিনা পরে অনুসন্ধান করিয়া লিখিব। চট্টগ্রাম প্রচলিত ২২ কবি মনসাতেও গোবিন্দ দাসের ভণিতা দেখা যায়।

২। রাধিকামঙ্গল। কৃষ্ণরাম দত্ত।

প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ মধুপুবী গমন কবিলে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থ সখা ও সখী-গণের অবস্থাদি বর্ণন। গ্রন্থ শেষে নন্দ যশোদা প্রভৃতির মধুপুবী আনয়ন বৃত্তান্ত আছে।

আরম্ভ ঃ— রাধিকা জীবন ধন্যা নিত্যা বসন্তি কান্তি মাধবঃ।
ত্রৈলক্ষ পতি কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপন্তি মাধবঃ॥
প্রণমোহ গিরিসুতা সুত মোহাশএ।
জাহার স্বরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশএ॥
* * *
পিতা মাতা চরণে বন্দম লোটাইয়া ক্ষিতি।
তপস্বি সন্ন্যাসি রিসি বন্দম জথ ইতি॥ ইত্যাদি।

শেষ ঃ— পরাসর সুত ব্যাস মুনি তপোধন।
জন্মজয় স্থানে সেই কহিল কথন॥
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হরিয় নাম লএ॥
ইহ কালে সুখ অন্তে গোবিন্দ লভএ।
ভক্তি ভাবে নরপতি বন্দিলা চরণ।
বিদায় হইয়া মুনি করিলা গমন॥

ভণিতা :— কৃষ্ণ রাম দত্তে করে রাধিকা মঙ্গল।
শুনিলে পাতক খণ্ডে শরীর নির্ম্মল॥

ইতি রাধিকামঙ্গল পুস্তক সমাপ্তঃ। দুঃখেন লিখিতঃ গ্রহস্তং জচ্চোরে নিয়তে যদি। শুকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য গন্ধর্ব্বঃ. স্বাক্ষর শ্রীলক্ষ্মিকান্ত ভট্টাচার্য্য পীছরে রামদাস ভট্টাচার্য্য সাকিন আমিরাবাদ স্থানে সাতকানিয়া এই পুস্তকের মালিক শ্রীরামকান্ত দে পীছরে রামমোহন দে সাকিন সবিনথর স্থানে বাস থালী। হরিনাদিয়তে তাঁনি ভাদ্রমাসে সিতাসিত চতুর্থী। সমুদিত শচন্দ্র লক্ষতে খঃ কদাচন। ইতি সন ১২৩৫ মঘি তারিখ ২৩ সেইস জৈষ্ট রোজ বুদবার বৈকাল বেলা লিখা সাঙ্গ হইল ইতি।"

মন্তব্য :—পত্র সংখ্যা ১৪৭ দুই পৃষ্ঠে লেখা সম্পূর্ণ আছে। এই পুঁথির মালিক শ্রীনবীনচন্দ্র দে সাং সাধনপুর। পুঁথিখানি তিনি আমাকে দিয়াছেন। একখানা এতদপেক্ষা প্রাচীন রাধিকামঙ্গল পুঁথি শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমি পরিষদে পাঠাইয়া দিয়াছি।

৩। জগন্নাথমাহাত্ম্য। দ্বিজ মুকুন্দ।

প্রতিপাদ্য বিষয় :—নামেই সুস্পষ্ট।

মন্তব্যঃ—এই পুঁথি খানা ৩ পাতা হইতে ২২ পাতা তক আছে।

১৮০৬ ইংরাজীর চট্টগ্রামের সাইক্লোনে স্থানে স্থানে অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। শ্রীশ্যামরায় দেয়স্য লিখিতং বলিয়া দেখা যায়। সন তারিখ নাই

৩য় পাতের আরম্ভ—জগন্নাথ দেখার ফল কহিল পুরাণে।

* * *

কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুনিলে পাপক্ষয়।
পুরাণে দেখিয়াছেন সুবুদ্ধি জনে কয়॥
আর জত তীর্থ আছে কি বলিব কথা।
এক এক তীর্থ সব সুক্ষ সুক্ষ দাতা॥ ইত্যাদি

ভণিতাঃ—দ্বিজ মুকুন্দে কহে করুণাবচন।
দেবির ক্রন্দন শুনি হাসে নারায়ণ॥

৪। সার গীতা। রতিরাম দাস।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বৈষ্ণবদিগকে উপদেশ দানার্থ এই গ্রন্থরচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণ হইতে মূল শ্লোক ও তাহার সুললিত অনুবাদপ্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি তত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আরম্ভঃ—নমো গনেসায়। নমো চণ্ডিকায় নমঃ।
নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্ম।
নলোকিতং কলিযুগে তব গোর দেহং॥
না কস্তি কলিগেত্যঞ্চ ইত্যথা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরি বাঞ্ছিতোয়ং।
অসার্থকঃ।

শুন শুন হারে ভাই হৈয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুন দিয়া মন॥

চারি বেদ চৌদ্দ সাস্ত্র না ছিল আছএ বিদিত্য।
তথাপি পাপিষ্ট লোকে করে অনুচিত্য॥ ইত্যাদি।

ভণিতাঃ—রতিরাম দাসে কহে ভজ এইবার।
মণিস্য দুর্লভ জর্ম্ম না হইব আর॥

শেষঃ—শ্রীগুরুর জুগল পদে মন রউক সর্ব্বদাএ।

* * *

তুমি দেব খণ্ডাকার পাপে মগ্ন আমি ছার
অধম তাপিত দেখি হও করুণা আক্ষি।
পতিত পাবন নাম ধর, ঘুচাও মনে ভয়
হও মোরে কৃপাময় এই সে মনের বাঞ্ছাদেব।

"ইতি সারগীতা পুস্তিকা সমাপ্তঃ শ্রীকালিচরণ দেয়স্তঃ ইতি সন ১১৫৫ সাল তারিখ মাহে ৫ কার্ত্তিক রোজ শনিবার দিবা ৪ দণ্ড থাকিতে পুস্তিকা সমাপ্তঃ। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ যথা দৃষ্টঃ তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিকং

মন্তব্যঃ—পত্র সংখ্যা ২৭, দুই পৃষ্ঠায় লেখা। সম্পূর্ণ আছে।

৫। কালিকাপুরাণ। বলরাম দাস, জয়দেব, নারায়ণ দেব।

প্রতিপাদ্য বিষয়—বোধ হয় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও কালীমাহাত্ম্য প্রচার। তারকাসুরের ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন, মদন ভস্ম, বিশ্বকর্ম্মার কৈলাসপুরী নির্ম্মাণ কার্ত্তিক ও গণেশের জন্ম ইত্যাদি বিষয় আছে।

মন্তব্য ঃ—কালিকা পুরাণ খুব বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত,—৩৬ হইতে ৭৬ পাতা মাত্র আছে। সন তারিখ নাই। মধ্যে শ্রীমধুরাম সিংহ দাস নাম আছে, বোধ হয় তাঁহার হাতের লেখা।

৪২ পত্রের আরম্ভ ঃ—

স্তম্বে ছিল মান মণি দিপ্তি অন্ধকার জিনি
জিকি মিকি দেখি চারি পাশে।

* * * *

দেখি পুরি বিলোক্ষণ হরষিত ত্রিলোচন
বিসাইয়ে হইলা পরিতোষ।

ভণিতা ঃ—(১) বলরাম দাসে কহে বিসাইএ প্রসাদ পাত্র
ভাঙ্গ গুটি এক মুষ্টি ভস॥

(২) শিব সঙ্গে চলে যত, সকল সসানের ভুত
অস্থিমালা শোভএ গলে।
নাচিতে নাচিতে পথে চলি জাএ ভুত প্রেতে
সুকবি নারায়ণ দেবে গাহে॥

(৩) লজ্জা পাইয়া দেবী কৈল পুরিতে প্রবেশ।
জয়দেবে রচিল কাব্য অনেক বিশেষ॥

মন্তব্য ঃ—নারায়ণ দেব, বলরাম দাস, জয় দেবের বহু ভণিতা চট্টগ্রামে প্রচলিত বাইশ কবি মনসাতে দেখা যায়, উপরে আলোচিত সমস্ত পুঁথিই আমার অধিকারে আছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে শব্দ কয়টী আবৃত্তি করিলেন। কথা কয়টি এই :—

Is there a man with soul so dead.

৩য় প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্নটী প্রাচীন-ন্যায় গৌতম-সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, এরূপ স্থলে প্রশ্নের বিচার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সময়ে আমি উত্তর দিতে আরম্ভ করি, সে সময় আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্য হইয়া আমাকে ইহার ব্যাখ্যার্থ বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইত, আর তাহা হইলেই পূর্ব্বশ্রুত বিষয় হইতে আমাব মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইত এবং তাহা হইলেই আমার উত্তর রচনায় বিশেষ বাধা ঘটাইতে পারিতেন।

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর,—তর্কনিধি মহাশয় যে কবিতাটিব চারি চরণ বিভিন্ন সময়ে পাঠ করিয়া শতাবধানী মহাশয়কে অভ্যর্থনা কবেন, শতাবধানী পণ্ডিত অবশেষে তাহা অবিকল আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকটি এই :—

অহো মহান্তো বহুদূবদেশত:
গীর্ব্বাণবাণীধৃতধর্ম্মজীবনান্।
স্বাগাদ্য পুজ্যান্বয়জানিহাগতান্
ধন্যাঃ কিল স্মঃ কুশলাংশ্চ সংস্কৃতে॥

৫ম প্রশ্নের উত্তর,—যতীন্দ্র বাবুর কথিত বাঙ্গালা কবিতার চবণটির শব্দগুলি পর্য্যায়ক্রমে আবৃত্তি কালে শতাবধানী প্রথম সাতটি শব্দ সহজেই পুনবাবৃত্তি করিলেন। শেষের একটি শব্দ শীঘ্র স্মরণ না হওয়ায় বিলম্বে স্মবণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা কবিলেন, কিন্তু সভ্যবৃন্দ আর অপেক্ষা না করায়, তাহা বলিবাব অবসর পাইলেন না। কবিতার চরণটি এই,—

"বাণীর কৃপা শেষের অশেষ দেহ দেহ এ দাসেরে।" "দাসেরে" কথাটি বলিবার অবসর পান নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর,—"শ্রীস্তে সাস্তাং" এই চারিটি শব্দযুক্ত মালিনীছন্দে গৌরী-বর্ণনাত্মক যে শ্লোকটি শতাবধানী পণ্ডিত রচনা করেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ"পুণ্যবাচো দদাতু
প্রচুরগণনয়া "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্তাদ্যরীতিঃ।
নিখিল জগতি "সা" মে সানুকম্পেক্ষণেয়ং
সরসসদসি যা "স্তাং" শঙ্করেণাপি ভোগ্যা॥*

* গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ" পুণ্যবাচাং বিলাসান্
বিতরতু সততং "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্তোচ্চরীতীন্।
সকল ভুবি চ মে "সা" সানুকম্পেক্ষণৈবম্
সমরসপথমা"স্তাং" শঙ্করেণাপিভোগ্যা॥

৭ম প্রশ্নের উত্তর,—পঞ্চচামরছন্দে শৈশব-বর্ণনা করিয়া শতাবধানী নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন :—

ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুধ্য সৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুধ্য সৎ
কার্য্য জাতকে বিলোকি লোকসন্ততে * * *।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীব শক্তিশূন্যকং
ক্রমাদ্বিশেষগৌরবস্তু সঙ্গতিঃ সুদৃষ্টিমৎ ॥*

৮ম প্রশ্নের উত্তর,—শতাবধানী মহাশয়ের রচিত তোটকছন্দে সাগরসঙ্গম-বর্ণন শ্লোক,—

ইহ সাগর সঙ্গম আস্ত ইতি, প্রথিতঃ খলু সর্ব্বজনৈরধিকম্।
পুনরীক্ষণপাত্রমপীহ ভবন্নিতি ভূরি ময়াথিত এব ভবেৎ ॥†

৯ম প্রশ্নের উত্তর,—"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্" এই শ্লোকাংশ অবলম্বনে শতাবধানী পণ্ডিত যে শ্লোক রচনা করিয়া কৃষ্ণকমল বাবুর সমস্যা পূর্ণ করিলেন, তাহা এই :—

দেশে হ্যন্যত্র তু বা স্বকীয়জনবদ্দেশেঽপি বা কেবলং
সর্ব্বেষামপিতোষদানকরণৈ র্বিদ্যাবিশেষৈঃ ক্রমাৎ।
যাস্তল্লোকগণস্য কীর্ত্তিরতুলা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতঃ
দৃষ্ট্বা স্নেহবশাদপীহ মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্ ॥‡

১০ম প্রশ্নের উত্তর—ঘণ্টাবাদনের সংখ্যা নির্দ্দেশ। এ বিষয়েও শতাবধানী পণ্ডিত অতি আশ্চর্য্যরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন মোট দ্বাদশবারে ৩৭টি শব্দ হইয়াছে,—১মবারে ৩ঘা, পরে ২, পরে ৩, পরে ৫. পরে ১, পরে ৩, পরে ২, পরে ৪, পরে ৫, পরে ২, পরে ৪, পরে ৩, এই বারোবারে ৩৭ ঘা বাজিয়াছে। মেটা সাহেবের লিখিত তালিকার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উত্তর ঠিক মিলিল।

১১শ প্রশ্নের উত্তর,—দীনেশ বাবুর তারিখের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন :—"১৮৯৭ সালের ১২ জুন" শুক্রবার ছিল; কিন্তু প্রশ্ন কর্ত্তা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলেন, উহা ভীষণ ভূমিকম্পের দিন; ঐ দিন শুক্রবার নহে, শনিবার।

---

* সদা চকাস্তি শৈশবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুদ্ধ্য সৎ-
প্রবৃদ্ধি ভূরি কার্য্যতো বিনোদদক্ষ পশ্যতাম্।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীবশক্তিহৈন্যবৎ
ক্রমাদ্বিশেষদৃষ্টিলোকসঙ্গতেশ্চ কীর্ত্তিমৎ ॥

† ইহ সাগরসঙ্গম আস্ত ইতি
প্রথিতঃ খলু সর্ব্বকলোন্নততা।
গণিতো ভুবি পূর্ব্ববুধৈশ্চ ভবন্
বহু যত্ন ময়ার্থিত আপ্তভবৎ ॥

‡ দেশোহন্যত্র তু বা স্বকীয়জনবৃন্দশেহপি বা কেবলং
সর্ব্বেষামপি তোষদানকরণৈর্বিদ্যাবিশেষৈঃ সমম্।
যাস্তল্লোকগণস্য কীর্ত্তিরতুলা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতো
দৃষ্টৈঃ স্নেহবশাদপীতি মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্ ॥

১২শ প্রশ্নের উত্তর—অতঃপর শাস্ত্রীমহাশয় ব্যোমকেশবাবুর প্রদর্শিত ফটোগ্রাফগুলির নাম যে পর্য্যায়ে দেখান হইয়াছিল, সেই পর্য্যায়ে বলিয়া গেলেন—১ম Captain Mile Banke, ২য় Count Waldersee, ৩য় A. O Hume, ৪র্থ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও ৫ম নবাব মীরজাফর।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সভ্যবৃন্দের অনেকেই সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই শেষের বিস্ময়রস-সম্বলিত আনন্দটুকু উপভোগ করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি সকলের সহিত শতাবধানী পণ্ডিতের কথোপকথন আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ কার্য্যে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে চলিয়া যাওয়ায় মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি এবং সভাস্থ সকলেই শতাবধানী পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রীর অদ্ভুত স্মরণশক্তি, কবিতা-রচনাশক্তি ও গণনাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সভাগৃহে পঞ্চশতাধিক লোক, সাধারণের কোলাহল, অথচ বারটি পৃথক্ বিষয়ের প্রতি যুগপৎ অবধান!—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। মহা গোলমালের মধ্যে দশজনে দশদিক হইতে দশরকমের প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে করিতেছেন, সেগুলি মনে রাখা, মাঝে মাঝে কতবার ঘণ্টার শব্দ হইল তাহা স্মরণ রাখা, বহুসংখ্যক অজ্ঞাত লোকের ফটোগ্রাফ একবার মাত্র দেখিয়া নাম মনে রাখা, অজ্ঞাত ভাষায় মাঝে মাঝে যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ বিধান করা এবং সমুদয় প্রশ্নের শেষে অবিরাম ভাবে যথাক্রমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন। এই সময়ে অনেকেই শতাবধানী পণ্ডিতকে একটী গান শুনাইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রীতিপূর্ব্বক কল্যাণরাগে একটী কীর্ত্তনের সশীর্ষ একটি পদ গান করিলেন। অবশেষে শতাবধানী পণ্ডিত ও উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায়গণকে এবং সভ্যমণ্ডলীকে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

গত ১২ আশ্বিন (১৩০৮), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় পরিষদের ৫ম মাসিক অবিধেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ (সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।
„ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ শিবভজন ত্রিবেদী।
„ মাখনলাল দীক্ষিত।
„ শ্রীরাম শাস্ত্রী।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী, এম্ এ, ব্যারিষ্টার
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ বামনচন্দ্র দাস এম্, এ।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বিনোদবিহারী বসু, বি এ।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রায় „ চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, সি এস্।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ জগদ্বন্ধু মোদক।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল (সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ ⎫ (সহকারী
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী ⎭ সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) আবৃত্তি (ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল দীক্ষিত কর্ত্তৃক সংস্কৃতে মদন ভস্ম এবং (খ) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বরচিত "খাঁ জাহান" নামক নাটকের অংশ বিশেষ। (৪) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাঙ্গালা

কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ (খ) তমোলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "তমোলুকের প্রাচীন ইতিহাস" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। পরে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সাহা, বি এল, আলিপুরের উকীল।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২। „ হরগোপাল দাস কুণ্ড, মাড়োয়ারী পটী, মাহিগঞ্জ
„ „	„ „	৩। „ হেমেন্দ্রমোহন বসু, ৬৭।১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ „	„ „	৪। „ হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১০নং শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। „ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ	„ „	৬। „ বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ।
„ „	„ „	৭। „ যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্যরত্ন বেদান্ততীর্থ, ৭৪।১ হ্যারিসন রোড।
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্ এ	„ „	৮। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী জমীদার গপিবাড়ী, ১৬০নং বহুবাজার।
„ „	„ „	৯। „ নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৬০নং বহু বাজার ষ্ট্রীট।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	১০। „ কুমার রজনীকান্ত রায়, বি এ চৌপা ১১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	„ „	১১। „ তারকদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ,	„ শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম এ	১২। „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এল এল ডি. উকীল, এলাহাবাদ হাইকোর্ট।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। „ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্তব্যোমকেশ মস্তফী	১৪। শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, যোপুর।
" কিরণচন্দ্র দত্ত	" "	১৫। " শ্রীধর বসু, ১১নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
"	" "	১৬। " মুরলীধর রায়, ১৬নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।

তৎপরে মাখন বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয় আবৃত্তি করিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় মদনভস্ম ও রতিবিলাপ আবৃত্তি করিলেন এবং একটি সুমধুর স্তোত্র শুনাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে ইন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, আমার সাহিত্য পরিষদে আজ এই প্রথম আসা ঘট্‌লো, আমি ইচ্ছা করেই দূরে থাক্‌তেম। সাহিত্যপরিষৎ ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছেন অনেক দিন। মধ্যে একবার একটা ব্যাকরণ সমিতি হয়েছিলো, তাতে আমাকে সভ্য নিযুক্ত করা হয়। আমায় কিজন্য যে সে সমিতিতে নেওয়া হয়েছিলো, তা আমি বুঝতে পার্‌লেম না; আমি ব্যাকরণের কিছুই জানি না। অনেক দিন এ সমস্যার মীমাংসা পাইনি, শেষে ব্যাকরণ সমিতির যখন রিপোর্ট দেখ্‌লেম, আমার মত যাঁরা কোন ব্যাকরণই জানেন না, তাঁহাদেরই অনেকে সভ্য হয়েছেন, তখন বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। যাই হোক, আজ এখানে এসে ভেবেছিলেম, কোন কথা না বোলেই শুধু শুনে চলে যাব, কিন্তু আপনাদের অনুরোধে তা হোলো না। কিন্তু কি বোলবো, আমার স্মরণশক্তি বড় অনুকূল নয়। এতক্ষণ যা শুনেছি, তার অনেক কথাই স্মরণ নাই, সেজন্য সময়ে সময়ে আমায় বড় নাকানি চোবানি খেতে হয়। যাই হোক, এখন কথাটা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বোলেছেন, বাঙ্গালা ভাষাটা যে কি পদার্থ, তা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর এ প্রবন্ধও তদনুযায়ী হোয়েছে। তিনি পুরাতন পরিভাষা ছেড়ে দিয়ে দু একটা নূতন পরিভাষা কোরে নিয়েছেন, নিজন্ত শব্দ ত্যাগ কোরে নৈমিত্তিক শব্দ গ্রহণ করেছেন; প্রত্যয় স্থির করতে গিয়ে অন্তেস্থিত স্বর বা ব্যঞ্জন দৃষ্টে একটা কিছু স্থির করে নিয়েছেন। উদাহরণ আমি ঠিক স্মরণ করে বল্‌তে পার্‌বনা। আর একটা কথা বলি, রবীন্দ্র বাবু হয়ত এ রকম বলেন নাই, যেমন কতকগুলা শব্দের শেষে "রি" আছে দেখে রবীন্দ্র বাবু স্থির কোর্‌লেন যে এই "রি" টা তদ্ধিত প্রত্যয়, অমনি সেই ধরণের কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ কোরে উদাহরণ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই ফর্দ্দের ভিতর হয়ত "মাষ্টারী" কথাটাও পোড়্‌লো। এখন "মাষ্টা" শব্দের উত্তর "রি" প্রত্যয় কোরে যে মাষ্টারী কথাটা হয়নি, তা সকলেই বুঝিতে পারেন। রবীন্দ্রবাবুর "রি" প্রত্যয়ের উদাহরণের ফর্দ্দে হয়ত মাষ্টারী কথাটা নাই, কিন্তু মস্ত প্রত্যয়ের উদাহরণে বুদ্ধিমন্তের পাশে "আক্কেলমস্তকে" বসিয়েছেন। আরও বিচার করে বোলেছেন আক্কেলমস্ত হয়, কিন্তু চালাকীমস্ত হয় না কেন? ফারসী ব্যাকরণে একটু আক্কেল থাক্‌লে জানা যেতো যে, ফারসী "আক্কেলমন্দ" শব্দটা বাঙ্গালীর উচ্চারণে ঐ রকম হয়ে

পোড়েছে, আর ফারসীতে "চালাকীমন্দ" হয় না, তাই চালাকীমন্ত বাঙ্গালীরা পারনি। কাজেই বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে গেলে সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজী সবরকম ভাষার ব্যাকরণে ভাল রকম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তার উপর নানা স্থানের গ্রাম্য ভাষা, স্বর বিপর্য্যয় জানা আবশ্যক। বাঙ্গালী বল্‌তে যাদের বুঝায়, তাদের সকলের উচ্চারণ একরূপ নয়। পাঞ্চভৌতিক অত্যাচার বড় বেশী; সকলে সকল স্থানের কথা উচ্চারণ করিতে চায়, কিন্তু পারে না, তাদের বাক্‌যন্ত্র তা উচ্চারণ কর্‌তে সমর্থ নয়। তার উপর আমাদের বর্ণমালা নাই। বাঙ্গালা ব'লে যে বর্ণমালা আমরা ব্যবহার করি, তা সংস্কৃত, তাতে বাঙ্গালা ভাষার সকল কথার উচ্চারণ লেখা যায় না। আমাদের "অ" কাছে "আ" আছে; কিন্তু "অ্যা" নাই, "ও" আছে "ঔ" আছে "ওয়া" নেই, লিখি "এখন" বলি "য়্যাখন"। হ্রস্ব আকার নেই, সেজন্য বড়ই কষ্ট পেতে হয়। জপ, তপ, বল, শব্দের প্রত্যে-কের প্রত্যেক বর্ণ চাই অকারান্ত; কিন্তু উচ্চারণে দুটা বর্ণের অকার একরূপ নয়, শেষেরটা অর্দ্ধ "অ" কার, ঠিক হসন্ত অর্থাৎ অকার হীন নহে অথচ প্রভেদ নাই। হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ বুঝ্‌তে পারে না, ও যেন বোসেদের বাড়ীর "বামা" আর ঘোষেদের বাড়ীর "বামা"। রবীন্দ্র বাবু একটি কথা বেশ ব্যবহার কোরেছেন, একমাত্রিক ধাতু মাত্রা দ্বারা একটা মাপ পাওয়া যায়, কিন্তু একমাত্রিকের ন্যায় দ্বিমাত্রিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্র বাবু যদি এক রকমে ভাষার মাত্রা স্থির করে দিতে পারেন, তো মন্দ হয় না। তবে কি জানেন, আমরা জাত্‌টে মাত্রাহীন বা অতিমাত্র। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনে, আর আমি নিজে নাড়াচাড়া কোরে যতটা বুঝ্‌লাম, তাতে দেখ্‌ছি, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনও হয়নি, তা করা তো দূরের কথা। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন। আর আমি আপনাদের বিরক্ত কর্‌ব না। যাই হোক, রবীন্দ্র বাবুকে আমার সহস্র ধন্যবাদ যে, তাঁর ন্যায় সুলেখক এবিষয়ে আলোচনা কর্‌ছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর সংগ্রহাতিরিক্ত আর কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ উপস্থিত করিলেন। সভাপতি মহাশয় রাত্রির আধিক্য প্রযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে আপত্তি করিয়া বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হউক। এখন উহা সমস্ত পড়িতে গেলে, আমরা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত বা আলোচনা শুনিতে পাইব না। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব ব্যোমকেশ বাবুই অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত। ইন্দ্রনাথ বাবুর আলোচনাতে বক্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়, রবীন্দ্র বাবু এবং ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধাবলী এবং আজকার আলোচনা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিরা মোটামুটি

এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাটা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। ইহার প্রকৃতি অন্যরূপ। ঠিক সংস্কৃতানুসারিণী হইলে এই ভাষার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিদেশী ভাষার শব্দও ইহাতে যথেষ্ট আছে। সে সকলের সংগ্রহ ও তাহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত প্রয়োগাদি জানা আবশ্যক। অভিধানের বাস্তবিক অভাব। ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবিত শব্দসংগ্রহ অতি আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার পাণিনি বলিলেই হয়। ণিজন্ত শব্দের পরিবর্ত্তে নৈমিত্তিক শব্দ ব্যবহার সুসঙ্গত হইয়াছে। পালি ভাষায় ণিচ নাম নাই, তৎপরিবর্ত্তে "কারিত" প্রত্যয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সমস্ত শব্দকে রবীন্দ্র বাবু যে ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক এই দুই ভাগে যে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। গুণবাচক শব্দগুলিও প্রকারান্তরে বস্তুবাচক। ব্যোমকেশ বাবুর "ইয়ৎ" প্রত্যয় ও রবীন্দ্র বাবুর "ইয়তী" প্রত্যয় একই কথা। ঐ সকল কথা মতভেদের মীমাংসা শব্দসংগ্রহের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রনাথ বাবু বর্ণমালা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি ভারতীতে ভারতীয় বর্ণমালা নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্ব্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্র বাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।

মত ভেদ যাহা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটা ভুল উভয় পক্ষেই হইতেছে, প্রবন্ধটী কি ও কি নয়, তাহা আগে দেখা আবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ব্যাকরণ নহে। যাঁহারা তাহা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু প্রত্যয়াদির রূপ বাঁধিয়া দেন নাই, প্রত্যয় পরে শব্দ গঠনের নিয়ম লেখেন নাই, বিধিনিষেধের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তিনি পদান্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধরিয়া কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। ব্যোমকেশ বাবুর মত সেগুলির উৎপত্তি কোন্ ভাষা হইতে তাহাও নির্ণয় করিতে যান নাই, এমন কি জানা শুনা বিদেশী শব্দগুলিকেও জানিয়া শুনিয়া নিজকৃত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় কৃৎ ও তদ্ধিত, প্রত্যয়, কিন্তু তিনি এতই সাবধান যে, কোন্‌গুলা কৃৎ আর কোন্‌গুলা তদ্ধিত, তাহা পর্য্যন্ত তিনি পৃথক্ করিতে চেষ্টা পান নাই বা বলিয়াও দেন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপেও "কৃৎ" নাম নাই। যে সকল বাঙ্গালা শব্দের উপর কাহারও কোন দিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। রবীন্দ্র বাবুর লেখার গুণে প্রবন্ধে সে আকর্ষণী আছে। রবীন্দ্র বাবুর এই সূত্রপাতে, আশা হয়, একদিন এবিষয়ে একটী exhaustive সংগ্রহ দেখিতে পাইব। রবীন্দ্র বাবু যে গৌড়িয়ান গ্রামারের কথা বলিলেন, তাহা ডাঃ হরন্‌লির লেখা। গৌড়িয়ান গ্রামারে এইরূপ দেখা যায়; কিন্তু তাহার টান সাধু ভাষার দিকে। আর

সেটা বড়ই পুরাতন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বিষয়ের অনেক কথা আছে। তবে সে খানি ছেলেদের পড়িবার জন্য লেখা, সুতরাং তাহাতে শব্দ গঠনের নিয়মাদি, বিধিনিষেধ সবই আছে। সংস্কৃত শব্দও তাহাতে আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কষি টানিয়া পৃথক্ করা আছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি আর বেশী কি বলিব? সবই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার আর এক রকম ব্যাকরণ যে হইতে পারে, আজকার আলোচনায় তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ই এই ভিন্ন পথটি দেখাইয়াছেন। অভিধান হওয়া অতীব আবশ্যক, নতুবা এ কার্য্য অগ্রসর হইবে না। অভিধান হ'লে বুঝা যাইবে, ব্যাকরণ কি ভাবের হইবে; সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অধিক হইলে ব্যাকরণে সংস্কৃত সূত্রাধিক্য হইবে, আর অনুপাতের এদিক ওদিক হইলে ব্যাকরণ অন্যরূপ হইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার আবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, দীক্ষিতের উচ্চারণ অনেক শুদ্ধ, তথাপি শ্রীরাম শাস্ত্রীর ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের উচ্চারণশিক্ষা স্বরভেদশিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এখানকার পণ্ডিতদের উচ্চারণ অবোধগম্য ও লজ্জাকর। শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে এ বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ সংস্কৃত কলেজে স্বরশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমার একান্ত মিনতি, এবিষয়ে তিনি কিছু করেন। যদি পরিষৎকে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে হয়, বা করিলে সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরিষদের তাহাও করা উচিত। পরিষৎকেও আমি অনুরোধ করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১লা ডিসেম্বর (১৯০১) অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্।	" যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
" কালিদাস নাথ।	" বাণীনাথ নন্দী।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" গিরিশচন্দ্র বসু।	" মৃণালকান্তি ঘোষ।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।	" নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু।
„ শরৎকুমার রায় এম, এ,
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ।
„ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার)।
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
„ নরেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস, বি, এল।
„ অমৃতলাল মল্লিক, বি, এল।
„ সত্যকৃষ্ণ বসু।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সকল নির্দ্দিষ্ট ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য নামক প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শিবাপ্রসন্ন বাবু সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন। কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ,	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ	১। ডাঃ কেদারেশ্বর আচার্য্য এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
(পুনর্নির্ব্বাচন)	শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল	২। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল,	৩। ডাঃ গিরিশচন্দ্র বাগছী।
„	„	৪। যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ অধ্যাপক আলিগড় কলেজ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। শ্রীযুক্ত বিনদাচরণ মিত্র, নলহাটি, বীরভূম।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ	৬। রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী, বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল,	৭। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৮৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
„	„	৮। যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল, উকিল যশোহর, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি. এল, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর) ৪ নং ল্যান্সডাউন রোড।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশযেব এই প্রবন্ধ বহুমূল্য। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রবন্ধের প্রশংসা যথেষ্ট করিতে হয়। নাথ মহাশয়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রবেশ আছে। তাঁহাব আডম্বব নাই, যশ আকাঙ্ক্ষা নাই, সাহিত্যালোচনাকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যেব অঙ্গীভূত করিয়া লইযাছেন। আমি প্রস্তাব করি, বৈষ্ণব সাহিত্যেব সম্পূর্ণ আলোচনা বাঙ্গালা ভাষাব প্রাচীন অবস্থাদি নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক বা পুস্তিকা বচিত হউক, আব তাহাব ভাব নাথ মহাশযেব ন্যায় লোকেব হস্তেই অর্পিত হউক। সাহিত্য-পবিষৎ এ বিষয় বিবেচনা কবিলে বিশেষ প্রীত হইব। ৩।৪ মাসের পবিশ্রমে এ কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইতে পাবে। এইরূপ কর্ম্মেব লোক আমি নাথ মহাশয়কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিযা মনে কবি। তাঁহাব প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে,—আমি যতটা আলোচনা কবিযাছি, তাহাতে আমাব বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা কোন দিনই কথিত ভাষা ছিল না—উহাব নামার্থ হইতেই প্রতিপাদন হয় যে, উহা মার্জ্জিত ভাষা। ভাষাব কথিত অবস্থা হইতে শব্দ চযন করিয়া পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষাব সম শব্দগুলিব (common word) সহিত একত্র করিযা লিখিত ভাষার রূপ স্থির কবেন, পরে তাহাব সংস্কাব ও মার্জ্জনাদি কালে হইতে থাকে। বেদের সংস্কৃত ও পুবাণেব সংস্কৃত এবং কাব্যাদিব সংস্কৃত এক নহে। আমাব অনুমান হয়, প্রাকৃত বলিয়া আমবা যে সংস্কৃতেব অপভ্রংশ ভাষা পাই তাহা সেকালেব কথিত ভাষাব রূপ, আর সংস্কৃত সেকালেব লিখিত ভাষাব রূপ। কথিত ভাষার রূপ অতি প্রাচীন কালে বাঙ্গালাব কিরূপ ছিল, তাহা ডাক ও খনার বচনে পাওযা যায। ডাকেব বচনেব পুবাতনত্ব আমাব নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া বোধ হয। সেই ভাষা কালে মার্জ্জিত হইযা যখন ভারতচন্দ্রের ভাষায় দাঁড়াইল, তখন তাহা একবাবে সংস্কৃত হইযা পড়িয়াছে। ভাবতচন্দ্রের অনেক স্থল এতই সংস্কৃত যে নাগবাক্ষরে লিখিলে, সংস্কৃত জানা অন্য প্রদেশের লোকের বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। ভারতচন্দ্রেব ভাষাব তুলনায ডাক ও খনার বচনের ভাষা ইতর ভাষা নাম পাইয়াছে। ইহাও যেমন পরিণতি, প্রাকৃত হইতে বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষাব আকার নিরূপিত হওয়াও সেইরূপ পরিণতি। মার্জ্জিত ভাষা অর্থাৎ লিখিত ভাষার অবস্থা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনে যখন অভিধান সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, তখন যে ভাষার প্রতি লোকের আর আস্থা থাকে না, সে ভাষা ত্যাগ করিয়া তখনকাব চলিত কথিত ভাষার আবার সংস্কার কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়। লিখিত ভাষার নূতন রূপ দেখা দেয। এই সময়ে কথিত ভাষা আরও সরল হইয়া পড়ে। একটা কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষায় পবিণত করিয়া ফেলিলে কথিত ভাষার আর একটা রূপের উৎপত্তি হয়, আবার কালে তাহার সংস্কার হইয়া তাহাও

লিখিত ভাষার রূপ ধারণ করে। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ আকার দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধেও আমার ঐরূপ ধারণা। প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কতটা ঘনিষ্ঠতা তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সূত্রগুলি দ্বারা নাথ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি শব্দ সাধিয়াছেন, আমার বিশ্বাস সকল শব্দে সে নিয়ম খাটাইতে পারা যাইবে না। তিনিও ঐ সকল সূত্রের উদাহরণে যে সকল শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পদাবলীর ভাষার শব্দ; ঠিক বাঙ্গালা শব্দের সংখ্যা তাঁহার উদাহরণমালায় বড় কম। এইরূপ পিঙ্গলের প্রাকৃত ছন্দঃ শাস্ত্রে যে সকল প্রাকৃত শব্দ উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত তুলসী দাসের রামায়ণেই পাওয়া যায়। এই জন্য বোধ হয় উহা তুলসীদাসের সময়ের বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ। আমার ধারণা প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্রজবুলীর বা পদাবলী সাহিত্যের ভাষার শব্দের অনুকূল সূত্র পাওয়া যায়। ঠিক বাঙ্গালা ভাষার শব্দের অনুকূল শব্দ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র বাবুর ভানু সিংহের কবিতা আর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাষা আর রায় শেখরের ভাষা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমার আরও বিশ্বাস পদাবলীর ভাষা সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত ভাষার ন্যায় কখনও কথিত ভাষা ছিল না। উহা চিরদিনই লেখনীর ভাষা। বিদ্যাপতির কবিতায় বঙ্গীয় ও মৈথিল পাঠ পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। এই বিভিন্নতা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, রায় বসন্ত, যিনি বিদ্যাপতির ভাষায় এবং পদের অনুকরণে পদাদি লিখিতেন, তিনিই মৈথিল বিদ্যাপতিকে ভাঙ্গিয়া বঙ্গীয় বিদ্যাপতি করিয়াছেন। আসল হইতে নকল ভালই হইয়াছে। পদাবলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনুমান, তখন বৃন্দাবনই লোকের প্রিয় তীর্থ ছিল, লোকে সেখানে গিয়া সেখানকার ভাষার অনুকরণে পদাদি রচনা করিত। সেখান হইতে যাহারা আসিত, বিদ্যাপতির অমৃতময়ী কবিতাগুলি তাহাদের বড়ই ভাল লাগিত, এইরূপে মৈথিল ভাষার কবিতার উপর ব্রজধাম প্রত্যাগত পদ কর্ত্তার ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালা পদাবলী ভাষার উৎপত্তি। ইহা খিচুড়ী ভাষা। খিচুড়ী হইলেও অমৃতকুণ্ড তবে ভাষার হিসাবে সেটা কিছু নয়। ব্রজবুলীতে অর্থাৎ পদাবলীতে আহ্মি তুহ্মি আছে, আর শ্রীহট্টের কথিত ভাষায় আজও আহ্মি তুহ্মি প্রচলিত। অথচ ব্রজবুলী শ্রীহট্টের ভাষার ঘনিষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত নহে। পদাবলীর ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার সম্পর্ক নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আমি প্রবন্ধরচয়িতাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার প্রবন্ধের এবং গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে প্রশংসার যোগ্য। তবে প্রবন্ধের সকল কথা এবং দীনেশ বাবু ইহার আলোচনায় যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আমি অনুমোদন করি না। দীনেশ বাবুর প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—বাঙ্গালা ভাষা ঠিক সংস্কৃত হইতে, না ঠিক

প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালায় পালির প্রভাব বড় বেশী। প্রাকৃতের মাগধী আর বৌদ্ধযুগের পালিভাষা এক নহে। বৌদ্ধযুগেব পালিতে সংস্কৃত রীতি অল্পই বিকৃত, আর প্রাকৃত মাগধীতে বেশী বিকৃত। ঐ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা আছে পরিষদে আমি একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পড়িব। কালিদাস বাবুর পন্থানুসরণ করিয়া যদি কেহ কেহ এইরূপ একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে বাঙ্গালাব শব্দোৎপত্তি নির্ণয়ে অগ্রসর হন, তবেই ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের কার্য্য অগ্রসর হইবে। যাহা হউক দীনেশ বাবুব প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ যদি এ কার্য্যের ভার কাহারও উপর নির্ভর করেন তবেই সুবিধা হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য সামান্য। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে ধন্যবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে দিতে হয়। এপর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় সুশৃঙ্খলে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে কেহ অগ্রসর হন নাই। তিনি প্রাকৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়া তৎ সাহায্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সাধিয়াছেন, তাহা কিছু নিতান্ত অল্প নহে। এখনকার বাঙ্গালা ভাষাব অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। দীনেশ বাবু পিঙ্গলের প্রাকৃত এবং নগেন্দ্র বাবু বৌদ্ধ পালি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও বলিবাব কথা আছে। ববরুচি প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকবণে আমবা দেখিতে পাই, বররুচি প্রাকৃতেব চারিটি রূপ দিয়াছেন, এবিষয়ে আলোচনা করিলে বোধ হয় যে কথিত ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষাব কখনই একত্ব হয় না। লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু ব্যাকরণাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন কথিত ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হয়, তখন কথিত ভাষার রূপান্তর হইতে থাকে। জমিদারী সেরেস্তার লোকেরা সাহিত্য ব্যাকরণের ধার বড় ধারে না, এখনও না। তথাপি এখনকার একখানা দলীলের বাঙ্গালা ও ৫০ বৎসর আগেকাব লিখিত একখানা দলীলের বাঙ্গালা দেখিলেই কালের প্রভাবে ভাষার পরিবর্ত্তন ও কথিত ভাষার লিখিত ভাষায় প্রবেশ চেষ্টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্যাকরণ লইয়া শব্দ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে একখানা ব্যাকরণের উপর নির্ভর করিলে হইবে না। বৌদ্ধ পালিতে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতই অধিকাংশ ছিল; শেষে সে পালিরও কত রূপান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক আজ দীনেশ বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হউক। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় এইরূপে শব্দ সংগ্রহ ও তাহার তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত হউন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবিষয়ে তাঁহার সহিত যোগদান করুন। আমি জানি তিনি নিজেই পদাবলী সাহিত্যের অনেকানেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন সেই তালিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের তথ্য ও ইতিহাস নিরূপণ করুন। ইঁহারা পরস্পর সাহায্য করিলে, কাজটা ভালই হইবে। সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া কেনই বা পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা euphony প্রভৃতি কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

আমার মনে হয়, হয়ত স্থানভেদে মানুষের বাক্‌যন্ত্রের গঠনও ভিন্ন হয়, তদনুসারে সর্ব্বত্র সকল স্বর বা সুর সমানাকারে উচ্চারিত হয় না। কুমিল্লার উচ্চারণে ও এদেশের উচ্চারণে পার্থক্য আলোচ্য বিষয় বটে। আমি অবশেষে আবার প্রস্তাবিত কার্য্যে গোস্বামী ও নাথ মহাশয়কে শীঘ্র শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তার ন্যায় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধ এই প্রকার আলোচনার এই প্রথম। প্রথম প্রবন্ধে তিনি যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত উপস্থিত করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হইলে ভাষার অনেক রহস্য জানা যাইবে। দীনেশ বাবুর ধারণা সংস্কৃত ভাষা কোন দিন কথিত ভাষা ছিল না। সাহেবরাই এ কথা বলেন, আর তাঁহাদের ধারণা ধরিয়াই দীনেশ বাবু একথা বলিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে লীলাশুকের গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকর্ণামৃত। উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহার সংস্কৃত টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থ রচনার পরিচয় দিয়া কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, উহা লীলাশুকের গ্রন্থ রচনার হিসাবে রচিত নহে, বৃন্দাবন যাইতে যাইতে পথে ভাবাবেশে সহচরগণের কথা প্রসঙ্গে তিনি মুখে মুখে কৃষ্ণলীলা সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক তাঁহার সহচরেরা লিখিয়া লইত। এইজন্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের কোথাও লীলাশুক বিরচিত এরূপ ভণিতা নাই। শুকমুখ উচ্চারিত বলিয়া বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও লোকে অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। যতীন্দ্র বাবু অযোগ্য হস্তে ভারার্পণ করিতেছেন। আমার শব্দ সংগ্রহ আছে সত্য, কিন্তু তাহার ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষমতা আমার কোথা। ইচ্ছা বটে করিব, এক্ষণে ভগবান্ যতটা করান, তাহাই হইবে।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য পরিষদের এই সকল আলোচনা অত্যাবশ্যক এবং পরম আহ্লাদের বিষয়। অদ্যকার প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। সাহেবেরা এই ভাবে আমাদের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক অমূলক কথা আছে, আমাদের চেষ্টায় অমূলক কথা প্রকাশিত হউক। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, পদাবলীর ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা নিরূপণের জন্য অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিবার আবশ্যক কি? এ তত্ত্ব নিরূপণের জন্য পরিষদের একটা আজীবন চেষ্টা আরম্ভ হউক। আজকার মত যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। ১০।২০ বৎসরে এ চেষ্টার শেষ না হইলেও এখন হইতে কার্য্য আরম্ভ ও অগ্রসর হউক না? আমি অব্যবসায়ী, এসম্বন্ধে আমি আর বেশী যুক্তি কি দিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ পাঠককে সকলেই ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমিও দিতেছি। এবিষয়ে বেশী বলিবার কিছুই নাই। বলিবার যোগ্যতারও অভাব। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আমার বড় নাই। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার

আরম্ভ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে উহা প্রধান কার্য্য। ভারতের ভাষা আমার বোধ হয় তিন শ্রেণীর—সংস্কৃত, দ্রাবিড়ী ও অপরাপর। হিন্দি, উড়ে, বাঙ্গালা, আসামী সংস্কৃত সম্পর্কে উৎপন্ন; তামিল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়ী; আর নেপালী, সাঁওতালী, পাহাড়ী প্রভৃতি অপরাপর ভাষা। ভাষার পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রাকৃত একরকম নয়, শকুন্তলার, বিদূষক, ধীবর, শকুন্তলার মুখে যে সকল প্রাকৃত আছে, উহা বিভিন্ন প্রকারের। আবার মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃত শকুন্তলার প্রাকৃতের ন্যায় নহে। বিভিন্ন প্রাকৃতের এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোন কালে কথিত ভাষা ছিল না, তাহা হঠাৎ বলা যায় না। প্রথম দৃষ্টিতে হঠাৎ দীনেশ বাবুর মত তাই বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দ্রাবিড়ীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখিলে তাহাতে আবার সন্দেহ হয়। সংস্কৃত কিরূপে প্রাকৃত হইল তাহা নিরূপণ করিতে যাওয়া একটা speculation বলিতে হইবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিয়মগুলি কি তাহা অবধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। মাগধী ও শৌরসেনী নামে প্রাকৃতের যে দুইরূপ আছে, তন্মধ্যে মাগধী হইতে বাঙ্গালা, উড়ে, বিহারী, আসামী ভাষার উৎপত্তি আছে, শৌরসেনী হইতে নানাবিধ হিন্দুস্থানীর উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন অন্য ভাষার স্রোতে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। হিন্দুস্থানীর সহিত পারসীক মিশিয়া উর্দ্দু হইয়াছে। প্রথমে মূল বৈদিক সংস্কৃত, পরে পণ্ডিতী সংস্কৃত; তৎপরে পালি প্রাকৃত পরে বাঙ্গালা তাহাও আবার দেশ ভেদে বিভিন্ন, ইহার মধ্যে কি একটা নৈকট্য আছে তাহাই দেখাইলে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই হইতে পারে। এ বিষয়ে আজকার প্রস্তাব সৎ প্রস্তাব। এইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের কার্য্যও অগ্রসর হইবে। অবশেষে প্রবন্ধ লেখককে এবং অন্যান্য বক্তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব মত গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ের বিবরণ যাহা আমায় দিতে হইবে, যে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দলীলের রেজিষ্টারী দাতার পক্ষ হইতে এবং পাঁচ জন ন্যাসীর মধ্যে তিন জনের পক্ষ হইতে হইয়া গিয়াছে। অপর দুই জনেরও আগামী সপ্তাহে হইবার আশা আছে। উহা হইয়া গেলেই আমরা ঐ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সভা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১০ই ডিসেম্বর (১৯০১) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী (সহ সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহ সভাপতি)
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর)
কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ।
„ „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
রায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
„ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম্, এ।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার।
„ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস „
„ বলাইচাঁদ গোস্বামী।
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি এল্।
„ হেমচন্দ্র মল্লিক।
„ উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব।
„ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
„ সতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ।
„ অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,
„ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
„ জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল।
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
কবিরাজ „ নবকান্ত সেন।
„ করুণাকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
পণ্ডিত „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
„ „ শতাবধানী শ্রীরাম শাস্ত্র
„ „ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ „ মনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
„ „ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ নরেন্দ্রনাথ সেন।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ যতীন্দ্রনাথ বসু।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
„ কুঞ্জলাল রায়।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ গিরিশচন্দ্র বসু।
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
„ বামনচন্দ্র দাস।
„ গোবিন্দলাল দত্ত।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ সতীশচন্দ্র বসু। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ, বি,এল।
„ কালিদাস নাথ। (সম্পাদক)
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃসম্পাদক
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ, }
„ অম্বিকাচরণ দাস।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল। (১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক একখানি পুরাতন দলীল (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক "বাগ কল্পদ্রুম" নামক গ্রন্থ। (৪) প্রবন্ধ-পাঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধ, (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল আঢ্য ৩৯।১নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট।
„	„	৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
„	„	৪। শ্রীযুক্ত হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
„	„	৫। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, মহাফেজ হাইকোর্ট আপিলেট সাইড
„	„	৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া
„	„	৭। শ্রীযুক্ত প্রেমতোষ বসু, ১১৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৮। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম, এ,
„ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৯। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যাপার কতটা অগ্রসর হইল, তাহার বিবরণ দিবার ভার

আমার উপর আছে। আজ সে সম্বন্ধে কতকটা বিবরণ আমি দিতে পারিব। আপনারা দেখিতেছেন, আমাদের স্থানের কিরূপ কষ্ট। এই কষ্ট সহ্য করিয়াও যে আপনারা আসিয়াছেন, ইহাতেই পরিষদের প্রতি আপনাদের বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে সকল ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে পরিষদের প্রতি দিন দিন সাধারণেরও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক কাশিমবাজারের বদান্যশ্রেষ্ঠ মহারাজের কৃপায় আমাদের এই স্থানের কষ্ট ঘুচিয়াছে, সাত কাঠা জমি তিনি দান করিয়াছেন। তাহার দলীলও রেজিষ্ট্রী হইতেছে। পাঁচ জন ট্রাষ্টী বা ন্যাস রক্ষকের মধ্য হইতে তিন জনের রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। বাকি দুই জনের রেজিষ্ট্রীও আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে হইয়া যাইবে। অদ্য একটা কথা বলিব। এতদিন দলীল পাই নাই তাই বলিতে পারি নাই। এখন যাহাতে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারা যায়, আপনারা তাহার চেষ্টা করুন। চাঁদার খাতা উপস্থিত আছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা সহি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন। এই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ইহার সমর্থন করিলেন, কিন্তু কেহই সভাস্থলে স্বাক্ষর করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, সেদিন এ প্রস্তাব অনুসারে কোন কার্য্য হইল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—যে দলীল খানি দেখাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে সে সম্বন্ধে আরও অনেক দলীল ও বিবরণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। নগর কীর্ত্তনে যে খণ্ডি বাহির হয়, সেই খণ্ডি কি, তাহার বিবরণ কি, বৈরাগী বিবাহে পাঁচ সিকার যে কণ্ঠী বদলের ব্যবস্থা আছে তাহার এবং বৈষ্ণবাপরাধে বৈরাগী সমাজের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কথার ইতিহাস এই সকল দলীল হইতে প্রকাশিত হইবে, আর বিশেষতঃ আমি এখনও সমস্ত দলীল দেখিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আজ এ দলীল প্রদর্শন বন্ধ থাক, পরে এ বিষয়ের প্রবন্ধ সহ দলীল উপস্থিত করিব।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তখনও উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থ প্রদর্শনও বন্ধ রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [এই প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের পৌষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবু ভারতীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য তিরস্কার বিদ্রূপ করা, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তর যে হয় না তাহা নহে, তবে আমি এখন কিছু বলিব না, আমি আমার বক্তব্য লিখিয়াই বলিব। তিনিও যদি তাঁহার প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিতেন, তবে আপত্তি ছিল না। সাহিত্য-পরিষদে যদি আমার প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ হয়, তবে তাহাই হইবে; নতুবা পত্রান্তরে প্রকাশ করিব।

ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতি লইয়া রহস্য বিদ্রূপ করা খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে খাটুক। রবীন্দ্র বাবুর এ সকল উপহাস অন্যায় স্থলে অন্যায়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হউক, পরে দেখাইব, তাঁহার প্রত্যেক কথা আপত্তি যোগ্য। আমি আজ আর কিছু বলিব না।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী বলিলেন,—আমাদের দেশের প্রতিভাবান কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তাহা পারিলে ভাল, কিন্তু তাহা পারিবার উপায় নাই। সংস্কৃতের বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে বড়ই কুফল ফলিবে। এখন বন্ধন থাকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় যে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। আমি আপাততঃ যে কার্য্যে ব্রতী আছি, তাহাতে আমার হাতে ভাষায় বিকারাবস্থার নানারূপ আদর্শ উপস্থিত হয়। শব্দের অপপ্রয়োগ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ ভাষায় এত চলিয়াছে যে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেখিতে পাই কেহ লিখিতেছেন—"লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য" কেহ লেখেন "যাঁহার আত্মায় জগৎ সম্ভাবান্"—কেহ লেখেন "হৃদয়হারিণী নৃত্য"—এই সকল বাক্যের ভাব বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিলে চলিবে না। আর যদি তাহা দিতে চেষ্টা করা যায়, তবে হয়ত ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি, ঠিক্ বুঝি নাই, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কথাগুলি বুঝিয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে মুক্তি দিয়া কিরূপে চালাইবেন, বুঝিতে পারি না। ভাষার প্রকৃতি যাহাই হউক, তাহাকে অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করা উচিত। এরূপ স্থলে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এ সভায় যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, সে বিষয়ে আমার ন্যায় লোকের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে এসম্বন্ধে আমার মতামত বহুকাল হইতেই রবীন্দ্র বাবু জানেন। আমার মত,—বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ যত বেশী প্রবেশ করিবে, ততই দোষের হইবে। কেন, তাহা এখন বলিতে গেলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হইবে। যদি সুযোগ হয়, পরে বলিব। শাস্ত্রী মহাশয় যে দুই প্রকার patent বাঙ্গালা ব্যাকরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ভাষার আকার বা form কি, ব্যাকরণ তাহা দেখাইয়া দেয়, ব্যাকরণ form গড়িয়া দিতে পারে না। বাড়ন্ত জিনিষকে নিজের মত করিয়া ছাঁটা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা এখন বাড়িতে চলিয়াছে, এখন ইহাকে ব্যাকরণের সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভাষার পরিপুষ্টির জন্য যদি সংস্কৃত শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রাখিতে হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া চলিতে হইবে।

বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বলেন, যেটা বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেটা বাঙ্গালার মত লিখিতে হইবে,—কিন্তু অনেক স্থলে কার্য্যতঃ আমরা তাহা করি না; লক্ষ্মী, সঙ্গী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণ অনুসারে বানান করিয়া লিখি না। লেখাও শক্ত, কারণ কোথায় দাঁড়ি টানিব, তাহা জানা যায় না। কোন্‌গুলা সংস্কৃত কোন্‌গুলা বাঙ্গালা শব্দ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোথায় তফাত, কোথায় মিল, তাহা কিরূপে ধরা যাইবে? এরূপ স্থলে আমার জিজ্ঞাস্য বাঙ্গালা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত বলিয়া বাছিয়া কিরূপে কোথায় দাঁড়ি টানিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হয়।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন,—যখনই ঝগড়া তখনই ভুল আছে, স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীন না পরাধীন? রবীন্দ্র বাবু বলেন স্বাধীন, আর সে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার স্বাধীনতা স্বতন্ত্র আছে ইহা যথার্থ। ইংরাজী ভাষাও ঐরূপ ল্যাটিন জাত, কিন্তু ল্যাটিন হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে। Termination, লিঙ্গ, প্রত্যয় প্রভৃতিতে সে স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বাঙ্গালারও সেইরূপ। তবে উচ্ছৃঙ্খলতা না আসে সে জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক, আর সেজন্য ব্যাকরণই প্রধান সহায়। এজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই মেলামেশার সময় স্বাধীনতা টুকু নষ্ট না হয় এটুকুও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতমূলক ব্যাকরণ হইলে বাঙ্গালা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে বিচারে লক্ষ্য নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাওয়া হইতেছে। এমন কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণ অর্থাৎ হাইলি পেটেণ্ট বা মুগ্ধবোধ পেটেণ্টের বর্ত্তমান কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণই যে দাগী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত রীত্যানুসারে "দাগিনী" লিখিতে বলেন, তাহা ত আমি দেখি নাই। সে কথা যদি কোন ব্যাকরণে থাকে, তবে তাহা উৎসন্ন যাক্। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ যে সংস্কৃত নিয়মে চলে— এ কথাই নয়, রূপবতী সংস্কৃত, রূপসী সংস্কৃত নয়, অথচ রূপসী শব্দকে সংস্কৃত নিয়মে বানান করিতে হইবে একথা কেহই বলে না। বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষার নানা রূপ বিকৃত শব্দ আছে, সেই সমস্ত বিকৃত শব্দ লইয়াই যদি ভাষার আকার স্থির করিতে হয়, তবে নাচার। যত রাজ্যের করিমু, খাইমু, যাইমু, কর্‌বা, খাবা, যাবা, করমু, খামু, যামু লইয়া ভাষার কাজ চালাইতে হয়, তবে সে ভাষা পড়িয়া বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানের লোক কি বুঝিতে পারিবে? কাজেই সাহিত্যের ভাষায় আকার একটা স্বতন্ত্র হওয়া চাই। সম্প্রদান কারক লইয়া একটা বড় আপত্তি উঠিয়াছে। দূর হোক্ সম্প্রদান গেলেই যদি বিবাদ মিটে মিটুক; সম্প্রদান থাকিলেও যে "কে" বিভক্তি, না থাকিলেও সেই "কে" বিভক্তির ব্যবহার থাকিবেত, তা যে না থাকে থাকুক। সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ আবশ্যক। তদ্ধিত কৃৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা, তাহার লক্ষণ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণে সেগুলার প্রয়োজন কি? কারণ সে লক্ষণের সঙ্গে এখনকার তর্কের বিষয়গুলা মিলিবে না। সাধারণতঃ বাঙ্গালার সকল

কারকে "এ" বিভক্তি হয়, যদি কর্ম্মে ও সম্প্রদানে "কে" বিভক্তি হয় বলিয়া দুটা নাম তুলিয়া একটা নাম রাখিলেই চলে, তাহা হইলে "এ" টাকে কোন্ কারকের বিভক্তি বলিতে হইবে? অথবা উহাকে বিভক্তি বলিয়াই কাজ নাই। বিভক্তি অর্থ বোধের জন্য; বিভক্তির নাম না জানিলে কি আর অর্থ বোধ হইবে না? শব্দ গঠনের জন্যই ব্যাকরণ। এখন বাঙ্গালা শিখিয়া ছাত্রেরা পরে সংস্কৃত শিখে, সুতরাং আমাদের মত ব্যাকরণকারদিগকে সেই সকল ছাত্রদের মুখ চাহিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের সংস্কৃত পড়িতে গোল না ঘটে বা সুবিধা হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়। ব্যাকরণের আর একটা উদ্দেশ্য ভাষায় একটা একতা রক্ষা করে, যথেচ্ছাচার না ঘটে। আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম, ইহা সভা নির্ণয়ের বক্তৃতা নহে। আগা-গোড়া বিদ্রূপ আর শ্লেষ। এরূপ বিদ্রূপে অপর পক্ষ ব্যথা পায়। হইতে পারে সে মূর্খ, কিন্তু তাহার মূঢ়ত্ব লইয়া বিদ্রূপ করাই পাণ্ডিত্য বিজ্ঞত্ব নহে। জেদ বজায় করিবার চেষ্টা বড় দূষণীয়। ভট্টাচার্য্যের ঝগড়ায় মীমাংসা বড় কম। এইরূপ জেদ বজায় করিতে গিয়া সংবাদপত্রে ঝগড়া ঢুকিয়া সেগুলা মাটী হইয়াছে, এখন দেখিতেছি এই জেদ বজায়ের জন্য সভাগুলা মাটী হ'বে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—একটী প্রশ্ন এই যে ব্যাকরণ নিয়ে এত মতামত হইতেছে কেন। ব্যাকরণ একখানা লিখিতে হইবে, সেটা কোন্ ভাষার হইবে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা পড়া বড় বেশী দিন হইতেছে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সাহেব সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সেই কলেজে সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরা গদ্যে পুস্তক লিখিতে লাগেন। বাঙ্গালা গদ্যের তখন তিন রূপ। এই কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের রচনা একরূপ। আদালত প্রভৃতিতে পারসী শব্দের আধিক্য মিশ্রিত একরূপ, দোকানদার, জমীদার, মহাজন, উকীল মোক্তার প্রভৃতির মধ্যে সে ভাষা চলিত। আর কথক মহাশয়েরা আর এক ভাষায় দেশের সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরাণাদি ব্যাখ্যা করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের ভাষায় বহুল সংস্কৃত শব্দ আসিয়া পড়িত। আদালতী বা কিতাবতী বাঙ্গালায় পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার হইত, তাহার একটা খিচুড়ি রকম সাহিত্য আছে, তাহাকে এখন মুসলমানি বাঙ্গালা বলা হয়। আর কথক মহাশয়েরা দেশের সাধারণ লোকের বোধ্য ভাষায় যে কথকতা করিতেন, তাহা ঠিক slang নয়। তার পর Education Committee শিক্ষা বিভাগ হইল, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা পুস্তক লিখিবার ভার পাইলেন। তাঁহারা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার সুখ বোধ্য যে একটা ভাষা আছে, আর সে ভাষার গদ্যে নহে পদ্যে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সংবাদ রাখিতেন না। কথকতার ভাষায় কোন লিখিত গ্রন্থ ছিল না। তাঁহারা

লিখিত ভাষার আদর্শ যাহা পাইলেন, তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের ভাষা আর আদালতী বা কিতাবতী ভাষায় দলীল দস্তাবেজ খাতাপত্র। কাজেই তাঁহারা ভাষার সংস্কার করিতে বসিযা যাহা করিয়া তুলিলেন তাহাতে ঝুড়িঝুড়ি সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া গেল। কারণ তাঁহারা সেই ভাষাই ভাল জানিতেন, দেশের ভাষার খোঁজ রাখিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের পরে যাঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইল বেতাল পঞ্চবিংশতি। দুঃখের বিষয় এই যে সে বাঙ্গালা বাঙ্গালীরা বুঝিল না, সংস্কৃত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ ভিন্ন তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দুরূহ হইল। আর একখানি পুস্তক রেখাবতী, তাহা আবার বেতালেরও বাড়া। অভিধান ভিন্ন ইহার এক পংক্তির অর্থ সংগ্রহ হওয়া দুরূহ। শেষে যাহা হইবার হইল,— প্রথমে এইরূপ যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ বহুল বাঙ্গালা ভাষা লিখিতেন, তাঁহারা সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ব্যাকরণ বজায় রাখিয়া লিখিতেন, শেষে যাঁহারা অনুকরণ করিতে গেলেন, তাঁহারা অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার বড় ধারিতেন না। কাজেই আবার একটা খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহার পর একটা প্রতিঘাত হইল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাহির হইল। তখন ভাষায় যে আর একটা দিক আছে, তাহার প্রতি কাহারও কাহারও দৃষ্টি পড়িল। বঙ্কিম বাবু এই সময় অল্প মাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া এক নূতন ধরণের লিখিতে লাগিলেন। দেশের লোক যেন প্রাণ পাইল, দেখিতে দেখিতে সেই ভাষার অনুকরণে দেশের সংবাদ পত্রাদি ছাইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষা দেখিয়া বলিতেন, আমি সংস্কৃত শব্দ গুলা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করি, আর বঙ্কিম সেগুলা অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করে। সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা এখন সফল হইয়াছে। পণ্ডিতী বাঙ্গালা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে একটা সাহিত্য ছিল, আর তাহাতে পদ্যে ১০০০।২০০০। গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহার একখানাও পড়িতেন না বা সংবাদ রাখিতেন না, রাখিলে এ ভুল তাঁহারা করিতেন না। সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্যই ভাষার ধারা স্থির করিতে পারিতেন। তাঁহারা যাহা করেন নাই, আমাদের তাহা করিতে হইবে। আমরা যখন সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ হাতের কাছে পাইয়াছি, তখন তাহাদের আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ প্রকৃতি কি, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিব, এবং তদনুসারে ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিতে আমরা আর শব্দ সাধনের নিয়ম পুস্তক চাহি না। বৈদিক সংস্কৃতের একখানা ব্যাকরণ ছিল; তাহা কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাণিনির ব্যাকরণ হয়, তাহার কত পরে আবার বার্ত্তিক হয়। যদিও বাঙ্গালা ভাষার প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির দ্বারা কার্য্য চলিয়া গিয়া থাকে, এখনও কি আর তাহার সংস্কারের সময় হয় নাই? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুকরণ আর এখন কেহ করে না, এখন যে ভাষায় লেখা পড়া গ্রন্থ রচনা চলিতেছে, তাহার style স্বতন্ত্র। এই style

অনুযায়ী একখানা বাঙ্গালা ব্যাকারণ হওয়া কি আবশ্যক নহে ? গ্রন্থ রচিত হয় কেন ? দেশের লোককে বক্তব্য বুঝাইবার জন্য ; ভাষাবিৎ শিল্পিগণের শব্দ চকচির জন্য নহে। বাঙ্গালার ছাঁচ স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে এই আলোচনায় যে একটু জেদাজেদী হইতেছে, আমি ইহা শুভ বলিয়া মনে করি। প্রাণে জেদ না থাকিলে কেহ আসলের জন্য খাটিবে না। তরকারীতে ঝাল থাকা মন্দ নহে। ৭০,৮০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় Vernacular Education Society যখন হয়, তখন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরাই বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য অগ্রণী হইতেন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা নিজের ছাঁচ ছাড়িয়া সংস্কৃত ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই কথাটা বুঝান শক্ত নয, কিন্তু বুঝিতে যে কেন শক্ত লাগিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কথাটা উপেক্ষায় নয়, ধীর ভাবে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ধির কথায় এই টুকু বলি বাঙ্গালায় সন্ধির নিয়ম সর্ব্বত্র আমরাও মানি না, পণ্ডিত মহাশয়েরাও মানেন না; তাঁহারাও "অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে" এই বাক্যাংশে সন্ধির সূত্রানুসারে পদ লিখিতে নারাজ, অথচ ব্যাকরণের সন্ধির সমস্ত সূত্রগুলি দিতে ছাড়েন না। বাক্যের শেষে একটি বাঙ্গালা ক্রিয়া পদ মাত্র ব্যবহার করিয়া আগা গোড়া দেড় গজী সংস্কৃত সন্ধি সমাস নিবদ্ধ পদ ব্যবহার করিলে বাঙ্গালা লেখা হয় না। পণ্ডিত মহাশয়দের পরে যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিয়া ঐরূপ ভাষা লিখিতে যান, তাঁহারাই সুন্দরী মুখ লেখেন, তাহাতে আমরাও চটি। শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় যিনি যত বেশী fail হন, দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় তিনিই তত বড় গ্রন্থকার হন আমরা সংস্কৃত ছাড়িতে চাহি না। দুটাই আমাদের আবশ্যক, তবে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। অম্বর-ঘম্বর শব্দের খাতিরে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ সাধনের নিয়ম বাঙ্গালা ব্যাকরণে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবুর মতের সহিত আমার মতের সর্ব্বাংশে মিল আছে। ভাবিয়াছিলাম, আজই আবার প্রতিবাদ শুনতে পাইব, কিন্তু তাহা হইল না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মুলতুবী রাখিলেন। প্রতিবাদের অপেক্ষা পাঁড়ে মহাশয় যে সদুপদেশ দিয়াছেন তাহাতে উপকৃত হইলাম, তাঁহার কথায় বক্তব্য কিছু নাই। প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল, তাহাতে বোধ হইল যে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি তাহা অনেকের মনে নাই। রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় আমারও বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা সংস্কৃতের আদেশ অনুসারে গড়া উচিত নহে। রবীন্দ্র বাবুর উদাহরণে দুই চারিটা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি ? সেক্ষপীয়ারেরও ভুল আছে, বর্কেও ভুল আছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ কি ভাবে পঠিত হ'বে, তাহা ভাষা বিজ্ঞান তুলনা করিয়া পড়ুন বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিয়া ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ভাষায় ব্যাকরণের প্রাণ কি ? আমার যতটা অনুমান হয় তাহাতে বাঙ্গালার মধ্যে সমাস নাই। বাঙ্গা-

লায় যাহা দেখিতে পাই, তাহা সংস্কৃতের আমদানী। প্রমথ বাবু যে বানান সম্বন্ধে কোথায় দাঁড়ি টানিবেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় বাঙ্গালা একবারে সংস্কৃত হইতে হয় নাই, মধ্যে পালি প্রাকৃত প্রভৃতি নানা অবস্থা আছে। মাঝের ধাপগুলি বিচার না করিয়া দাঁড়ি টানা যায় না, টানিতে গেলে প্রকৃতির বিপরীত হইয়া যাইবে। মাঝের ধাপগুলি ঠিক হইয়া গেলে দাঁড়ি টানিতে কষ্ট হইবে না। যেমন কার্য্য—কজ্জ—কাজ। প্রাকৃতে "জ" আছে, কাজেই কাজ শব্দের জবর্গই হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ ও তাঁহার আলোচনা শুনিয়া বোধ হইল, রবীন্দ্র বাবু সূত্রকার বেদব্যাস আর হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকার শঙ্কর। হীরেন্দ্র বাবু বলিতেছেন বাঙ্গালায় সন্ধি সমাস নাই। আমার বোধ হয় আছে। লাঠা লাঠি, গুঁতো গুঁতি, মারা মারি প্রভৃতি পদগুলিকে সমাস বদ্ধ বলিব না কেন? বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কার করিতে গিয়া যাঁহারা প্রাকৃত ব্যাকরণের কথা তুলিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে প্রাকৃত ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রই সংস্কৃতানুরূপ, কেবল কতকগুলা বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম বেশী আছে, তাহাও সংস্কৃত শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন লইয়াই গঠিত এবং তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই আছে। আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত বলি, আর পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আগতই বলি, মূলে যে উহার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কাজ শব্দ যে কজ্জ হইতে হইয়াছে বলিব সে কেবল "জ"কে রক্ষা করিবার জন্য, নতুবা যদি "য" দিয়া লিখি তবে "কার্য্য" শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার নৈকট্য উপেক্ষা করা আমার মতে কতকটা নিমকহারামী। সংস্কৃতের অস্থি মজ্জায় বাঙ্গালার উৎপত্তি বাঙ্গালার পরিপুষ্টাবস্থায় সংস্কৃতকে দূরে পরিত্যাগ করা বড়ই অকৃতজ্ঞতার কথা। ব্যাকরণ লইয়া যে উভয় দলে মতভেদ হইয়াছে, আমার সে বিষয়ে বোধ হয়, সত্য হইতে উভয় পক্ষই দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক করিতেছেন। Aristotle বলেন, সত্য সর্ব্বদাই উভয়পক্ষে থাকেন। এস্থলেও বোধ হয় সত্য উভয় মতের মধ্য স্থানেই আছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যাকরণের প্রবন্ধ শুনিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহতী সভায় তর্ক ঘটার মধ্যে পড়িয়া নিপাতনের মত একদিকে পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, বুঝিলাম বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্যাকরণের আবশ্যকতা কি? পদ গঠনের জন্য নহে, সিদ্ধ পদ সাধনের জন্যই ব্যাকরণ শাস্ত্র, সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে কিরূপ হইবে, তাহার জন্য এত বিচার বিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যাকরণের বাদ প্রতিবাদে বুয়র যুদ্ধের মাক্সিমগনের আবির্ভাব না হওয়াই ভাল। সাহিত্য পরিষদে আলোচনার সময়ে এরূপ পরিষদের অযোগ্য কার্য্যটা না হওয়াই প্রার্থনীয়। এরূপ ভাবে বাদ প্রতিবাদ প্রয়োজন হইলে কাগজে কাগজে হওয়াই ভাল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

গোবিন্দচন্দ্র গীত।

বাঙ্গালা ভাষার আদি ঐতিহাসিক কাব্য ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগিমতের গ্রন্থ। প্রাচীন কবি দুর্লভ মল্লিক কৃত। শ্রীশিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক স্বীয় টীকা ও ভূমিকার সহিত সম্পাদিত॥ মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা সানকিভাঙ্গা ভবানীচরণ দত্তের গলি ২৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দত্তের নিকট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০১ নং বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ

সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

বাঙ্গালাভাষা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। ইহার উন্নতি এবং আলোচনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে এবং আজ আট বৎসর কাল প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার ও প্রকাশরূপ মহৎকার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এজন্য পরিষৎ প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থী হইতেছে। ১০।২০ বা ২।১ যাহার যাহা সাধ্য, তিনি তাহাই এই উদ্দেশ্যে দান করিলে পরিষৎ বাধিত হইবেন।

গৃহনির্ম্মাণ সমিতির অনুমতি অনুসারে নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিজ স্বাক্ষরযুক্ত রশীদ দিয়া পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহার্য্যের অর্থ আদায় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—আনন্দবাজার পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ।
২। „ অতুলকৃষ্ণ বসু—কাশীপুর, হাইকোর্টের ক্যাশিয়ার।
৩। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী—পরিষদের সহকারী সম্পাদক।
৪। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাহিত্য-সম্পাদক।
৫। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ—পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য।
৬। „ কুমার শরৎকুমার রায় এম এ—দীঘাপতিয়ার রাজকুমার।
৭। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—অধ্যাপক, রিপণকলেজ।
৮। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ভূতপূর্ব্ব "প্রভাত" সম্পাদক।
৯। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্—উকীল, ছোট আদালত।

পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিগণ ইঁহাদের নিকট যথাসাধ্য দান করিলে পরিষৎ বাধিত হইবেন।

অথবা "১৩৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা" ঠিকানায় পরিষদের ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের নামে প্রদত্ত সাহায্য পাঠাইলে চলিবে।

বশংবদ

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক।

সাহিত্যপরিষদের [illegible]

[illegible] স্থায়ী [illegible] নির্ম্মাণার্থ কাশিমবাজারের [illegible] শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী [illegible] প্রায় ৭ কাঠা জমি দিয়াছেন, তাহার [illegible] রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। ঐ জমীতে পাঁচশত লোক ধরে এরূপ হলবিশিষ্ট একটি [illegible] হইবে। দ্বিতলে [illegible] [illegible] পাঠাগার, পুস্তকাগার, আফিস ইত্যাদি [illegible] ২৫ হইতে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এজন্য [illegible] রাজা মহারাজগণের [illegible] প্রার্থনা করিতেছেন।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি [illegible] মহোদয়গণ
গৃহনির্ম্মাণার্থ নিম্নোক্তরূপ দানে [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] ঠাকুর (কলিকাতা) …	২০০০
[illegible] কুমার রায় (দীঘাপতিয়া) …	২০০০
[illegible] রায় [illegible] সহ (ভাগ্যকুল, ঢাকা) … …	২০০০,
[illegible] মোহন ঠাকুর বাহাদুর কে, [illegible] এস, আই (কলিকাতা) …	১০০০
[illegible] চৌধুরী, এম্ এ, বিল (টাকী) … …	১০০০
[illegible] চৌধুরী (সন্তোষ) …	৫০০
[illegible] ঠাকুর (কলিকাতা) …	৫০০
[illegible] দত্ত [illegible] (কলিকাতা) …	৫০০
[illegible] আচার্য্য বাহাদুর (ময়মনসিংহ) …	৫০০
শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ঘোষ (কলিকাতা) … …	৫০০,
কুমার „ [illegible]দিন্দু রায় (বলিহার) … …	৩০০
রাজা „ রণজিৎসিংহ বাহাদুর (নশীপুর) … …	৩০০
রায় [illegible] কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর (কাশিমপুর) … …	৩০০
„ [illegible]মোহন মৈত্র (তালন্দা) …	৩০০
„ [illegible]নাথ চৌধুরী (সন্তোষ) …	৩০০,
কুমার „ [illegible]প্রসাদ রায় (কলিকাতা) … …	২৫০,
রাজা „ রমণীকান্ত রায় বি, এ (চৌগা) … …	২০০
কুমার „ দক্ষিণেশ্বর মালিয়া (শিয়ারশোল, প্রথমদান) … …	২০০
রাজা „ প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুর, আসাম) … …	২০০,
রাজা „ নরেন্দ্রলাল খাঁ (নাড়াজোল) (প্রথম দান) … …	২০০,
[illegible]মোহন মৈত্র (তালন্দা) … …	১৫০
[illegible]নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী বি,এ, (মুক্তাগাছা) … …	১০০,
[illegible]নারায়ণ দত্ত (কলিকাতা) … …	৫০,
[illegible]লাল শীল (কলিকাতা) (প্রথম দান) … …	৫০,
	১৩,৪০০,

* (তারকা চিহ্নিত টাকা পাওয়া গিয়াছে)

[illegible] নাটোরের মহারাজ, [illegible] কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেওতার রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী [illegible] সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।" পরিষদের সভ্যগণের প্রত্যেকের নিকট [illegible] প্রার্থনা করা হইয়াছে।

[illegible] কোন হিতৈষী সভ্য অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি [illegible] অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা [illegible] নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

[illegible]

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

রামায়ণ-তত্ত্ব

প্রথম ভাগ

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, সাথী প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।   প্রতি সংখ্যা বার আনা।

১৩০৯ সাল।

২১শে আশ্বিন প্রকাশিত হইল।

১৩০৯ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

(১৩০৯ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, সভাপতি।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, সহকারী সভাপতি।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি, এল, সহকারী সভাপতি।
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতি।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক।
,, মন্মথমোহন বসু, বি, এ ,,
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, পত্রিকা সম্পাদক।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল, ধনরক্ষক।
,, বাণীনাথ নন্দী, গ্রন্থরক্ষক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
,, রমণীমোহন মল্লিক।
,, এস্, কে, এম্, মহম্মদ রওশনআলী।
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বিজ্ঞাপন

রামায়ণ-তত্ত্ব প্রথম ভাগ বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইল। রামায়ণ-তত্ত্ব প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে বাঁধাইবার সুবিধার জন্য ইহার স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল। দ্বিতীয় ভাগ বর্ত্তমান বৎসর মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকা সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

রামায়ণ-তত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
"বিশ্বকোষ প্রেস"
এ, এন্, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা ৸৹ আনা।

১৩১১
২১শে কার্ত্তিক প্রকাশিত হইল।

পৌরাণিক উল্লেখ।

বিষ্ণু—শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি গরুড়-পৃষ্ঠে আসীন। বা ১৫

শ্যামবর্ণ শার্ঙ্গধর পীতাম্বর হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উ ৬

চক্রধর বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন। উ ৮, আ ২৩

পুরুষোত্তম বিষ্ণু শরবর্ষণদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পাঞ্চজন্যনামক জলজ-শঙ্খ শব্দিত করিলেন। উ ৭

রাক্ষসগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক বহুবার পরাজিত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে বাস করিতে গমন করিল। সালকটঙ্কটাবংশীয় বিখ্যাতবীর্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। উ ৮

বিষ্ণু কমঠরূপ ধারণ পূর্ব্বক আপন পৃষ্ঠে মন্দরপর্ব্বত গ্রহণ করিয়া সমুদ্রমন্থনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

নারায়ণ পাতাল হইতে পৃথিবী * উদ্ধার করেন। সু ৩৮

নৃসিংহ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। উ ৭

স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি। ল ৭০

বলি-বীর্য্যহারী ভগবান্ হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সু ১

বিষ্ণু যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক বলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ল ৫৯

নারায়ণকর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য সুরশত্রুগণ নিহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি মহাবল অসুর ও দানবগণ বিষ্ণুর নিকট সমরে পরাজিত হইয়াছে। উ ৬

বলি দৈত্য রাবণকে কহিলেন, "বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, শুম্ভ, নিশুম্ভ, কালনেমি, মৃত্যু, প্রহ্লাদি, কূট, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংশ, কৈটভ, মধু ইহারা হরিকর্ত্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত।" উ প্র ১

ইন্দ্র বিষ্ণুকে কহিলেন, "আমি আপনার অপরিমিত বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছি।" উ ২৭

বিষ্ণুকর্ত্তৃক নরকাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ল ৬৯

ভগবান্ বিষ্ণু মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ল ৫৬

ভগবান্ বিষ্ণুর করচ্যুত চক্রের ন্যায় বেগে (হনুমান্) গমন করিতে লাগিলেন। ল ৭৩

বিষ্ণু যেমন ক্ষুরধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন। ল ৭০

---

* মূলে আছে "কৌশিকী", কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন—"পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের শ্রী পাতালে প্রবেশ করিলে নারায়ণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন।"

নারায়ণ হরি যেমন নাগ-শয়ন হইতে উত্থিত হন। উ ৬৭

বর্ষায় নিদ্রা নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। কি ২৮

সুরেশ্বর বিষ্ণু কমলাকে প্রাপ্ত হন। বা ৭৭

অমরগণ গন্ধর্ব্ববর্গ সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন, "দেব তুমি সকল জীবের বিশেষতঃ সুরগণের একমাত্র গতি।" বা ১৫, ৪৫

সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু। বা ১৫, ২৯

বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে নিহত করেন। বা ২৫

সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণু, যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি অন্ত মধ্যহীন, জন্মজরানাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্র-গদাধারী, যাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল, সেই সত্যপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণ-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস নিধন করেন। ল ১১২

রুদ্র—ত্রিপুরাসুর-সংহারক ভগবান্ ব্যোমকেশ। বা ৭৪

অন্ধক-নিসূদন ত্রিপুরারি কামরিপু মহাদেব। বা ২৩, ৭৪

ভূতগণবেষ্টিত ভগবান্ রুদ্র। আ ২৮

ভগবান্ ত্র্যম্বকের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ল ২৯

শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুর। আ

(গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম-স্থলে) রুদ্রের রোষানলে ভস্মীভূত হইয়া কাম অনঙ্গ হন। বা ২৩

যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান্ রুদ্র। আ

যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা। ল

ভগবান্ রুদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদগার করেন। কি ১৬

মহাদেব পূষার চক্ষু ও দন্তনাশক, ইনি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। উ প্র ৪

ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইয়া বেদময় ধনু ধারণ করিয়া শোভিত হন। ল ৭৪

রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া দেবগণ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি কহিলেন "তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়কারী এক নারী উৎপন্ন হইবে।" ল ১

নীললোহিত মহেশ্বর দেবগণকে কহিলেন। উ প্র

সমুদ্র-মন্থনকালে বিষ্ণুর অনুরোধে রুদ্র উত্থিত হলাহল পান করেন। বা ৪

ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত যানাস্তে শোভা পান। আ ১

রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে কৈলাস পর্ব্বতে (হনুমান্) দেখিয়াছিলেন।

দেব কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ যেন দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। বা

ব্রহ্মা—চতুরানন ব্রহ্মা। ১০

সুরাসুরগণ ব্রহ্মাকে কহিলেন, "ভগবান্, আপনি চারিপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন।" উ ৩৫

স্বয়ম্ভুর ন্যায় (রাম) সকলের প্রেমাস্পদ। বা ১৮

ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় ভগবান্ (রাম)। বা ৭৭

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধবিদ্যা যেমন সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তারের জন্য সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ স্বয়ম্ভুর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অ ১৯

ব্রহ্মা যেমন সুররাজকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। অ ১৬

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করেন। অ ৩৪

ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় (জানকী বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন)। উ ৯৬

কমলযোনি (ব্রহ্মা) কহিলেন। বা ১৫

(রণস্থলে অসুররাজ শম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া) রাম ব্রহ্মা * হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। অ ৪৪

রাবণ কহিলেন, "সুরাসুরযুদ্ধে প্রসন্ন হইয়া স্বয়ম্ভু আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছেন।" লং ৯২

(হনুমান্) হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রহ্মালয়, কোথাও ব্রহ্মকোষ, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির দেখিয়াছিলেন। লং ৭৩

—হুতাশন যেমন অমৃতের রক্ষক। বা ২১

অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্ধার করিয়া থাকে। অ ৩০

হুতাশন সুরগণনিয়োগে রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেতপর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবনরূপে পরিণত হয়। বা ৩৬

বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলন। আ ৩১

অগ্নির স্বাহার ন্যায় সকলের অধীশ্বরী। সু ২৪

অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। সু ৩৭

অগ্নি বায়ু ও সোম শুভকর্ম্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অ ১০৯

—ইন্দ্র যেমন বামন দেবকে দেবলোকে লইয়াছিলেন। বা ১১

দেবমাতা অদিতি যেমন সুরেশ্বর বজ্রধর পুরন্দরকে প্রাপ্ত হন। বা ১৮, অ ১১

ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন। বা ১৮

সুরাসুরসংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্র। বা ৪৫

(দশরথ ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনপূর্ব্বক) দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। বা ৭

---

* এই পদ লইয়া টীকাকারগণের দারুণ মতভেদ। একজন অর্থ করেন—"ব্রহ্মা অর্থে বিশ্বামিত্র অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা; তিমিধ্বজ (শম্বর) পুত্র অর্থে উপসুন্দ-নন্দন সুবাহু।" অর্থাৎ তাড়কা নিধনকালের কথা।

ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন। বা ৬
সহস্রচক্ষু ইন্দ্র। বা ১৩
সুর, সিদ্ধ ও ঋষিগণের পূজিত ইন্দ্র। বা ২৬
ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠা করেন। বা ৩৩
ইন্দ্রের কারণ ষণ্ডমেষ-ভক্ষণনিয়ম পিতৃদেবসমাজ হইতে প্রচলিত হয়। বা ৪৯
বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের উদ্দেশে ইন্দ্র কোকিলরূপ ধারণ করিয়া কলকণ্ঠে কুহরব করিয়াছিলেন। বা ৬৪
ইন্দ্র দ্বিজাতি বেশে বিশ্বামিত্রের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বা ৬৫
দেবদূতেরা যেমন ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুকে আনিতে যায়। বা ৭০
সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। বা ৯
ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন। অা ৩৪
ইন্দ্রের সহকারী (নরেন্দ্র দশরথ)। বা ১১
বিরোচনসুতা মন্থরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। বা ২৫
অমৃত উদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্য দলন করেন। বা ৪৫
ঐরাবতস্বামী পুরন্দর ইন্দ্র। উ ২৯
ইন্দ্র যেমন দেবগণের প্রধান ও রাজা।* অ [illegible]
ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন। অা ১২
বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করেন। ল ২৯
নমুচি যেমন ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়। অা ২৮
ইন্দ্র নমুচির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন। কি ১১
পুরন্দর ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে বজ্রপ্রহারে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। ল ৫৬
ফেণনিহত নমুচি। অা ৩০
ইন্দ্রের অশনি-ছিন্ন বল। অা ৩০
পূর্ব্বকালে বল বাসবযুদ্ধের ন্যায় (রাবণ-অর্জ্জুনের সংগ্রাম)। উ ৩২
বজ্রাহত বৃত্র। অা ৩০
বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়। সু ২১
বজ্রাস্ত্র বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল। উ ৮৫
শচীপতির হস্তে শম্বরাসুর নিহত হয়। ল [illegible]
পুরন্দর ইন্দ্র (বৃত্রবধে) ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হন। উ [illegible]

* গৌতম মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন, তোমার এই ইন্দ্রপদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্র[illegible] করিবে, তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না।

ইন্দ্র যেমন শচীকে আনয়ন করেন। আ ৪০

অহ্লাদ গর্ব্বিত পুলোমের অনুমতি লইয়া শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন। কি ৩১

সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র রাবণের নিকট পরাজিত হন। উ ২—২৯

ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব (রাম)। আ ৩৭

পুরন্দর ইন্দ্র কোপপরবশ হইয়া বিশ্বকর্ম্মাপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। অ ৩৯

বজ্রপাণি মহর্ষি বিশ্বরূপের প্রাণ সংহার করিয়া যজ্ঞ করেন। অ ৮২

সুররাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কি ২৪

ইন্দ্রজিতের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্র বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হন। উ ৩০

ইন্দ্র পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন। অ ১

সুররাজ ইন্দ্র পর্ব্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন। আ ২

সুররাজ বজ্রপ্রহারে সুমেরুকে চূর্ণ করিয়াছিলেন। অ ৫৯

দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্য যজ্ঞ আহরণপূর্ব্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন। অ ১০৯

ইন্দ্রের হস্ত হইতে হিরণ্যকশিপু ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন।* সু ২০

রাহু দেবরাজকে কহিল, "তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্যকে দিয়া আবার অন্যকে এক্ষণে কেন দিয়াছ?" উ ৩৫

সূর্য্য—প্রভা যেমন সূর্য্যের (সীতা তেমনি রামের)। সু ১১

সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে। আ ১৮

সূর্য্যানুসারিণী সুবর্চ্চলা। অ ৩০

প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না বিলুপ্ত করিয়া উদিত হয়। অ ৭৪

সূর্য্য লোকের কার্য্যাকার্য্য সমস্তই জানেন, তিনি সত্যমিথ্যার সাক্ষী। আ ৬৩

সূর্য্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করেন। উ ৩২

চন্দ্র—চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণী। সু ১৪

রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়। আ ২৮

ধর্ম্মবিদ্ সোম রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে শাশ্বত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। উ ৮৩

সূর্য্যোদয়ের সময়েই সুরসারথি মাতলি দানবজয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য সুররাজের উদ্বোধন করেন। অ ১৪

কার্ত্তিকেয়—শিখিপৃষ্ঠারূঢ় বীর কার্ত্তিকেয় হস্তে শক্তি ধারণে যেমন শোভিত হন। অ ৬৯

সুরসৈন্য তারকাসুরসংহারকসংগ্রামে যেরূপ শোভা পাইয়াছিল। ল ৪

কার্ত্তিকেয় নিতান্ত সুকুমার হইলেও একদিনে দানব-সৈন্যকে বীর ভুজবলে পরাজিত করেন। অ ৩৫

* মূলে ভার্য্যা স্থানে কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

কুমার নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চগিরিকে ভেদ করিয়াছিল। ল ৫৯

অমরগণ কার্ত্তিকেয়কে আপনাদের সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়াছিলেন। বা ৩৭

অশ্বিনীকুমার—অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। বা ৪৮

অশ্বিনীকুমারযুগল যেমন শুক্রাচার্য্যের প্রীতি সংহিতার অনুবর্ত্তী হন। উ ১০৬

অশ্বিনীকুমারেরা যেন পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছেন। বা ২২

বিবিধ দেব—উমা তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বা ৩৫

দেবী পার্ব্বতী রাক্ষসগণকে সদ্য গর্ভধারণ, সদ্যপ্রসব ও সদ্যই মাতার বয়ঃপ্রাপ্তি বর দেন। উ ৪

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা (জানকী)। বা ৭৭

পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমানা। সু ৭

সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায়। আ ৪৬

অপ্সরোগণ দেবী কমলার পরিচর্য্যা করে। সু ২০

পাশধারী কৃতান্ত। ল ৬৫

কালান্তক যমের ন্যায় করাল দর্শন। বা ২০

কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন। কি ১৬

ভূতগণপরিবৃত কৃতান্ত। ল ৫৯

মিত্র রাজসূয়যজ্ঞপ্রভাবে বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উ ৮৩

বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ল ২৬

পুরাকালে দেবদানবযুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সমন্ত্র-বিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধপ্রয়োগে তাহাদের চিকিৎসা করেন। ল ৫০

দেবী উমা, ব্রহ্মা, বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী ও রম্ভা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৬০

দেবগণ যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন। অ ৫৬

নগরাকার বিমানে চড়িয়া দেবগণ আসিলেন। বা ৪৩

দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমান। বা ৫

রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বা ১৮

(দশরথ) সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ ছিলেন। বা ৬

(দশরথের) হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তি তুল্য তিন মহিষী। বা ১৫

গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি। কি ১৩

বিবিধ—পর্ব্বত যেমন সহস্রপাদ পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে উ ৩২

পৃথিবীভেদ সনাতন, যুগে যুগে ঘটিয়া থাকে। বা ৩৬

সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল। অ ২১

সমুদ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আমি বেলা লঙ্ঘন করিব না।" অ ১২

হনুর পুচ্ছাগ্নি লাগিয়া লঙ্কার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। সু ৫৪

বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে। সু ২০

সমুদ্র যেমন মাতৃদুঃখজনকরূপ অধর্ম্মে নরকবাসতুল্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অ ২১

বায়ু-বহ্নি সংযোগের ন্যায় মিলন। আ ৩১

সৌদামিনী বিদ্যুৎ। আ ৭৪

পুরাকালে কুম্ভথা (নাম্নী) নারী দেবগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল। ল ৯৪

নানাবিধ—পরম তাপস মহর্ষি কাশ্যপ নিয়ত গৃহে থাকিয়া মাতৃসেবাদ্বারা স্বর্গলাভ করেন। অ ২১

দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় বশবর্ত্তিনী। অ ৩০

অমৃতপ্রার্থী গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন। আ ৩০

গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় নির্বিষ। আ ৫৬

যমদণ্ড সদৃশ বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড প্রলয় কালীন বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বা ৫৫

শতপর্ব্ব বজ্র। বা ৪৬

দশরথ অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলেন। আ ৩৮

মহারাজ সগর শৈব্য দিলীপ জনমেজয় নহুষ ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মা যে গতি লাভ করিয়াছেন। অ ৬৪

সপক্ষ মাল্যবান্ পর্ব্বত। আ ৫১

উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। আ ৪৮

বৃত্রদানব যেমন আসুরী মায়াকে রক্ষা করে। আ ৫৪

রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হয়। আ ৬৬

দানবহৃত বেদশ্রুতি। কি ৬

হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন। কি ১৭

মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর (মেনকার ?) অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশবৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। কি ৩৫

সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, দময়ন্তী যেমন নলের। (সেইরূপ সীতা রামের অনুরাগিণী)। সু ২৪

স্বর্ভানু যেমন সুধারস পান করিয়াছিল। উ ৭

রাবণের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাসে নন্দীশ্বর রক্ষরাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উ ১৬
ভূতগণবেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় রাবণের শোভা। ল ৫৯
রাবণ ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী। লু ১১২
রাবণ যমের অধিকারে অবগাহনপূর্ব্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছিলেন। লু ১১২
রাবণের ভয়ে বায়ু বেগে বহে না, সূর্য্য তাপ দেন না। বা ১৫
রাবণযুদ্ধে সুরাসুর যক্ষ নিবাত-কবচ প্রভৃতি দানবগণকে দমন করিয়াছিলেন। লু ১১২
লক্ষ্মণ কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা বীর। ল ৪৯
পৃথিব্যাদি সপ্তলোক। সু ২০
রাবণ এক সময় শঙ্করকেও টলাইয়াছিলেন। লু ১১২
ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্যরাজা ও ঋষিকুমারী বেদবতী রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৯০
দশরথের স্বর্গীয়-মূর্ত্তি রামকে কহিলেন, "অষ্টাবক্র দ্বারা ধর্ম্মাত্মা কহোড় ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাসম পুত্রদ্বারা আমি উদ্ধার পাইয়াছি।" ল ১২০
সুগ্রীব কুম্ভকে বলিলেন, "তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য।" ল ৭৫
ঔর্ব্বঋষির ক্রোধানল জলোদসমুদ্রে বড়বানলরূপে বিরাজিত। কি ৪০
মহাত্মা কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য। উ ৫৭
তাপসবর অগস্ত্য জীবলোকের দুরাধর্ষ ইল্বল বাতাপি দানবদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া দক্ষিণদিক্ ভয়শূন্য করেন। আ ১১
বৃত্রবধে ইন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, নহুষ রাজা বহুবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬
মহর্ষি নিশাকর সম্পাতি গৃধ্রকে বলেন, "আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবনেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে একপুত্র জন্মিবে......ইত্যাদি।" (রাম বনে আসিবার ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।) কি ৬৩

জ্যোতিষ।

অশ্লেষা[১] উত্তরফল্গুনী[৪] উত্তরভাদ্রপদ[৭] কৃত্তিকা[১০] কেতু[৮] চিত্রা[৮] তিষ্য[৩] ত্রিশঙ্কু[২] ধূমকেতু[৪] ধ্রুব[৩] নিঋতি[৩] পুনর্ব্বসু[৩] পুষ্যা[১] পূর্ব্বভাদ্রপদ[৭] প্রাজাপত্য[৩] বশিষ্ঠ[৩] বিশাখ[৩] বুধ[২] বৃহস্পতি[২] ব্রহ্মরাশি[৩] ভৌম[৩] মঙ্গল[২] মঘা[৪] রাহু[৩] রোহিণী[৩] শনৈশ্চর[২] শুক্র[৩] শ্রবণ[৩] স্বাতী সপ্তর্ষিমণ্ডল[৩] হস্তা[৩]

(ভূতগণ, পিশাচ, বিনায়কগণ, কবন্ধ)

১ অ ৪১, ৩, স্থ ৫৭, ৪; ল ৫৭; বা ৭২, ৬; ল ১০২, ৭; বা ১৮, ৮; আ ৫৯, ৯; স ৪, ১০; বা ৫৭।

রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুসরণ করে। বা ১
চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন। বা ৬
পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্মুক্ত শশধর। বা ২৯
পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় চারিপুত্র। বা ১৮
পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। অ ২
রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়। অ ৩৪
ত্রিশঙ্কু মঙ্গল বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। অ ৪১
চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশে বৃহস্পতি ও শুক্রের সহিত মিলিত হয়। অ ৯৯
চিত্র সঙ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভা। অ ১৬
মহাউল্কা রোহিণীর দিকে ধাবমান। আ ১৮
গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়। আ ২১
তারাগণ মধ্যে উদিত মঙ্গলগ্রহের ন্যায়। আ ২৫
রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে। আ ৩৬
কেতুগ্রহ যেমন শশাঙ্কহীনা রোহিণীর, শনি যেমন চিত্রার সন্নিহিত হয়। আ ৪৬
বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে। আ ৪৯
গগনে যেমন বুধ ও শুক্রের যুদ্ধ। কি ১২
অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায়। কি ১৬
কেতুগ্রহ নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায়। সু ১৫
চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় মিলন। সু ৩৭
চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন। ল ৪১
জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট নক্ষত্রসকল বিরাজমান। বা ৬০
জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায়। সু ১

জন্ম—(গর্ভধারণের) ছয় ঋতু অতীত, দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি মঙ্গল শনি শুক্র ও বুধ এই পঞ্চগ্রহের মেষ মকর তুলা কর্কট ও মীন এই পঞ্চরাশিতে সংস্থান এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কটরাশিতে উদিত হইলে রাম প্রসূত হন। বা ১৮
ভরত—পুষ্যা নক্ষত্রে ও মীন লগ্নে জাত। বা ১৮
শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ—কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রে জাত। * বা ১৮

মৃত্যু—সূর্য্য মঙ্গল ও রাহু ... দারুণগ্রহ জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে—ইহা বিপদ-সূচক, মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অ ৪

* সৌমিত্রিদ্বয় এক লগ্নে এক রাশিতে জাত—যমজ। বা ১৮, ১৫

বিবাহ—অত্ত মঘা নক্ষত্র, আগামী তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, ঐ দিবসে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। বা ৭১

যাত্রা—অত্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে, চল আমরা এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধযাত্রা করি। ল ৪

অভিষেক—আগামী দিবস চন্দ্রের পুষ্যা-সংক্রমণ, শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা, ঐ দিনেই রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। অ ২৬

বিশ্রবা মহর্ষি বিবাহ করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উ ৩

রণযাত্রাকালে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন,......"সূর্য্য নির্ম্মল, শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন; সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্তজ্যোতিতে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নিঋতিদৈবত মূলনক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতুদ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র—লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। ল ৪

চরাচরের অহিতকর বুধগ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্থ দেখিয়া প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল......কঠোর সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল; উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌমগ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র বিশাখাকে আক্রমণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিল। ল ১০২

নীতি-প্রবাদ।

ধর্ম্ম—ধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মদ্বারাই ত্রৈলোক্য বিধৃত রহিয়াছে। উ, প্র ২

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। আ ৯

সত্য—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্যের প্রভাবে পরমপদ লাভ হয়। অ ১৪

সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম সকলের মূল। অ ১০৯

সত্যবাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়। অ ১১

সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অ ১০৯

যে সভায় বৃদ্ধ নাই, তাহা সভা নয়; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মানুগত কথা বলেন না, তিনি বৃদ্ধ নন; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে; যে সত্যে ছল আছে, তাহা সত্যই নহে। উ, প্র ৩

প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাপালন মহত্ত্বের লক্ষণ; সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথায় অন্যথাচরণ করেন না। ল ১০১

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কুল ক্ষয় হয়। বা ২১

যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ, তাহাদের নরক হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে ধর্ম্মক্ষতি। উ ১০৬

বাক্য ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। কি ৩০

একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে, শত অশ্বের, একটি ধেনুর জন্য মিথ্যা কহিলে, সহস্র ধেনুর হত্যা-পাপে দূষিত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হয়। কি ৩

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অ ২১

ক্ষমা—ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ, ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। বা ৩৩

স্ত্রী বা পুরুষ ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। বা ৩৩

বাক্য—অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। আ ৩৭

মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। আ ৪৮

যদি বালকের কথা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা গ্রহণ করা উচিত। উ ৮৩

যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। ল ১৬

দান—দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। উ ৭৬

দান গ্রহণ না করা কোনমতে শ্রেয়স্কর নহে। বা ৬৯

অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাহাকেও কোন দ্রব্য প্রদান করিও না, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা-ভূত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করে। বা ১৩

ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। কি ২৪

যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবস্ব স্ত্রীধন [illegible] ও নিজে দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা হরণ করে, সে যাবতীয় ইষ্টের সহিত [illegible] উ, প্র ২

ব্রাহ্মণের ও দেবতার ধন হরণ করিলে অকীর্তিজনক ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। উ, প্র ২

কর্ম্মফল—কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কি ১৮

মনুষ্য শুভ বা অশুভ যেরূপ কার্য্য করুক, তাহার অনুরূপ ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। ল ১১২

জীব স্বীয় গুণদোষে পুণ্য পাপজনক যে যে কর্ম্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া ফলাফল ভোগ করে। কি ২১

জীবলোকে কর্ম্মফল প্রাক্তনানুসারে ঘটিয়া থাকে। কি ৫৭

লোক প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্ম্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। কি ২৫

প্রাক্তনকর্ম্ম দুরতিক্রমণীয়; পূর্ব্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে, সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, তাহা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। উ ৫৪

সমাধিদ্বারা তত্ত্বদর্শন এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত; ইহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না। কি ৩০

কাল একান্তই দুর্নিবার, যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অ ৭২

লোকে ফলোন্মুখী দৈবকে অর্থ ইচ্ছা বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না। ল ১১১

কাল উৎপত্তির কারণ এবং কালই কর্ম্মের ফলদাতা। ল ৩২

সুখ ধর্ম্মের ফল, তাহা অধর্ম্মের ফল দুঃখের সহিত ভোগ করা একান্ত দুষ্কর, এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম পরবর্ত্তী ধর্ম্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। সু ৫১

পুরুষ স্বকৃত পুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধিরূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। উ ১৫

এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অ ১০৯

কর্ম্মযোগানুবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে; নতুবা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত দুরাসদ ও বীর্য্যবান কর্ম্মের ফলানুসন্ধান উচিত নহে। কি ৩০

স্ত্রী—স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর নাই। অ ২৪

পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্ত দূষণীয়। সু ২১

স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্দ্ধন। কি ১৬

বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। উ ২৫

স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু পতিই গুরু। তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাও কর্ত্তব্য। উ ৪৮

গৃহ বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নহে—

ইহা যান-অন্তরের মধ্য ; চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। ম ১১৬

জারীর পক্ষে স্বামীর অপ্রিয় হওয়াই প্রথম মরণ। * ম ৩২

পতিব্রতা প্রমদার চক্ষের জল অকস্মাৎ ভূমে পড়িলে, নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ম ১১২

পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন—ইহা যজ্ঞে অধিকারও বেদ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রি ২৪

স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু।......যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃ সেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয় ; ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। অ ২৪

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অ ২৭

স্ত্রীলোকেরা আপনি আপনাকেও উদ্ধার করিতে পারে না ; ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। অ ২৭

যে স্ত্রী দান ধর্ম্মানুসারে যাহার হস্তে জল প্রোক্ষণপূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে। অ ২৯

যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অ ৩৯

স্ত্রীলোকের তিনটি গতি ;—প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। অ ৬১

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা। অ ১১৮

যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান্ বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। অ ৬২

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের উচিত নহে। আ ৪৩

স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। অ ২১৭

অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের স্বভাব। আ ৪৫

গাভীতে গব্য, জাতিতে ভয়, স্ত্রীজনে চাঞ্চল্য ও ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। ব ১৬

স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চপল, ধর্ম্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। আ ৪৫

স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই। অ ৭৮

---

* এই পদটির আর এক অর্থ—"প্রথমে ভর্তৃমরণ হইলে, তাহা নারীর পক্ষে মুখ্য অনর্থ।"

পুরুষেরা পিতার ও স্ত্রীলোকেরা মাতার স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অ ৩৫

কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। ঐ ১২

সকল স্ত্রীলোকই অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। অ ৩৯

পরস্ত্রী—পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। আ ৩৮

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী ও পরধন অপহারী সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ল ৮৬

নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। আ ৫০

ব্রহ্মস্ব হরণ নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি, পরস্ত্রীগমন—ইহার দণ্ড নির্ব্বাসন। অ ৭২

যে মহৎধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য, কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে, লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার;—মিথ্যা কথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। আ ৯

মিত্রভাবে পরস্ত্রী দর্শন কাহারও পক্ষে অধর্ম্ম নয়। কি ৩৩

নিদ্রাবস্থ পরস্ত্রীদর্শন পাপ। সু ১১

পিতাপুত্র—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জনক ও অধ্যাপক—ইহারা পিতা; কনিষ্ঠভ্রাতা, সন্তান ও শিষ্য—ইহারা পুত্র। কি ১৮

আচার্য্য পিতা ও মাতা—পৃথিবীতে এই তিন গুরু। অ ১১১

পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহেন। কি ২১

পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়া পুত্রের নাম অপত্য। 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সন্তান—পুত্র। অ ১০৭

পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।...... পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয়; এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে।... পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরীদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। অ ৩০

পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে কোনকালেই কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না। অ ২১

যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক গোলোক * ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। শাস্ত্রে কহে, পিতা দেবতাগণেরও দেবতা। অ ৩০, ৩৪

পিতৃ-আজ্ঞা-পালন মনুষ্যের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অ ২১

পিতৃ-শুশ্রূষা ও পিতৃ-আজ্ঞা-পালন অপেক্ষা মহান্ ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অ ১৯

---

* সমগ্র রামায়ণে এই একবার 'গোলোকের' উল্লেখ আছে।

পিতৃসেবাই পুত্রের পরমধর্ম। অ ১৯

পিতা আমাদিগের (অবিবাহিতা কন্যাদিগের) প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা; পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। বা ৩২

যদি গুরুলোকেও কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য গর্ব্বিত ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা অসঙ্গত নহে। অ ২১

জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকে সদাচার। অ ৪০

যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্য্যের অবমাননা করে, সে অচিরাৎ নষ্ট হইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। উ ১৫

রাম কহিলেন, "মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। অ ২১

গুরু—গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভ বুদ্ধি জন্মে না। উ ১৫

(ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের) গুরুই পরম গতি। বা ৫৭

গুরুদার গমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট। অ ৬৩

শত্রুমিত্র—যে ব্যক্তি দুস্থ, দুস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্ত্তব্য। আ ৭২

লোক উপকারে মিত্র, অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। কি ৮

মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন। কি ৩২

যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন, তিনিই সুহৃৎ, যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু। ল ৬৩

পর যদি গুণবান এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে নির্গুণ স্বজনব্যক্তি পর অপেক্ষা প্রধান। পর যে সে পর হইবেই হইবে। ল ৮৬

যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বপক্ষ বিনষ্ট হইলে সে পরিশেষে পরপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হয়। ল ৮৬

বরং শত্রু ও কৃষ্ণসর্পের সহিত বাস করিবে, কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচ উচিত নহে। ল ১৬

জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। ল ১৬

জ্ঞাতিদিগের মধ্যে একে অপরের বিপদে সতত অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে। ল ১৬

যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুকুরেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না। কি ৩০

দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধুবান্ধব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখা যায় না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়। ল ১০১

শুদ্ধসত্বলোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংশ্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। আ ৩৮

যাহারা অজ্ঞের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যুপকার করেন না। ল ১১৪

মিত্র বধ করিলে পরকালে "দত্তাত্ত্ব বধ" নামক ঘোর পাতকে পাতকী হইতে হয়। কি ১০

প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম। সু ১

যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক। কি ৩৮

অতিথি— দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর কর্ত্তব্য। ল ১৮

অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে (তাপস) কূট সাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। আ ১২

শরণাগতকে বধ করা মহাপাতক। কি ১২

দূত— দূত বধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহার বিদ্বিষ্ট। সু ৫২

অঙ্গের বৈরূপ্য-সম্পাদন, কশাভিঘাত অথবা মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটি বা সমগ্রই হউক দূতের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। সু ৫২

রাজা— যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, কখন তাহার সুখ নাই। আ ৪০

রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা অকর্ত্তব্য। কি ১৮

যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই রাজা। যিনি শত্রু ক্ষয় ও মিত্র বৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে ত্রিবর্গের ফল ভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক। কি ৩৮

যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি নির্ব্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। উ ৫৩

রত্নে রাজারই স্বামীত্ব। * বা ৫৩

যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। উ ৭৪

যিনি লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি পাপকর কি অপযশস্কর, সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। বা ২৫

যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আ ৬

সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ-ভূত নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। আ ১

---

* বশিষ্ঠের শবলা এক রত্ন, এই বলিয়া বিশ্বামিত্র সেটি চাহিলেন।

মুনিগণ যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। আ ৬

নৃপতিরা বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন। অ ৫৮

যে নৃপতি দুঃশীল উচ্ছৃঙ্খল ও পামর সেই দুর্ম্মতি রাজ্য ও আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। আ ৩৭

যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। স ৩

রাজা—অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সকল গুণ সম্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পূজ্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। আ ৪০

পরস্ত্রীস্পর্শ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য নহে। অ ৫০

রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকাল মৃত্যু হয়। উ ৭৩

শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। আ ৫০

রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। উ ৪৯

যে রাজা মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে ন্যায়মতে রাজকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর অনুতাপের মুখ দেখিতে হয় না। স ১২

জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও দোষীর দণ্ডবিধান—এই গুলি রাজগুণ। কি ১৭

যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হয়। উ ৬২

রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন; এবং উহাদের জীবনও উঁহার আয়ত্তাধীন। কি ১৮

মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে। কি ১৮

প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয়, তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। উ ৭৯

যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে, এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্য্যকারণগুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। কি ১৮

অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারেন না। অ ৫০

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী সন্দেহ নাই; ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক। বা ৫৪

ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। উ, প্র ২

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না। সু ২৮

শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের কামনা, সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণবীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। ল ১১০

‘আর্ত্ত’ এই শব্দমাত্র না থাকে এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ। আ ১০

প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অ ১০৬

যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত। আ ৭০

যে বীর সংগ্রাম-বিমুখ-ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে, সে পুণ্যবান্‌দিগের গতি লাভ করিতে পারে না। উ ৮

যিনি ভর্ত্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়; দেহিগণের মধ্যেও সুযোদ্ধা-গণের এই পথ। ল ৯২

যে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্ত্তৃনিয়োগ পালনপূর্ব্বক সাধ্যপক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যমপুরুষ। আর যিনি ক্ষমতাসত্ত্বেও নির্দ্দিষ্টকার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধমপুরুষ। ল ১

যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল ও ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রভুকে ন্যায্য পরামর্শ প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী। ল ১৪

যিনি মিত্র বন্ধু ও এককার্য্যার্থী এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন, এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর, যে ব্যক্তি দোষগুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে, এবং কার্য্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সে অধম পুরুষ। ল ৬

নিয়ম—যজ্ঞসাধন করিবার কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান অকর্ত্তব্য। বা ১৯

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় না। বা ১

জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি কার্য্যসাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। আ ৭২

নিরস্ত্র অসাবধান কৃশ ও মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে। কি ১১

অনাথ, অন্ধ ও বাণপ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। অ ৬৪

রাজহন্তা, গোঘ্ন, ব্রহ্মঘাতক, চৌর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন, গুরুদারগামী—ইহারা নরকস্থ হয়। কি ১৭

যাহারা গো-ঘাতক, সুরাপায়ী, তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। কি ৩৪

যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী-কন্যা, ভগিনী, ও ভ্রাতৃবধূতে * আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত। কি ১৮

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। কি ৫৬

রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। কি ১৮

সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা ও দেবপূজা এবং অতিথি-সৎকার—এই সমস্ত স্বর্গের পথ। অ ১০৯

লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই। কি ২৫

আত্মহত্যা মহাপাপ। সু ১৩

অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নয় (রাক্ষসদিগকেও নহে)। আ ৯

ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা ভ্রাতৃগণের অবশ্যই উচিত। উ ২৫

ভগবান্ পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধি নিষেধরূপ দুইটি পক্ষ সৃজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে; যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। ল ৩৫

যদি কাহাকেও পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। উ, প্র ২

বিবিধ—ধৈর্য্য সাত্বিকের মর্য্যাদা স্বরূপ। কি ৭

উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্ব্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্য্যসম্পাদক। সু ১২

শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য্য বিফল করিয়া দেয়;……পুরুষকারই অলঙ্কার। ল ২

চরিত্রই সজ্জনগণের ভূষণ। ল ১১৪

ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম্মনাশের কারণ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্ত্তির নিদান। ল ৯

যিনি বিবেকবলে ক্রোধ উন্মূলন করিতে পারেন তিনিই সাধু। কি ৩১

জয়শ্রীলাভ মন্ত্রণা-সাপেক্ষ। ল ৬

মহানুভব ব্যক্তিগণ কখন নিজমুখে আত্মশ্লাঘা করেন না। ল ৫৯

আলস্য শোক ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্য্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হয়। কি ৪৯

---

* কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীতে আসক্তি এখন দণ্ডযোগ্য, জ্যেষ্ঠের পত্নীতে গমন (রামায়ণ-কালে) বোধ হয় এত দণ্ডযোগ্য ছিল না। কারণ, বালীর জীবদ্দশায়ও সুগ্রীব তারাকে ভুঞ্জিয়াছিলেন; (অঙ্গদ ছাড়া) কেহ দোষে নাই। অঙ্গদ বলিয়াছিলেন "সুগ্রীব স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন।" কি ৫৬

এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে; অতএব শ্রেয়োহর্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না। উ ৩৩

জল নির্গম হইয়া গেলে আলিবন্ধন নিষ্ফল। অ ৯

মহাসমুদ্র কখন তীরভূমি অতিক্রম করে না। অ ১২

সীতা রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে পতিকে মৃতস্থির করিয়া শোকবিহ্বলা হইয়া কহিলেন, "পিতৃসত্য-পালন তোমার অতি মহৎকার্য্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ।" ল ৩২

লোকের আসন্নকালে তাহার কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। ল ৪

যে মনুষ্যকে (স্বপ্নে) গর্দ্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। অ ৬৯

যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। আ ২৪

অগ্নিসংযোগ যেমন কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, অস্ত্রসংশ্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈক্লব্য ঘটায়। আ ৯

শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আ ৯

যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ সে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। আ ৩০

ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহ জরামৃত্যু এই তিনটি নির্ব্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে। অ ৭৭

ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না। আ ৫০

মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপদায়ক হইয়া থাকে। অ ২

গন্ধর্ব্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং পক্ষীদিগের ক্ষুধাই প্রবল। কি ৬০

পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি—ইন্দ্রের পাপ (গুরুদার গমন) অংশ করিয়া লয়। কি ২৪

কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মন অবশ্যই বিকৃত হয়। অ ৪

মদ্য সর্ব্বাংশে সুস্থ নয়, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থনাশ হয়। কি ৩৩

লোকে দৃষ্টিপ্রিয়-মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে। অ ১২

নীচলোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে, উগ্রভাব ধারণ করে। আ ৮

যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ তাহারা কখনই সহ্য করিতে পারে না। অ ২৬

অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্য্যের উদ্দেশে অবিচারিতচিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আ ৪৩

অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেইই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান্, যাহার অর্থ সেই

বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেইই মহাবীর, যাহার অর্থ সেইই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। ......হর্ষ কাম দর্প কর্ম্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এ সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। ল ৮২

যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে, ভূতগণ বিঘ্নাচরণে বিরত হয়। ল শেষ

সত্য, ধর্ম্ম, তপস্তা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথি সৎকার এই সকল স্বর্গের পথ। অ ১০৯

মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। অ ২১

যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহুদূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন নিষিদ্ধ। অ ৪০

কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। অ ১১৮

মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে। আ ১৬

শিলা উদরস্থ হইলে রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়। আ ২৯

অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষীর স্বর শ্রবণ এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। আ ৫২

জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। আ ৬৪

অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। কি ৩৫

যে তস্কর* রাজ আজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে। সু ২৮

মনুষ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ল ৯৩

আচার ব্যবহার।

দেব—রাম কৃতস্নান হইয়া জানকীর সহিত একান্ত মনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অ ৬

কৌশল্যা দেবগৃহে গমনপূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণ পুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অ ৪

রাম পূর্ব্ব সন্ধ্যার উপাসনা সমাপনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অ৬

রামলক্ষ্মণ গাত্রোত্থান করিয়া স্নান অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাধান করিলেন। বা ২৩

---

* তস্কর অর্থে যদি 'চোর' হয়, তাহা হইলে তখনকার কালে চোরের বধ দণ্ড ছিল।

রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। অ ৫০

রাম পবিত্র সরোবরে আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উ ৮২

রাম গৃহ প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষ প্রশমন, নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন। অ ৫৬

রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "বৎস, এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে, যাঁহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তু শান্তি করা আবশ্যক। অ ৫৬

লক্ষ্মণ পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তু শান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। আ ১৫

অগস্ত্য অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বাণপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিলেন। আ ১২

রাম আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন। অ ৫২

সকলে ভাগীরথীতে স্নান, বিধানানুসারে পিতৃদেব তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন; পরে, অমৃতবৎ হবি ভোজন করিলেন। বা ৩৫

রাম চিত্রকুট যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন। অ ৫৫

তারা বালীর জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কি ১৬

সুমন্ত্র কৌশল্যাকে কহিলেন রাম বলিয়া দিয়াছেন—"দেবি, তুমি ধর্ম্মশীলা হইয়া যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নিপরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। অ ৫৮

রাম প্রভৃতি সকলে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধা করিলেন। আ ৮

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় ছত্র সকলের অগ্রে যাইবার আদেশ করিলেন। উ ১০৯

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদ্ উচ্চারণ করিতে করিতে উভয় হস্তে কুশ-ধারণপূর্ব্বক সরযূতীরে যাত্রা করিলেন। ......রামের দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, বামপার্শ্বে মূর্ত্তিমতী বসুধা ও সম্মুখে সংহার শক্তি গমন করিতে লাগিল।...বিপ্র-বিগ্রহধারী বেদ চতুষ্টয়, জগৎপাবনী গায়ত্রী, ওঙ্কার ও বষট্কার, শরাসন ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র মূর্ত্তিমান হইয়া রামের অনুগামী হইল। উ ১০৯

কৈলাসে রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিলেন। উ ১৬

হেমন্তকালে সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হয়। আ ১৬

পুরুষের যে বস্তু ভোজ্য, তাহার পিতৃলোকেরাও তাহাই উপভোগের হইয়া থাকে। অ ১০৩

হনুমান পিতা পবনকে পশ্চিমাস্তে বন্দনা করিলেন। সু ১

হনু ভাবিলেন আমি কি রাবণের দেহ সমুদ্রজলে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব? সু ১৩

লঙ্কায় রাবণ-নিকেতনে কোথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি রক্ষিত রহিয়াছে; বীর পুরুষেরা নিধি-রক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিয়াছে। সু ৬

বালি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উ ৩৪

প্রাণায়ামদ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন। উ ৭

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গোদাবরীতে স্নান করিলেন, পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন। অ ১৬

কৌশল্যা হোম করাইলেন, উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলিসমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্কপ্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন। অ ২৫

কৌশল্যা কহিলেন, "আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, এতদিনে তাহা সফল হইল।" বা ৪

মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বা ২৪

সরমা সীতাকে কহিলেন "দেবি, যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের সুখদুঃখের একমাত্র কারণ।" ল ৩৩

যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিয়া বাণপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদীতে উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। অ ২৮

যজ্ঞ—রাজা মাত্রেরই অশ্বমেধ যজ্ঞে অধিকার আছে। প্রা ৮

দশরথ সহধর্ম্মিণীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বা ১৩

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। বা ১৪

যজ্ঞে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করা হইল। মধুর সামগান দ্বারা ঋষিগণ আবাহন করিতে লাগিলেন। বা ১৪

যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রমত দেবগণের উদ্দেশে নানাবিধ উরগ, বিহগ, তুরঙ্গম ও জলচর প্রভৃতি জন্তু যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্‌গণ তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন। বা ১৪

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের পাদবন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। বা ১২

স্রুক পুরোডাশ কুশ ও খদিরকাষ্ঠের যূপ—এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা বিধেয়। অ ৬১

(রাজা অম্বরীষের) যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, হয় সেই অপহৃত পশু সন্ধান করিয়া আনুন, না হয় তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। বা ৬১

ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকের সাম্প্রদায়িক বিধিও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ৬০

যজ্ঞের সকল শেষ হইবার পর, পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া দশরথের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল; তৎকালে অন্ত অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। বা ১৪

কার্য্যকুশল বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বা ১৪

বিশ্বামিত্র রামকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বা ১৯

মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষাকাল নিরূপণ করিয়াছেন। বা ৫০

কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া শুনঃশেফ পশুরূপে বৈষ্ণবযূপে বদ্ধ হইলেন। বা ৬২

রাম কহিলেন, "যজ্ঞ দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া ভরত অগ্রে গমন করুক।" উ ৯১

ইন্দ্রজিত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। উ ২৫

পর্ব্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে। উ ৪৩

লঙ্কায় নিশাচরগণ প্রতি পর্ব্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করে, এবং তথায় দেবতারা প্রতি-নিরত পূজিত হইতেছেন। সু ৬

দিগ্বিজয় হইতে আসিয়া রাবণ নিকুম্ভিলা উপবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলু-হস্ত শিখাবান্ ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ উপস্থিত। উ ২৫

(সীতার পাতাল প্রবেশকালে) রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন। উ ৯৮

তাপসেরা কহিলেন, এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন. তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। বা ৩৩

বাজপেয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের ছত্রলাভ হয়। অ ৪৫

ক্রিয়াকর্ম্ম—একাদশ দিবসে বশিষ্ঠ দশরথপুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। বা ১৮

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসিদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। বা ১৮

অষ্টমবর্ষ বয়সে রামের উপনয়ন, তাঁহার সপ্তদশ বৎসর পরে যৌবরাজ্যে অভিষেক। অ ২০

মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে রাম প্রতিবর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিতেন। উ ৯৯

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে রামাদির বিবাহ—সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর। আ ৪৭

বিবাহ—বিবাহ পূর্ব্বে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। বা ৭১

প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহক্রিয়া-নির্ব্বাহ করিবার কথা রহিল। বা ৬৯

মিথিলাধিপতি কন্যাগণকে (বিবাহের পর) নানাবিধ যৌতুক দান করিলেন। বা ৭২

বর কন্যা অগ্নি, বেদী, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩

রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭

কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। বা ৭১

কুশনাভ রাজার কন্যাগণ কহিলেন, “এমন দিন যেন না আইসে আমরা পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্ত হই।” বা ৩২

অভিষেক—বশিষ্ঠ রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্ব্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন, সেই ব্রহ্ম-নির্ম্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ল ১২৯

রামের অভিষেকার্থ চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে সুবর্ণঘটপূর্ণ করিয়া জল আনিল। ল ১২৯

পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, এই সময় যৌবরাজ্যে অভিষেকের উপযুক্ত। অ ৩

(অভিষেকের পূর্ব্বদিন) দশরথ রামকে কহিলেন, “আজিকার রাত্রিযোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও। অ ৪

(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অ ২

(অভিষেক কালে) রাম ব্রতপরায়ণ ও দীক্ষিত হইয়া মৃগচর্ম্ম ও মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিলেন। অ ১৬

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দিমুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। অ ৮১

বশিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জানকীর সহিত রামকে উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অ ৫

রামের রাজ্যাভিষেক দিবসে নগরের চতুর্দ্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত, সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত হইল। অ ৫

(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। অ ১৬

পৌরগণ প্রীতমনে রাজাকে (বিভীষণ) দধি অক্ষত মোদক লাজ ও পুষ্প উপহার দিলেন। ল ১১৩

লক্ষ্মণ পরমাসনে বিভীষণকে উপবেশন করাইয়া সমুদ্রজলপূর্ণ একটি কলস লইয়া তাঁহাকে লঙ্কার রাজরূপে অভিষিক্ত করিলেন। ল ১১৩

মঙ্গল—রাজপথে রাম প্রভৃতির মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অ ৪৩

পথে পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং মঙ্গলাচারার্থ দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ বিকীর্ণ। অ ১৭

কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পরীক্ষিত ঔষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন। অ ২৫

(রাম বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে) শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উহার অগ্রে অগ্রে চলিল, অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল; এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণ গমন করিতে লাগিল। ল ১২৯

সংসার—অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে কহিলেন "আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা-সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে* প্রবেশ করিয়াছেন। ল ৯২

দূতেরা কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া (ভরতকে আনিতে) গমন করিল। অ ৬৮

নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। বা ১৩

বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ ভূত পিশাচের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ বাল্মীকির হস্ত হইতে মন্ত্রপূত কুশ ও লব গ্রহণ করিয়া সীতার সদ্যঃপ্রসূত পুত্রদ্বয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উ ৬৬

বনে রাম লক্ষ্মণকে সীতা নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি দেখাইলে লক্ষ্মণ বলিলেন "আমি কেয়ূরও জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, সেই জন্য এই দুই নূপুর জানি। কি ৬

সংসারিক ও লৌকিক—চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অ ১০৬

রাম বনে গমন করিলে শোকাকুলিত মনে কৌশল্যা দশরথকে কহিলেন "কবে দেখিব আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল ও করে ধনু ও খড়্গধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে? অ ৪৩

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্ত্তব্য। অ ৭২

ভরত জ্যেষ্ঠের বনবাস শুনিয়া দুঃখক্রোধে অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। অ ৭৪

ভরত কহিলেন, "জ্যেষ্ঠের বনবাস বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী,...সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম

---

* গৃহস্থাশ্রম কথাটা নাই; টিকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ।

যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, সে...সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করুক, নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক।.. অ ৭৫

ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ও ভরতকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও মন্ত্রী সংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ; বশিষ্ঠ ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া অগ্নি শিষ্য বৃষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অ ৯০

বিশ্বামিত্র দশরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দৈব ও মানুষ কার্য্য ত সম্যক্ সম্পাদিত হইতেছে ?" বা ১৮

জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন, পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।। বা ২২

দিতি শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণপূর্ব্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, ইহা এক ব্যতিক্রম। বা ৪৬

দশরথ কহিলেন "আমি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছি।" অ ৪

ভরত কহিলেন "যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা, লৌহ, মধু, মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করুক।...উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নর-কপাল গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক। অ ৭৫

হনু সুগ্রীবকে বলিলেন "পতির নিকট পত্নী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে রামের বশতা-পন্ন হইয়া থাক। কি ৩২

লৌকিক—সুগ্রীব রামের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নি-সন্নিধানে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। কি ৫

শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণস্থাপনপূর্ব্বক নির্ভয়ে (রাবণকে) কহিলেন। আ ৫৬

কামমোহিত রাবণ বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক......সীতাকে কহিল। আ ৪৬

ঋষ্যশৃঙ্গ সহ দশরথের অযোধ্যা প্রবেশ কালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল। বা ১১

হনুমান রামকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সীতা-সংবাদ কহিলেন। বা ১

রাম বিশ্বামিত্র-দত্ত অস্ত্রগণের অঙ্গে করস্পর্শপূর্ব্বক গ্রহণ স্বীকার করিলেন। বা ২৮

কাকপক্ষধারী রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন বা ২২

বালী দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করাইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কি ৯

হনু কহিলেন "আমি মলয় মন্দর বিন্ধ্য, সুমেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বতের নামোল্লেখপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, ফল মূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি...... ।" সু ৩৬

হনু জানকীকে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া তাঁহার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সু ৩৮

হনু মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন। সু ৩৬

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে বেদ বিধি অনুসারে সংকার করিলেন। বা ১১

অশোক কাননে হনুকে প্রথম দেখিয়া জানকী চিন্তা করিলেন "আঃ কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটা নিষিদ্ধ-দর্শন বানর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সু ৩২

স্ত্রী—রাম বলিলেন "আমি পিতৃ-বিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও স্ত্রীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল। অা ২

হনুমান অশোক-কানন হইতে সীতাকে আপন পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিতে ইচ্ছা জানাইলে জানকী কহিলেন "দূত আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না; ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পূর্ব্বে যে আমায় রাবণের গাত্রস্পর্শ করিতে হইয়াছে, তাহা কেবল কাল-প্রভাবে, আমি কি করিব?" সু ৩৭

বনে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "এক্ষণে তুমি বর্ম্মধারণপূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর, ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের মুখ্য কার্য্য।" অা ৪৩

রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজে এইস্থানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার পত্নীদিগের লজ্জাবগুণ্ঠন খলিত, ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না কেন? ল ১১২

স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা-অন্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করেন নাই। কি ৩৩

বৃদ্ধ সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমনপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন। অ ১৫

লঙ্কায় রামের নিকট সীতার আগমন কালে ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে অপসারণ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন......রাম নিবারণ করিয়া কহিলেন—"বিপত্তি পীড়া যুদ্ধ স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহ-কালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে।" ল ১১৫

মহানুভব ব্যক্তিরা কদাচ স্ত্রীজাতির উপর নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। কি ৩৩

বহুদিন রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়। উ ১

বশিষ্ঠ বলিলেন "ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্দ্ধাঙ্গ,* সুতরাং সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া, রাজ্যপালন করিবেন। রাম বনে গমন করিলে সিংহাসন সীতার।" অ ৩৭

নদী উত্তরণ-কালে সর্ব্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিলেন; পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উঠিলেন।......প্রয়াণ-কালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নি প্রদান করিল। অ ৮৯

* মূলে আছে "আত্মা হি দারাঃ।" টীকাকারের মতে অর্থ "অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

নিষাদগণ-বাহিতা সজ্জীকৃতা নৌকায় প্রথমতঃ সীতাকে আরোহণ করাইয়া পরে লক্ষ্মণ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। উ ৪৭

লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে কহিলেন "আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে। আ ১৮

আয়তলোচনা জানকী (বনে) রাম লক্ষ্মণের হস্তে শরাসন তূণীর ও নির্ম্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। আ ৮

রণস্থলে দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কৈকেয়ী সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি স্বামীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারণপূর্ব্বক (রাজাকে) রক্ষা করেন। অ ৯

অযোধ্যার অশোকোদ্যানে রামচন্দ্র সীতাকে মাল্যশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া মৈরেয় * (বিশুদ্ধ) মদ্যপান করাইলেন। উ ৪২

রাবণ রম্ভাকে বলিলেন "সুন্দরী, তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে কথাটি বলিতেছ, ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে—দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা।" উ ২৬

দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে দেবী স্বামীর অঞ্জলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন "মহারাজ আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও; তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।" অ ৬২

বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবারযোগ্য বাহকের দ্বারা সীতাকে বহুসংখ্যক রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকটে আনিলেন। ল ১১৫

রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট। অ ১৬

কৈকেয়ীর কক্ষায় কুব্জ ও বামনাকার স্ত্রীলোক রক্ষক থাকিত। অ ১০

সীতাকে অযোধ্যার রাজপথে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া লোকেরা কহিতে লাগিল "হা যাঁহাকে পূর্ব্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোকসকল অবলোকন করিতেছে।" অ ৩৩

স্ত্রীলোককে বধ নিষিদ্ধ। ল ৮০

ভোজন—সীতা কহিলেন, "আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংসগ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন।" আ ৪৭

"তোমরা (রামলক্ষ্মণ) পম্পানিবাসী স্থূল শিরাকার মৎস্যদিগকে ভোজন করিবে।" আ ৭৩

ভরদ্বাজ রামকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অর্ঘ্য বৃষ† নানাপ্রকার বন্য ফলমূল ও জল প্রদান করিলেন। অ ৫৪

---

* মৈরেয়—ধাত্রী-ধাতকী-গুড়-প্রস্তুত মদ্য। উ ২৫

† মূলে আছে "গাং"—গাং মধুপর্কাঙ্গং মহোক্ষং ব্যাখ্যা। নতুবা অর্ঘ্য জলের সঙ্গে 'বৃষ' টা কৈ?

রাম বরাহ ঋষ্য পৃষৎ ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন; এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অ ৫২

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পাঁচ পঞ্চনখী জন্তু ভক্ষ্য :—শ্বাবিৎ, শল্যক, গোধা, শশ, কূর্ম্ম। কি ১৭

পম্পা সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট, উৎকৃষ্ট রোহিত ও চক্রতুণ্ড মৎস্য রামলক্ষ্মণ ভক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। আ ৭৩

সৌদাস রাজাকে বশিষ্ঠ বলিলেন "আমায় সামিষ সুস্বাদু হবিষ্যান্ন আহার করাও।" উ ৬৫

প্রদোষে রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসাদ্বারা মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। সু ৫

মারীচ রাবণকে অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া সৎকার করিল। আ ৩১

অযোধ্যার অশোক-কাননে অনুচরবর্গ রামকে সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল আনিয়া দিল। উ ৪২

যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্ব্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। ... ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বা ১৪

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরতানুচরগণ কুঙমস্তকে সুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময় সহকারে দেখিল। অ ৯১

ভরত কহিলেন "যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃসর ও ছাগমাংস ভোজন করুক।" অ ৭৫

দশরথ কৈকেয়ীকে কহিলেন "অতঃপর ভদ্রলোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন। অ ১২

আদর সম্মান—বাল্মীকি ব্রহ্মাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি পাদ্য অর্ঘ আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। আ ২

রাম মুনিগণকে উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করিলেন; এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সাদরে তাঁহাদের প্রত্যেককে গাভী নিবেদন করিয়া দিলেন, এবং প্রণতচিত্তে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের বসিবার জন্য আসন আদেশ করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠেরা সেই সকল কুশাবৃত মৃগচর্ম্মযুক্ত সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ মহাসনে যথাযোগ্য উপবিষ্ট হইলেন। উ ১

পুলস্ত্য আসিতেছেন শুনিয়া হৈহয়াধিপতি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া মহর্ষির অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অর্ঘ ও মধুপর্ক লইয়া রাজ-পুরোহিত গমন করিতে লাগিলেন। উ ৩৩

মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বিভীষণ সীতাকে কহিলেন। ল ১১৫

হনুমান রামের অঙ্গুরী কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। কি ৪৪

রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অ ৩

উপবাসকৃত দীনভাবাপন্ন ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন সংবাদ শ্রবণে পরম প্রীতমনে মস্তকে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল গ্রহণ এবং শুক্লমাল্যশোভিত ছত্র ও সুবর্ণভূষিত শুভ্র চামর স্বয়ং ধারণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ বৈশ্য বণিক ও মাল্যমোদকহস্ত অমাত্য বন্দী ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ করিতে করিতে রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। ল ১২৮

রাম প্রত্যাগমন করিলে ভরত পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নরচন্দ্র রামচন্দ্রের পদযুগলে পরাইয়া দিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠকে বলিলেন "যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাসরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" ল ১২৮

লক্ষ্মণ রামসীতার পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অ ৫০

রাম পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমনকালে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। অ ৯০

নিষাদরাজ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরত-সমীপে চলিলেন। অ ৮৪

অর্জ্জুন (কার্ত্তবীর্য্য) রাবণকে বন্ধন করিয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণগণ ও পৌরবর্গ তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উ ৩২

রাজসভায় ঋষিগণ সর্ব্বতীর্থ সলিলপূর্ণ কুম্ভ ও প্রচুর ফলমূল উপহার দিয়া রাজদর্শন করিলেন। উ ৬০

তপস্বীরা রামকে দেখিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; পরে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। আ ১

রাম কহিলেন "আমি হর্ষসহকারে ভরতকে সীতা, রাজ্য ও প্রাণ অর্পণ করিতে পারি।" অ ১৯

গরুড় রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ-পথে প্রস্থিত হইলেন। ল ৫০

বাল্মীকি শত্রুঘ্নকে কহিলেন "আইস তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, যেহেতু ইহাই পরম লক্ষণ।" উ ৭১

ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন "আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম।" ল ১২৮

ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অ ১১৩

রাম ইন্দ্রপ্রেরিত দেবরথকে রণস্থলে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। ল ১০২

রাম রথারোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন; লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; বিভীষণ ও সুগ্রীব পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন; এবং ঋষি ও দেবগণ স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। ল ১২৯

রাম সীতা-সংবাদ আনয়নকারী হনুমানকে রোমাঞ্চ কলেবরে আলিঙ্গন করিলেন। ল ১

ইন্দ্রজিত বধ করিয়া আসিলে লক্ষ্মণকে স্নেহভরে কম্পপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া রাম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ল ৯১

হনুমানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে ভরত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "তোমার সংবাদের অনুরূপ আমি কি দিতে পারি! তুমি লক্ষ গো, একশত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা * গ্রহণ কর; ঐ সমস্ত কন্যা উত্তমজাতি ও উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ল ১২৬

দশরথ রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বিদায় দিলেন। বা ২২

সোমদা বারম্বার বধূগণের অঙ্গস্পর্শ করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। বা ৩৩

নিক্রমণকালে উভয়মিত্র (দশরথ ও লোমপাদ) একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলিবন্ধন ও স্নেহভরে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। বা ১১

রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপধারা পূজা করিয়া (অযোধ্যায়) পুষ্পককে গ্রহণ করিলেন। উ ১১

রাবণ বালীর সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া কহিল "স্ত্রী পুত্র পুররাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু, সমুদয় অবিভাগে উভয়ের ভোগের রহিল।" উ ৩৪

হনু সভায় রাবণকে বিনীতবাক্যে কহিলেন "রাজন্, তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন; তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকল্পে কহিয়াছেন......" সু ৫১

জাম্ববান অঙ্গদকে কহিলেন "আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্য্যার তুল্য, কেবল † প্রভু-ভাবে বিরাজ করিতেছ; প্রভু সৈন্যের পক্ষে ভার্য্যা-নির্ব্বিশেষে পালনীয়।" কি ৬৬

সীতা বনগমনকালে ভাগীরথীকে বলিলেন "রাম ভালায় ভালায় পঁহুছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও

---

* ষোড়শ কন্যা শুভ সংখ্যা, অভিষেককালেও ষোড়শ কন্যা থাকিত।

† তখনকার কালে তবে ভার্য্যারা ভর্ত্তাদিগের প্রভুস্বরূপ ছিলেন।

অর্থ দান করিব ; সহস্র কলস সুরা, ও পলান্ন দিব * ; তোমার তীরে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চনা করিব।" অ ৫২

রাম বশিষ্ঠকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত অরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন। অ ৫

শোক—হনুমান সীতাকে বলিলেন, "রাম তোমার বিরহে আর মত্ত মাংসস্পর্শ করেন না; যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকেন।" সু ৩৬

অশোক-কাননে সীতার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী। সু ১৫

সরমা সীতাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তুমি এই জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল (রাম) শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন।" ল ৩৭

রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। শোক-কালে এইরূপ গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত। অ ১০৩

বেশ—চিত্রকূট বনে চর্ম্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। অ ৯৩

কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেন, "তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদামশোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা শব্দায়মান।" অ ৯

(অশোক-কাননে) রাবণের স্কন্ধে পুষ্পবাস সুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র। সু ১৮

হনুমান ধবলবর্ণবস্ত্র পরিহিত হইয়া বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সু ৩২

(অশোক-কাননে) রাবণ রক্তমাল্য রক্তবসনে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনককিরীট এবং কটীতটে রত্নকাঞ্চী। সু ২২

সুরলোকে অপ্সরোগণ রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বলবেশে (বালীর নিকট) আসিবে। কি ২৪

কাকপক্ষধারী রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন। আ ২২

বিভীষণের আজ্ঞামাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত কর্করশব্দবৎ বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারিত করিয়া দিল। য ১১৫

রাম কহিলেন, "জানকী কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এই ঔষধি সেই পুষ্প।" আ ৬৪

বালী সুগ্রীবকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করেন। কি ১০

শরৎকালে নদী চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ হইয়া পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। কি ৩০

সীতার চরণযুগল বনে অলক্তকরাগশূন্য। অ ৬০

* মূলে কথাটা "বাসস্থুতৌদন।"

রাজা—রাজার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমে রাজকুমারদিগের রাজ্যাধিকার হয়,—এই আচার অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। অ ৩৫

কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেন, "রামের শত বৎসর পরেই ত আবার ভরতের পৈত্রিকরাজ্যে অধিকার।" অ ৮

রাজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না, পাইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; এই জন্য নৃপতির পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্পণ করেন। অ ৮

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক অধর্ম্ম। উ ৬৩

অরাজক রাজ্যে পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন, কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না। অ ৬৭

রাজসভায় প্রাতঃকালে সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ ও বৈতালিকদিগের প্রভাতগীত হয়। অ ৬৫

(রাবণের সভাসদ্গণ) সভার দূরদেশে বাহন হইতে অবতীর্ণ হইল এবং পদব্রজে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাঁহারা নৃপতির পাদপদ্ম বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদের সমুচিত সম্মাননা করিলেন। ক্রমে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে, কেহ কেহ বা ভূমিতে উপবেশন করিল। যাঁহার যেরূপ পদমর্য্যাদা, তিনি তদনুরূপ আসন অধিকার করিল। ল ১১

বিভীষণ সভা প্রবেশ করিয়া আপনার নামোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্রজের পদমূলে প্রণাম করিলেন। ল ১১

রাজসভায় ঋষিগণ সর্ব্বতীর্থসলিলপূর্ণ কুম্ভ ও প্রচুর ফলমূল উপহার দিয়া রাজদর্শন করিলেন। উ ৬০

রাজা দশরথ কহিলেন, "আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি।" অ ২

সদাচারসম্পন্ন রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। অ ৩০

ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। অ ৭৩

রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য। অ ৮

দশরথ কহিলেন, "এই সকল উপস্থিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রামলাভের ইচ্ছা করি।" অ ২

পুত্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে, তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক পূর্ব্বরাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বনপ্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। অ ২৩

হনুমান অঙ্গদকে কহিলেন, "সুগ্রীব ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্যদান করিবেন।" কি ৫৫

বিভীষণ লঙ্কা-প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়লাভ-সংক্রান্ত পুণ্যাহ-ঘোষণা শুনিতে লাগিলেন। ল ১০

সময়—অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিবে; অতএব চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। ল ৪

বর্ষার চারিমাসের মধ্যে ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম *; এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ।...... কার্ত্তিক মাস আইলে উদ্যোগ করা যাইবে। তখন শরৎকাল। কি ২৬

বিপক্ষপক্ষেরা গন্তব্যপথের ফলমূলাদি দূষিত করিতে পারে।......বানরসৈন্যগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষপক্ষের গুপ্তসৈন্য সন্ধান করিতে থাকুক। ল ৪

সৈন্য আহ্বানার্থ রাবণ ভেরীঘোষণা করিতে বলিলেন; অচিরাৎ ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল শব্দ উঠিল। ল ৩২

যুদ্ধস্থলে মৈন্দ ও দ্বিবিদ দুই বীর অঙ্গদের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন। ল ৭৫

হনুমান রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধে রত দেখিয়া কহিলেন, "লঙ্কেশ্বর তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত নহে।" ল ৫৯

রাম কহিলেন, "যে ব্যক্তি লুক্কায়িত, যুদ্ধবিরত, শরণাগত, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত, পলায়মান এবং প্রমত্ত—তাহার প্রাণহরণ করিতে নাই।" ল ১৯

রাক্ষস মাল্যবান্ পুরুষোত্তম পদ্মনাভকে রোষভরে কহিল, "নারায়ণ, পুরাতন ক্ষত্রধর্ম্ম তুমি অবগত নহ; আমরা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ও ভীত হইলেও তুমি ইতরের ন্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ।" উ ৮

মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। ল ১০৯

যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ অতিকায় প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন কাহাকেই প্রহার করিলেন না। ল ৭০

সুবাহু রাবণকে কহিলেন, "আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, আজ যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন।" ল ৯২

রাবণ সারথিকে কহিলেন, "শত্রু তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে, আমার এই অনুমান। ল ১০৪

যুদ্ধকালে রামকে ভূমিস্থিত ও রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা বলিতে লাগিলেন, "একজন রথারূঢ়, অপর জন ভূতলে; এ যুদ্ধ অসদৃশ।" ল ১০২

যুদ্ধে পাঠাইবার কালে রাবণ ইন্দ্রজিতকে কহিলেন, "বীর আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত; কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত।" সু ৪৮

---

* রামের কালে ঃ মাস বর্ষা, শ্রাবণ প্রথম। (কিন্তু ঋতু ৬টা—রা—"কৌশল্যা আদিঃ"।) অ ২৫

যুদ্ধযাত্রাকালে রাক্ষসগণ কেহ অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে, সৈন্যগণ বর্ম্মধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল। ল ৫৭

রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিতে যাইতেছে, তাহাদের কটীতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। ল ৫৯

যুদ্ধকালে সুগ্রীব গুল্মে সুষেণকে রক্ষা করিয়া অহার হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণপূর্ব্বক বৃক্ষহস্তে শত্রুর অনুসরণ করিলেন। ল ৯৬

সুগ্রীব ও মহোদর খড়্গাধারণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল, এবং প্রহারের অবসর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ল ৯৭

সুগ্রীব কটীতট সুদৃঢ় বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান, বালী গাঢ়বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইলেন। কি ১৬

বীর (বালী) ধর্ম্মবলে স্বর্গজয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন। কি ২৫

ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে রাবণ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। উ ১৩

রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্গণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম্মধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উ ২৭

নিষাদরাজ গুহ কহিলেন, "বলবান্‌দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্যক কৈবর্ত্তযুবা পাঁচশত নৌকায় আরোহণ ও কবচধারণ করিয়া স্থিতি করুক।" অ ৮৪

যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হইত। ল ৭৩

ইন্দ্রজিত পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নিঋতিদৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তি-সাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। ল ৭৯

বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের যুদ্ধের প্রকৃত সময় শরৎকাল। কি ৩০

সীতা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে চলিল। বা ৩৩

বালী দুন্দুভিকে কহিলেন, "আমার এই মত্ততা, উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান মনে কর।" কি ১১

অশোক-কাননে সীতা হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি (রাম) ত জয়লাভের জন্য মিত্রবর্গে সামদান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন?" সু ৩৬

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগপূর্ব্বক কহিলেন। ল ২৪

অঙ্গদ ও বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই জানু সঙ্কোচপূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন। ৫৪

মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ লোকরাবণ রাবণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বৌষধি ও মন্ত্রদ্বারা অভি-রক্ষিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থিত হইল। ল ৬৯

সৎকার (অন্তিম-ক্রিয়া)—অঙ্গদ পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং

বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ মুদুরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কি ২৫

বানরগণ বিধিপূর্ব্বক বালির অগ্নিসংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল, এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল। কি ২৫

জল প্রবেশই ঋষি নির্দ্দিষ্ট মৃত্যু। সু ১৩

শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আ ৫

মৃত নিশাচরগণের সমাধিই চিরব্যবহার। আ ৪

মতঙ্গশিষ্যগণ ও শবরী শ্রমণা অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। আ ৭৪

ঋষিগণ গন্ধমাল্য ও বস্ত্রদ্বারা নিমির মৃতদেহ সজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণী মধ্যে রক্ষা করেন। উ ৫৭

অমাত্যেরা বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপনপূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। .... তৎকালে পুত্র ব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না। অ ৬৬

অশোক-কাননে রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিহ্বলা হইয়া সীতা রাবণকে কহিলেন, "রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর; ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও এবং কল্যাণের কার্য্য কর......আমি স্বামীর অনুগমন করিব।" ল ৩২

তারা ভর্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন "এক্ষণে ঐ মৃতবীরের সহমরণই আমার শ্রেয়।" কি ২১

কৌশল্যা কহিলেন, "আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিব।" অ ৬৬

সীতা নাগপাশবদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া পতিকে মৃত স্থির করিয়া কহিলেন, "আমি বিধবা হইয়া তোমার সেই পশ্চিমদশার অনুবর্ত্তিনী হইলাম।" ল ৩২

(রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণীতে রক্ষা কর। সন্ধিবিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না হয়, এইরূপ করিয়া রাখ।") উ ৭৫

বিবিধ—সগর-পত্নী তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বা ৩৮

যখন রাম অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে লক্ষ্মণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। বা ১৮

ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ—দুইপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করেন। বা ৯

পরিবেষ্টাপুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। বা ১৪

রাম সপরিচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক * আবর্ত্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। অ ৪৬

বনগমনকালে সুমন্ত্র গমনমঙ্গলার্থ রথ একবার উত্তররাস্তে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অ ৪৬

রাম বনগমন করিলে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল। অ ৪৮

রাম বনগমন করিলে কৌশল্যা কাতর হইয়া দশরথকে কহিলেন, "রাম হৃতসার সুরাসদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন?" অ ৬১

নিশাবসান-সূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। অ ৮১

ভরত চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া দেখিয়া কহিলেন, "আর্য্য রাম নির্জ্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন। এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্!" অ ৯৯

হনুমান রাবণের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপ, দীপশিখা মহাধূর্ত্তের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। সু ৯

বানরেরা কেহ বা ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। ল ২২

রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিদ্ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। সু ১৮

দশরথ কৈকেয়ীকে কহিলেন, "তুই ভূতাবেশে বিবশ হইয়া এইরূপ কহিতেছিস্।" অ ১২

হনুমান মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। ল ১২৬

লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া যে সকল উপবন বিহারকালে সর্ব্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, তথায় মদিরামত্ত নায়কনায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, সেগুলি আজ নিস্তব্ধ। অ ৭১

বিল্মের প্রভাবে শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আ ৬৮

হনুমানের গমন-বেগে বৃক্ষ সকল ক্রীড়ানির্জ্জিত বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গেল। সু ১৪

বিভীষণ এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। ল ৪৬

বিভীষণ রামকে কহিলেন, "রাজন্ এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী

---

* রথারোহণপূর্ব্বক নদী পার (?) সেতুপথে?

সুগন্ধিতৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত, ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।" ল ১২২

হনুমান সুরম্য লঙ্কানগরীতে প্রথমে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বামপদ অর্পণ করিলেন। সু ৪

হনুমান লঙ্কা নগরীতে বর্দ্ধমান (দক্ষিণদ্বার শূন্য) স্বস্তিক (পূর্ব্বদ্বার রহিত) গৃহসকল দেখিলেন। সু ৪

সত্যরূপ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকাতে দশরথ রামকে বনবাস দেন। বা ১

রাম পিতৃ-নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই। বা ১

রাম বলিলেন, "আমি গো-ব্রাহ্মণের হিত ও দেশের হিতের জন্য তাড়কাকে বিনাশ করিব। বা ২৬

চীরধারী বীরযুগল বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনার্থ বটনির্য্যাস্ দ্বারা জটা প্রস্তুত করিলেন। অ ৫২

বিশ্বামিত্র বহুকাল কেবল কুম্ভক করিলেন এবং ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক দেহ পোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ৬৪

মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প অক্ষত ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইলেন। ল ১০

যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। অ ১০৯

পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। সু ৫২

ভাদ্রমাস সামবেদ পাঠের সময়। কি ২৮

হেমন্তকালে পুষ্যা নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়। আ ১৬

রামের ভোজনকাল উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্ব্বাগ্রে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া প্রসন্ন মনে পানভোজন প্রস্তুত করিত। অ ১২

কর্ম্মান্তরে ধীর বক্তৃগণ অন্যকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে (যজ্ঞসভায়) হেতুবাদ সহ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বা ১৪

জনকরাজ দশরথকে হরধনুর্ভঙ্গ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদিগকে পত্র* দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। বা ৬৭

মধুপুরী হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময় শত্রুঘ্ন সাত আটটি নির্দ্দিষ্ট পান্থনিবাস† অতিক্রম করিলেন। উ ৭১

অযোধ্যায় রামের 'অশোককানন' নামক উপবনে শিল্পী প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উ ৪২

---

* "পত্র কথা নাই" কৃতশাসন আছে; টীকাকার অর্থ করেন "কৃতকলাপ-সন্দেশপত্রান্।"

† "পান্থনিবাস" কথাটা নাই; টীকাকারের অর্থ এই। পথে ৭।৮ (সুত্রের) বাসা করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে আসেন।

[illegible] জনা [illegible]
করিলেন। [illegible]

দশরথের সহিত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করিলেন। [illegible]

তবে বাল্মীকি বিসর্জ্জিতা সীতাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যে আসিতেছ তাহা আমি যোগবলে জানিয়াছি। উ ৪৯

বানরেরা প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইয়া নদীতীরে আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। কি ৫৬

রাবণ হস্তে হস্ত নিপীড়নপূর্ব্বক নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। আ ৪৯

লম্বোদরী শূর্পনখা উদরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।* আ ২১

পরস্ত্রীগমন ও পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ রাক্ষসের ধর্ম। সু ২০

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের কন্যাসকল রাবণের প্রণয়িনী হইয়াছিল। সু ৯

হনূ ভাবিলেন, "আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর......তথাপি আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব... বস্তুত এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষীবাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।" সু ৩০

হনুমান স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছচুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান, কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সু ১০

হনূর পুচ্ছে জ্বালা করাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। সু ৫৩

মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ কালভুজঙ্গী। অ ১২

মন্ত্রৌষধিবলে নির্বীর্য্য ভুজঙ্গী। আ ২৯

হনুমান সংবর্ত্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সু ৫৩

রাক্ষসেরা হনূমানকে বন্ধন করতঃ শঙ্খ ও ভেরী বাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিদ্রোহীর বধবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল রাজমার্গের সর্ব্বত্র উঁহাকে গূঢ়চর বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। সু ৫৩

রাম কহিলেন, "এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটি সঙ্কেত রহিল, যে বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না।" ল ৩৭

হনুমান ও বিভীষণ জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোর রজনীতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ল ৭৩

---

* সীতাও এইরূপ করিয়াছিলেন। আ ৫৫

বিবিধ তত্ত্ব

অগ্নিকার্য্য—(রাবণের অগ্নিকার্য্য ও পিতৃমেধ।)

রাক্ষস-ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবসন পরাইয়া সজলনয়নে সুবর্ণ-শিবিকায় আরোপণ করাইল। তূর্য্যবাদকেরা তূর্য্যবাদনের সহিত রাবণের স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণপ্রমুখ সকলে মাল্য-সজ্জিত বিচিত্র-পতাকা-বিশোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে অনুবর্ত্তী হইল। অনন্তর সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দীনমনে রাবণকে পবিত্রস্থানে অবতরণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন পদ্মক ও উশীরদ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্কবচর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। ল-১১২

অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র রাবণের শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণপূর্ব্বকোণে বেদী রচনা করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিলেন, পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপপূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া দিলেন; এবং দারুপাত্র অরণি, উত্তরারণি ও মুষল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতৃমেধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও ঋষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার ঘৃতসংযুক্ত মেদদ্বারা এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিলেন। রাক্ষসেশ্বরকে ক্রমে গন্ধমাল্যে ও বিবিধ বসনে অলঙ্কৃত করিয়া উঁহার দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। বিভীষণ যথাবিধি অগ্নিকার্য্য করিলেন। রাক্ষসবীরের দেহ ভস্মীভূত হইলে, তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্রবসনে বিধি অনুযায়ী সদর্ভ তিলোদকে উঁহার তর্পণ করিলেন। ল-১১২

ঔর্দ্ধদেহিক—অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণপূর্ব্বক সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহুসংখ্যকলোক গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনেকে চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য এবং সরল, পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতার মধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ-গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারাও তথায় আগমনপূর্ব্বক করুণকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণপূর্ব্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ

করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে পুরপ্রবেশপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিলেন। অ ৭৬

অগ্নিসংস্কার—বানরগণ (বালীকে) বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিয়া নদীতীরে লইয়া চলিল। অগ্রে অগ্রে বানরেরা ভূরি পরিমাণে রত্নবৃষ্টি করিতে লাগিল। নদীকূলে উপস্থিত হইলে, পুলিনে চিতা প্রস্তুত হইল। অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নিপ্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিসংস্কার করিয়া বানরগণ স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল। কি ২৫

কর্ম্মপাতক—কর্ম্মপাতক তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক, মানসিক। অ ১০৯

পিণ্ডদান—(চিত্রকূটপর্ব্বতে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাম একান্ত শোকাকুল হইলেন; কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে) লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, তুমি ইঙ্গুদী ফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইঁহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। শোককালে এইরূপ গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।" ...রাম দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "পিতঃ আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক।" পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরী মিশ্রিত ইঙ্গুদীপিণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড গ্রহণ করুন, আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।" অ ১০৩

সৎকার (অগ্নিসংস্কার)—রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণপূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থূল মৃগসকল সংহারপূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে গৃধ্ররাজের পিণ্ডদান করিলেন; এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্রজপ করেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন; এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্টবিধি অনুসারে উহার তর্পণও করিলেন। আ ৬৮

শব-শিবিকা—(বালীর মৃতদেহ মধ্যগত করিয়া বলবান্ বানরেরা এই শিবিকা বহন করিয়া চলিল।) উহার মধ্যে রাজযোগ্য আসন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত; উহার নির্ম্মাণসন্নিবেশ অতি সুন্দর। উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে; উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্পমাল্যে সুশোভিত; উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পদ্মের মালা ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঙ্কজ প্রসারিত আছে। কি ২৫

অশৌচ—দশাহ অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন; এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয়-মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পারলৌকিক ফল-আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন, প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য, ছাগ, বহুসংখ্য গো, দাসী দাস, বাসভবন ও যান প্রদান করিলেন। ত্রয়োদশাহে প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন। অ ৭৭

অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে করিয়া থাকে। অ ১০৮

অভিষেক—প্রধান বানরগণ মালাশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্তে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদনদী তীর্থ ও সপ্ত-সমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ-দ্বারা মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অভিষেকসামগ্রী :—("যাগ-যজ্ঞ" দেখ। কি ২৬

ঋষিগণের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। ল ১২৯

(অভিষেকের পূর্ব্বদিনে) রাম স্নান করিয়া, নিয়তমানস হইয়া পত্নীর সহিত নারায়ণ দেবের উপাসনা করিলেন। অনন্তর সেই রাজনন্দন আত্মপ্রিয় কামনা করিয়া বিধি অনুসারে মস্তক দ্বারা আজ্যপাত্র গ্রহণ করতঃ পরমব্রহ্ম নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আজ্য হবন করিলেন, এবং অবশিষ্ট আজ্য ভক্ষণ করিয়া বৈদেহীর সহিত নিয়ত-মানস ও যতবাক্ হইয়া নারায়ণদেবকে ধ্যান করতঃ অন্তঃপুরবর্ত্তী শোভাসম্পন্ন বিষ্ণু-মন্দিরে সম্যক্-পাতিত কুশ-শয্যাতে শয়ন করিলেন। রজনী প্রভাতের এক যাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, তিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া সূত মাগধ ও বন্দীদিগের সুখজনক বাক্যসকল শ্রবণ করতঃ ভৃত্যগণ দ্বারা গৃহের সম্যক্ শোভা সম্পাদন করাইলেন। পরে প্রভাত হইলে, তিনি সুসমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ গায়ত্রী জপ করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন, এবং নির্ম্মল ক্ষৌম বাস পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বস্তিবাচন করিলেন। তখন সেই সকল ব্রাহ্মণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহ-শব্দ তূর্য্য-শব্দ সহকারে অযোধ্যানগরী পূর্ণ করিল। অ ৬

অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গোদকপূর্ণ ও সাগরজল-পূরিত কাঞ্চননির্ম্মিত ঘট, উডুম্বরকাষ্ঠ রচিত উত্তম পীঠ, যব সর্ষপাদি আবশ্যকীয় বীজসকল, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, শ্রীসম্পন্ন খড়্গা, উত্তম ধনু, শিবিকা, চন্দ্রসদৃশ কমনীয় ছত্র, শ্বেতবর্ণ দুইটী চামর, হেমনির্ম্মিত ভৃঙ্গার, হেমদামভূষিত প্রশস্ত ককুদসম্পন্ন পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়বিশিষ্ট সিংহ, মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিৎ, এবং অগ্নি এই সকল দ্রব্যআহরণ করা হইয়াছিল এবং আটটি মনোহরা স্ত্রী কন্যা, কতকগুলি অলঙ্কৃতা সধবা নারী ও নৃত্যগীতপরায়ণা অনেক বারাঙ্গনাকে

আবরণ কৃত হইয়াছিল। অপিচ আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, গো, পবিত্র মৃগ, পবিত্র পক্ষী, মুখ্য পৌরজন, শ্রেষ্ঠ জানপদ বর্গ, নরপতিগণও স্বজন সমূহ পরিবৃত বণিক্‌সকল ইঁহারা এবং অপরাপর প্রিয়বাদী অনেক ব্যক্তিই রামের অভিষেকসন্দর্শনার্থ প্রীতি সহকারে অবস্থান করিতেছিলেন। অ ১৪

ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজ্যাভিষেক সময়ে যেরূপ দ্রব্য সকল উপহার প্রদান করা উচিত, রাজনন্দন রামের অভিষেকের উদ্দেশে উপঢৌকন দিবার নির্ম্মিত সেইরূপ দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া মহীপতিগণ সমাগত হইলেন। অ ১৫

রাম রজতনির্ম্মিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত অগ্নিদ্যুতি হস্তিশিশু তুল্য হয়যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরধারণপূর্ব্বক সেই রথে আরূঢ় ও তাঁহার অনুগামী হইয়া পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের নির্গমনকালে তত্রত্য জনমণ্ডলীর তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চন্দন ও অগুরুভূষিত এবং খড়্গ ও চাপধারী রাম-হিতাকাঙ্ক্ষী শূরেরা বদ্ধসন্নাহ হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী এবং মুখ্য হয় তাঁহার অনুগমনে নিযুক্ত হইল। পথিমধ্যে বাদিত্র শব্দ বন্দীদিগের স্তুতিগীতি এবং বীরগণের সিংহনাদ রামের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অরিন্দম রাম গবাক্ষস্থিত বিবিধালঙ্কারভূষিত রমণীগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।......রাজপুত্র রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্যবৃক্ষ ও দেবালয় সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অ ১৬

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে বসুগণ যেরূপ বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ (সমুদ্র) সলিল দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর বশিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে ঋত্বিক্, দ্বিজকন্যা, মন্ত্রী, সার্থবাহ ও পৌরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে, আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপাল চতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধিযুক্ত জল-দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে পিতামহ যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীটদ্বারা পূর্ব্ব মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার পর ও তদ্বংশীয় রাজগণও ক্রমান্বয়ে যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে মহামূল্য নানাবিধ সুশোভন রত্নবিচিত্রিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সেই কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন, এবং ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া দিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি মঙ্গলসূচক পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র ধারণ করিলেন এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ শশাঙ্কসদৃশ শুভ্র চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ল ১৩০

অশ্বমেধ—ভগবান্ স্বয়ম্ভুর সৃষ্ট এই অশ্বমেধ। সকল রাজারই এই যজ্ঞে অধিকার আছে। বা ১২

যজ্ঞতত্ত্ববিদ্ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।......রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বা ১৩

সুপটু পুরুষ সংরক্ষিত, ঋত্বিক্ প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত কৃষ্ণসার সমান বর্ণ সুলক্ষণ সম্পন্ন অশ্ব মোচিত হইল।......সম্বৎসর পূর্ণ হইলে ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মবিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টিবিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। † এই যজ্ঞে বিল্বনির্ম্মিত ছয়টি, খদির নির্ম্মিত ছয়টি, পলাশ নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত একটি ও দেবদারুনির্ম্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটী যূপ ছিল। একবিংশতি অরত্নিপরিমিত একবিংশতি যূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট মসৃণ।......এই সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিনশত পশু ও এক উৎকৃষ্ট অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্মকামনায় স্থিরচিত্তে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন ...... হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সঙ্গে যোজনা করিয়া দিলেন। ‡ শ্রৌতকার্য্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষসম্পন্ন অশ্বের বসা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপপ্রশমনের নিমিত্ত সেই বসাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ষোড়শজন ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষসম্পন্ন। অন্যান্য যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, অশ্বমেধযজ্ঞে বেতসদণ্ড-দ্বারা হবি নিক্ষেপ বিধি। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান; ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিবসের প্রথমদিনে অগ্নিষ্টোম দ্বিতীয় দিনে উক্থ, ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে, তৎপরে জ্যোতিষ্টোম আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল। বা ১৪

যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা দশরথ হোতাকে পূর্ব্বদেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ-দেশ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদেশ দক্ষিণা প্রদান করেন। বেদ-পারগগণ সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রার্থনা করিলে নরপতি তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশকোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত § প্রদান করিলেন। বা ১৪

---

* রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

† এইখানে একটা "অভিসুত" কথা আছে; কেহ কেহ "অভিষুত" ধরিয়া অর্থ করেন" সোমলতা কুটন বা ১৪-৬

‡ ক্ষত্রিয় রাজার ক্ষত্রিয়া স্ত্রী "মহিষী" বৈশ্যা "বাবাতা" ও শূদ্রা "পরিবৃত্তি" শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

§ এখানে "সুবর্ণ" 'রজত' মুদ্রা না হইয়া যায় না।

পুত্রেষ্টি—ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "মহারাজ আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টিযাগ অনুষ্ঠান করিব।" ...অনন্তর তিনি... ...কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী-অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন। বা ১৫

যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।... দশরথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত বলিয়া জানিবেন। ....এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।"... ..এই বলিয়া সেই তেজঃপুঞ্জ পুরুষ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। বা ১৬

ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ—যজ্ঞস্থলে কতকগুলি রক্তোষ্ণীষধারী রাক্ষস ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে অবস্থিত। ঐ যজ্ঞে শস্ত্রই শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব সমাহৃত। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটী জীবিত কৃষ্ণছাগলের গলদেশ ধারণ করিলেন। ...অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ল ৭৯

বিভীষণ বর্ম্মাস্ত্রধারী লক্ষ্মণকে লইয়া কিয়দ্দূরে গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞস্থান দেখাইলেন এবং নীল মেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই, এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।" ল ৮৬

আগ্রয়ণ—হেমন্তকালে সকলে নবান্ন ভোজনার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হয়......সে সময়ে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আ ১৬

অগ্নি-পরীক্ষা—রাম রক্ষকুল নাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেও বহুকাল রাক্ষসগৃহ-বাস নিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও লজ্জিত হন এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন। (রামচরিত্রবিকার দেখ।) ৭৮ পৃষ্ঠা

জানকী রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক দেহপাত করিব।.... জ্যেষ্ঠের ভাব বুঝিয়া অগত্যা লক্ষ্মণ চিতা সাজাইলেন। সীতা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া জলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নি সমক্ষে কহিলেন, "যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী

অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করুন।" এই বলিয়া চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে আকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ল ১১৭

ইত্যবসরে কুবের, যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া রামের সকাশে আসিয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং বিষ্ণু আর জানকী লক্ষ্মী। ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্ত্তিমান্ অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, ইনি নিষ্পাপ, এই সচ্চরিত্রা বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই।... তখন ধর্ম্মশীল রাম প্রীত হইয়া কহিলেন "দেব জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক, ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাকে শুদ্ধ না করিয়া লই, তবে লোকে আমায় বলিবে যে, রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাহা হউক আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ, চরিত্রদোষ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"......এই বলিয়া মহাবলবিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণপূর্ব্বক সুখী হইলেন। ল ১১৯

ত্রি-তত্ত্ব— ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম। বা ৭

ত্রিলোক=স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। ত্রিমন্ত্র=প্রভু, মন্ত্র, উৎসাহ। উ ৫

ত্রিব্যাধি=বাত, পিত্ত, কফজ। উ ৫

দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি তিনঋণ। অ ১০৬

ত্রিযুগ্মগুণ=যশবীর্য্য, শ্রীঐশ্বর্য্য, জ্ঞানবৈরাগ্য। উ ৩৬

ত্রি-কর্ম্মপাতক=কায়িক, বাচিক, মানসিক। অ ১০৯

(ত্রি-অগ্নি=আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ)

বিবাহ—(রামচন্দ্রাদির শুভবিবাহ স্থির হইলে) রাজা দশরথ কহিলেন "এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদয় বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" বা ৭২

প্রাতঃকালীন গো দান সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের শুভ সংকল্পে চারিলক্ষ স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্যদোহন পাত্রের সহিত প্রদান করিলেন। বা ৭২

বশিষ্ঠদেব শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বেদীর চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত যবাঙ্কুর যুক্ত চিত্রকুম্ভ শরাব ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, হরিদ্রাদিপূর্ণ অক্ষত, স্রুব স্রুক, উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদীর উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। পরে, তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নি স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং (মঙ্গলসূত্রধারী) রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন—"রাম এই সীতা আমার দুহিতা,

ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন, এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন।" এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। বরকন্যা অগ্নি বেদী রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩

রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭

এ সময়ে রামের বয়স ষোড়শবর্ষ, সীতা বিবাহ বয়সী (ছয় বৎসরবয়স্কা)। (৮৮পৃষ্ঠা দেখ)

যৌতুক—মিথিলানাথ জনক প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কোশেয় বসন, কোটি সংখ্য, বস্ত্র সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব, রথ পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধনস্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যাকে শতসংখ্য দাসী দাস ও বহুসংখ্য সখী দিলেন। বা ৭৪

বধূবরণ—দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক হোম-পূত কোশেয় বস্ত্রশোভিত বধূগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্য দিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন। বা ৭৭

রাজ অভ্যর্থনা—রাজা দশরথ (বরবধূ লইয়া) সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হই-লেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের অপূর্ব্ব রচনায় সুশোভিত এবং উহার রাজপথ সকল জলসেকে সিক্ত. ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তূর্য্যরবে উহার চতুর্দ্দিক নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পুরবাসীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্রই লোকারণ্য। রাজ প্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল। বা ৭৭

প্রত্যুপবেশন—কোন কিছু উদ্দেশ্যে সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত অনা-হারে অবস্থান। ভরত মিনতিতে রামকে রাজ্যে ফিরাইতে না পারিয়া রামের কুটীর দ্বারে এই উপায় অবলম্বন করেন। ইহা ব্রাহ্মণের বিধি, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই—জানা-ইয়া রাম তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা সাধন। ভরত রামকে বন হইতে কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া কহিলেন "আর্য্য, আপনি পদতল হইতে নিজ পাদুকাযুগল দিন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" অ ১১২

রাজ্য-শাসন—বনে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত চতুর্দ্দশ রাজদোষ (১) পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ (২) পঞ্চবর্গ (৩) চতুর্বর্গ (৪) সপ্তবর্গ (৫) অষ্টবর্গ (৬) ও ত্রিবর্গের (৭) ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয় জয় ষাড়্‌গুণ্য (৮) দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য (৯) বিংশতিবর্গ (১০) প্রকৃতবর্গ, (১১) মণ্ডল, (১২) যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী সন্ধিবিগ্রহ (১৩) এই সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ?" অ ১০০

(১) চতুর্দ্দশ রাজদোষ:—নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা, অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুসন্ধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা।

(২) দশবর্গ:—মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, মদ্য, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথা পর্য্যটন।

(৩) পঞ্চবর্গ:—জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণদুর্গ, (সর্ব্বশস্যপূর্ণ দেশ) ধান্বনদুর্গ, (গ্রীষ্মকালে অগম্য।)

(৪) চতুর্ব্বর্গ:—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড।

(৫) সপ্তবর্গ:—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল, সুহৃৎ।

(৬) অষ্টবর্গ:—কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর করাদান, শূন্য নিবেশন।

(৭) ত্রিবর্গ:—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(৮) ষাড়্গুণ্য:—সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ।

(৯) রাজকৃত্য:—অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

(১০) বিংশতি বর্গ:—বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘ রোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্ত প্রকৃতি, বহুমন্ত্রী, বিষয়ে অত্যাসক্ত, দেব ব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, আদেশস্থ, বলব্যসনী, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, অসত্যধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য নহে।

(১১) প্রকৃতি বর্গ:—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, দণ্ড।

(১২) দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

(১৩) সন্ধিবিগ্রহ:—সন্ধি বিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক। অ ১০০

কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন "যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পঞ্চ অবস্থা বিচার করিয়া সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন।"—এই পঞ্চ অবস্থা কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ দ্রব্য সম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার কার্য্যসিদ্ধি। ল ৬৩

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি:—শুশ্রূষা, শ্রবণ-গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান। কি ৫৫

চতুর্দ্দশ গুণ:—দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা, অচাপল্য। কি ৫৫

চারিপ্রয়োগ :—সাম, দান, ভেদ, নিগ্রহ।

(অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত, চতুর্দ্দশ গুণসম্পন্ন ও সামাদি প্রয়োগ সুনিপুণ ছিলেন।) কি ৫৫

রাজচরিত্র—যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্য্য সাধন না করে, সে রাজাও কার্য্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না এবং একান্তই অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ জম্বুকে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না।…… যাহার দূত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এইজন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে।……যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ, আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে।…· যিনি সাবধান, ধর্ম্মশীল, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাত থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতি-নেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। আ ৩৩

রাম-রাজত্ব—রাম পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক ছিল। পিতা কদাচ পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নাই। স্ত্রীলোকেরা সধবা ও পতিব্রতা ছিল। রাজ্য মধ্যে অগ্নি ভয় ও বায়ুভয় তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কেহই জলনিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই।… ··· সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কাল হরণ করিত। রাজ্যে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল না ; সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য ছিল।… ··· বা ১

তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিতেন। (ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এবং বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত্রিজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিত।) ল ১২৯

রাজ-কর্ম্মচারী (তীর্থ)—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকারী, বন্ধনাগারাধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞানিবেদক, প্রাড্বিবাক,[1] ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য,[2] বেতনদানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী,† রাষ্ট্রান্তপাল, দণ্ডাধিকারী, দুর্গপাল।* অ ১০০

(উপমন্ত্রী, উপসেনাপতি।) ল ১৯

---

* এই "অষ্টাদশ তীর্থ।" প্রথম তিনটি বাদ দিলে "পঞ্চদশ তীর্থ।" [illegible]

(১) ব্যবহারবিচারের [illegible] পণ্ডিত। (২) মন্ত্রী। † [illegible] (?)

পাণিবাদক—রাজা সভায় আসীন হইবার প্রাক্কালে ইহারা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি দিত। অ ৬৫

রাজ-পদ্ধতি—প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত দূত কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদ, নির্ণায়ক, গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিবর্গের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। পবিত্রস্থান ও তীর্থের নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নান-বিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণ কলসে হরিচন্দনসুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু পানীয় গঙ্গোদক এব পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। অ

নগরসজ্জা—(রামের যৌবরাজ্য অভিষেক কালে) পৌরজনেরা সমস্ত পুরী সুসজ্জিত করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘের ন্যায় ধবল গিরিশিখর সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে ধ্বজপতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপগন্ধে সুবাসিত ও মাল্যে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেকান্তে যদি রাজকুমার রাম রাত্রিকালে নগরপরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক দিবার নিমিত্ত বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিল। স্থানে স্থানে নট নর্ত্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্যগীত হইতে লাগিল...... অযোধ্যার বৈজয়ন্ত দ্বার, অযোধ্যার সমস্ত রাজপথ চন্দন জলে সিক্ত এবং রক্তোৎপলে শোভিত হইল। অ ৬

শিবির-সংস্থাপন—যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফলবহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি সংস্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দ্দিক্ ধূলিধূসরিত সগর্ত্ত প্রাস্ত ভিত্তির দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্ম্মিত হইল। অ ৮০

পথ-প্রস্তুত—পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল; এবং তরুলতা গুল্মস্থান ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল।......অনেকেই উন্নত স্থান সমতল, ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কঙ্করচূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জলনির্গমার্থ

মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল।...স্বল্পকাল মধ্যেই যে প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদী পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। এইরূপে সৈন্যগণের গমন-পথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। অ ৮০

ধনুর্বেদ—বশিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং হিমালয়ের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবাদিদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন, রাজাকে বর দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলেন "ভগবন্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ আমাকে প্রদান করুন, দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষি লোকে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আছে, তৎসমুদয় আমাতে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক।" দেব কহিলেন "তথাস্তু।" বা ৫৫

সেতুবন্ধ—হনুমান আসিয়া সীতা-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাম সুগ্রীবের সহিত সাগরতীরে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর নিকরদ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের উপদেশানুসারে সমুদ্রের উপকূলে বিশ্বকর্ম্মাপুত্র নলকে সেতুবন্ধনে আদেশ করিলেন।* ল ২২
বানরেরা নানাবিধ বৃক্ষ পর্ব্বত শিলা সমুৎপাটনপূর্ব্বক যন্ত্রযোগে লইয়া আসিতে লাগিল। ল ২২
পঞ্চদিনে শতযোজন সমুদ্র বাঁধা হইয়া গেল! অম্বরে স্বাতিপথের যেমন শোভা, তাহার ন্যায় দিব্য সেতু—বিস্তারে দশ যোজন, দৈর্ঘ্যে শত যোজন।† ল ২২
কোটি সহস্র বানর সেতু প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে সমুদ্রের পরপারে গমন করতঃ রামাদেশে ব্যূহাকারে (গরুড়ব্যূহ) অবস্থিতি করিতে লাগিল। ল ২৩

সৈন্য-সমাবেশ—রাম কহিলেন "আমি সৈন্যগণের সন্তোষ সমুৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিব। লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে যাইবেন।...... গবয় গবাক্ষ অগ্রে অগ্রে গমন করুক, ঋষভ সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্ব, গন্ধমাদন বামদিক রক্ষা করিতে থাকুক। জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী সৈন্যগণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিবে। সুগ্রীব মধ্যদেশ রক্ষা করিতে থাকিবেন।..... ঋষভস্কন্ধ নীল কুমুদ বহু সৈন্যসহ পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। শতবলী সৈন্যসমূহের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। ল ৪

---

* লঙ্কাজয়ের পর ফিরিবার কালে রাম সীতাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে ভগবান্ মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন।"—"পূর্ব্বে" কই এ উল্লেখ নাই; বোধ হয় এটা প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার।

† কোন কোন সংস্করণ রামায়ণে আছে:—সেতু প্রস্তুত হইলে দেব ঋষিগণ আসিয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "যতদিন পৃথিবীতে সমুদ্র থাকিবে, তত দিন এই সেতু বিরাজ করিবে, ততদিন রামের সুনাম ঘোষিত হইবে।"

পুরী-সংরক্ষণ—লঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন, দৈর্ঘ্যে বিংশযোজন। এই পুরী চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-প্রাচীর দ্বারা সংবেষ্টিত। ইহার পরে একটি কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারিদিকে চারিদ্বার; প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্রলম্বিত সেতু বিরাজমান। বিপক্ষপক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ল ৩

রাম কর্ত্তৃক লঙ্কার রোধের সময় বিশিষ্ট সেনাপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার চারি দ্বার ও মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতে লাগিল। ল ৩

সৈন্য-সংখ্যা—রাক্ষস সৈন্য :—লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশ সহস্র, ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস। কি ৩৫

বিভীষণ রামকে সংবাদ দিয়াছিলেন, "দশসহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী, এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি।" প্রধান সেনা দশসহস্র কোটি। ল ১৯। ল ৩৭

রাবণ সংবাদ দেন, রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশকোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। আ ৫৫

বানর সৈন্য :—সহস্রকোটি ভল্লুক, শতকোটি গোলাঙ্গুল, অসংখ্য বানর। কি ৩৫

শুক রাবণকে সংবাদ দেন, 'মহাবীর সুগ্রীব সহস্রকোটি, শতশঙ্কু, সহস্রমহাশঙ্কু, শতবৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শতপদ্ম, সহস্রমহাপদ্ম, শতখর্ব্ব, শতসমুদ্র ও শতমহৌঘ বানরসাথে উপস্থিত।' ল ২৮

রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। (অবশ্য ইহাদের আবশ্যক হয় নাই।) উ ৩৯

গণিত—শতলক্ষ = এক কোটি, লক্ষকোটি = এক শঙ্কু; লক্ষ শঙ্কু = এক মহাশঙ্কু; লক্ষ মহা-শঙ্কু = এক বৃন্দ; লক্ষ বৃন্দ = এক মহাবৃন্দ; লক্ষ মহাবৃন্দ = এক পদ্ম; লক্ষ পদ্ম = এক মহাপদ্ম; লক্ষ মহাপদ্ম = এক খর্ব্ব; লক্ষ খর্ব্ব = এক সমুদ্র; লক্ষ সমুদ্র = এক মহৌঘ। ল ২৮

(কুম্ভকর্ণের দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু।) ল ৬৫

রামরাবণযুদ্ধ—যুদ্ধ দেখিয়া দেব-ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন—"সমুদ্র আকাশের এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য। রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবণেরই অনুরূপ।" রাম রাবণের সকুণ্ডল মুণ্ড শরাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে নূতন মুণ্ড উত্থিত হইল। এইরূপ শতবার ঘটিল; কিছুতেই রাবণ মরিল না। দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ পিশাচ ও উরগগণ সপ্তরাত্রিব্যাপী* এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়ে রামরাবণের যুদ্ধে বিরাম ঘটে নাই। অনন্তর মাতলির পরামর্শানুসারে রাম অগস্ত্য-দত্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র বেদমন্ত্রানুসারে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে সন্ধান করিলেন। দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাবণের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া তাহার পঞ্চত্ব বিধান করিল। † ল ১০৮।১০৯

---

* সপ্তরাত্রি—এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

† মন্দোদরীর ত্রন্দে রাবণের বধ—কৃত্তিবাসের মত।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রক্রিয়া—বিচিত্রমণ্ডল, বিবিধস্থান, গোমূত্রকগতি, গত-প্রত্যাগত, তির্য্যক্‌গতি, বক্রগতি, প্রহার-ব্যর্থীকরণ, বর্জ্জন, ধাবণ, অভিদ্রবণ, আপ্লাবন, সবিগ্রহ-অবস্থিতি, পরাঙ্মুখ-গতি, পার্শ্বগতি, অপক্রান্ত, অবপ্লুত, পরিধাবন, উপন্যাস, অপন্যাস। (রাবণ সুগ্রীবে এই যুদ্ধ গো-পুরে হইয়াছিল।) ল ৪০

ব্রহ্মশক্তি—লক্ষ্মণের প্রতি রাবণ প্রয়োগ করেন; আঘাতে সৌমিত্রি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; তখন রাবণ তাঁহাকে আপন রথে উঠাইয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু, এমন কি দেবগণের সহিত ত্রিলোক সমুৎপাটনে সমর্থ, লক্ষ্মণকে উত্তোলন করিতে তাহার কোন ক্রমে সামর্থ্য হইল না। লক্ষ্মণকে যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ এক্ষণে তাহা স্মরণ (প্রমাণ?) হইল। ব্রহ্মশক্তি লক্ষ্মণকে পতিত করিয়া পুনর্ব্বার রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। ল ৫৯

(ময় দানব স্বীয় কন্যা মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সম্প্রদানকালে এক শক্তি জামাতাকে উপহার দিয়াছিলেন। সে শক্তিও অন্য এক সময়ে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করেন।) ল ১০০

অস্ত্র-আকৃতি—রাবণ রামের প্রতি আসুর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখ সদৃশ। কতকগুলি কঙ্ক ও কাকের মুখের ন্যায়; কতকগুলি গৃধ্র, শ্যেন ও শৃগালের মুখতুল্য। অনেকগুলি গর্দ্দভ, বরাহ ও কুক্কুটের মুখাকৃতি। কতকগুলি সর্প ও মকরের মুখাকার। রাম ঐ অস্ত্র-নাশে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; উহার কোনটি অগ্নিবৎ, কোনটি সূর্য্য তুল্য, কোনটি গ্রহনক্ষত্রের মুখ তুল্য; কোনটি বিদ্যুৎ, কোনটি মহোল্কার ন্যায়। ল ৯৯

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রাত্মক অস্ত্র সকল;—

ইহারা কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র। এই সকল অস্ত্র, দিব্যদেহযুক্ত প্রভাজালজড়িত ও সুখপ্রদ। ইহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ, কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। যিনি ইহাদের অধিকারী হইতেন, স্মরণমাত্রেই ইহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিত। বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে প্রয়োগ ও সংহার মন্ত্রসহিত রামও এগুলি প্রাপ্ত হন। ("অস্ত্র শস্ত্র" দ্রষ্টব্য) বা ১৮

নাগ পাশ—দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ইন্দ্রজিৎ এই অস্ত্র লাভ করেন। ইহা সর্পসদৃশ, সূর্য্য-সঙ্কাশ ও অমোঘ। ল ৫১

ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে রামলক্ষ্মণকে এই শরে বন্ধন করেন। অসুর বানর দেব গন্ধর্ব্ব কেহই ইহা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম নহেন। স্বয়ং গরুড় আসিলে সর্পরূপী শরসমূহ পলায়ন করিয়াছিল। ল ৫০

তামসী—মায়াবিশেষ। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞযাগে ইহা লাভ করেন। এই মায়াপ্রভাবে শত্রুপক্ষের তম উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়। এই বিদ্যা

সংগ্রামকালে প্রয়োগ করিলে সুরাসুরেরাও প্রয়োগকর্ত্তার গূঢ়গতি জানিতে পারেন না। উ ২৫

সঞ্জীবকমন্ত্র—দিগ্বিজয়ী রাবণ চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা সত্বর উপস্থিত হইলেন ; এবং রাবণকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, প্রাণচ্যুতি সময়ে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র সর্ব্বথা স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না। ইহা নিত্য জপ করিবার নহে। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভমন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে অষ্টোত্তর শতসংখ্য পবিত্র পুণ্যনাম (শিবস্তোত্র) শিখাইয়া দিলেন। * উ প্র ৪

শিবস্তোত্র—(অংশ) "ব্যাঘ্রচর্ম্মবসন, যুগান্তদহন, মহাদেব, † গণেশ, † পশুপতি, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, † পিণাকী, ধূর্জ্জটি, শ্মশানবাসী, ভগদেবের নয়ন-নিপাতী, পূষার দশন-নাশন, ভিক্ষু, চন্দ্রাঙ্কিত জটাধারী, ত্রিনয়ন……।"

(সঞ্জীবকমন্ত্র বলিয়া শিবনাম-কার্ত্তন ব্রহ্মা রাবণকে শিখাইয়া দেন।) উ প্র ৪

শিবলিঙ্গ—দিগ্বিজয়কালে একদা রাবণ নর্ম্মদায় স্নান করিলেন ; স্নান করিয়া বালুকাবেদীর উপরিভাগে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অভিশ্রেষ্ঠ জপনীয় মন্ত্র জপ করতঃ নানাপ্রকার চন্দন ও অমৃতগন্ধী পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর চন্দ্রচূড় বরপ্রদ দুঃখাপহারক দেবদেব মহাদেবের পূজা সমাপন করতঃ রাক্ষসরাজ দশানন নিজের সম্মুখে গীত ও বাদ্যসকল উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। * উ ৩১

আবর্ত্তনী—বিদ্যাবিশেষ। ইহার প্রভাবে চন্দ্র-তনয় বুধ ইলারূপ প্রাপ্ত ইল রাজার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। উ ৮৮

সৌপর্ণবিদ্যা - ইহার প্রভাবে দিব্য-চক্ষু লাভ হয় ; লক্ষযোজনের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। (সম্পাতি এই জন্য বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতেও সীতা ও রাবণকে লঙ্কায় দেখিতেছিলেন।) কি ৫৯

বলা ও অতিবলা—মন্ত্র (বিদ্যা) বিশেষ। তারকা-নিধন-কল্পে লইয়া যাইবার সময় বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণকে এই মন্ত্র উপদেশ দেন। এই মন্ত্র-প্রভাবে বহুপর্য্যটনেও শ্রান্তিজ্বর বা রূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। নিদ্রা বা কার্য্যান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও ইহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারে না।……ইত্যাদি। আ ২২

এ বিদ্যা দুইটী "ব্রহ্মার কন্যা।"

আদিত্য-হৃদয়—সূর্য্য-স্তোত্র। রাম-রাবণে যুদ্ধ হইতেছে, মহর্ষি অগস্ত্য দেবতাগণের সমভিব্যাহারে রণস্থলে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বৎস, যাহার প্রভাবে রিপুকুল নির্ম্মূলিত হয় আমি তোমাকে সেই পবিত্র গুহ্য সনাতন আদিত্য-হৃদয় নামক স্তোত্র শ্রবণ

---

* এটা নেহাত কোন শিবভক্ত ঠাকুর মহাশয়ের "প্রক্ষিপ্ত" ব্যাপার।

† সমস্তই শিবের নামান্তর।

* এটিও সম্ভবতঃ কোন শৈব ঠাকুরের বাহাদুরী।

করাই, ইহা সর্ব্বশত্রু-বিনাশন ও জয়াবহ। নিত্যকাল এই মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয়মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সর্ব্বপাপ-প্রণাশক।" এই বলিয়া মুনি রামকে সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া গেলেন। পবিত্রভাবে আচমন করিয়া তিনবার এই মন্ত্র জপ করিয়াতঃ রাম নিরতিশয় প্রসন্ন হইলেন। † ল ১০৫

অস্ত্র-চিকিৎসা—অশোক-কাননে সীতা বলেন "নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে * তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুইমাস কাল অবশিষ্ট। ইহার মধ্যে আমার উদ্ধারসাধন না হইলে—অস্ত্রচিকিৎসক যেমন অস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস আমায় খণ্ড খণ্ড করিবে।" সু ২৮

(অন্তর্দেহ :—পিত্ত,[1] যকৃৎ,[1] হৃৎপিণ্ড,[1] অন্ত্রনাড়ী,* মূল-নাড়ী,† স্নায়ু,[3] প্লীহা।[2]

ব্যাধি—বাত-পিত্ত-কফ-জ। উ ৫

ওষধি—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী। ল ৭৩

হিমালয়ের অব্যবহিত পরে সুবর্ণময় ঋষভপর্ব্বত; নিকটে কৈলাস পর্ব্বতও বিরাজিত। এই দুই গিরির মধ্যে সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট ওষধি-পর্ব্বত। ল ৭৩

ইন্দ্রজিৎ-শরে মৃতপ্রায় বানরগণকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য জাম্ববানের উপদেশানুসারে হনুমান এই ওষধি (পর্ব্বত) আনয়ন করেন। ল ১০১

বিশল্য-করণী—(সঞ্জীবনী) যে স্থানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ-সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটী পর্ব্বত আছে; সেইস্থানে এই ঔষধ পাওয়া যায়। ল ৫০

নাগপাশবদ্ধ জ্ঞানহত রামলক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সুষেণ এই দৈব ঔষধ আনয়ন করিবার পরামর্শ দেন। ল ৫০

অমৃত—("সমুদ্র-মন্থন" দেখ।) পানীয় বিশেষ। উহা পান করিলে অমর, অজর ও নীরোগ হওয়া যায়। বা ৪৫

হিমালয়বৃক্ষ—সুগ্রীবদূতেরা হিমালয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

পর্ব্বত-সংবাদ—হনুমান্ হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত

---

† এটিও পরগাছা মনে হয়। গৌড়ীয় রামায়ণে এ সর্গই নাই।

* সুতরাং প্রায় এক বৎসর সীতা লঙ্কায় ছিলেন।

[1] ল ১০৩। [2] সু ২৪। [3] ল ১১১।

† দশরথ মহিষীরা রাজার হৃদয় হস্ত ও মূলনাড়ীতে স্পন্দনাদি কিছুই না দেখিয়া জীবনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মশিব, কোথাও যক্ষকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্য সমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিলেন। ল ৭১

সেখানে কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন। ল ৭১

ধাতু উৎপত্তি—(ভগবান কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব-কালে). অমর-নিয়োগে হুতাশন কর্ত্তৃক গৃহীত পাশুপত তেজ গঙ্গার গর্ভে নিহিত হয়। গঙ্গা সে তেজ সহিতে না পারিয়া হিমালয়-গিরিপার্শ্বে তাহা পরিত্যাগ করেন। তন্নিঃসৃত তেজ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় লৌহ ও তাম্র জন্মিল; এবং গর্ভমল সীসকরূপে পরিণত হইল। এই রূপেই নানা ধাতুর উৎপত্তি। পর্ব্বতের বনবিভাগ ঐ তেজোদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠে; সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ। বা ৩৭

সৃষ্টি—অগ্রে সমুদয়ই জলময় ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ* পরিগ্রহ করিয়া জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করেন। অ ১১০

পূর্ব্বে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা-ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময়ে মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্নি পৃথিবী বায়ু পর্ব্বত বৃক্ষ পরে কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। উ ৫৯

প্রজা-সৃষ্টি—(জীব)-কুল-পর্য্যায় দেখ। আ ১৪

রক্ষ-যক্ষ উৎপত্তি—প্রজাপতি পূর্ব্বকালে ভূমির অধোভাগবর্ত্তী সলিল সৃজন করিয়া, জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল প্রাণী ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট গিয়া কহিল, "আমরা কি করিব?" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা সযত্নে এই জলকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিত প্রাণী "রক্ষাম" এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিত প্রাণী "যক্ষাম" এইরূপ কহিল, তখন সেই ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "যাহারা 'রক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা রক্ষ এবং যাহারা 'যক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।" তাহাই হইল। উ ৪

রক্ষকুল-পর্য্যায়—"কুল-পর্য্যায়" দেখ। উ ৩৫

অহল্যা-উৎপত্তি—ব্রহ্মা ইন্দ্রকে কহিলেন, "আমি বুদ্ধিযোগে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম; উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোন বিষয়ে উহাদের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম; এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে, আমি প্রজাদিগের যা কিছু শরীর-গত

* বরাহ-অবতার বিষ্ণুর না হইয়া ব্রহ্মার (?)

বৈলক্ষণ্য, ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম 'হল'; বৈরূপ্য যাহা হইতে উদ্ভূত তাহা 'হল্য'; এ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না, এইজন্য উহার নাম 'অহল্যা' হইল। উ ৩০

সীতা উৎপত্তি—সীতা অনসূয়াকে কহিলেন, "একদা রাজর্ষিজনক লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন; ঐ সময়ে আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। দেখিলেন, আমি ধূলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি, তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহপূর্ব্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইল।" অ ১১৮

কিম্পুরুষী—দেবযোনি বিশেষ (?) সোম-তনয় বুধ ইল রাজার স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত অনুচরগণকে আদেশ করেন "তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতে বাস কর; তোমরা কিম্পুরুষ-নামক পতি লাভ করিবে। উ ৮৮

অপ্সরা—দেবনারী বিশেষ। (সমুদ্র মন্থনকালে) মন্থন নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ জলের সারভূত রস হইতে উত্থিত বলিয়া এই নাম। ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত। সুরাসুরের মধ্যে কেহই উহাদিগকে গ্রহণ না করাতে উহারা সাধারণ স্ত্রী হইয়া গেল। সংখ্যায় এগুলি ষাটকোটি। ইহাদিগের আবার পরিচারিকা সঙ্গে ছিল—তাহাদের কেহ গণিয়া উঠিতে পারে নাই। বা ৪৫

নাগগণ—অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক ধনঞ্জয়, ঘোরবিধ, তক্ষক, উপতক্ষক। (শঙ্খ ও জটী) † উ প্র ৫

আশ্রম—চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী তাপসগণ কিরাজিত, সর্ব্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণসকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষী সকল সঞ্চরণ করিতেছে; প্রশস্ত অগ্নিহোত্রগৃহ সমুদয় প্রস্তুত; স্রুকভাণ্ড মৃগচর্ম্ম, সমিধ ও জল-কলস শোভিত হইতেছে। কোথাও পুজোপহার রহিয়াছে, কোথাও হোম হইতেছে। স্থানে স্থানে কমলদল-সমলঙ্কৃত সরোবর, কোথাও বা স্বাদুফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। আ ১

প্রত্যক্স্থলী—মতঙ্গ-আশ্রমে বেদী। ইহাতে আশ্রমবাসী ঋষিগণ পুষ্পোপহার দিতেন। আ ৭৪

পরিব্রাজক—এইরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ করে। পরিধান সূক্ষ্ম কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বাম স্কন্ধে যষ্টি, হস্তে কমণ্ডলু ও ছত্র; চরণে পাদুকা। (মুখে বেদধ্বনি ?) আ ৪৬

পর্ণশালা—লক্ষ্মণ কুটীর রচনা করিলেন। স্তম্ভ শোভিত সমতল সুরম্য, উহার ভিত্তি মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল এবং উহা শমী শাখা কুশ

---

† রাজা জেনমেজয়প্রতি বাসুকি-অনলে ইহাদের বশীভূত করেন।

কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংবত হইল। কাশনির্ম্মিত কট আসন কার্য্য করিল। অ ১৫

ভূমিভাগ—সুবিভক্ত চত্বর, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, চতুষ্পথ। সু ৫৩

দ্রুমকূল্য—রামচন্দ্র সমুদ্র শোষণ আশয়ে ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলে, সমুদ্র সশরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে আপন নিয়োগ বুঝাইল। তখন রাম বলিলেন, "আমার বাণ অমোঘ, বল কোথা ইহা নিপাতিত করি।" মহার্ণব বলিলেন, "আমার উত্তরদিকে প্রসিদ্ধ পবিত্র এক স্থান আছে, উহা দ্রুমকূল্য বলিয়া খ্যাত। সেখানে আভীর নামে ক্রূরবর্ম্মা কতকগুলি দস্যু বাস করে, তাহাদের সংস্পর্শন পাপ ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। সেই স্থানে আপনার এই শর নিক্ষিপ্ত হউক।" তাহাই হইল। ল ২২

মরুকান্তার—সমুদ্র প্রতি প্রযুক্ত শর, রাম সমুদ্রকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার অংশবিশেষে চালনা করেন; সমুদ্রের সেই অংশ মরুকান্তার হইল। রাম-বরে এই স্থানে কোন রোগের বিশেষ আধিপত্য নাই; স্থান পশুচারণার অনুকূল, ফলমূল ওষধিপূর্ণ। ল ২২

ব্রণকূপ—সমুদ্র প্রতি প্রযুক্ত শর, রাম-শরে নিপীড়িত হইয়া বসুন্ধরা তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত দ্বার দিয়া রসাতল হইতে বেগে জলরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ দ্বার ব্রণকূপ আখ্যা লাভ করে। ল ২২

লঙ্কার উপকূল-দ্রব্য—বৈদূর্য্য-শিলা, নির্যাস-উপাদান চন্দন, ঘ্রাণ তৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, সুগন্ধ-ফল তক্কোল বৃক্ষ, তমাল পুষ্প ও মরীচের গুল্ম শুভ্র প্রায় মুক্তাসমূহ, সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্ব্বত। আ ৩৫

সন্দেহ ছায়াগ্রহ—রাক্ষস বিশেষ। "রাক্ষস অসুর" দেখ।

রাম-প্রাসাদ-পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান রাম-ভবন। রাম-প্রাসাদের ইতস্ততঃ শত শত বেদী প্রস্তুত, এবং সম্মুখে বহুসংখ্যক স্বর্ণময়ী প্রতিমা। উহার তোরণ সকল প্রবাল মণিমুক্তায় খচিত; উহা মধ্যমণিশোভিত স্বর্ণপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে চিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে।......উহা দর্দ্দুর-গিরিবৎ অগুরুগন্ধে সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলে।......রামের প্রকোষ্ঠে কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে সতত সাবধানে আছে। দ্বারদেশে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট।..... হর্ম্ম্যমধ্যে মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় রমণীয় সিংহাসনে রাম আসীন, তদীয় দেহ বরাহ রক্তাকার সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত; দেবী জানকী তাঁহার পার্শ্বে চামর হস্তে উপবিষ্টা—যেন চিত্রায় সহিত চন্দ্র মিলিত। সীতারও দেহ রক্তচন্দন-চর্চ্চিত। অ ১৫,১৬

রাবণ-গৃহ—গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্য খচিত, গজদন্ত সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভ সকল শোভিত। গবাক্ষ সকল গজদন্তময় রৌপ্য-নির্ম্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। আ ৫৫

ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী পুষ্পে আকীর্ণ। প্রাসাদে দুন্দুভিনাদী সোপান-পথ। সু ৯

রাবণ-প্রাসাদ—ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সৈন্যশ্রেণী সুসজ্জিত, কোথাও বা স্বর্ণজাল জড়িত তরুণ সূর্য্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও বা দিনবিহার-গৃহ। উহার এক স্থানে চিত্র-শালা, অন্যত্র দারুনির্ম্মিত ক্রীড়া পর্ব্বত।..... ঐ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় এবং পর্য্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। গৃহ কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত। সু ৬

রাবণ-শয্যা—শয়ন-গৃহে এক স্ফটিক-নির্ম্মিত বেদী, উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়। ঐ বেদীর উপর নীলকান্তময় পর্য্যঙ্ক, পর্য্যঙ্কের পদ সকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত; সর্ব্বোপরি মহামূল্য আস্তরণ। পর্য্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোকমাল্যে অলঙ্কৃত, উহার এক দেশে একটি শশাঙ্ক-সদৃশ শ্বেত ছত্র আছে; সর্ব্বত্র যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা* চামর বীজন করিতেছে। উহা বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে সুরভিত এবং অগুরুধূপে সুবাসিত। উহাতে একান্ত মৃদুল উর্ণায়ুচর্ম্ম আস্তীর্ণ। সু ১০

চৈত্য-প্রাসাদ—(মনুমেণ্ট?) লঙ্কায় কুল-দেবতার মন্দির—সুমেরু শৃঙ্গবৎ উচ্চ। সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত গোলাকারপুরের অলঙ্কারস্বরূপ দেবাধিষ্ঠিত সমুচ্চ প্রাসাদ। সু ১৫ হনুমান প্রথম লঙ্কায় গিয়া অশোকবন ছারখারের পর নিকটস্থিত এই সুন্দর মন্দির চূর্ণ করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দেন। সু ৪৩

পান ভূমি—হনুমান লঙ্কায় প্রথম গিয়া রাবণের পানভূমিতে বিচরণ করেন। তথায় কোন কামিনী পাশ-ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান; কেহ নৃত্যগীতে ক্লান্ত; কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। বিবিধ আহার্য্য বিবিধ মাংস প্রস্তুত। পান-ভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘন-সংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত। কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণ-কলস, কোথাও বা মণিময় ও স্ফটিক পানপাত্র; ঐ সমস্ত পাত্র সুরায় পরিপূর্ণ। সু ১১

(কিষ্কিন্ধ্যায়ও পানভূমি ছিল।)

রাবণ-সভা—সভার কুট্টিম প্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে সংগ্রথিত; মধ্যস্থলে শুদ্ধ স্ফটিক-স্বর্ণময় উত্তম ছাদ। ছয়শত পিশাচে ঐ সভাগৃহ সংরক্ষিত। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। রাজার উপবেশন জন্য মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন বিন্যস্ত, উহা সুকোমল মৃগচর্ম্ম-বিমণ্ডিত এবং উপাধানবিশিষ্ট। ল ১১

---

* "পুত্তলিকা" কথাটা এখানে নাই। "বালব্যজনহস্ত" আছে। টীকাকারদিগের মত—এখানে সকলে সুপ্ত চামর ঢুলাইবার হস্ত? অতএব এগুলি যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকার হস্ত। জীবন্ত জাগন্ত কেহ থাকিলে যে কেহ হনুমানকে দেখিতে পাইত। সু ১০ টীকা।

নিকুম্ভিলা—(রাক্ষসদেবী)। সু ২৪
(দেবালয়)। যুদ্ধভূমির সন্নিকটে একটি পবিত্র স্থান। ল ৭২
এই স্থানে ইন্দ্রজিত যজ্ঞহোম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। লঙ্কার উপবন। উ ২৫

সুধর্ম্মা—স্বর্গে দেব সভা। অ ৫৩

ভূলোকে ইন্দ্র—দণ্ডকারণ্যে ঋষি আশ্রমে সুররাজ সশরীরে বিরাজমান হইতেন। রামচন্দ্র দেখিতে পান :—তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতির্নির্গত হইতেছে ; পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন, এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। *...... তিনি অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণ-অশ্বসংযুক্ত তরুণ সূর্য্যপ্রকাশ রথে ; অদূরে বিচিত্র মাল্য-খচিত ধবল-জলদকান্তি শশাঙ্কচ্ছবি নির্ম্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্য চামর মস্তকে বীজন করিতেছে এবং দেবগন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।... কুণ্ডল-শোভিত যুবাসকল কৃপাণহস্তে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন......উঁহারা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপধারণ করিতেছেন......ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। আ ৫

যমালয়—রাবণ দেখিয়াছিলেন.—যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণকে কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিঙ্করেরা কাহাকেও বধবন্ধনক্লেশে ফেলিতেছে ; কোথাও দুঃখিতের আর্ত্তনাদ, কোথাও কৃমিকীট ও ভীষণ কুকুরেরা কাহাকে খাইতেছে ; কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকেও শোণিতবাহিনী বৈতরণী বারবার পার করাইতেছে ; কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুটাইতেছে। কাহাকেও অসিপত্র-বনে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। কাহাকেও ঘোর রৌরব নরকে কাহাকেও ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারে ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী, কেহ বা ক্ষুধার্ত্ত। ঐ সকল জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট, বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত, ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। আবার কোথাও অনেকে স্বকৃত পুণ্যবলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীর প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গো-দান করিয়াছিল, সেই দানফলে ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন, এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণীসঙ্কুল গৃহ পাইয়াছে। উ ২১

নরক-কুণ্ড—রৌরব *, বীচি †; পূৎ ‡। (বৈতরণী শোণিতবাহিনী, ক্ষার নদী। অসিপত্র-বন—যমলোকে বিরাজিত) উ ২১

মহাকালিকা—(প্রেতমূর্ত্তি ?) "বিশিষ্ট-জীব" দেখ। ল ৩৫

কালপুরুষ—মাল্যবাণ রাবণকে লঙ্কায় নানা দুর্নিমিত্তের সংবাদ দিয়া কহিলেন,, "প্রতিদিন

---

* দেবতার লক্ষণ এই একটা—পৃথিবীতে থাকিলেও মাটী স্পর্শ করিতেন না।

* উ ২১ † উ প্র ২ ‡ অ ১০৭

সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছে। ল ৩৫

ব্রহ্মলোক—সাগ্নিক ঋষিগণলোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক; তথায় স্বয়ং ব্রহ্মা বিরাজমান। আ ৫

কুশরাজা ভূলোকে গঙ্গা-আনয়নকারী ভগীরথ, দণ্ডককাননের প্রধান ঋষিগণ এ লোক লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া এই লোকে গমন করেন।* বা ১

সন্তানক—ব্রহ্মলোকের অংশবিশেষ। মহাপ্রস্থানকালে রাম-অনুগামী নরনারী ব্রহ্মা কর্তৃক এই লোকে নীত হয়। যে কোন তির্য্যক্‌গামী জীব ভক্তিভরে রামকে ধ্যান করিয়া তনুত্যাগ করে, সেই এই লোক প্রাপ্ত হয়।† ১১০

অলকা—উত্তরদিকে কৈলাসে অবস্থিতি যক্ষরাজ কুবেরের আলয়। গন্ধর্ব্বনগরী। সু ২ ল ১৬

বাতস্কন্ধ—এই নামক সপ্তলোকে সপ্তভ্রাতা মারুৎগণ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বা ৪৭

আবহ—সপ্তবায়ুর এক বায়ু। ল ১৭

বায়ু-পথ—(১ম) হংসগণের অবস্থিতি স্থান। (৮ কক্ষা, দশ দশ সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে।)

(২য়) অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রাহ্ম এই ত্রিবিধ মেঘের অবস্থিতি-স্থান।‡

(৩য়) মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণের অবস্থিতি-স্থান।

(৪র্থ) ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিয়ত বিরাজমান।

(৫ম) সরিদ্বরা গঙ্গা (মন্দাকিনী?) ও কুমুদ প্রভৃতি কুঞ্জরগণ এই কক্ষায় অধিষ্ঠিত।

(৬ষ্ঠ) গরুড় জ্ঞাতি-পরিবৃত হইয়া এইখানে অবস্থিতি করেন।

(৭ম) সপ্তর্ষিগণ এই কক্ষায় বাস করেন।

(৮ম) আকাশ-গঙ্গাকে এইখানে বায়ু আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পর গ্রহনক্ষত্রসমূহ-সংযুক্ত হইয়া চন্দ্রমা (অশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে) অবস্থিতি করেন। উ প্র ৪

আকাশ-পথ—প্রথম পথ কিঙ্কক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ—শ্যেনের, পঞ্চম—গৃধ্রের; ষষ্ঠ—হংসের, সপ্তম—বৈনতেয়দিগের গতি। কি ৫৯

সূর্য্য-আকার—সম্পাতি ও জটায়ু সূর্য্যের নিকট গিয়া দেখিয়াছিলেন—সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড। কি ১২

(ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ইহাদের বোধ হইয়াছিল—পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল-উপ-

---

* রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মলোক=ব্রহ্মার আবাস-স্থান। রামও বিষ্ণু; তিনি নিজলোক ছাড়িয়া এখানে কেন বুঝা গেল না। বোধ হয় ব্রহ্মলোক=ব্রহ্মের লোক; অথচ ব্রহ্মাও এখানে থাকিতেন। আ ৫

† রাম-অনুগামী ভল্লুক বানরেরা স্ব স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

‡ তিনপ্রকার মেঘ—বিংশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে।

বনের ন্যায়, নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয় বিন্ধ্য প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায়।) * কি ৬২

সময়—সগর ত্রিংশৎ সহস্র †, অংশুমান কিছু অধিক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ‡, দিলীপ ত্রিংশৎ সহস্র, দশরথ ষষ্টি সহস্র, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। ¶ বা ১

সমুদ্র-মন্থন সহস্র বৎসর হইবার পর ধন্বন্তরি আদি উত্থিত হন। বা ৪৫

ধ্রুব—চিত্রকূটে কাষ্ঠগৃহ প্রস্তুত হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "তুমি মৃগমাংস পাক কর, আমি স্বয়ং বাস্তুশান্তি করিব; অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব, এই মুহূর্ত্তও সৌম্য। অ ৫৬

বিন্দ—দুর্ব্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্ত্তে জানকীকে হরণ করে, তাহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্টধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আ ৬৮

শব্দবেধী—যাহারা শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে শব্দবেধী বলে।

(রাজা দশরথ শব্দবেধী ছিলেন) অ ৬৩

স্বস্তিকা—পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত ও সুদৃঢ় নৌকা। * অ ৮৯

(রাম ইহাতে আরোহণ করিয়া শৃঙ্গবেরপুর হইতে গঙ্গা পার হন।)

(একখানি সুবর্ণ-খচিত ও পাণ্ডুবর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গলবাদ্যবাদনে রত—ইহাতে ভরত পার হইয়াছিলেন।)

গুপ্তচর—হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মধ্যমগুল্মে গুপ্তচর সকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজূট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গো-চর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর এবং কেহ বা বস্ত্রধারী। সু ৪

কিরাত—"রাজা-প্রজা" দেখ।

বিহার—শরভ বানর সুরম্য আলেয় পর্ব্বতে রাজত্ব করিতেন; বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যূথপতি তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। ল ২৭

কৈবর্ত্ত—"রাজা-প্রজা" দেখ।

মুষ্টিকা—বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে বশিষ্ঠের শতপুত্র ও মহোদয় নামক ঋষি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বামিত্র তাহাদের অভিশাপ দেন—তাহারা সাতশত জন্ম শববস্ত্র-আহরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদরপূরণপূর্ব্বক বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। মহোদয়-চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। বা ৫৯

---

* তখনকার কালে ব্যোমযানাদির সাহায্যে অনেক উর্দ্ধে উঠা যাইত—ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

† বা ৪১ ‡ বা ১

* কোন কোন রামায়ণ অনুসারে 'স্বস্তিক' নিষাদরাজের নৌকার নাম—স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত।—a little cross with a transverse line at each extremity.—Griffith.

চণ্ডাল—চণ্ডালের চিহ্ন :—কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ কেশ অতিশয় খর্ব্ব। শ্মশানের মালা, চিতাভস্মের অনুলেপ লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং নীলিরাগ রঞ্জিত বসন। বা ৫৮

আভার—দস্যুজাতি, ক্রমকূলে বাস করিত সমুদ্রকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাম স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র ইহাদের দেশে পাতিত করেন। ল ২২

মুদিত—অযোধ্যায় রামের ভৃত্য-বিশেষ। উ ৩৭

কিঙ্কর—লঙ্কায় রাবণের ভৃত্য-বিশেষ। অশোক-কানন বিধ্বস্তকারী হনূমানকে আক্রমণ করিয়াছিল। সু ৪২

কুলীন—রাম রাজা হইয়া সভায় আসীন হইলে অন্যান্য সভাসদের সহিত শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া উঁহার নিকট উপবিষ্ট হইল। উ ৩৭

রাজা কুলীনের কুলপালক। * অ ৬০

ধর্ম্মতত্ত্ব—এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্ম সেরূপ হয় না. সুতরাং ধর্ম্ম নামে সুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই।···· অধার্ম্মিকের সুখ ও ধার্ম্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম্মের ফল সুখ ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে।······যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কিম্বা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না; কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। ধর্ম্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসংকল্প ও সকর্ত্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ধর্ম্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর ও কার্য্যসাধনে অক্ষম উহা দুর্ব্বল, কার্য্যকালে কেবল পৌরুষের সহায়তা লয়। শত্রু বিনাশ-কল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্ম্মই সেব্য। ল ৮২

কর্ম্মই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিষ্ক্রিয় লোকের কোনরূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্পবিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। ল ৮৪

নাস্তিকবাদ—জাবালি বনে রামকে কহিলেন,—জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়; অতএব মাতা পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত।···জন্ম-বিষয়ে পিতা নিমিত্ত মাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।·· লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়; কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে?······যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই

* কুলীন—আভিজাত্যসম্পন্ন লোক।

সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।...পরলোকসাধন ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই নাই, প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান ও পরক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অ ১০৮

রাম ভরতকে নাস্তিকদিগের সম্বন্ধে বলেন,—ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনে সুপটু, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করে। অ ১০০

দৈব—রাম কহিলেন, "দৈবই আমার বনবাসের কারণ। ভাই তুমি ত জানই, আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই। আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই ...বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জোর আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে? লক্ষ্মণ বলিলেন, "যে ব্যক্তি নিস্তেজ নির্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা বীর, লোকে যাহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও তিনি অবসন্ন হন না। অ ১২।২৩

সীতা কহিলেন "পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে।" অ ২৯

সীতা কহিলেন, "শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময়ে এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা বলিয়াছিলেন।" অ ২৯

সামুদ্রিক লক্ষণ—যে স্ত্রীলোকের করে ও চরণে পদ্মচিহ্ন থাকে, তাহার সর্ব্বথা শুভ হয়। ল ৪৮

ইন্দ্রজিৎশরে রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইলে রাবণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে মৃত স্থির করত সীতাকে পুষ্পকারোহণে যুদ্ধস্থল দেখিতে পাঠান। সীতা স্বামীকে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরা, স্ত্রীলক্ষণবিদ্ পণ্ডিতেরা আমার শারীরিক লক্ষণ চিহ্ন দেখিয়া আমার সম্বন্ধে যে যে শুভকর কথা বলিয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুতে তৎসমস্তই মিথ্যা হইয়া গেল।"—রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন লাঞ্ছিত চরণ। ল ৪৮

আশীঃ—রামের বনগমন কালে জননী কৌশল্যা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন:—"সমিধ কুশ, পবিত্রবেদী, আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ, সিংহসকল, তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সম্বৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কলা এবং বিরাট, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক্ সমুদয় আমার স্তুতিবলে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন্। তুমি যখন মুনিবেশে বনমধ্যে পর্য্যটন

করিবে, তখন কুলপর্ব্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমার রক্ষা করিবেন।......শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল স্নানকালে তোমার রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান্ স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমার রক্ষা করুন।" অ ২৫

নিমিত্ত—শকুনিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল, ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিতে লাগিল। (রাম পথে ভার্গবের আবির্ভাবকালের লক্ষণ) বা ৭৪

অন্তরীক্ষে পক্ষীগণের যে ঘোর রব—ইহাতে বিপদের আশঙ্কা। মৃগগণের অনুকূল গতি—ঐ বিপদের শান্তি সূচনা করিতেছে। ধূলি সম্পর্কশূন্য সুসম্পর্ক সমীরণ মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। (বিশ্বামিত্র সহ রামলক্ষ্মণের প্রয়াণ-কালের শুভ লক্ষণ।) বা ২২

(খরের যুদ্ধযাত্রাকালে) গর্দ্দভবর্ণ মেঘ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক রাক্ষস সৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল।...... সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ আরক্তোপান্ত অঙ্গার চক্রাকার একটী মণ্ডল দৃষ্ট হইল।......পরিখাকার ধূমকেতু সূর্য্যসন্নিধানে দেখা দিল।

(অশুভ) খরের বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি ৫

(শুভ) রামের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি ৫

সুগ্রাব ও রামের প্রণয়-সংঘটন হইলে বামচক্ষু বালির ও রাক্ষসগণের (অশুভ); সীতার (শুভ) নাচিল। কি ৫

(অশুভ) পশ্চাদ্ভাগে শৃগালগণের চীৎকার, পূর্ব্বদিকে মৃগ ও পক্ষীগণের ঘোর বিরাব মন বিষণ্ণ ও অপ্রসন্ন; বামনেত্র বামবাহু স্পন্দন; সর্ব্বাঙ্গ কম্পন ও পদস্খলন। অ ২৩

(শুভ) লক্ষ্মণ কহিলেন, "ঐ দারুণ কঙ্কলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।" আ ৬৯

স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন, শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী; স্বর্ণের পুচ্ছ, বৈদূর্য্যের পল্লব ও লৌহ-কণ্টকে পূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বন দর্শন। (মৃত্যু লক্ষণ) আ ৫৩

দশরথের প্রতি অভিশাপ—রাজা দশরথ কৌমার অবস্থায় এক দিবস মৃগয়া-বিহারে গিয়াছিলেন। রাত্রে অন্ধকারে সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণধ্বনি শুনিতে পান। শুনিয়া হস্তীবোধে সেই শব্দ লক্ষ্য* করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন; তৎক্ষণাৎ একজন বনবাসীর কাতর-কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সরযূতীরে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান থাকিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া আহত মুনিকুমার বলিতে লাগিল, "মহারাজ করিলে কি? আমি

---

* দশরথ শব্দবেধী ছিলেন।

নির্দ্দোষ বনবাসী, অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাদিগের কারণ পানীয় জল লইতে আসিয়াছি, এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া তিনজনের প্রাণনাশ করিলে।" রাজা দশরথ ভীত, লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া শল্য উদ্ধার করিলে মুনিকুমার (স্বয়ং ব্রাহ্মণ নয় পরিচয় দিয়া) * আশ্রম-পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। রাজা ক্ষোভপূর্ণ হৃদয়ে আশ্রমে গমন করিয়া বৃদ্ধ অন্ধ পুত্রমাত্র সহায়-দম্পতীকে দারুণ সংবাদ জানাইলেন। দম্পতী দশরথের সাহায্যে মৃতপুত্রের নিকট আসিয়া পুত্রদেহ স্পর্শ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। পুত্রকে দিব্যলোকলাভের বর † দিয়া দশরথকে অভিশাপ দিলেন:—"সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে।" মুনি এই অভিশাপ দিয়া ভার্য্যার সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই অভিশাপ বশতঃ দশরথের রাম-বিরহে মৃত্যু ঘটে। অ ৬৩।৬৪

বালীর প্রতি অভিশাপ—বালী যখন নিহত দুন্দুভি অসুরের দেহ তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন, তখন বায়ুবশে অসুরের মুখ হইতে রক্তবিন্দু মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে পতিত হয়; ঋষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করেন—"যে বানরের এই কর্ম্ম, সে যদি আমার আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে।" তদবধি ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে বালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। এই জন্য বালী-ত্রস্ত-সুগ্রীব অনুচরগণ সহ এ পর্ব্বতে নির্ভয়ে বাস করিতেন। কি ১১

ব্রহ্মহত্যা।—তপোরত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সুররাজ ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমি কোথায় বাস করি?" দেবগণ তাঁহাকে চতুর্ধা বিভক্ত হইতে বলিলেন। তিনি তদ্রূপ হইয়া কহিলেন, "আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারিমাস জলপূর্ণ নদী সকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহনে বিঘ্নকারী হইব। আমার দ্বিতীয় অংশে উষররূপে নিয়ত ভূমিতে বাস করিব। আমার তৃতীয় অংশদ্বারা আমি যৌবন-দর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে প্রতিমাসে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া পুরুষের সম্ভোগসুখবিঘাতিনী হইব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপপূর্ব্বক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিবে, কিম্বা ব্রহ্মহত্যা করিবে, আমি চতুর্থভাগ দ্বারা তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিব।" উ ৮৬

সীতাহরণ—বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাবণ সীতাকে গ্রহণ

---

* বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ব্রহ্মহত্যা হয় নাই।

† অন্ধক মুনি মৃতপুত্রকে একটা বর দিয়াছিলেন—"স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্রদান, গুরুসেবা ও প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ--এই সকল কার্য্যে যে গতি, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও।" একপত্নীব্রত দ্বারা সে কালে মহা সদ্গতি লাভ হইত।

করিল। সে বামহস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণহস্তে ঊরুযুগল ধারণ করিয়া লইয়া চলিল।* আ ৪৯

দুরাত্মা মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সংঘটিত করিয়া আকাশ-পথে জানকীকে লইয়া গেল। আ ৬৮

...জটায়ুর সহিত যুদ্ধে রথাদি নষ্ট হইলে, পাপিষ্ঠ দেবীকে অঙ্কে লইয়া ছুট দিয়াছিল। আ ৫২

সুগ্রীবাদি পঞ্চবানর দেখিয়াছিলেন, তিনি রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। কি ৬

স্ত্রী-চরিত্র—অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন:—"আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিনী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গ-পরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায়-আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে।" (সীতা এই সকল দোষশূন্যা।) আ ১৩

কেকয়রাণী-তত্ত্ব—কোন এক মহর্ষি কেকয়রাজকে (কৈকেয়ীর পিতাকে) বরদান করিয়াছিলেন। বরপ্রভাবে রাজা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা এক জৃম্ভপক্ষী ডাকিতেছিল; কেকয়রাজ তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাণী উত্তর করিলেন "তুমি বাঁচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কেকয়রাজ মহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয়-দর্শনে বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। ঋষি নিষেধ করিলেন। রাজা অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অ ৩৫
(সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার মাতাসম্বন্ধে এই উপাখ্যান (রামবনগমনকালে) শুনাইলেন।)

মৈত্রী-স্থাপন—সুগ্রীব রামকে কহিলেন, "এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হয়, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম, গ্রহণ কর এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।" রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্তগ্রহণ এবং মিত্রতাস্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে হনুমান্ দুইখানি কাষ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চ্চনা করিয়া উঁহাদের মধ্যস্থলে

---

* বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপে ধর্ষিত হইলে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীসমূহ সমুদয় জগৎ মর্য্যাদা-বিহীন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাবৃত হইল,—বায়ু তথায় বহিল না, এবং সূর্য্য প্রভাবিহীন হইলেন। শ্রীসম্পন্ন দেবদেব পিতামহ দিব্যনয়ন দ্বারা সীতাকে রাবণ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা অবলোকন মনে করিয়া "কার্য্যসিদ্ধ হইল" ইহা বলিলেন। আ ৫২

রাখিলেন। উঁহারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কি ৫

বর্ণাচারভেদ—সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগে তপোবল-সমন্বিত ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়বর্ণই সমবীর্য্যসম্পন্ন হন। এইরূপে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে না পাইয়া মনু প্রভৃতি তৎকালিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সম্মত বর্ণাচারভেদ-স্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। (দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কলিতে শূদ্রযোনিতে তপশ্চর্য্যা প্রবর্ত্তিত হইবে।) উ ৭৪

উপহার—রাম রাজা হইলে, অন্যান্য রাজগণ তাঁহাকে অশ্ব, যান, রথ, মদোৎকট হস্তী, রত্ন, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ—প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। উ ৩৯

(কেকয়রাজ—উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, চিত্রবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রসম বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুকুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব। ইন্দ্র শিরদেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্যক সুদৃশ্য হস্তী ও শীঘ্রগামী গর্দ্দভ।) অ ৭০

রাম-চরিত্রের বিকার—যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনী সীতাকে বিভীষণ রামের সকাশে শিবিকাযোগে আনিতেছিলেন। নিকটস্থ হইলে রাম আদেশ করিলেন,—জানকী শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। জানকী লজ্জায় যেন স্বদেহে মিলাইয়া যাইতেছেন—এইরূপ অবস্থায় প্রিয়তমের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বিনয়াবনতা দেবীকে দেখিয়া রাম কহিলেন, "ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম।......তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্র-রক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দা-পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব-ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে, পরগৃহবাস-নিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাহি না।......তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনঃ গ্রহণ করিব?......ভদ্রে, তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতের অনুরাগিণী হও; শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর; অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ

তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।" ল ১১৬

সীতা যখন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না; ভর্ত্তা আমার উপর অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক দেহপাত করিব।" লক্ষ্মণ রোষভরে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আকার-প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনতমুখে উপবিষ্ট রহিলেন।......আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিলেন, জানকী চিতানলে প্রবেশ করিলেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরগণ তুমুল আর্ত্তনাদ তুলিল। · · রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ল ১১৭

হনুমান-পুরস্কার—রামচন্দ্র চন্দ্রসমপ্রভ-মুক্তাহার এবং দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য অলঙ্কার সীতাকে সমর্পণ করিলেন। সীতা হনুমানের উপকার স্মরণ করিয়া উঁহাকে তত্তাবৎ দান করিলেন। পরে তিনি কণ্ঠ হইতে রাম-দত্ত-হার উন্মোচন করিয়া বানরগণ ও ভর্ত্তার প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; রামচন্দ্র তদ্দর্শনে জনক-তনয়াকে কহিলেন, "তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার অর্পণ কর।" তখন সীতা বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ ধৃতি যশ নিপুণতা এই সমস্ত সদ্গুণ যাঁহাতে নিয়ত বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ শুভহার পরিধান করিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ল ১২৯

শ্লোক—বাল্মীকি তমসাতীরে অরণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, নিকটে এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন পান করিয়া বিহার করিতেছিল; এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চী প্রিয়-বিরহে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি এই ঘটনা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এ কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মজনক জ্ঞান করিয়া নিষাদকে অভিশাপ দিলেন:— বা ২

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্॥"

অভিশাপ দিয়া আপনার বাক্যবিন্যাসে আপনিই চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে সম্যক্ অবধারণপূর্ব্বক শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস, আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ, অক্ষরবৈষম্যবিরহিত; এ তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগপ্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা "শ্লোক" রূপে প্রথিত হউক।" বা ২

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "তপোধন, তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা "শ্লোক" বলিয়াই বিখ্যাত হইবে। আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে।" বা ২

তুল্যাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলী বাল্মীকি গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা "শ্লোক" বলিয়া প্রথিত হইল। বা ২

রামায়ণ—ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান। ইহাই আদিকাব্য। ল শেষ।

বাল্মীকির কণ্ঠনিঃসৃত পদাবলী "শ্লোক" আখ্যা প্রদান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন "তুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্ত্তি পাইবে। তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর।" বা ২

মহর্ষি বাল্মীকি ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। … সমুদয় কার্য্য তিনি করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। বা ৩

অদ্ভুত প্রতিভা-বলে মহর্ষি সমগ্র রাম-চরিত রচনা করিলেন, নাম দিলেন—রামায়ণ। উ ১১১

এই মহাকাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ, একশত উপাখ্যান সমেত ছয়কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড আছে।* উত্তরকাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বা ৪

সমাস সন্ধি ও প্রকৃতিপ্রত্যয় যোগযুক্ত রামায়ণ সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার। রামের রাজ্যশাসনকালে এই কাব্য প্রণীত। বা ৪

প্রচারার্থ মহর্ষি এই কাব্য লবকুশকে অধ্যয়ন করাইলেন; তাহারা যত্রতত্র গাইয়া বেড়াইত। বা ৪

বাল্মীকি-আশ্রমে শত্রুঘ্ন রামচরিত-গীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন; ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনি সমুত্থিত-লয়ে অনুগত; বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত সংস্কৃত বাক্যবদ্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণ-সঙ্গত ও তালযুক্ত। উ ৭১

রামায়ণ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে সকল দেবতাই তুষ্ট ও পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ইহলোকে যাঁহারা এ সংহিতা লিখিবেন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। রামের রাজত্বকালে এই ধর্ম্মজনক যশস্কর আর্ষ আদিকাব্য পুরাকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা বেদমূলক প্রাচীন ইতিহাস, ঋষিকৃত রাম-সংহিতা। লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণ সম্পূর্ণ। ল শেষ

* বাল্মীকি-রামায়ণে রাম বা রাবণ-কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই।

যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে ভূতগণ বিরাচরণে বিরত হয়। ল শেষ

রামায়ণ সর্গ :— (উপস্থিত)

বালকাণ্ড	...	...	৭৭	
অযোধ্যাকাণ্ড	...	..	১৯	
আরণ্যকাণ্ড	...	.	৭৫	
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	...	...	৬৮	মূল রামায়ণ বিবরণানুসারে ইহার
সুন্দরকাণ্ড	...	...	৬৮	মোট সর্গ সংখ্যা ৫০০;
লঙ্কাকাণ্ড	..	...	১২৯	সুতরাং সমগ্র উত্তরকাণ্ড ব্যতীত
			৫৩৬	উপস্থিত প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৩৬।
উত্তরকাণ্ড	...	...	১১১	উত্তরকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে কিন্তু
			৬৪৭	ইহার ভিতর ১০০ উপাখ্যান
ঐ (স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত সর্গ)		...	১৩	পাওয়া দুর্ঘট।
			৬৬০	শ্লোক সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে
				ন্যূনাধিক। *

বুধেরা এই আয়ুষ্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদসম রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করাইবেন। উ ১১১

যিনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হয়। যিনি ইহার পাঠক হইবেন, তাঁহাকে বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্যবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। উ ১১১

যিনি এই ঋষিকৃত রামায়ণ ভক্তিপূর্ব্বক লিখিবেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ল শেষ

যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন। বা ১

পুষ্পক—ব্যোমযান। হংসসঞ্চালিত মহাবেগশালী বিমান। কামগামী এই রথ কুবেরের সামগ্রী। ব্রহ্মা ইহা কুবেরকে উপহার দিয়াছিলেন। কুবের-জয়ের পর রাবণ ইহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। উ ১৫

ইহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভিত ছিল; বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র; উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত ছিল। হস্তীসকল যেন ব্যস্তসমস্ত, উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমান। উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে ইচ্ছানুরূপস্থানে অপ্রতিহতগমনে বিচরণ করিত। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু

* কাশী বোম্বাই ও বঙ্গ তিন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণে বিস্তর পাঠভেদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। উপস্থিত সংগ্রহ বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণ হইতে গৃহীত।

রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষলোচনে উহা বহন করিয়া থাকে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে উহাকেই উৎকৃষ্টতম বলিতেন। ব্যোমমার্গে উঠিয়া ইহা সূর্য্যের গমনাগমনপথ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত। সু ৭৮

লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র অমরগণের নিকট বরলাভপূর্ব্বক বানরগণকে সমরশয্যা হইতে উঠাইয়া সুহৃদগণ সমভিব্যাহারে এই রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। অযোধ্যায় আসিলে রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিমানবর অলকায় কুবেরের নিকট গমন করে। কুবের রামকেই উহা প্রীতি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন। রথবর স্মরণমাত্রেই রামের নিকট উপস্থিত হইত। উ ৪১

কৌস্তুভ—মণি। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত। বিষ্ণু গ্রহণ করেন। বা ৪৫

পাঞ্চজন্য—শঙ্খ। চক্রবান পর্ব্বতে পঞ্চজন-নামক দৈত্যকে হনন করিয়া বিষ্ণু এই শঙ্খ ও এক চক্র * আহরণ করেন। শঙ্খ যুদ্ধকালে বাজাইতেন। কি ৪২

ব্রহ্মদত্ত—সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর। ইন্দ্র অগস্ত্যকে প্রদান করেন। অগস্ত্য রামকে (বনবাসকালে) উপহার দেন। অ ১২

চন্দ্রহাস—খড়্গ। মহেশ তুষ্ট হইয়া রাবণকে উপহার দেন। উ ১৬

কাঞ্চনীমালা—ইন্দ্র বালীকে এ মাল্য দান করিয়াছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর, এই শতপুষ্করা মালা, পত্নী তারা † ও রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা—এই তিনই রাম সুগ্রীবকে প্রদান করেন। এ মালায় লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ আবির্ভাব, ইহা দেব ও মনুষ্যের—সকলের কামনীয়। ল ২৮

চূড়ামণি—অশোক-কাননে সীতা হনুমানকে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই তাঁহার শিরোভূষণ মণি প্রদান করেন। বিদেহরাজ জনক বিবাহকালে জানকীকে ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণ-পূজিত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে উপহার দেন। সু ৬৬

বৈষ্ণবধনু—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি কার্ম্মুক প্রযত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে একখানি সুরগণ ত্র্যম্বককে প্রদান করেন ‡। অপরখানি বিষ্ণুকে দেন। § সেই এই বৈষ্ণবধনু। এই পরপুরঞ্জয়ী বৈষ্ণব-ধনু সারাংশে শৈবধনুরই অনুরূপ। ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋচীক জমদগ্নিকে দেন; পিতার নিকট হইতে পুত্র পরশুরাম প্রাপ্ত হন। পরশুরাম দাশরথী রামের পথরোধ করিয়া এই ধনুতে জ্যা আরোপণ ও

---

* রামায়ণে এই চক্রের নাম দেওয়া নাই; সম্ভবতঃ ইহাই সুদর্শনচক্র (বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সহস্র অরযুক্ত)।

† কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে "পত্নী তারা" রাম কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবার কোন-কথা নাই।

‡ "হরধনু" দেখ।

§ শার্ঙ্গ ধর বিষ্ণুর শার্ঙ্গ (?)।

শরসংযোজন দ্বারা বীর বালকের শক্তি-পরীক্ষা প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জামদগ্ন্য তাঁহাকে "জগতে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই" বলিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। দাশরথী এই বৈষ্ণবধনু নীরাধিপতি বরুণকে দিলেন। বা ৭৫,৭৭

ইন্দ্রধনু*—বনে বাসকালে মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই ধনু (অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ) উপহার প্রদান করেন। আ ১২

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা (ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরূঢ় হইয়া) রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্র রামকে এক ইন্দ্রধনু (অমোঘ শর, শক্তি, কবচ) পাঠাইয়া দিলেন। ল ১০২

হর-ধনু—বিখ্যাত শিব-শরাসন। বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত এই চমৎকার ধনু সুরগণ সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করেন। দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে মহাবল রুদ্র এই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমাব লভ্যাংশ-দানে সম্মত হইতেছ না; অতএব আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদের শিরচ্ছেদন করিব।" সুরগণ তাঁহাকে স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করেন। দেবতারা রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাস-স্বরূপ উহা রাখিয়া দেন। এই সূত্রে জনকের নিকট এই ধনুর আগম। † বা ৬৬

জনক রাজা পণ করেন; যিনি এই হর কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতা দান করিবেন। সীতা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জনক রাজা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া কাহাকেও দেন নাই। বা ৬৬

সমাগত নৃপতিগণ কেহই ঐ ধনু গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। মনুষ্য দূরে থাক্ সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও উহা আকর্ষণ উত্তোলন বা আস্ফালন এবং উহাতে জ্যা যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। বা ৩১

---

* স্থলবিশেষে আছে ইহাও বিষ্ণুর শরাসন। ইন্দ্র অগস্ত্যকে দেন; অগস্ত্য রামকে দিয়াছিলেন।

† অপরস্থলে আছে "রুদ্রবিষ্ণু বিরোধের পর রুদ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া বিদেহনগরে রাজর্ষি দেবরাতকে শরের সহিত নিজ শরাসন অর্পণ করেন।" বা ৭৫

বিশ্বামিত্র রামকে বলেন "এই ধনুরত্ন জনকরাজ দেবগণের নিকট যজ্ঞফল স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া লাভ করেন।" বা ৩১

সীতা অগ্নিপত্নীকে বলেন, "বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে প্রদান করেন।" অ ১১৮

ষোড়শবর্ষীয় রামচন্দ্র এই ধনু দেখিতে মিথিলায় আগমন করিলে জনকরাজা আনাইলেন... গন্ধলিপ্ত মাল্য-শোভিত দিব্য শঙ্করধনু অষ্টচক্র এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল; অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিত উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।......রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা-আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন; কোদণ্ড তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল! বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতালাভ করেন। বা ৬৭

রুদ্র বিষ্ণু-বিরোধ—এক সময়ে সুরগণ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈবধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন, ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুই অধিক বল।* বা ৭৫

মোহিনী†—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে সংগ্রাম বাধিল; তখন বিষ্ণু এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করেন। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন—অমর অজর ও নীরোগ হইবার একমাত্র ঔষধ অমৃত—এই দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় সুরাসুর মিলিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করেন। মন্দর পর্ব্বত হইল মন্থন-দণ্ড; বাসুকি মন্থন-রজ্জু। প্রথম চেষ্টায় মন্থন রজ্জু বাসুকির উদ্গিরিত হলাহলে দেবাসুর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিষ পান করিয়া ফেলেন; পান করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন।.....মন্থন করিতে করিতে একসময় মন্থন-দণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল! সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে শয়ান রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্থনের সাহায্যও করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

নানাবিধ পদার্থ উত্থিত হইবার পর‡ যখন আকাঙ্ক্ষার সার বস্তু অমৃত উঠিল, তখন তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিল। ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত হরণ করেন।

বারুণী—বরুণ-কন্যা। সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনি উত্থিতা হন। উত্থিতা হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিলেন। দেবগণ আশ্রয় দিলেন,

---

* পরশুরাম রামকে এই গল্প বলেন। হরধনু হীনবল, অতএব তাহা ভঙ্গ করিয়া রাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, ইহা জ্ঞাত করাই বোধ হয় ঋষির উদ্দেশ্য ছিল।

† মূলে আছে "মোহিনী মায়া", টীকাকার বলেন "মায়ামূর্ত্তি।"

‡ ধন্বন্তরি, অপ্সরা, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ—এই সকলও উত্থিত হয়। কোন কোন গ্রন্থে চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিও আছে।

দৈত্যেরা গ্রহণ করিল না। এই প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ তদবধি "সুর" এবং দৈত্যগণ "অসুর" উপাধি পাইলেন। বা ৪৫

গঙ্গা-উৎপত্তি—রাজা ভগীরথ ভূলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, এই বসুমতী গঙ্গার পতনবেগ সহ্য করিতে পারিবে না, ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে প্রসন্ন কবিতে হইবে। ভগীরথ বহুকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন, তিনি স্রোতস্বতীকে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হরশিরে বেগে পতিত হইলেন। স্রোতস্বতীর গর্ব্ব দেখিয়া মহাদেব নিজ জটাজুট মধ্যে তাঁহাকে তিরোহিত করিলেন, দেবী আর নির্গত হইতে পারেন না। ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় দেবদেবকে তুষ্ট করিলে তিনি সুরধুনীকে ছাড়িয়া দিলেন। লোকপাবনী হরজটা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তিন ধারা পশ্চিমে, তিন ধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে মহর্ষি জহ্নুর আশ্রমে তাঁহার নিকট নিগৃহীত হইয়া রথারূঢ় ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে মহাসাগরে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সগর সন্তানদিগের উদ্ধারসাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। পতিতপাবনী স্বীয় জলে তথাকার ভস্মরাশি প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন; ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের তৎক্ষণাৎ সুরলোক লাভ হইল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস, গঙ্গা জহ্নুর নিকট হইতে 'জাহ্নবী' হইয়াছেন, এখন তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন, অতঃপর 'ভাগীরথী' ইঁহার নাম রহিল। আর, ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহার অন্য একটি নাম হইল 'ত্রিপথগা'।" বা ৪২,৪৩

মদন-ভস্ম—একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাসস্থানে যাইতে ছিলেন, ইত্যবসরে কাম তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন; এই অপরাধে রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে কামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।* বা ২৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি—দেবগণ ব্রহ্মার নিকট তাঁহাদের সেনাপতি চাহিয়াছিলেন; ব্রহ্মা শঙ্করকে পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। শঙ্কর দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, সন্তান জন্মায় না। দেবগণ শঙ্করের আরাধনা করিলেন, তখন তাঁহার তেজ স্খলিত হইল; দেবগণ-নিয়োগে বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা পৃথিবী পর্ব্বত কাননের সহিত প্লাবিত হইয়া গেল। দেবগণের অনুরোধে হুতাশন বায়ুর সহিত ঐ রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে উহা শ্বেতপর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবন রূপে পরিণত হইল। কিছুকাল অতীত হইয়া গেল,

* রামায়ণে মদনভস্ম ব্যাপার ভিন্নরূপ।

সেনাপতি আর হয় না। দেবগণ ব্রহ্মাকে তাড়া দিলেন, ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন, "তুমি মন্দাকিনীতে সেই পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।" অগ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর।" সুরতরঙ্গিনী নারীরূপ ধারণ করিলেন; অগ্নি তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলে, সে তেজধারণ গঙ্গার অসহনীয় হইল। তিনি তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করিলেন, তৎপ্রভাবে হিমালয় ধাতুর আকর হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তথায় একটি সুকুমার শিশু উৎপন্ন হইল। দেবগণের প্রার্থনায় ছয় কৃত্তিকা নক্ষত্র সেই শিশুকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। গঙ্গাগর্ভ হইতে স্কন্দ নিস্কৃত বলিয়া এই শিশুর নাম স্কন্দ; কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পালিত বলিয়া কার্ত্তিকেয়; ছয় কৃত্তিকার স্তন্যপান করিতে ছয় মুখ হইয়াছিল বলিয়া, নাম হইল ষড়ানন। ইনিই দেব-সেনাপতি হন। দেবগণ নিয়োগে তাড়কাসুর সংহার করেন। বা ৩৬৩৭

উমা-অভিশাপ—মহাদেব পার্ব্বতী সম্ভোগে নিযুক্ত ছিলেন, (সেনাপতি-লাভোৎসুক) দেবতারা আসিয়া বাদী হন। শতবর্ষ সম্ভোগরশতঃ স্খলিত শৈবতেজ দেবগণ-অনুরোধে বসুন্ধরা ধারণ করিলেন। শৈলরাজদুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন, আমি পুত্র কামনায় স্বামীসহবাসে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিয়াছ, আজ অবধি তোমরাও আপন আপন স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীগণ আমার শাপে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে।" পৃথিবীকে কহিলেন, "পৃথ্বি, অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি, তোকেও পুত্রপ্রীতি আর কদাচ অনুভব করিতে হইবে না।" বা ৩৬

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। কুবের ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে উমার সহিত মহেশ্বরকে দেখিতে পান। তৎকালে রুদ্রাণী অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং চিনিতে না পারিয়া "ইনি কে" ভাবিতে ভাবিতে বিস্মিত হইয়া কুবের দৈববশতঃ দেবীর প্রতি বাম চক্ষু নিক্ষেপ করেন। চক্ষু নিক্ষেপ মাত্রই দেবীর দিব্য-প্রভাবে যক্ষরাজের বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল। এবং অন্য চক্ষু ধূলি সমাহৃত জ্যোতির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইল। অনন্তর কুবের উগ্র তপস্যা করেন; তাহাতে মহেশ প্রীত হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন, "আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার সমান ব্রতাচরণ করিলে; তুমি আমার সখা হও; তোমার বামচক্ষু দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং অন্য চক্ষু দেবীর রূপ দর্শনে পিঙ্গল হইয়াছে, এই জন্য তোমারই শাশ্বত নাম থাকিবে "একাক্ষি-পিঙ্গল।"

মরুৎ-উৎপত্তি—অদিতি-পুত্র সুরগণ দিতিপুত্র অসুরগণকে নিহত করিলে, দিতি ইন্দ্রনাশী পুত্রকামনায় ঘোর তপস্যা করেন, বিমাতা গর্ভিণী হইলে ইন্দ্র উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে ছেদন করেন; গর্ভ-ইহাদের ক্রন্দনে ইন্দ্র "মা, রুদ (কাঁদিও না)" বলিয়াছিলেন, সেই হেতু মারুৎ নাম। বা ৪৬

পৌলস্ত্যের বর—রাবণেরা তিন ভ্রাতায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। রাবণকে জিজ্ঞাসিলেন, কি চাও? সে বলিল "অমর।" ব্রহ্মা তা দিতে সম্মত হইলেন না। রাবণ কহিল, "তবে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ দানব নাগ সুপর্ণ ইহাদের অবধ্য হইতে চাই।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তথাস্তু।" বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" তিনি বলিলেন, "আমার যেন সকল সময়েই ধর্ম্মে মতি থাকে।" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এবং তুমি অমর হইলে।" কুম্ভকর্ণকে বিধাতা বর দিতে উদ্যত হইলে, দেবতারা মহা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ইহাকে বর দিবেন না, ইহাকে বর দিলে এ রাক্ষস ত্রিভুবন গিলিয়া ফেলিবে। প্রজাপতি বড় চিন্তিত হইলেন। অমনি দেবী সরস্বতী আবির্ভূত। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যাও তুমি কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে চাপ গিয়া।" দেবী তাহাই করিলেন। ব্রহ্মা রক্ষবীরকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি বর চাও তুমি?" সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমার ইচ্ছা যে বহু বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাই।" ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়াই ছুট। সরস্বতী ছাড়িলেন, তখন কুম্ভকর্ণের চেতনা হইল। বেচারী আপশোষে সারা; কিন্তু তখন ত আর উপায় নাই। তিন ভ্রাতায় মিলিয়া শ্লেষ্মান্তক বনে গমনপূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। উ ১০

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্র সমীপে এক মহাদ্বীপ। রাবণ ত্রিলোকবিজয়ে বহির্গত হইয়া নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন লোকের মানব বলবন্ত? আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।" নারদ শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "ইহারা একান্ত নারায়ণ পরায়ণ, ইহারা নারায়ণে জীবন-সমর্পণ করাতেই এই দ্বীপে বাস লাভ করিয়াছে। নারায়ণ যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন তাহারাও এই দ্বীপে বাসলাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ তপস্যা সংযম বা দান কিছুতেই এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক লাভ করা যায় না।" দশানন শুনিয়া এই দ্বীপ জয় করণার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেখানকার কতকগুলি রমণী ক্রীড়ায় পুত্তলিকাবৎ রাবণকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খেলা করিতে লাগিল। রাবণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের সামর্থ্য বুঝিলেন। উ-প্র ৫

রাবণ এই তথ্য অবগত হইয়াই নারায়ণ কর্তৃক নিহত হইবার বাসনায় সীতাহরণ করিয়াছিল।

রাক্ষস-বাহন—ইন্দ্রজিত বায়ুবৎ বেগগামী গর্দ্দভবাহিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্যক বীর শরাসন হস্তে উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উঁহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জ্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ হংস, কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ল ৭২

ধূম্রাক্ষের আদেশে কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে উঠিল……কেহ সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিল। ল ৫১

অযোধ্যাধীন-রাজা—রাম রাজা হইয়া উপস্থিত তিনশত মহীপতিকে হাস্তবদনে মধুর বাক্যে কহিলেন, "রাবণ বধে আমি হেতুমাত্র, সে আপনাদের তেজ প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতা বন হইতে অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া মহামতি ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ আপনাদিগকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই; মহানুভব আপনারা সমুদয় রাজাই এ কারণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।" উ ৩৮

রাম বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে ভরত কহিলেন, "যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।" ল ১২৯

বিষ্ণুর অবতার—সচরাচর প্রচলিত অবতারের উল্লেখ রামায়ণে নাই।

(১) কূর্ম্ম। সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে এক সময়ে মন্থনদণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়; সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপ ধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদসাগরগর্ভে শয়ান রহিলেন। বা ৪৫

(২) বরাহ। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা কালে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনি প্রজাপতি……আপনি ব্রহ্মা……আপনি একদন্ত আদি বরাহ।* ল ১১৮

(৩) শিশুমার। ঐ সময়েই দেবগণ কহিলেন, আপনি শতশীর্ষ শিশুমার প্রজাপতি।" † ল ১১৮

(৪) নৃসিংহ। দিগ্বিজয়কালে রাবণ পাতালে বলির আলয়ে উপস্থিত হইলে বলি তাঁহাকে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া তাঁহার উপাখ্যান শুনাইয়া কহিলেন, "আমার যে দ্বারী নারায়ণ হরি ‡ ইনিই নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" উ-প্র ১

(৫) বামন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপে কশ্যপ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; বলিকে ছলিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। সিদ্ধাশ্রম ইঁহার তপস্যাক্ষেত্র ছিল। বা ২৯

(৬) পরশুরাম। বিষ্ণু এ মূর্ত্তি ধরিয়া জন্মিয়াছিলেন, রামায়ণে এমন উল্লেখ নাই। শুধু

---

* রামায়ণে ব্রহ্মা বরাহ অবতার। "সৃষ্টি" দেখ।

† এ অবতার সচরাচর জানা নাই। মীন অবতার স্থলে এই এক অবতার।

‡ রাবণ দেখিয়াছিলেন, এই দ্বারী "দণ্ডযোগী, অক্ষধারী প্রকাণ্ডদেহ ভীষণ পুরুষ।" (এ বিষ্ণুর রূপ না শিবের?)

আছে জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু গ্রহণ কালে তাঁহাদের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। বা ৭৬

(৭) রাম। বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা যোজন করিলে রামকে জামদগ্ন্য কহিলেন, "এই ধনু গ্রহণেই বুঝিয়াছি আপনি বিষ্ণু।" অ ৭৬

(৮) কৃষ্ণ। (ভবিষ্যৎ অবতার) *

(৯) কপিল। (মুনিঋষি দেখ।)

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন "তুমিই চতুর্ব্বাহু দেব সনাতন নারায়ণ····· তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক····· তুমি দুষ্কৃত দমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

রামের স্বরূপ—সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি, পূর্ব্বকালের ঋতধামা নামক বসু, আপনি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা এবং আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই। আপনি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। আপনি একদন্ত আদি বরাহ······আপনি অক্ষয় ব্রহ্ম···আপনি হৃষিকেশ পূর্ণ পুরুষোত্তম······আপনি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি······আপনি সহস্রপাদ শতশীর্ষ সহস্রলোচন······আপনি মহাপ্রলয়ের পর অনন্ত শয্যায় শয়ান থাকেন······আপনি ত্রিলোকধারী বিরাট্। সীতা লক্ষ্মী আর আপনি কৃষ্ণ (বিষ্ণু)। † ল ১১৮

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "শঙ্খচক্রগদাধর ‡ দেব নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দেবকণ্টক দেবদ্বেষী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারেন না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, তুমি অজেয় ও অব্যয়; রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক তুমি কালে কালে প্রজা সৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত বৎসল, তুমি দুষ্কৃতদমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

নরবানরের স্বরূপ—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি অন্ত ও মধ্যহীন; জন্মজরানাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল,

---

* দেবগণ মধ্যে "কৃষ্ণ" দেখ।

† গৌড় সংস্করণে আছে—ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম যখন হত-চেতন, বায়ু আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া যান তিনি (রাম) বিষ্ণুর অবতার; তাহা শুনিয়া রাম সচেতন হইলেন এবং গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

‡ রামায়ণের সর্ব্বত্রই "শঙ্খ চক্র গদাধর হরি"—শব্দ পাওয়া যাচ্ছে নাই। (উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত এক সর্গে "পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র" আছে)

রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষলোচনে উহা বহন করিয়া থাকে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে উহাকেই উৎকৃষ্টতম বলিতেন। ব্যোমমার্গে উঠিয়া ইহা সূর্য্যের গমনাগমনপথ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত। সু ৭৮

লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র অমরগণের নিকট বরলাভপূর্ব্বক বানরগণকে শররশয্যা হইতে উঠাইয়া সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে এই রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। অযোধ্যায় আসিলে রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিমানবর অলকায় কুবেরের নিকট গমন করে। কুবের রামকেই উহা প্রীতি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন। রথরাজ স্মরণমাত্রেই রামের নিকট উপস্থিত হইত। উ ৪১

কৌস্তুভ—মণি। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত। বিষ্ণু গ্রহণ করেন। বা ৪৫

পাঞ্চজন্য—শঙ্খ। চক্রবান পর্ব্বতে পঞ্চজন-নামক দৈত্যকে হনন করিয়া বিষ্ণু এই শঙ্খ ও এক চক্র * আহরণ করেন। শঙ্খ যুদ্ধকালে বাজাইতেন। কি ৪২

ব্রহ্মদত্ত—সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর। ইন্দ্র অগস্ত্যকে প্রদান করেন। অগস্ত্য রামকে (বনবাসকালে) উপহার দেন। অ ১২

চন্দ্রহাস—খড়্গ। মহেশ তুষ্ট হইয়া রাবণকে উপহার দেন। উ ১৬

কাঞ্চনীমালা—ইন্দ্র বালীকে এ মাল্য দান করিয়াছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর, এই শতপুষ্করা মালা, পত্নী তারা † ও রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা—এই তিনই রাম সুগ্রীবকে প্রদান করেন। এ মালায় লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ আবির্ভাব, ইহা দেব ও মনুষ্যের—সকলের কামনীয়। ল ২৮

চূড়ামণি—অশোক-কাননে সীতা হনূমানকে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই তাঁহার শিরোভূষণ মণি প্রদান করেন। বিদেহরাজ জনক বিবাহকালে জানকীকে ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণ-পূজিত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে উপহার দেন। সু ৬৬

বৈষ্ণবধনু—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি কার্ম্মুক প্রযত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে একখানি সুরগণ ত্র্যম্বককে প্রদান করেন ‡। অপরখানি বিষ্ণুকে দেন। § সেই এই বৈষ্ণবধনু। এই পরপুরঞ্জয়ী বৈষ্ণব-ধনু সারাংশে শৈবধনুরই অনুরূপ। ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋচীক জমদগ্নিকে দেন; পিতার নিকট হইতে পুত্র পরশুরাম প্রাপ্ত হন। পরশুরাম দাশরথী রামের পথরোধ করিয়া এই ধনুতে জ্যা আরোপণ ও

---

* রামায়ণে এই চক্রের নাম দেওয়া নাই; সম্ভবতঃ ইহাই সুদর্শনচক্র (বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সহস্র অরযুক্ত)।

† কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে "পত্নী তারা" রাম কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবার কোন কথা নাই।

‡ "হরধনু" দেখ।

§ শার্ঙ্গধর বিষ্ণুর শার্ঙ্গ (?)।

শরসংযোজন দ্বারা বীর বালকের শক্তি-পরীক্ষা প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জামদগ্ন্য তাঁহাকে "জগতে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই" বলিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। দাশরথী এই বৈষ্ণবধনু নীরাধিপতি বরুণকে দিলেন। বা ৭৫,৭৭

ইন্দ্রধনুঃ*—বনে বাসকালে মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই ধনু (অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ) উপহার প্রদান করেন। আ ১২

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা (ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরূঢ় হইয়া) রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্র রামকে এক ইন্দ্রধনু (অমোঘ শর, শক্তি, কবচ) পাঠাইয়া দিলেন। ল ১০২

হর-ধনু—বিখ্যাত শিব-শরাসন। বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত এই চমৎকার ধনু সুরগণ সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করেন। দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে মহাবল রুদ্র এই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ-দানে সম্মত হইতেছ না; অতএব আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদের শিরচ্ছেদন করিব।" সুরগণ তাঁহাকে স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করেন। দেবতারা রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাস-স্বরূপ উহা রাখিয়া দেন। এই সূত্রে জনকের নিকট এই ধনুর আগম।† বা ৬৬

জনক রাজা পণ করেন; যিনি এই হর কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতা দান করিবেন। সীতা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জনক রাজা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া কাহাকেও দেন নাই। বা ৬৬

সমাগত নৃপতিগণ কেহই ঐ ধনু গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। মনুষ্য দূরে থাক্ সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও উহা আকর্ষণ উত্তোলন বা আস্ফালন এবং উহাতে জ্যা যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। বা ৩১

---

* স্থলবিশেষে আছে ইহাও বিষ্ণুর শরাসন। ইন্দ্র অগস্ত্যকে দেন; অগস্ত্য রামকে দিয়াছিলেন।

† অপরস্থলে আছে "রুদ্রবিষ্ণু বিরোধের পর রুদ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া বিদেহনগরে রাজর্ষি দেবরাতকে শরের সহিত নিজ শরাসন অর্পণ করেন।" বা ৭৫

বিশ্বামিত্র রামকে বলেন "এই ধনুরত্ন জনকরাজ দেবগণের নিকট যজ্ঞফল স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া লাভ করেন।" বা ৩১

সীতা অত্রিপত্নীকে বলেন, "বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে প্রদান করেন।" অ ১১৮

ষোড়শবর্ষীয় রামচন্দ্র এই ধনু দেখিতে মিথিলায় আগমন করিলে জনকরাজা আনাইলেন... গন্ধলিপ্ত মাল্য-শোভিত দিব্য শঙ্করধনু অষ্টচক্র এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল; অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিত উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।......রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা-আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন; কোদণ্ড তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল! বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতালাভ করেন। বা ৬৭

রুদ্র বিষ্ণু-বিরোধ—এক সময়ে সুরগণ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈবধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন, ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুই অধিক বল।* বা ৭৫

মোহিনী†—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে সংগ্রাম বাধিল; তখন বিষ্ণু এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করেন। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন—অমর অজর ও নীরোগ হইবার একমাত্র ঔষধ অমৃত—এই দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় সুরাসুর মিলিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করেন। মন্দর পর্ব্বত হইল মন্থন-দণ্ড; বাসুকি মন্থন-রজ্জু। প্রথম চেষ্টায় মন্থন রজ্জু বাসুকির উদ্গিরিত হলাহলে দেবাসুর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিষ পান করিয়া ফেলেন; পান করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন।.....মন্থন করিতে করিতে একসময় মন্থন-দণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল! সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে শয়ান রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্থনের সাহায্যও করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

নানাবিধ পদার্থ উত্থিত হইবার পর‡ যখন আকাঙ্ক্ষার সার বস্তু অমৃত উঠিল, তখন তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিল। ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত হরণ করেন।

বারুণী—বরুণ-কন্যা। সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনি উত্থিতা হন। উত্থিতা হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিলেন। দেবগণ আশ্রয় দিলেন,

---

* পরশুরাম রামকে এই গল্প বলেন। হরধনু হীনবল, অতএব তাহা ভঙ্গ করিয়া রাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, ইহা জ্ঞাত করাই বোধ হয় ঋষির উদ্দেশ্য ছিল।

† মূলে আছে "মোহিনী মায়া", টীকাকার বলেন "মায়ামূর্ত্তি।"

‡ ধন্বন্তরি, অপ্সরা, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ—এই সকলও উত্থিত হয়। কোন কোন গ্রন্থে চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিও আছে।

দৈত্যেরা গ্রহণ করিল না। এই প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ তদবধি "সুর" এবং দৈত্যগণ "অসুর" উপাধি পাইলেন। বা ৪৫

গঙ্গা-উৎপত্তি—রাজা ভগীরথ ভূলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, এই বসুমতী গঙ্গার পতনবেগ সহ্য করিতে পারিবে না, ইহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ভগীরথ বহুকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন, তিনি স্রোতস্বতীকে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হরশিরে বেগে পতিত হইলেন। স্রোতস্বতীর গর্ব্ব দেখিয়া মহাদেব নিজ জটাজূট মধ্যে তাঁহাকে তিরোহিত করিলেন, দেবী আর নির্গত হইতে পারেন না। ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় দেবদেবকে তুষ্ট করিলে তিনি সুরধুনীকে ছাড়িয়া দিলেন। লোকপাবনী হরজটা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তিন ধারা পশ্চিমে, তিন ধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে মহর্ষি জহ্নুর আশ্রমে তাঁহার নিকট নিগৃহীত হইয়া রথারূঢ় ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে মহাসাগরে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সগর সন্তানদিগের উদ্ধারসাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। পতিতপাবনী স্বীয় জলে তথাকার ভস্মরাশি প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন; ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের তৎক্ষণাৎ সুরলোক লাভ হইল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস, গঙ্গা জহ্নুর নিকট হইতে 'জাহ্নবী' হইয়াছেন, এখন তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন, অতঃপর 'ভাগীরথী' ইহার নাম রহিল। আর, ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব ইহার অন্য একটি নাম হইল 'ত্রিপথগা'।" বা ৪২,৪৩

মদন-ভস্ম—একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাসস্থানে যাইতে ছিলেন, ইত্যবসরে কাম তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন; এই অপরাধে রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে কামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।* বা ২৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি—দেবগণ ব্রহ্মার নিকট তাঁহাদের সেনাপতি চাহিয়াছিলেন; ব্রহ্মা শঙ্করকে পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। শঙ্কর দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, সন্তান জন্মায় না। দেবগণ শঙ্করের আরাধনা করিলেন, তখন তাঁহার তেজ স্খলিত হইল; দেবগণ-নিয়োগে বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা পৃথিবী পর্ব্বত কাননের সহিত প্লাবিত হইয়া গেল। দেবগণের অনুরোধে হুতাশন বায়ুর সহিত ঐ রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে উহা শ্বেতপর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবন রূপে পরিণত হইল। কিছুকাল অতীত হইয়া গেল,

* রামায়ণে মদনভস্ম ব্যাপার ভিন্নরূপ।

সেনাপতি আর হয় না। দেবগণ ব্রহ্মাকে তাহা দিলেন, ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন, "তুমি মন্দাকিনীতে এই পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।" অগ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর।" সুরতরঙ্গিণী নারীরূপ ধারণ করিলেন; অগ্নি তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলে, সে তেজধারণ গঙ্গার অসহনীয় হইল। তিনি তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করিলেন, তৎপ্রভাবে হিমালয় ধাতুর আকর হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তথায় একটি সুকুমার শিশু উৎপন্ন হইল। দেবগণের প্রার্থনায় ছয় কৃত্তিকা নক্ষত্র সেই শিশুকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। গঙ্গাগর্ভ হইতে স্কন্দ নিসৃত বলিয়া এই শিশুর নাম স্কন্দ; কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পালিত বলিয়া কার্ত্তিকেয়; ছয় কৃত্তিকার স্তন্যপান করিতে ছয় মুখ হইয়াছিল বলিয়া, নাম হইল ষড়ানন। ইনিই দেব-সেনাপতি হন। দেবগণ নিয়োগে তাড়কাসুর সংহার করেন। বা ৩৬।৩৭

উমা-অভিশাপ—মহাদেব পার্ব্বতী সম্ভোগে নিযুক্ত ছিলেন, (সেনাপতি-লাভোৎসুক) দেবতারা আসিয়া বাদী হন। শতবর্ষ সম্ভোগবশতঃ স্খলিত শৈবতেজ দেবগণ-অনুরোধে বসুন্ধরা ধারণ করিলেন। শৈলরাজদুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন, আমি পুত্র কামনায় স্বামীসহবাসে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিয়াছ, আজ অবধি তোমরাও আপন আপন স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীগণ আমার শাপে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে।" পৃথিবীকে কহিলেন, "পৃথ্বি, অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি, তোকেও পুত্রপ্রীতি আর কদাচ অনুভব করিতে হইবে না।" বা. ৩৬

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। কুবের ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে উমার সহিত মহেশ্বরকে দেখিতে পান। তৎকালে রুদ্রাণী অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং চিনিতে না পারিয়া "ইনি কে" ভাবিতে ভাবিতে বিস্মিত হইয়া কুবের দৈববশতঃ দেবীর প্রতি বাম চক্ষু নিক্ষেপ করেন। চক্ষু নিক্ষেপ মাত্রই দেবীর দিব্য-প্রভাবে যক্ষরাজের বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল। এবং অন্য চক্ষু ধূলি সমাহত জ্যোতির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইল। অনন্তর কুবের উগ্র তপস্যা করেন; তাহাতে মহেশ প্রীত হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন, "আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার সমান ব্রতাচরণ করিলে; তুমি আমার সখা হও; তোমার বামচক্ষু দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং অন্য চক্ষু দেবীর রূপ দর্শনে পিঙ্গল হইয়াছে, এই জন্য তোমারই শাশ্বত নাম থাকিবে "একাক্ষি-পিঙ্গল।"

মরুৎ-উৎপত্তি—অদিতি-পুত্র সুরগণ দিতিপুত্র অসুরগণকে নিহত করিলে, দিতি ইন্দ্রনাশী পুত্রকামনায় ঘোর তপস্যা করেন, বিমাতা গর্ভিণী হইলে ইন্দ্র উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে ছেদন করেন; গর্ভে ইহাদের ক্রন্দনে ইন্দ্র "মা রুদ (কাঁদিও না)" বলিয়াছিলেন, সেই হেতু মারুৎ নাম। বা. ৪৬

পৌলস্ত্যের বর—রাবণেরা তিন ভ্রাতায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। রাবণকে জিজ্ঞাসিলেন, কি চাও? সে বলিল "অমর।" ব্রহ্মা তা দিতে সম্মত হইলেন না। রাবণ কহিল, "তবে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ দানব নাগ সুপর্ণ ইহাদের অবধ্য হইতে চাই।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তথাস্তু।" বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" তিনি বলিলেন, "আমার যেন সকল সময়েই ধর্ম্মে মতি থাকে।" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এবং তুমি অমর হইলে।" কুম্ভকর্ণকে বিধাতা বর দিতে উদ্যত হইলে, দেবতারা মহা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ইহাকে বর দিবেন না, ইহাকে বর দিলে এ রাক্ষস ত্রিভুবন গিলিয়া ফেলিবে। প্রজাপতি বড় চিন্তিত হইলেন। অমনি দেবী সরস্বতী আবির্ভূত। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যাও তুমি কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে চাপ গিয়া।" দেবী তাহাই করিলেন। ব্রহ্মা রক্ষবীরকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি বর চাও তুমি?" সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমার ইচ্ছা যে বহু বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাই।" ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়াই ছুট। সরস্বতী ছাড়িলেন, তখন কুম্ভকর্ণের চেতনা হইল। বেচারী আপশোষে সারা; কিন্তু তখন ত আর উপায় নাই। তিন ভ্রাতায় মিলিয়া শ্লেষ্মাস্তক বনে গমনপূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। উ ১০

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্র সমীপে এক মহাদ্বীপ। রাবণ ত্রিলোকবিজয়ে বহির্গত হইয়া নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন লোকের মানব বলবন্ত? আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।" নারদ শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "ইহারা একান্ত নারায়ণ পরায়ণ, ইহারা নারায়ণে জীবন-সমর্পণ করাতেই এই দ্বীপে বাস লাভ করিয়াছে। নারায়ণ যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন, তাহারাও এই দ্বীপে বাসলাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ তপস্যা সংযম বা দান কিছুতেই এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক লাভ করা যায় না।" দশানন শুনিয়া এই দ্বীপ জয় করণার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেখানকার কতকগুলি রমণী ক্রীড়ার পুত্তলিকামত রাবণকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খেলা করিতে লাগিল। রাবণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের সামর্থ্য বুঝিলেন। উ-প্র ৫

রাবণ এই তথ্য অবগত হইয়াই নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার বাসনায় সীতাহরণ করিয়াছিল।

রাক্ষস-বাহন—ইন্দ্রজিত বায়ুবৎ বেগগামী গর্দ্দভবাহিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্যক বীর শরাসন হস্তে উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উঁহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জ্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ হংস, কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ল ৭২

বৃত্রাক্ষের আদেশে কেহ স্বর্ণালঙ্কৃত বিবিধমুখ পর্ব্বতে উঠিল……কেহ সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিল। ল ৫১

অযোধ্যাধীন-রাজা—রাম রাজা হইয়া উপস্থিত তিনশত মহীপতিকে হাস্যবদনে মধুর বাক্যে কহিলেন, "রাবণ বধে আমি হেতুমাত্র, সে আপনাদের তেজ প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতা বন হইতে অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া মহামতি ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ আপনাদিগকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই; মহানুভব আপনারা সমুদয় রাজাই এ কারণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।" উ ৩৮

রাম বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে ভরত কহিলেন, "যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।" ল ১২৯

বিষ্ণুর অবতার—সচরাচর প্রচলিত অবতারের উল্লেখ রামায়ণে নাই।

(১) কূর্ম্ম। সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে এক সময়ে মন্থনদণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়; সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপ ধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদসাগরগর্ভে শয়ান রহিলেন। বা ৪৫

(২) বরাহ। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা কালে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনি প্রজাপতি……আপনি ব্রহ্মা……আপনি একদন্ত আদি বরাহ।* ল ১১৮

(৩) শিশুমার। ঐ সময়েই দেবগণ কহিলেন, আপনি শতশীর্ষ শিশুমার প্রজাপতি।" † ল ১১৮

(৪) নৃসিংহ। দিগ্বিজয়কালে রাবণ পাতালে বলির আলয়ে উপস্থিত হইলে বলি তাঁহাকে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া তাঁহার উপাখ্যান শুনাইয়া কহিলেন, "আমার যে দ্বারী নারায়ণ হরি ‡ ইনিই নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" উ-প্র ১

(৫) বামন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপে কশ্যপ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; বলিকে ছলিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। সিদ্ধাশ্রম ইঁহার তপস্যাক্ষেত্র ছিল। বা ২৯

(৬) পরশুরাম। বিষ্ণু এ মূর্ত্তি ধরিয়া জন্মিয়াছিলেন, রামায়ণে এমন উল্লেখ নাই। শুধু

---

* রামায়ণে ব্রহ্মা বরাহ অবতার। "সৃষ্টি" দেখ।

† এ অবতার সচরাচর জানা নাই। মীন অবতার স্থলে এই এক অবতার।

‡ রাবণ দেখিয়াছিলেন, এই দ্বারী "চক্রকৌমী শঙ্খধারী একাকী ভয়ানক পুরুষ।" (এ বিষ্ণুর রূপ না কি বা ?)

আছে জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু গ্রহণ কালে ভার্গবের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। বা ৭৬

(৭) রাম। বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা যোজনা করিলে রামকে জামদগ্ন্য কহিলেন, "এই ধনু গ্রহণেই বুঝিয়াছি আপনি বিষ্ণু।" অ ৭৬

(৮) কৃষ্ণ। (ভবিষ্যৎ অবতার) *

(৯) কপিল। (মুনিঋষি দেখ।)

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন "তুমিই চতুর্ব্বাহু দেব সনাতন নারায়ণ·····তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক·····তুমি দুষ্কৃত দমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

রামের স্বরূপ—সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি, পূর্ব্বকালের ঋতধামা নামক বসু, আপনি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা এবং আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই। আপনি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। আপনি একদন্ত আদি বরাহ······আপনি অক্ষর ব্রহ্ম···আপনি হৃষিকেশ পূর্ণ পুরুষোত্তম······আপনি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি······আপনি সহস্রপাদ শতশীর্ষ সহস্রলোচন······আপনি মহাপ্রলয়ের পর অনন্ত শয্যায় শয়ান থাকেন······আপনি ত্রিলোকধারী বিরাট্। সীতা লক্ষ্মী আর আপনি কৃষ্ণ (বিষ্ণু)। † ল ১১৮

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "শঙ্খচক্রগদাধর ‡ দেব নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দেবকণ্টক দেবদ্বেষী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারেন না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, তুমি অজেয় ও অব্যয়; রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক তুমি কালে কালে প্রজা সৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত বৎসল, তুমি দুষ্কৃতদমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

নরবানরের স্বরূপ—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি অন্ত ও মধ্যহীন; জন্মজরানাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল,

* দেবগণ মধ্যে "কৃষ্ণ" দেখ।

† গৌড় সংস্করণে আছে—ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম যখন হত-চেতন, বায়ু আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া যান তিনি (রাম) বিষ্ণুর অবতার; তাহা শুনিয়া রাম নাগপাশ মুক্ত হইলেন এবং গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

‡ রামায়ণের সর্ব্বত্রই "শঙ্খ চক্র গদাধর হরি"—শঙ্খের পদ্ম হাতে নাই। (উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত এক সর্গে "পদ্ম ও বজ্রায়" আছে)

সেই সত্যপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া ধরায় অবতীর্ণ হন। ("ভৃগুপত্নী" ও "বেদবতী" দেখ। ম ১১২

রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ হইলে, সুরগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, "ভগবন্ রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে; এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে. আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।" ভগবান্ কমলযোনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সে বরগ্রহণ কালে দেবতাদির হস্ত হইতে অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল; অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নাম-গন্ধও করে নাই; সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে।" সুরঋষিগণ শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনকেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাধর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন; আসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "বিষ্ণো! লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আমরা তোমাকে কোন কার্য্যভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষিসম তেজস্বী; ইঁহার হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্য তিন মহিষী আছে; তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর এবং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহুবলদৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর।......ত্রিলোক-পূজিত দেবপ্রধান বিষ্ণু শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, "তোমরা ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভয়কারণ ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের জন্য পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্যপালনপূর্ব্বক নরলোকে বাস করিব।"..... বা ১৫

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, "দেবগণ, আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায়সকল সৃষ্টি কর।... তোমরা এক্ষণে গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী কিন্নরী ও বানরী শরীরে তুল্যবল বানরসকল সৃষ্টি কর।......মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, ভার্গব, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছাবিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ১৭

ঋষিভেদ—দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, ঋষি, রাজর্ষি। বৈখানস, * বালখিল্য, * সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশ-নিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, আর্দ্রপটবাস। (ইঁহারা জপপর, তপঃপরায়ণ ও ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন। মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে ইঁহারা রামের নিকট উপস্থিত হন।) আ ৬

* বা ৫১

আর্জ, মাষ, ধূম্র।............(লঙ্কার সমুদ্রোপকূলবাসী ঋষি।) ঊর্দ্ধবাহু, পাদাঙ্গুষ্ঠধারী, অধঃশির, কুম্ভককারী। আ ৩৫

প্রজাপতি—প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দ্দম প্রথম। তাঁহার পর, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। আ ১৪

গমন-পথ—অযোধ্যা হইতে সিদ্ধাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা। বা ২২

(১) রাজধানী হইতে অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীর। দূরে গঙ্গাসরযূসঙ্গম, এইখানে অনঙ্গ-আশ্রম অঙ্গদেশ। নৌকা-যোগে গঙ্গাপার; দক্ষিণ-তীরভূমি প্রাপ্ত হইয়া যাইতে যাইতে পথে মলদ করূষ জনপদ বিধ্বস্ত অবস্থায়—তাড়কার বন (অগস্ত্যাশ্রম) অর্দ্ধযোজনের অধিক বিস্তৃত। বা ২৪

ইহার অদূরেই সিদ্ধাশ্রম। বা ২৮

সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তরদিকে দূরপথ গমন করিয়া শোণ নদী। মহর্ষিজনগত পথ বহুদূর অতিক্রম করিলে গঙ্গা। গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে বিশালা নগরী। এ স্থান হইতে মিথিলা অধিক দূর নহে। বা ৩১,৩৫,৪৫

মিথিলায় গৌতম-আশ্রম; তথা হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখ হইয়া কতকদূর যাইলে জনক রাজার যজ্ঞক্ষেত্র। বা ৫০

মিথিলা হইতে অযোধ্যা ৩৪ দিনের পথ। বা ৬৮

(২) অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রাম প্রভৃতি বহুদূর দক্ষিণমুখে গমন করিয়া তমসা নদী পার হইলেন। অ ৪৬

পরে কোশলরাজ্যের অন্তঃসীমায় উপনীত হইয়া পবিত্র স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইলেন। দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে গোমতী নদী পরে স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। অ ৪৯,৫০

কোশলদেশ সীমা ছাড়াইয়া গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হন। এইখান হইতে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইলেন। দক্ষিণতীরে উপনীত হইয়া বৎসদেশে আসিলেন। তথা হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম দিকে অগ্রসর হন। প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রমে আসিলে মহর্ষি চিত্রকূট-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অ ৫২ ৫৪

(অযোধ্যা হইতে ভরদ্বাজ-আশ্রম তিন যোজন। *) সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক তীর্থ; তথায় অবতীর্ণ হইয়া ভেলাদ্বারা নদীপার। অ ৫৬

তথা হইতে একক্রোশ অন্তরে এক কানন, ইহার মধ্য দিয়া পথ; এই পথ অতি সুদৃশ্য ও ও বালুকাময়, ইহার কুত্রাপি দাবানল নাই। এই কানন মধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বত। অ ৯৪,৯৯

---

* ল ১২৫

এই পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান। এইখানে ভরত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। ভরতকে বিদায় দিয়া রাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করেন; তথা হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে জনস্থানে উপস্থিত হন। আ ১

ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে সার্দ্ধদ্বিক্রোশ অন্তরে নিবিড় কানন মধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বত ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী * প্রবাহিত। যমুনার দক্ষিণতীর দিয়া কিয়দ্দূর যাইতে হয়। ঐ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া গেলেই রামের কুটীর। অ ৯২

(৩) রাম বনপ্রবেশ করিয়া প্রথম মুনিগণের সহিত সাক্ষাতের পর বিরাধ রাক্ষসকে পান। তথা হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম। তাহার অনতিদূরে কুসুম-বাহিনী মন্দাকিনী নদী। আ ২,৪

এই নদীকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া গেলে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম। আ ৫

রাম কিছুদূর অতিক্রম করিয়া অগাধ সলিল ও অনেক নদী লঙ্ঘনপূর্ব্বক গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিলেন, নিকটে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন; উহার একান্তে কুশচীরচিহ্নিত সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম। আ ৭

পথে পম্পাসর সরোবর অতিক্রম করিয়া নানা মুনির আশ্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। সুতীক্ষ্ণ আশ্রম হইতে দক্ষিণে চারি যোজন যাইলে অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন। আ ১১

তাহার দক্ষিণে একযোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম। আ ১৩

সে স্থান হইতে দুইযোজন অন্তরে পঞ্চবটী বন। আ ১৫

এইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আ ৬৭

এইখানে সীতাহরণ। আ ৬৯

রামলক্ষ্মণ জনস্থানস্থ পঞ্চবটী বন হইতে সীতান্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করেন; এবং দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এক জনসঞ্চারশূন্য ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া তিন ক্রোশ গমনপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্ব্বাস্য তিনক্রোশ গিয়া মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হন; এখানে কবন্ধ বধ করেন এবং সিদ্ধ শবরী শ্রমণার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আ ৭৩,৭৪

এইখানে পম্পানদী, অদূরে ঋষ্যমূক গিরি—এখানে সুগ্রীব মিলন ঘটে। কি ৫

এখান হইতে সপ্তজন ঋষিগণের তপোবন মধ্য দিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হন। কি ১৩

নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বতে কয় মাস অতিবাহিত করেন। কি ২৬

(৪) অযোধ্যা হইতে কেকয়।—

---

* বোধ হয় "মন্দাকিনী।"

অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপূর্ব্বক অপরতাল দেশের পশ্চিমভাগ দিয়া প্রলম্বদেশের উত্তরে যাইতে হয়। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। নিকটে স্রোতস্বতী শরদণ্ডা। শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্ব্বক উহার পশ্চিম তীরে 'সত্যোপযাচন' নামক দিব্য বৃক্ষ। পরে কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। অনন্তর অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটী গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুগণের পৈত্রিক নদী ইক্ষুমতী পার হইতে হয় পরে বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী দেখা যায়; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গিরিব্রজ নামক কেকয় রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া যায়। অ ৬৮

—ঐ অন্যপথ।

ভরত রাজগৃহ (গিরিব্রজ) হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সুদামা নামে এক নদী পার হইলেন; পরে হ্রাদিনী নামে পশ্চিমবাহিনী এক বিস্তীর্ণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্ব্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী নদী ও অনেকানেক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ * কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা † সরস্বতী-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস্য দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অদূরে কালিন্দী (যমুনা) দেখিতে পাইলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া প্রাগ্বটপুরে চলিলেন। এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন, পরে উজ্জিহানা নগরীতে চলিলেন। পরে সর্ব্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপিবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া অযোধ্যায় সন্নিহিত হইলেন। ভরত সাতরাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছিলেন। ‡ অ ৭১

(সসৈন্যে যাত্রাকালে অর্দ্ধমাস লাগিয়াছিল।) ঐ ১০০

* এটি প্রসিদ্ধ কুবের-কানন চৈত্ররথ নয়।

† এ গঙ্গা জাহ্নবী নন—'সীতা' নামে জাহ্নবীর এক পশ্চিমবাহিনী শাখা। (এই খানটা বোধ হয় কল্পিত।)

‡ গৌড় ও বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণে পথের এই নাম সকলে প্রভেদ আছে।

পৃথ্বী-সংস্থান—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম পৃথিবী বিস্তার (ভূ-বৃত্তান্ত)।

বয়ঃ—বনগমন কালে কৌশল্যা রামকে বলেন, "উপনয়নের পর তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে।" সুতরাং (২৫—১৭= ৮) বৎসর বয়সে উপনয়ন। অ ২০

গৃহনির্ম্মাণ—বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্ম্মপ্রধান, পরম ধার্ম্মিক, স্থবির, স্থপতি, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট নর্ত্তক ও শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দাও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্নপানসমেত শতসহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশীদিগের * গৃহ শয়নগৃহ ও অশ্বশালা নির্ম্মাণ কর। ······বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত কর।" বা ১৩

বালি-বধ—(বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্বযুদ্ধ সময়ে) সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালী বধার্থ ভুজঙ্গ-ভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। ······ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর উন্মুক্ত হইবামাত্র বজ্রের ন্যায় ঘোররবে বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। ······ বালী তদ্দ্বারা আহত ও শোণিত ধারায় সিক্ত হইয়া পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। ······রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমানপূর্ব্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। তখন বালী বলগর্ব্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "··· রাম, আমি যখন তোমায় দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময়ে রাম আমায় কখন মারিবেন না। ······ আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। ······ আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তুমি কি হেতু আমাকে বধ করিলে? ······ আমার মাংসও শাস্ত্রানুসারে তোমাদের ভক্ষ্য নহে······ এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনাপরাধে বধ করিয়া সাধুগণ মধ্যে কি বলিবে? ······ সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্য্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। কি ১৬,১৭

রাম এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কহিলেন, "...বালি, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাদিগের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড পুরস্কার তাঁহারাই

---

* এইখানে একটা "ভট" শব্দ আছে, অর্থ—"বীরপুরুষ"। কেহ কেহ "ভট্ট" ধরিয়া "ভাট" অর্থ করিয়াছেন।

করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব. রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন। ····· সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতেছি···এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্ম্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ··· তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব আছেন, ইহাঁর পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ অর্শিয়াছে; তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী. এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম···যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ভগিনী ঔরস-কন্যা ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। আর আমি বানরগণের সমক্ষে সুগ্রীবের সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে; ··· আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমাকে বধ করিলাম।"

আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি মানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে, মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। তুমি শাখামৃগ যুদ্ধ কর বা না কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। কি ১৮

সীতা-শপথ—রাম যজ্ঞ প্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া কুশলবের মুখে মনোহর আত্মচরিত গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বহুদিন ধরিয়া মুনি ও রাজগণের সহিত মধুর রামায়ণ শ্রবণ করিয়া গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতার গর্ভজাত জানিতে পারিয়া দূতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন. "তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, "যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। ··· আমি সৌন্দর্য্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অযশ সর্ব্বত্র রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমার এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভা মধ্যে শপথ করুন।" ······ মহর্ষি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক, স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা; সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন। ঐ ৯৫

রামের আহ্বানে মহা মহা ঋষিগণ, মহাবল রাক্ষস ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং দিগ্দিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন। ····· জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনতমুখে মহর্ষির

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল, সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ...... বাল্মীকি কহিলেন, "রাজন্, এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা......এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র, আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাব।" উ ৯৬

বাল্মীকির কথা শ্রবণ করিয়া রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবান্ আপনার বিশ্বাস্ত বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাপি আপনি যেরূপ কহিলেন, সেরূপ হউক, সীতা আমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করুন। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন। জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।"

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং ত্রেতাযুগেও বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কাষায়-বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, "আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও যদি মনোমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না, যদি এই বাক্য সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন; ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল; দিব্য রত্নসুশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জানকীরে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন, সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল।

তদ্দর্শনে যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। উ ৯৭

জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাঠে ভর দিয়া দুঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন।

রাম বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোক ও মোহে আকুল হইয়া কহিলেন, "দেবি বসুন্ধরে, আমার সীতাকে আনিয়া দাও...এক্ষণে হয় সীতাকে দাও, নয় বিদীর্ণ হও, আমি পাতাল-তলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করি।...তুমি শীঘ্র সীতাকে আন; যদি এখনি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার পর্ব্বত

বনের সহিত নির্ম্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলমগ্ন হইয়া যাক।"

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রামকে কহিলেন, "রাম তুমি সন্তপ্ত হইও না। তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ; সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী; তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে পরমসুখে নাগলোক যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত সমাগম হইবে। উ ৯৮

(এই সময়ে রাম ব্রহ্মার আদেশে উত্তর-কাণ্ড শ্রবণ করেন।)

মহাপ্রস্থান—রাম অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত্তবহুল নদীর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন, সেইস্থানে সর্ব্ব সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল তূরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর; তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ, এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবীমূর্ত্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা, সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের পতি, তুমিই অচিন্ত্য বস্তু পরিচ্ছেদ ও কাল পরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্ব্বপরিগৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ, এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।"

মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। উ ১১০

পায়স-বিভাগ—রাজা দশরথ দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় প্রজাপতি প্রদত্ত দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রধান মহিষী কৌশল্যাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর।" এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা তাহার ঈদৃশ অপক্ষপাত দর্শনে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। বা ১৬

কেহ কেহ "অর্দ্ধাংশ" $=\frac{1}{2}$ ধরিয়া ভাগ করিয়াছেন কৌশল্যা $\frac{1}{4}$, কৈকেয়ী $\frac{1}{4}$, সুমিত্রা $(\frac{1}{4}+\frac{1}{4})=\frac{1}{2}$। বা ১৬,২৭ টীকা

অস্ত্রবিষয়ক পুরাবৃত্ত—পূর্ব্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্ত মৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে

তপঃ সাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া অসিহস্তে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাস স্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাস রক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ ভয়ে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণী হত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন এবং অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

(অকারণে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করাইতে সীতা রামকে এই গল্প করেন।)

এই উপাখ্যান শুনাইয়া সীতা কহিলেন, "নাথ! যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহারই সম্মান কর; অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর* অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ..... তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও।" আ ৯

ব্যাধ-কপোত সংবাদ—একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত, ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদর পূর্ব্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। ল ১৮

(রাম সুগ্রীবকে বলেন, "যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এরূপ ব্যবহার তখন। ণ লোক শরণাগত বিভীষণকে কিরূপে বিনাশ করিবে।)

ব্যাঘ্র-ভল্লুক-কাহিনী—কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র কর্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লুককে কহিল, "দেখ, ব্যাধ আমাদিগের পরম শত্রু, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ভল্লুক কহিল, যে ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না।" এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল, "ব্যাধ তুমি এই নিদ্রিত ভল্লুক বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ব্যাধ তাহাই করিল। কিন্তু অভ্যাস বলে বৃক্ষের শাখান্তর অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ব্যাঘ্র কহিল, "ভল্লুক এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে, এখন তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু ভল্লুক কহিল, "ব্যাধ কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।" ল ১৩৪

---

* এ সময়ে অবশ্য 'শ্বশুর' (দশরথ) জীবিত ছিলেন না, এখানকার অর্থ স্বর্গে মর্ত্ত্যে যেখানেই থাকুন প্রীত হইবেন।

(রাবণ বধের পর হনুমান অশোককাননে সীতাকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া রক্ষিণী রাক্ষসী-গণের উপর অত্যাচার করিতে চাহিলে, দেবী তাহাকে এই গল্প শুনাইয়া কহেন, "সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত, আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন।")

অধর্ম্মের ইতিবৃত্ত—সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন, অন্য জাতির তদ্বিষয়ে আদৌ অধিকাব ছিল না। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রধান। ত্রেতাযুগে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। ত্রেতায় তপস্যা ক্ষত্রিয়-সাধারণ হইল। ত্রেতায় উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। এই অবস্থায় চাতুষ্পদ অধর্ম্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। দ্বাপর যুগে অধর্ম্ম ও অনৃত বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্য বর্ণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। কলিযুগই শূদ্রের তপস্যাব প্রকৃত সময় শূদ্র জাতির অন্যযুগে তপস্যা অতিশয় অধর্ম্ম। উ ৭৪

(ত্রেতায় শূদ্র তপস্যা করিয়াছিল, তাহাতে রাম-রাজত্বকালে বিপ্রবালকের অকাল-মৃত্যু ঘটে।)

পশুপক্ষীর বরলাভ—উশীরবীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত রক্ষরাজ রাবণ যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ ঐ বরলাভ-গর্ব্বিত দুর্জ্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভয়ে তির্য্যক্‌যোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। ইন্দ্র ময়ূরের, যম কাকের, কুবের কৃকলাসের, বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন।

রাবণ প্রস্থান করিলে দেবগণ তির্য্যক্ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, "অতঃপর তোমার আর ভুজঙ্গ ভয় থাকিবে না, তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভা বর্দ্ধন করিবে।" পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্রসমূহে চিত্রিত হয়।

যম কাককে কহিলেন, "আমি অন্যান্য প্রাণীকে যে সমস্ত রোগ যন্ত্রণা দিয়া থাকি, তোমার তাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যু ভয় তিরোহিত হইল, যাবৎ মনুষ্য তোমাকে বধ না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে।"

বরুণ গঙ্গাজল-বিহারী হংসকে কহিলেন, "তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে, জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য্য, তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে।" পূর্ব্বে হংসের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না; পক্ষের অগ্রভাব নীল এবং ভুজমধ্যে শ্যামল বর্ণ ছিল।

কুবের কৃকলাসকে কহিলেন, "তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিরন্ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে।" উ ১৮

হস্তী ও বানরের পূর্ব্ববৈর*—বানর যূথপতিগণের পরিচয় দিতে দিতে সারণ রাবণকে কহিলেন,—"ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী, উনি হস্তী বানরের পূর্ব্ববৈর স্মরণ এবং গজ-যূথপতিগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা, উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। ল ২৭

পদ্মবনে হস্তীর আখ্যান—রাবণ বিভীষণকে কঠোরবাক্যে কহিলেন, "একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়।......পূর্ব্বে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশ হস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল শুন। হস্তীরা কহিল, "দেখ, আমরা অস্ত্র অগ্নি ও পাশকে তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ, তাহারাই আমাদিগের গ্রহণ কৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর।" ল ১৬

অরাজক রাজ্য........অরাজক দেশে বীজ বপন হয় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত হয় না......অরাজক দেশে সত্য ব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত হয়, অরাজক দেশে মানবেরা হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহ সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারে না, অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হন না ......বহুধনশালী দ্বিজগণ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিকদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না, যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎসব সকল ও রাজ্য শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অরাজক দেশে বক্তৃতা-শীল ব্যবহারোপজীবিগণ বক্তৃতা দ্বারা সিদ্ধার্থ হইয়া বক্তৃতাপ্রিয় জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না। অরাজক দেশে সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ দলে দলে উদ্যানে গমন করিতে পারে না, অরাজক দেশে প্রভূত ধনশালী কৃষিজীবি ও গোরক্ষ-জীবিগণ নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করিতে অসমর্থ হয়, অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্রবাহী বাহন দ্বারা অরণ্য মধ্যে গমন করিতে পারে না। ...... অরাজক দেশে শরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধ পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না। .... অরাজক দেশে সৈনিকেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে সহ্য করিতে পারে না..... অরাজক দেশে বন বা উপবন মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পর শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। ......যে সকল ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয়। অ ৬৭

* পুরাণ অনুসারে হনুমানের পিতা কেশরী হস্তী রূপধারী এক দানবকে সংহার করেন এবং এই ঘটনা লইয়া হস্তী-বানরের বৈর উপস্থিত হয়।

রাজ্য-শাসন—(১) বনে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

...... ভ্রাতঃ তুমি দেবগণ, পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? ...... ভ্রাতঃ শূর শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিগণকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? ... তুমি নিদ্রার বশীভূত হও নাই ত? রাত্রি শেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? ..... তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? ...... যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাহারা পুরুষানুক্রমে অমাত্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহাদিগের বাহ্য ও আন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ত? ...... তোমার রাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত উত্যক্ত হয় নাই ত? ...... সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতে বিলম্ব কর না ত? ...... প্রধান হইতে প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন ত? .. অষ্টাদশ তীর্থ* ও পঞ্চদশ তীর্থচর দ্বারা বিশেষরূপে বিদিত হইতেছে ত? নিষ্কাজিত বৈরিগণ পুনর্ব্বার আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর না ত? ...... তুমি লোকায়-তিক উপাধিধারী চার্ব্বাক-মতানুসারী অথবা শুষ্ক তর্কনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না ত? ...... কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী বৈশ্যগণের প্রতি তুমি প্রীতিমান আছ ত? ...... তুমি স্ত্রীলোক সকলকে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা কর না ত? তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ কর না ত? ...... তুমি প্রত্যহ আপনাকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? .. ... তোমার আয় অধিক ব্যয় •অল্পতর হইতেছে ত? নট নর্ত্তক ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিতে তোমার ধনাগার শূন্য হইতেছে না ত?......সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদে দোষী হইয়া হত হইতেছে না ত? চোররূপে যে ব্যক্তি নিশ্চিত হয়, পালকগণ ধনলোভে তাহাকে মুক্ত করে না ত? ... তুমি অর্থ কাম ও ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে সকলকেই সমভাবে সেবা করিতেছ ত?.. চতুর্দ্দশ প্রকার রাজদোষ পরিবর্জ্জন করিয়াছ ত? .. দশবিধ কামদ দোষ, পঞ্চবিধ দুর্গ, চতুর্ব্বর্গ, সপ্তাঙ্গ রাজ্য, অষ্টবর্গ, ত্রিবিধ• বিদ্যা, ষড়্‌গুণ, পঞ্চবিধ দৈব বিপদ, পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত, চারি রাজকৃত্য, বিংশতি বর্গ, পঞ্চ প্রকৃতি, দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌বিধ গুণ এই সকল মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত?...বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার নিকট বেদ সকল সফল হইতেছে ত=...ধর্ম্মরতি ও সন্ততি দ্বারা দারা সকল হইতেছে ত? এই সকল কথিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ুষ্য যশস্য ও ধর্ম্ম অর্থ কাম সমন্বিতা বুদ্ধি স্থিরতর আছে, তোমারও ত সেইরূপ। অ ১০০

(২) সূর্পনখা রাবণকে কহিলেন,—

যে রাজা গ্রাম্যভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়েন, প্রজারা তাঁহাকে শ্মশান মধ্যবর্ত্তী অগ্নির ন্যায় সমাদর করে না। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হয়েন। যিনি মহিলা প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন অতি দুর্লভ, এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কযুক্ত নদী ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে······ যাঁহাদিগের চর কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, সেই মহীপতিরা প্রাকৃত ব্যক্তির তুল্য। নরাধিপেরা চর দ্বারা দূরস্থ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন, তাঁহারা এই কারণেই "দীর্ঘচক্ষু" বলিয়া উক্ত হন।······অল্পপ্রদাতা তীক্ষ্ণস্বভাব প্রমত্ত গর্ব্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে প্রজারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। যে মহীপতি অতি মানী ও ক্রোধনস্বভাব হন, যিনি মনে মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন, এবং যাহাকে কেহ কোন বিষয় উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না, ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে হনন করে। ······যিনি নয়ন দ্বারা প্রসুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরণ করেন, এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসঙ্গ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। আ ৩৩

(৩) কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন,—যে নরপতি বিচারানন্তর কর্ত্তব্য ক্ষয় বৃদ্ধি স্থান ও সামাদির বিষয় চিন্তা করিয়া সচিবগণের সহিত কর্ম্মসকলের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তিপ্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চধা মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হন না।·· যে বুদ্ধিমান্ নরপতি যথাসময়ে সচিবগণের সহিত সাম দান ভেদ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পঞ্চবিধ যোগ নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন তিনি কখনই বিপদাপন্ন হন না। ল ৬৩

বাল্মীকি-আশ্রম—(১) গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম (ভরদ্বাজাশ্রম প্রয়াগ) হইতে সার্দ্ধযোজনদ্বয় দূরে অরণ্যমধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বত, তাহার উত্তরপার্শ্ব দিয়া নদী মন্দাকিনী প্রবাহিত। যমুনা নদীর দক্ষিণতীরস্থ পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরে সেই পথের দুইটি শাখা পথের মধ্যে বামভাগস্থিত দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী যে পথ, সেই পথ দিয়া রামের কুটির। অ ৯২

বাল্মীকি আশ্রম ইহার সন্নিকট। অ ৫৬

(গঙ্গা বা তমসা নদী ইহার নিতান্ত নিকট নহে।)

(২) সম্ভবতঃ চিত্রকূটে রাম-ভরত-সমাগমের পর চিত্রকূটবাসী ঋষিগণ যখন রক্ষোভয়ে রাম-কুটির-সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যান (অ ১১৭) বাল্মীকিও সেই সময়ে স্বীয় আশ্রম পূর্ব্বাভিমুখে সরাইয়া আনিয়া গঙ্গা-তমসা-সঙ্গম-স্থলে স্থাপিত করেন।

তমসা-তীরস্থ আশ্রমে ঋষি রামায়ণ রচনা করেন। বা ২

লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া রথারোহণে দুই দিনের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ পারেই বাল্মীকি-আশ্রম সন্নিধানে আসিয়া দেবীকে বিসর্জ্জন করেন। উ ৪৬, ৪৭

তমসা তটিনী—(১) অযোধ্যার অনতিদূরে এক নদী।

বনগমনকালে রাম প্রথমে এই নদী অতিক্রম করেন; প্রথম রাত্রি এই নদীতীরে অতিবাহিত হয়। অ ৪৬

গঙ্গা এখান হইতে অনেক দক্ষিণ।

(২) আশ্রম সমীপবর্ত্তী তমসা-তীরে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান বাল্মীকির বদন-কমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয়। বা ২

এই আশ্রম গঙ্গা পার হইয়াই লক্ষ্মণ পাইয়াছিলেন। উ ৫৭

সুতরাং এ তমসা গঙ্গার অতি নিকট। দক্ষিণ। অযোধ্যা হইতে রথারোহণে এই স্থান দুই দিনের পথ। উ ৫৬

সময়—পঞ্চদশবর্ষে রামের বিবাহ, সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর। বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় সুখে অতিবাহিত হয়। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে (চৈত্র শুক্ল-দশমীতে?) অ ৩

রামের বনগমন—সীতা তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। আ ৪৭

পঞ্চদিনে চিত্রকূটে আগমন দশ বর্ষ বন হইতে বনান্তরে অতিবাহিত করিয়া শেষে পঞ্চবটীতে কুটীর রচিত হয়। এইখান হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রথমেই (সম্ভবতঃ মাঘ মাসে) সীতা অপহৃতা হন। আ ১১

দশ মাস পরে সম্পাতি মুখে সংবাদ পাইয়া হনুমান অশোককাননে সীতাকে দেখিয়া আসেন। সু ৩৭

কিঞ্চিদধিক এক মাস পরে রাম আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে এক কৃষ্ণ পক্ষে * রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়।

শুক্ল পঞ্চমীতে রাম ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হন ষষ্ঠীতে অযোধ্যা প্রবেশ। ল ২৬

অযোধ্যায় আসিয়া রাক্ষস বানরগণের দ্বিতীয় শিশির মাস সুখে অতিবাহিত হয়। উ ৪৯

ইহার অল্প পরে গর্ভাবস্থায় সীতার বনবাস রামের বয়স তখন প্রায় দ্বিচত্বারিংশ, সীতার প্রায় তেত্রিশ বর্ষ। উ প্র ৯

অল্পদিন পরে লবণ বধার্থ যাইবার কালে বাল্মীকি আশ্রমে শত্রুঘ্ন শুনিয়া যান, তথায় সীতা যমজ কুমার প্রসব করিলেন। উ ৭৯

---

* পূর্ণিমা—সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ। প্রতিপদ—যুদ্ধারম্ভ। রাত্রে নাগপাশ। দ্বিতীয়া—ধূম্রাক্ষ বধ। তৃতীয়া—বজ্রদংষ্ট্র বধ। চতুর্থী—অকম্পন বধ। পঞ্চমী—প্রহস্ত বধ। ষষ্ঠী রাবণ ভঙ্গ। সপ্তমী—কুম্ভকর্ণ বধ। অষ্টমী—অতিকায়াদি বধ। নবমী—ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ। দশমী—নিকুম্ভ বধ (রাত্রে মকরাক্ষ বধ) একাদশী হইতে ত্রয়োদশী—ইন্দ্রজিত বধ।—চতুর্দ্দশী—মূল বলনাশ। অমাবস্যা—রাবণ বধ। (রামায়ণে ৭ দিবারাত্র অবিরাম রাম রাবণে যুদ্ধ। ল ১০৯

দ্বাদশ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে শত্রুঘ্ন সেই আশ্রমে লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন। উ ৮৪

ইহার অল্প পরেই রামের অশ্বমেধ। এই যজ্ঞকালে লবকুশের গান, সীতা শপথ, দেবীর পাতাল-প্রবেশ। রামের বয়স এ সময়ে প্রায় পঞ্চান্ন সীতা ৪৬ বর্ষীয়া। উ ৭১

ইহার পর জানকীর হিরণ্ময়ী মূর্ত্তিকে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া বহু যাগ যজ্ঞ সমাধানান্তে (কাল পূর্ণ হইলে) লক্ষ্মণ বর্জ্জন; অল্পদিন মধ্যেই সরযূ-জলে দেহত্যাগ। উ ১২৩

সত্য—সত্যপরায়ণ রাম জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বচনে অনাস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সুসঙ্গত সাধুবাক্যে কহিলেন, "আপনি আমার হিত কামনা করিয়া এক্ষণে যে সকল কথা কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্ত্তব্য হইয়া আপাততঃ কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং অপথ্য হইয়াও পথ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। মর্য্যাদা-বর্জ্জিত পাপাচারসমন্বিত ও বিপরীত ব্যবহার-প্রবর্ত্তক শাস্ত্রে আসক্ত পুরুষ সাধুসন্নিধানে সম্মান-ভাজন হয় না। মনুষ্য কুলীন হউক বা নাই হউক, শুচি হউক বা অশুচি হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে···সত্য বাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন, তিনি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ হয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে। সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। লোকে সত্যই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যপদবাচ্য; ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। সত্যই জগৎ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের মূল, সত্য হইতে পরম পদ আর কিছুই নাই।·· ···বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ·· ·· মানব মাত্রেই সত্যপরায়ণ হইবে। · ···সত্যপ্রতিজ্ঞ সদাচার পিতা আমাকে সত্যপালন জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্য ধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি জন্য পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্য প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত আছি, অতএব লোভ মোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতার সত্যস্বরূপ সেতু ভেদ করিব না।······আমি পিতার নিকট এইরূপ 'বনবাস করিব' প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্প্রতি গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কি প্রকারে ভরতের কথা রক্ষা করিব? অ ১০৯

দুর্দান্ত ভয়রহিত নৃশংস পুরুষখাদক গর্ব্বিত রাক্ষস এই স্থানে তাপসগণকে উৎপীড়িত করিতেছে······তাহারা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস ক্রূর ভীষণ অসুখদর্শন নানারূপ বিকট রূপধারণপূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাহারা পাপজনক ও অশুচি পদার্থ প্রক্ষেপপূর্ব্বক তাপসগণের অপকার করিতেছে এবং সেই অসাধু নিশাচরেরা পুরোবর্ত্তী মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিতে অবিরত প্রবৃত্ত রহিয়াছে; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপস সকলকে বিনষ্ট করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতেছে। যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ হইলে স্রুক-ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞ পাত্র

সমুদয় দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে; হোমাগ্নিতে জলসেচন করিতেছে এবং জলাহরণ পাত্র কলস সকল ভগ্ন করিয়া দিতেছে। অ ১১৭

বনমধ্যে এক মহাশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষস দৃষ্ট হইল। সেই ঘোরদর্শন বিকটাকার রাক্ষসের চক্ষু নিতান্ত গভীর, বদন অতি বৃহৎ, উদর অতি বিশাল ও অবয়ব সংস্থান অতি বিষম। সুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; মুখ ব্যাদান করিলে, কৃতান্তকে দেখিয়া যেমন ভয় হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াও সমস্ত প্রাণীরই ভয় হইত। আ ২

যাগ-যজ্ঞ।

(পূজা, আচার, বিদ্যা, শিল্প)

(ক) যজ্ঞাদি—অগ্নিষ্টোম,১ অতিরাত্র,১ অভিজিৎ,১ অশ্বমেধ,১ আপ্তোর্যাম,১ আয়ুষ্টোম,১ উক্‌থ,১ গোমেধ,৫ গোসব৪, জ্যোতিষ্টোম,১ দর্শ৩ পুত্রেষ্টি,২ পৌণ্ডরিক৪ পৌর্ণমাস,৩ বহু-সুবর্ণক,৫ বাজপেয়,৪ বিশ্বজিত,১ বৈষ্ণব,৫ মহেশ্বর,৫ রাজসূয়,৫ স্বাহাকার৩ ও বষটকার সাধ্য,৩ যাগ যজ্ঞ। (প্রবর্গ্যনামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম,১ উপসর্গ নামক ইষ্টি বিশেষ,১ অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য১) (বা ১৪।১৫; বা ৫৩; প ১২৯; উ ২৫।)

(খ) পূজা অঙ্গ—যাগ, যজ্ঞ, হোম, দান, বলি, জপ, মন্ত্র। তর্পণ। যোগ। নিয়ম (চাতুর্ম্মাস্য)। উ ৫১ অ ৩৩

(গ) হোম-উপকরণ—দধি, ঘৃত, অক্ষত, মোদক, লাজ, হবনীয় দ্রব্য, শ্বেতমাল্য, পায়স, কৃশর (তিল, মধু তণ্ডুল) সমিধ পূর্ণকুম্ভ, মধুপর্ক সর্ষপ। অ ২০। ২৫

(ঘ) ঋষি-সুলভ-দ্রব্যাদি—কুশ, কাশ, সমিধ; স্রুক, কুসুম, পানপাত্র। বা ৩০

কলস, বল্কল, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞসূত্র, কমণ্ডলু, আসন, কৌপীন, কুঠার, মুক্তানির্ম্মিত তন্তু, কাষায় বস্ত্র, চীর বস্ত্র, জটাবন্ধন-রজ্জু, কাষ্ঠাহরণ-রজ্জু, যজ্ঞভাণ্ড, কাষ্ঠভার, উডুম্বর-পীঠ। বা ৪

(ঙ) বেদ-বিদ্—হোতা=ঋক্‌বেদজ্ঞ। অধ্বর্য্যু=যজুর্বেদজ্ঞ। উদ্গাত=সাম-গায়ক। বা ১৪

---

১ রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিত, অতি-রাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। বা ১৪

২ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। কুশনাভ রাজাও করিয়াছিলেন। বা ১৫। ৩৪

৩ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 'স্বাহাকার ও বষট্‌কার সাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ ইহার (শবলার) অধীন। ইহার সাহায্যে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সাধন করিয়া থাকি। বা ৫৩

৪ রামচন্দ্র রাজা হইয়া বাজপেয়, গো-সব প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। ল ১২৯। উ ৯৯

৫ ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব, মাহেশ্বর প্রভৃতি সাত যজ্ঞ করেন। উ ২৫

(চ) অভিষেক-সামগ্রী—স্বর্ণকলসপূর্ণ সাগর জল ও গঙ্গা জল, উডুম্বর পীঠ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, খড়্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হুতাশন, সমিধ, সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, ধেনু আচার্য্য, নানারূপ পবিত্র মৃগপক্ষী, অন্যান্য পুণ্য নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর ও সমুদ্রের জল বটপল্লব ও পদ্মদলে শোভিত বারিপূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য কুম্ভ। অ ১৫

ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, অক্ষত, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, মনঃশিলা। কি ২৬

সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদয়, পূজা দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্ল মাল্য, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম। অ ৩

(ছ) অগ্নিসংস্কার দ্রব্য—শুষ্ক কাষ্ঠ, চন্দন, মালা, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল, গন্ধদ্রব্য। অগুরু, গুগ্গুল, সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠ।

শাস্ত্র—বিদ্যা।

ধর্ম্মশাস্ত্র—চারি বেদ :—ঋক্১২, সাম১২ যজু১২ অথর্ব্ব১২। ষড়ঙ্গ বেদ৩৩। সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ২৮। বেদবেদাঙ্গ১১। উপনিষদ্২৯। কল্পসূত্র১২ ব্রাহ্মণ১২ নিগম১৬ পুরাণ১৬ তৈত্তিরীয় শাখা১৪ কঠশাখা১৪ মহাভাষ্য২১ সংগ্রহ২১ সূত্রবৃত্তি২১ পঞ্চরাত্র১০ অর্থপদ২১ যজ্ঞতন্ত্র১৯ বাজপেয়১৫।

স্মৃতিশাস্ত্র২৭ নীতিশাস্ত্র১৮ দর্শনশাস্ত্র১১ ব্যবহার শাস্ত্র১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র১৬ সামুদ্রিক বিদ্যা১৬ অর্থশাস্ত্র১১।

বিদ্যা—(কলাশাস্ত্র) ব্যাকরণ২১, অপ শব্দ২২, পদ২২, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে নিঃসৃত কথা২২। সমাস সন্ধি প্রকৃতি প্রত্যয়যোগ২৩। গণিতশাস্ত্র। (সংস্কারহীন অর্থা-ন্তরগত বাক্য) সু ১৫

কাব্য১১; হাস্যরসপ্রধান নাটক১৭। চিত্রকাব্য১৬, ছন্দঃশাস্ত্র১৬।

সঙ্গীতবিদ্যা২৩ (গন্ধর্ব্ববিদ্যা):—স্থান ও মূর্চ্ছনা-তত্ত্ব২৬; রাগ রাগিণী২৬। দ্রুতমধ্য ও বিলম্বিত ত্রিবিধ প্রমাণ সম্মত ষড়জাতি সপ্তস্বর২৬; তাল লয়২৬। শৃঙ্গার হাস্যকরুণ বীর রৌদ্র প্রভৃতি রস২৩। মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বর২৪। সমস্ত শিক্ষা-স্বর২৫।

---

১০ উ প্র ২। ১১ অ ১। ১২ বা ১৪।১৫। ১৩ অ ৩৬। ১৪ অ ৩২। ১৫ অ ৫৫।
১৬ উ ৯৪। ১৭ অ ৭৯। ১৮ বা ৭। ১৯ বা ১২। ২০ অ ৮৯। ২১ উ ৬৬।
২২ কি ৩। ২৩ বা ২। ২৪ সু ৪। ২৫ অ ৯১। ২৬ বা ৪৫। ২৭ অ ২৪।
২৮ অ ১৪। ২৯ উ ১০৯। ৩০ বা ১৮। ৩১ ১০৪। ৩২ ল ৭০। ৩৩ সু ১৮।
৩৪ ল ১০,৯০।

ধনুর্ব্বেদ১১, অসি-চর্য্যা৩২, মল্লযুদ্ধ বিদ্যা২৬, রথচর্য্যা৩০, হস্তী ও অশ্ব আরোহণ বিদ্যা১১;
নৌকার চিত্রগতি২০ অশ্বশাস্ত্র৩৪। আয়ুর্ব্বেদ২৩। চিকিৎসাশাস্ত্র (অস্ত্রচিকিৎসা, নাড়ীজ্ঞান, বাতপিত্তকফজ ব্যাধিজ্ঞান।) ৬৭ পৃষ্ঠা

(সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সমস্ত ধনুর্ব্বেদ) বা ৫৫

স্ত্রী-লক্ষণ বিদ্যা। ল ৪৮

দেহলক্ষণ বিদ্যা। সু ৩৫, ল ৪৮

(বিদ্যাবিদ্) নৈগম, পৌরাণিক, শব্দবিদ্, স্বরলক্ষণজ্ঞ, ক্রিয়াকল্পবিদ্, সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞ, পদাক্ষর সমাসজ্ঞ (বৈয়াকরণ) ছন্দঃশাস্ত্র বিশারদ, তালজ্ঞ, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষ-পারদর্শী, হেতুপ্রয়োগ কুশলজ্ঞ, তার্কিক, ছন্দোবিদ্, চিত্রবহবাপ্রণেতা, কল্পসূত্রজ্ঞ, নৃত্যগীত বিশারদ। উ ৯৪

(ধর্ম্মপাঠক সচীব)৯ উ প্র ১

শিল্প—(শিল্পী) সূত্রকর্ম্মপর, ভূস্তাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, খণক, অবরোধক, স্থপতি বর্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, গণক, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথপরীক্ষক, পথশোধক। অ ৮০।৮২

বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মার১, মায়ূরক২, ক্রাকচিক৩, বেধকার, রোচক৪, দন্তকার৫, সুধাকার৬, গন্ধোপজীবি, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য নাপিত, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়৭, নটনটী, কৈবর্ত্ত, শিল্পী, নর্ত্তক। অ ৮৩

(কর্ম্মচারী) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকারী, বন্ধনাগারাধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞা-নিবেদক, প্রাড়্বিবাক, ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য, বেতনদানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, রাষ্ট্রান্তপাল, দণ্ডাধিকারী, দুর্গপাল। অ ১০০

বৈদ্য।* উপমন্ত্রী।† উপসেনাপতি।

স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক বাদক, নর্ত্তকী, গণিকা। অ ১২৮

চর, গূঢ়চর। যু ৫৩

---

১১ অ ১। ৩২ ল ৭০। ২৬ বা ৪৫। ৩০ বা ১৮। ১১ অ ১। ২০ অ ৮৯।
৩৪ ল ১০,২০। ২৩ বা ২।

১ কামার। ২ যাহারা ময়ূরপিচ্ছদ্বারা ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে। ৩ করাতি। ৪ যে কাচাদি প্রস্তুত করে। ৫ যে হস্তীদন্তের দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। ৬ যে চূর্ণ লেপন করে। ৭ দর্জ্জী।

৮ ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত-আতিথ্য সময়ে বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সম্যগ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইয়াছিল। অ ৯১

৯ রাম-সভায় থাকিতেন।

* অ ১০। † যু ৩১।

অস্ত্র—শস্ত্র।

অগ্নিকল্প কবচ	আ ২৪
অগ্নিকুম্ভ	বা ৩০
অঙ্কুশ	ল ৫৩
অগ্ন্যস্ত্র	ল ৯৯
অঙ্গুলিত্রাণ	বা ২২
অঞ্জলিক	ল ৪৫
অমন্ত্র ও সমন্ত্র অস্ত্র	অ ১
অর্গল	সু ৪২
অর্দ্ধচন্দ্র	আ ২৬
অর্দ্ধনারাচ	ল ৪৫
অসি	আ ২২
অশনি	ল ১০০
আগ্নেয়াস্ত্র	ল ৭০
আসুরাস্ত্র	ল ৯০
ঐন্দ্রাস্ত্র	ল ৭০
ঐষিকাস্ত্র	ল ৭০
ঋষভচর্ম্ম-ফলক	ল ৫৪
ঋষ্টি	ল ৩১
কঙ্কপত্রশর	ল ৫৪
কর্ণ	ল ৫৯
কর্ণি	আ ২৬
কর্পণ	উ ৩২
(কাণ্ডমুষ্টি)	সু ৫৮
কিল	
কুন্ত	ল ৭৮
কুন্তাস্ত্র	ল ৭৪
কুলিশ	
কূটপাশ	ল ১০০
কূটমুদগর	সু ৪২
কূটাস্ত্র	সু ৪
কৃশ-মুষ্টি	সু ৪
কৃপাণ	ল ৭৫
খড়্গাবন্ধন সূত্র (কটিতটে)	উ ৬
খড়্গ	বা ২২
গদা	আ ২২
গন্ধর্ব্বাস্ত্র	আ ২৬
গরুড়াস্ত্র	ল ১০২
(গাধাচর্ম্ম-অঙ্গুলিত্রাণ)	অ ২৩
চক্র	আ ২২
চর্ম্ম	আ ২২
চিক্কণ মুসল	ল ৫৩
তলপ্রহার	সু ৪৮
তামসাস্ত্র	ল ৯৯
তাল	
তালস্কন্ধ	ল ৮৫
তূণীর	বা ২২
তোমর	আ ২২
ত্রিশূল	ল ৫২
দণ্ড	সু ৪
দশন	
দাত্র	অ ৩২
দৈবাস্ত্র	ল ১০২
ধনু	বা ২২
নাগপাশ	ল ৪৪
নামাঙ্কিত শর	সু ২১
নারাচ	আ ২৫
নালীক	আ ২৫
নিস্ত্রিংশাস্ত্র	ল ৭৩
পট্টিশ	সু ৪২
পদাঘাত	

পরশু	আ ২২	বায়ব্যাস্ত্র	ল ৭০
পরশ্বধ	ল ৭৫	বারুণাস্ত্র	ল ৪৮
পরাস্ত		বিকর্ণি	আ ২৫
পরিঘ	ল ৯	বিপাট	ল ৭৫
পর্ব্বত		বৃক্ষ	
পাশ	সু ৪	ব্রহ্মদণ্ড	বা ৫৬
পাশুপতাস্ত্র	উ প্র ৩	ব্রহ্মশক্তি	ল ৫৯
পিশাচাস্ত্র		ব্রহ্মশির	ল ৪৮
প্রাস	আ ২৫	ব্রহ্মাস্ত্র	ল ৭০
ফলক	অ ৯৩	ভল্ল	ল ৪৩
ফাল	অ ৮০	ভিন্দিপাল	ল ৪২
বজ্র	অ সু ৪	ভুজগাস্ত্র	ল ৫১
বজ্রাকার অস্ত্র	আ ২২	ভুষণ্ডি	ল ৬০
বৎস-দন্ত	ল ৪৫	মানবাস্ত্র	বা ৩০
বর্ম্ম (মনুষ্য হস্তী ও অশ্বের)	ল ৭৪		

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রাত্মক অস্ত্রসমূহ—দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির, অস্ত্র, ইষিকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক দুই গদা, ধর্ম্মপাশ কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়বাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শিরাস্ত্র, শক্তিদ্বয় কঙ্কাল, মূষল কাপাল ও কিঙ্কিনী।

বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দননামক অসি, মোহননামক গন্ধর্ব্বাস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় মদনাস্ত্র, মানবনামক গন্ধর্ব্বাস্ত্র মোহননামক পৈশাচাস্ত্র।

তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, সোমাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শত্রু তেজোপকর্ষী তেজঃপ্রভানামক সৌরাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, পীত শর। বা ২৭

সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, প্রতিহারতর, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, ধনাভ, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল,যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, দৈত্য-প্রমথন, মহাবাহু, নিষ্কলি বিরুচ, অর্চ্চিমালি, ধৃতিমালি, রুচির, বৃত্তিমান, বিধূত, পিত্রসৌমনস, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণজৃম্ভক,' সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ। বা ২৮

জৃম্ভণ, সন্তাপন, মথন, শোষণ, দারণ। বা ৫৬

বানর অস্ত্র--পর্ব্বত, শিলা, বৃক্ষ, মুষ্টি, চড়, দশন, তলপ্রহার পার্ষ্ণি-প্রহার।

মহাকাষ্ঠ ল ৬০
মায়াস্ত্র ল ৯৯
মাহেশ্বরাস্ত্র ল ৯০
মুদগর আ ২২
মুষল সু ৪
মুষ্টি
যষ্টি ল ৬১
যাম্যাস্ত্র ল ৭০
রাক্ষসাস্ত্র ল ১০২
রুক্মপুঙ্খশর ল ৪৫
রৌদ্রাস্ত্র ল ৯০
লাঙ্গল উ ৭
লৌহদণ্ড ল ৫১
লৌহমুদগর আ ২৫
শক্তি আ ২২
শঙ্খ আ ২৬
শতঘ্নী সু ৪
শর ল ৯০
শল্য ল ৭৫
শাল ল ৭৫
শিলা
শিলামুখ ল ৭৫
শূল সু ৪২
শেল ল ২৩
সর্পাকার শর ল ৭৫
সম্যাস্ত্র
সম্বর্ত্তাস্ত্র উ ১০১
সিংহদংষ্ট্রা ল ৪৫
সুদর্শন ল ৮৫
সৌর্য্যাস্ত্র ল ১০
সৌরাস্ত্র ল ১০০
স্বচ্ছ অসি ল ৯
স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত-শর আ ২৬
স্বর্ণপুঙ্খ-শর আ ২৮
স্বর্ণফলক শর সু ৪৬
স্বর্ণখচিত শরাসন আ ২৪
হল ল ৯৫
ক্ষুরপ্র ল ৭৫
ক্ষুরাস্ত্র আ ২৬
ক্ষেপণী ল ৬৫
নদী-দুর্গ, জল-দুর্গ, পর্ব্বত-দুর্গ, চতুর্ব্বিধ
কৃত্রিম-দুর্গ ল ১৯
বেতনভুক্-সৈন্য, আটবিক-সৈন্য, তুরঙ্গ-সৈন্য ল ১২৮
চতুরঙ্গ বল বা ৬
গরুড়ব্যূহ ল ৩০
গুল্ম, মধ্যগুল্ম সু ৪
সঙ্কটযুদ্ধ ল ১২০
কূটযুদ্ধ বা ২০
সৌপ্তিকযুদ্ধ ল ৩৩
(স্কন্ধাবার দ্বৈরথ-যুদ্ধ) কি ১৫
সেনাপতি, উপ-সেনাপতি ল ৩
অতিরথ বা ৫
মহারথ বা ৫
হস্ত্যশ্বরথ-সঙ্কুল-ধ্বজপটসমাকীর্ণ-পরিপূর্ণ সেনা বা ৫৪
অযোধ্যার—কোবিদার ধ্বজ অ ৯৬
রাবণের নৃমুণ্ড-চিহ্নিত ধ্বজ ল ১০০

দ্রব্য সামগ্রী।

ধাতু।

কাংস্ত	অ ৫৯
গৈরিক	অ ৬১
জাম্বুনদ (স্বর্ণ)	সু ১১
তাম্র	কি ৫০
পারদ	অ ৯৪
পিত্তল	আ ২৯
মঞ্জিষ্ঠা	অ ৯৪
মনঃশিলা	সু ৪০
রৌপ্য	বা ৩৭
লৌহ	বা ৩৭
সীসক	বা ৩৭
স্বর্ণ	বা ৩৭

মণি।

ইন্দ্রনীল	আ ৪২
জলজমণি	সু ৪০
নীলকান্ত	আ ৪২
পদ্মরাগ	অ ১১৪
প্রবাল	অ ৯১
বৈদূর্য্য	আ ৪২
মরকত	আ ২৯
মুক্তা	অ ৯১
স্ফাটিক	অ ৯৪
হীরক	আ ৫৫
শিলা (শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ)	কি ২৭
বজ্র	উ ৩৩

অলঙ্কার।

অঙ্গদ	বা ৬
অঙ্গুরী	সু ১০
অঙ্গুরীয় (নামাঙ্কিত)	কি ৪৪
কণ্ঠহার	অ ৩২
করাভরণ	বা ৬
কাঞ্চী	অ ৩২
কিরীট	বা ৬
কুণ্ডল	বা ৬
কেয়ূর	অ ৩২
চূড়ামণি	সু ৪০
ত্রিকর্ণ	সু ১৬
নিষ্ক	বা ৬
নীলকান্তহার	সু ৯
প্রবালখচিত হস্তাভরণ	সু ১৬
নূপুর	সু ১
বলয়	অ ৩২
মণিময় মুক্তাহার	সু ১০
মুকুট	বা ৬
মুক্তাহার	সু ৯
শতপদ্মগ্রথিত স্বর্ণমালা	ল ২৮
স্বর্ণবিন্দু	অ ৬৪
স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার	অ ৩২
হার	সু ১

বাদ্য।

আড়ম্বর	সু ১০
কলহ	ল ৯৫
ঘণ্টা	ল ৩৩
ঝর্ঝর	ল ১১৫
ডম্বরু	
ডিণ্ডিম	সু ১০
তাল	ল ১২৯
তূর্য্য	ল ৩৩

তুরী	ল ১২৯
দুন্দুভি *	বা ৫
পটহ	সু ৬৮
পণব	বা ৫
বেণু	অ ১০
বীণা	বা ৫
ভেরী	সু ৪৮
মুরজ	অ ৩৯
মড্ডুক	সু ১৬
মৃদঙ্গ	বা ৫
মেঘ	৩৯
শঙ্খ	ল ৩৩
স্বস্তিক	ল ১২৯
কিঙ্কিণী	সু ৯
কুম্ভ	ল ৬০
বিপঞ্চী	সু ১০
ঢোলকা	সু ১০

যন্ত্র।

কুঠার	অ ৮০
কুদ্দাল	অ ৩২
খণিত্র	অ ৩১
টঙ্ক	অ ৮০
দাত্র	অ ৮০
পেটক	অ ৩১
পেটক (চর্ম্ম পরিবৃত)	অ ৪০
কপাল	অ ৩২
মৃৎপাত্র	অ ৩৩
লাঙ্গল	অ ৩২
রজ্জু (শণ ও বল্কল নির্ম্মিত)	সু ৪৮
ইষূপল যন্ত্র (ইষু+উপল !)	ল ৩
(ইষ্টক, কঙ্কর চূর্ণ)	অ ৮০

বিশিষ্ট খাদ্য।

শালী অন্ন	উ ৮২
ঘৃতপক্ব সমাংস অন্ন	উ ৮২
চতুর্ব্বিধ অন্ন	অ ৯১
মিষ্টান্ন	বা ১৮
পলান্ন	বা ১০
নীবার ধান্যের অন্ন	অ ৯১
আমিষ হবিষ্যান্ন	উ ৬৫
খাণ্ডব	বা ৫৩
পায়স	বা ৫৩
তক্র	অ ৯১
রসাল	অ ৯১
মোদক	বা ১০
দধিকুল্যা	বা ৫৩
লাজ	অ ৯১
ইক্ষু	অ ৯১
দুগ্ধ	অ ৯১
শর্করা	অ ৯১
মাষ, কুলথ, লবণ, ঘৃত	উ ৯১
অপুষ্ট গন্ধ দ্রব্য	উ ৯১
মধুক্রম (মধুরাদি ছয় রস)	অ ৯১
লবণাম্ল মিশ্রিত সূপ	সু ১১
ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ	অ ৯১
উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন	অ ৯১
ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য, চোষ্য	বা ৫২

* অযোধ্যার রাজদুন্দুভি স্বর্ণময় দণ্ডধারা বাদিত হইত। অ ৮১

কাঞ্জিক — আ ৪৭
কন্দমূল, ঔষধ — উ ৮২
স্বাদু লেহন দ্রব্য — সু ৯
ময়ূর ও কুক্কুট মাংস — সু ১১
শূলপক্ব মৃগ মাংস — সু ১১
দধি, লবণ, সংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনস মাংস — সু ১১
নানারূপ কৃকল, ছাগ, শশক — সু ১১
সুপক্ব একশল্য মৎস্য — সু ১১
চক্রতুণ্ড ও পুষ্ট মৎস্য ; রোহিত — আ ৭৩
নল (মৎস্য) — আ ৭৩
পরিতপ্ত পিঠরপক্ব মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুট মাংস — অ ৯১
আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস — অ ৮
ঘৃতপিণ্ডাকার পক্ষী মাংস — আ ৭৩
সুসংস্কৃত মাংস ; মৃগ মহিষ ও বরাহ মাংস — সু ১১
সুরা (শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন—চূর্ণ গন্ধদ্রব্যবাসিত) — সু ১১
স্বাদু মদ্য — কি ৫০
গৌড়ী মদ্য — বা ৫৩
মৈরেয় মদ্য ; সুসংস্কৃত সুরা — অ ৯১
মধুর মদ্য — সু ১১
মহামূল্য পানীয় — বা ২৩
সৌবীরক — আ ৪৭
সোমরস — আ ৩৫

বিশিষ্ট দ্রব্য।

প্রাকার সংরক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্র। — বা ৫
পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত গৃহ। — সু ৪
সপ্তভূমীক ভবন তদুপরি কপোত-গৃহ — অ ৮০
কূটাগার। — অ ৮৮
বধূগণের নাট্যশালা। — বা ৫
দিনবিহার-গৃহ। — সু ৬
পুষ্পাগার। — সু ১২
প্রবালমণিমুক্তাখচিত-তোরণ। — অ ১৫
(সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যে চিত্রিত) স্বর্ণজালজড়িত গজদন্তময় রৌপ্যনির্ম্মিত গবাক্ষ — সু ৬, কি ৫০
দুন্দুভিনাদী-স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ। — আ ৫৫
মণি সোপান। — সু ৩
স্ফটিকের কুট্টিম। — সু ৪
উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম — অ ৮৮
মুক্তারেণু ও প্রবালের বালুকা। শিলা-গৃহ। — সু ১৪
দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত। — সু ৬
ভূমধ্যস্থ গৃহ। — সু ১২
চিত্রশালা। — সু ১২
ধাতুনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি। — অ ১৫
ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত প্রতিমা। — অ ৮০
স্বর্ণময়ী প্রতিমা। — অ ১৫
দ্বিরদ-রদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রতিকৃতি। — সু ৬
যন্ত্রনির্ম্মিত চামরব্যজনকারী পুত্তলিকা — সু ১০
যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপল। (উপল ?) — সু [illegible]
মহাবিষ সর্প-নিরুদ্ধকারী যন্ত্রমণ্ডল। — অ ১২
কাঞ্চননির্ম্মিত মণিখচিত সিংহাসন। — অ ৩
স্বর্ণ রৌপ্য ও গজদন্তের বেদী এবং আসন। — অ ১০

স্বর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন। অ ২৬
মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন। ল ১১
স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক ধবল চামর। ল ১১
জ্যোৎস্না-ধবল রত্নদণ্ড চামর। অ ১৫
শতশলাকা-রচিত শ্বেতছত্র। অ ২৬
শারদীর চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্র। অ ৪৫
কিঙ্কিনীর রববিস্তারী পতাকা। সু ৩
স্বর্ণসূত্রখচিত বস্ত্র ও পতাকা। সু ৯
শ্বেতাঙ্গ চতুষ্টয়শোভিত কিঙ্কিনীজালমণ্ডিত স্বর্ণময় রথ। বা ৫৩
অষ্টাশ্ব রথ। *
ব্যোমচারী রথ। সু ৯
ব্রাহ্মণের অনুরূপ রথ। অ ৫
স্বস্তিকা (ময়ূরপঙ্খী ?)। অ ৮৯
মনুষ্যবাহ্য যান। † অ ১৪
গো-যান। শকট। বা ৩১
অশ্বখরদিগের প্রতিপান হ্রদ। অ ৯১
হস্তী ও অশ্বের বর্ম্ম। ল ৭৪
শিবির। পটগৃহ। উ ৯১
বিচিত্র অশ্ব-সজ্জা। ল ৭২
সুরচিত রথ সজ্জা। ল ৭৪
স্বর্ণরজ্জু। ল ১২৮
বৈদূর্য্য:গুটিকাযুক্ত কাঞ্চন-কবচ। আ ৬৪
হীরক-খচিত বর্ম্ম। ল ৭০
মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু। আ ৬৪
স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ। আ ৪৩
মুক্তাজালগ্রথিত স্বর্ণকিরীট। সু ১০

---

* রাবণের সহস্র অশ্বযুক্ত রথ ছিল। (কাঠের ঘোড়া ?) ল ৬৯

† বাহন—হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ, গো, মনুষ্য। অ ৮২

হীরকশোভিত মণিময় অলঙ্কার। সু ১০
নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। কি ৪৪
প্রবাল-খচিত হস্তাভরণ। সু ১৮
সুবর্ণ রজত মুদ্রা। ক্রীড়া-পুত্তল। অ ৩০
নিষ্ক (মুদ্রা)। অ ৭০
অক্ষ (ক্রীড়া) অ ৭৫
মণিময় স্ফাটিক পানপাত্র। সু ১১
মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র। সু ১৮
স্বর্ণ-কমণ্ডলু। সু ১
স্বর্ণ-কলস সু ১১
স্বর্ণপাত্র সু ১
স্বর্ণপ্রদীপ সু ১০
স্বর্ণঘট্টা অ ৯১
হেমময় হস্তপ্রক্ষালনপাত্র। অ ৯১
রজতনির্ম্মিত ভোজনপাত্র। বা ৫৩
ইন্দ্রনীলময় পানপাত্র। আ ৪৩
কাংস্যময় দোহনপাত্র। বা ৭২
মণিময় ভোজনপাত্র। সু ৬
স্বর্ণাসন সু ১
ভৃঙ্গার অ ১৪
গন্ধতৈলের দীপ সু ১৮
পাশা (ক্রীড়নক) সু ১১
স্বর্ণ-শৃঙ্খল বা ৫৩
রৌপ্য-পঞ্জর শ্রোণী-সূত্র। ল ৬৫
তালবৃন্ত সু ১৮
কাশ-নির্ম্মিত কট আ ৬০
মাণদণ্ড ল ২২
মাপসূত্র ল ২২
বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ (রাজপথে)। গন্ধ-তৈলের প্রদীপ। সু ১৮, অ ৬
হস্তিদন্তরচিত স্বর্ণমণ্ডিত নীলকান্তময় পর্য্যঙ্ক। সু ১০

পর্য্যঙ্কের চিত্রকম্বল। অ ৩০
„ আস্তরণ। সু ৯
চিত্রবস্ত্র। অ ৭০, উ ১০০
চর্ম্মাস্তরণকল্পিত শয্যা। অ ৮৮
আর্ষত চর্ম্ম সু ১
মৃদুল উর্ণায়ু চর্ম্ম সু ১০
রাঙ্কবচর্ম্মাসন ব ১১২
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন ল ৭৪
কুট্টিম তলের বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ চিত্র আবরণ। সু ৯
স্বর্ণসূত্রখচিত বস্ত্র। সু ১০
ক্ষৌম ও কৌশেয় বসন অ ৩৭
পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন অ ৩৭
মেষলোমজ ও উর্ণাতন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র। ল ৭৪
রোমজ কম্বল। ল ৭৪
মুঞ্জা-তন্তু। বা ৪
বিচিত্র কম্বল অ ৭০
দশাযুক্ত বস্ত্র অ ৩
কার্পাসবস্ত্র সু ৫৩
ওড়না; উত্তরীয়। সু ১৫
শরাব বা ৭৩
ধূপপাত্র বা ৭৩
শঙ্খাধার বা ৭৩
অর্ঘভাজন বা ৭৩
যবাঙ্কুরযুক্ত-চিত্রকুম্ভ বা ৭৩
উডুম্বরপীঠ বা ৪
কুম্ভ অ ৯১
কমণ্ডু অ ৯১
পানঘট্ট অ ৯১
চূর্ণকষায়* কল্ক অ ৯১
কুর্চ্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ অ ৯১
করঙ্ক অ ৯১
দর্পণ অ ৯১
ব্যজন অ ৯১
কঙ্কতা কূর্চ্চ† কজ্জল-করণ্ডিকা অ ৯১
কজ্জল কি ২৭
নীলাঞ্জন কি ২৭
তিলক (মনঃশিলার) সু ৪০
কস্তুরী ল ৭৪
অঙ্গরাগ, অনুলেপন অ ১১৭
রক্তচন্দন সু ১০
অলক্তক অ ৬০
লাক্ষারস কি ২৮
কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন। অ ৮৩
কর্পূর কি ২৮
কালাগুরু সু ৪
গুল্‌গুল। অ ৭৬
সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক। অ ৯
পাদুকা§ উপানহ অ ৯১
উষ্ণীষ অ ৯১
ছত্র অ ৯১
আসন অ ৯১
চামর অ ৯২

---

* গন্ধতৃণ।
† কাকুই।
‡ খড়ম।
§ কুঁচি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীআবদুল করিম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

সম্পাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১০ সাল।

বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা। প্রতি সংখ্যা ৷৷০ বার আনা।

১৩০৯ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

(১৩০৯ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল, সহকারী সভাপতি।

„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতি।

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, সম্পাদক।

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক।

„ মন্মথমোহন বসু, বি, এ, সহকারী সম্পাদক।

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, পত্রিকা সম্পাদক।

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল, ধনরক্ষক।

„ বাণীনাথ নন্দী, গ্রন্থরক্ষক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ।

„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।

„ রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

„ চারুচন্দ্র ঘোষ।

„ রমণীমোহন মল্লিক।

„ এস্, কে, এম্, মহম্মদ রওশনআলী।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু।

„ গোবিন্দলাল দত্ত।

„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

ভ্রম সংশোধন।

১৩০৮ সালের কার্য্যবিবরণীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ১৩০৯ সালের আয় ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের নাম হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

সহ-সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম বি. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত ৩৪ খানি বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তম ভাগ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি তিনি বহুসংখ্যক পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। পত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরে সেই সমস্ত পুস্তকের বিবরণের স্থানপ্রদান সম্ভবপর নহে ; এইজন্য পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া সেই বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সঙ্কলনকর্ত্তার অধ্যবসায় পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগ, ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকরাশির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য। তন্মধ্যে একখানি "রাধিকার মানভঙ্গ" পরিষদের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে আলোচনার যোগ্য অনেক নূতন কথা আছে। চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যও আলোচনার যোগ্য। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুঁথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এই মুসলমান লেখকের অসামান্য অধ্যবসায়ের ফল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

পুঁথির বিবরণ।

১। তত্ত্বসার (সারপ্রদীপ)

আরম্ভ :—

প্রণমহো নারায়ণ কমললোচন।
শক্তি আদি প্রণমহো সরস্বতীর চরণ॥
মহা গোপ্ত ভেদ শুন যোগের কথন।
শুনিলে খণ্ডিব পাপ ভাবিলে চরণ॥
যখনে অর্জ্জুন তবে গেলা বনবাসে।
নানা দেশে নানা তীর্থ নানা যজ্ঞ করিলা
দেশে দেশে॥
দৈবযোগে একদিন মনেতে পড়িল।
নারায়ণ স্থানে কথা অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসিল॥

শেষ :—

গর্ভেতে থাকিয়া জীব যতেক ভাবিল।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা সব পাসরিল।
কেহ কেহ অঙ্গহীন কর্ম্মবশে হয়।
কার নাক কর্ণ চক্ষু কর্ণ নাক হয়।
কার হস্ত পদহীন গুজ কার পৃষ্ঠে।
কার ওষ্ঠহীন হয়ে নানারূপ গঠে।
ভাবিয়া দেখহ এই তত্ত্বসারে কহে।

* * *

ভণিতা—

শ্রীজয়গোপাল প্রভুর চরণ ভরসা।
জয়কৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৫; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

২। রাগনামা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি জগত ঈশ্বর।
দ্বিতীয়ে প্রণামি মহম্মদ পয়গম্বর।
যেখনে না আছিল ত্রিভব সংসার।
আছিল আপনে একেশ্বর করতার।
মহা অন্ধকার শূন্য আছিল গোপতে।
আকার না ছিল কেহ দোসর সাক্ষাতে।
ভাবের সমুদ্রে ডুবি হইলা অচেতন।
শ্রদ্ধা হৈল করিবারে এ তিন ভুবন।

এইখানি প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মিলিয়া ইহা প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্কলিত ভিন্ন ভিন্ন রাগনামা আছে। ইহাতে প্রাচীন রাগ, তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটি সঙ্গীত বিন্যস্ত আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালায় অনুবাদিত। সঙ্গীতগুলির রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন; পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন তৎকালপ্রসিদ্ধ তাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীই সংগৃহীত হইয়াছে, রাগনামাতেও তেমন অনেক কবির পদ বা সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থে নিম্নের তিনটি ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই রকম সঙ্গীতেতিহাস অস্মদ্দেশের হা' দিগের একটি প্রধান অবলম্বনীয় বিষ ইহার সহায়তা ভিন্ন কেহই ভাল 'সর্দ্দার' হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত হাড়িদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। সেইজন্য মুসলমানই * যে এইরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি তালের ও সঙ্গীতের অপরাপর বিষয়ের নাম পারস্য-ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রোক্ত ভণিতাগুলি এই :—

(১) গুণিগণের স্থানে বৈসে দমাইর মহিমা।
গুণী স্থানে কহে নাম হীন আলি মিঞা।

(২) কহে হীন আলাওলে জ্ঞানশব্দ রচিয়া।
মুনির ধ্যানেতে সব বিচার করিয়া।

(৩) কহে হীন তাহির মাহাম্মদ করিয়া বিচার।
না জানিলে কাষ্ঠ ছাড়ি রহ নিজ ঘর।

এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সঙ্গীত আছে। পাঠকগণকে নিম্নে একটী সঙ্গীত উপহার দিলাম।

---

* হিন্দুপণ্ডিত বা তাঁহাদের রচিত এরূপ গ্রন্থ যে একবারে বিরল, তাহা বলা যায় না। আমরা নিম্নো ভণিতাযুক্ত 'রাগনামা' দেখিয়াছি।

(১) কর্ত্তালবৃত্তি আসোয়ারির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া।

(২) রণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে।

গীত—মায়ুরী।

চলহ সখি নাগরি মান তুমি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায়।
যত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়॥
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়॥
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়॥

৩। চাণক্যশ্লোক। সানুবাদ।

ইহার একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১১৭৯ মগীতে লিখিত। প্রথমে শ্লোক, তন্নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিবচিত অষ্টোত্তর শত চাণক্য শ্লোক পয়ারাদি সহিত সমাপ্ত।" নিম্নে একটি শ্লোক ও অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি। মুদ্রিত পুস্তকেব বহির্ভূত কয়েকটি শ্লোকও পাওযা গিয়াছে।

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ১৪।

পয়ার—

উৎসবে ব্যসনে আর রাজার যে দ্বারে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বোলি তারে॥
শ্মশান ভূমিতে মিলে রিপু পরাভবে।
অগ্রগামী বোলি বান্ধব তারে॥

৪। গীতা। সানুবাদ।

একখানি অসম্পূর্ণ গীতা আমার নিকট আছে। তাহাতে কেবল পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস যোগের কিয়দংশ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের সমস্ত টুকু আছে। আগে মূল শ্লোক ও পরে অনুবাদ। হস্তলিপির কোন সন তারিখ বা অনুবাদকের নাম নাই। —সন্ন্যাসযোগের তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দেখুন:—

শ্লোক:—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

পয়ার:—

যে জন করিতে পারে আত্মাপরাজয়।
সে জনার আত্মা বন্ধু জানহ নিশ্চয়॥
জয় না করিতে পারে আত্মাকে যে জন।
তার শত্রু হয় আত্মা পাণ্ডুর নন্দন॥

শ্লোক:—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ॥

পয়ার:—

বিষয় বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছএ যার নিত্য॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান।

শ্লোক:—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

পয়ার:—

জ্ঞান বিজ্ঞান দুই করিয়া নিশ্চয়।
তৃপ্তচিত্ত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় আশয়॥
যুক্ত যোগী বলিয়া যাহার অভিমান।
মৃত্তিকা পাথর স্বর্ণ তাহার সমান॥

৫। হানিফার পত্র পড়া।

হজরত মহম্মদ মস্তফার জামাতা হজরত আলি দুই বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে ইমাম হাছন ও হোছেন ও বিবি হনুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দেমাস্কের দুর্দ্দান্ত নরপতি পাপমতি এজিদের

কোপে পড়িয়া ইমাম হাছন হোছেন নিহত হইলে হাছনের পুত্র জয়নাল আবদিন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোয়াজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হানিফা অধীরচিত্তে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অভিযান করেন। মদিনা আসিয়াই মহাবীর হানিফা দুর্ম্মতি এজিদ সমীপে এক পত্র লিখেন। এজিদ সেই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন প্রাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। মূল গ্রন্থখানি মহম্মদ খাঁর রচিত। কিন্তু এজিদের উত্তরটির প্রারম্ভে এই এই রকম ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়।

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাকরে এজিদ উত্তর ॥

পত্র দুইখানিই অতি বিস্তৃত। আমরা এস্থলে কেবল পত্র দুইখানিরই অত্যল্প উদ্ধৃত করিতেছি। হানিফার পত্রের প্রথমে এক-পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও উহা খুব প্রাচীন। হানিফার পত্রের প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ এইরূপ :—

বনকফে যদ্যপি মস্তক হয় ভারী।
দিবানিশি অর্কযুগে নিতি ঝরে বারি ॥
পরমায়ু ঔষধ বৈদ্য থাকিতে সে সব।
কি করিতে পারে সেই বারি ক্ষুদ্র কফ ॥
আয়ু বজ্র কদাচিত না লড়ে নিয়ম।
স্তুতি ভক্তি শত ভালি তুষ্ট নহে যম ॥
শাণ ক্ষুর বোল ধার দড় আগে বটে।
কম্বুর করাত জান বজ্ররে না হটে ॥

* * *
* * *

বলে না আঁটিলে বুদ্ধি কপটের ছলে।
বহিত্রে তোলয় হস্তী চড়কের কলে ॥
সিংহচর্ম্ম কবি অঙ্গে বোলসি কেশরী।
সুস্বর কোকিলার আগে কাকের মাধুরী ॥

শেষ :—

অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর ॥
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত ॥

এজিদের পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

এজিদে লিখএ পত্র হানিফার আগে।
মৃত্যুযোগে ব্যাধি হৈলে ঔষধ না লাগে ॥
দৃষ্টি করে দেবপরী জ্ঞানফুকে ভাগে।
দরিদ্রের দান কেনে দাতা বোল মাগে ॥
ভুবনে দরিদ্র যেবা তার কিবা বল।
মান সনে চারি দিন জীবন সাফল ॥
নামেতে অমর যেই মরণে কি ভয়।
অক্ষয় যে ভূমিদান যুগে যুগে রয় ॥

* * *
* * *

দেখিয়া কদলীবন লোভে আসে করী।
মনুষ্য বিষম ফাঁদে বন্দী করে ধরি ॥
বল রাজা বুদ্ধি মন্ত্রী যদি থাকে ঘটে।
পাবকে দহিয়া লোহা বুদ্ধিবলে পিটে ॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ :—

তবে পুনি একত্র হইয়া সর্ব্ব জনে।
জয়নাল আবিদিনে আনি শুভক্ষণে ॥
ইমাম করিয়া সবে প্রণাম করিলা।
হাছনের পুত্র বীর ইমাম হইলা ॥

* * *
* * *

তবে উমর ছলিমাকে প্রণাম করিয়া।
নিজ দেশে সৈন্য সঙ্গে গেলেন্ত চলিয়া ॥

ভণিতা :—

মহম্মদ খানে কহে অমৃতের ধার।
যে পড়ে যে শুনে পুণ্য পায়ন্ত অপার॥

৬। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম।

প্রারম্ভ :—

গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ দেব দামোদর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর॥
শ্রীরাধিকা প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।
বংশীবদন শ্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারী॥
হরিনাম বিনে রে ভাই গোবিন্দের নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

শেষ :—

হরি হরি বল ভাই হরি বল সার।
হরি বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আর॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিন্দে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

৭। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই সুন্দর কাব্যখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। * ভণিতাটি এইরূপ :—

জয় রূপ সনাতন,
দেহো মোরেহ এই ধন,
তাহা বিনা অন্য নাহি ভাব।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,
নরোত্তম লইল শরণ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এইখানি বৈষ্ণব জগতের প্রেমবীর নরোত্তম ঠাকুরের লেখনী প্রসূত। হস্তলিপির তারিখ ১২০৯ সাল ৩০ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

৮। সীতার বার মাস।

পয়ার সংখ্যা—৩২।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ভ পঞ্চমাস।
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখের অভিলাষ॥
তাহাতে পাষণ্ড হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গর্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ।
বিনি দোষে আমা কেন দিলা বনবাস।

শেষ :—

চৈত্রে উদ্ধারি আইলা অযোধ্যাভুবন।
উৎসবের সময় প্রভু পুনি দিলা বন॥

ভণিতা—

গুণচন্দ্র সুতে কহে দেব চিন্তামণি।
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুনি॥

৯। রাধিকার বার মাস।

দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর বারমাসটির একটি যথাযথ প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। মাঘ মাসের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কোন নাম পাওয়া যাইতেছে না। শেষ পদের 'এমন দশা কবে হবে' এই চরণটি 'রাধিকার মানভঙ্গে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহার সহিত ছন্দঃসাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মগী ৮ই আশ্বিন লেখক শ্রীফকিরচাঁদ দেয়দাস। বারমাসটি রক্ষিত হইবে আশায় এখানে সমগ্র তুলিয়া দিলাম।

* সাহিত্য, ১১শ ভাগ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পৌষ ও মাঘ ১৩০৭।

প্রাণনাথ কৃষ্ণ লইয়া গেল মধুপুর।
দারুণ মদনবাণে প্রাণ দহে।
* * সনে বাদ ছিল।
প্রাণের মাধব মোর হরিয়া আনিল॥ ১
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত বসন্তের বাও।
সহন না যাএ সখি কোকিলার রাও॥
প্রাণ যাএ রসাতল বৈকুল পরে ডালে।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কোথা গেলে॥ ধু।
কহিয় মাধবের ঠাঁই,
হোলি খেলা শ্যামর মনে নাই॥ ২
চৈত্রে চাতক পক্ষী ডাকে পিয়া পিয়া॥
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া॥
পলাশ কাঞ্চন বিকাশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথরে আসিব গোকুল॥ ধু।
আমা ছাড়ি গেল শ্যাম,
কে লইব রাধার নাম॥ ৩
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন॥
ভ্রমরা উড়িয়া ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ॥ ধু।
তোমরা কহ কৃষ্ণ কথা,
জুড়াউক রাই অন্তর ব্যথা॥ ৪
জৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু আনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না যায়॥ ধু।
দারুণ মলয়ার বাও,
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও॥ ৫
আষাঢ় মাসেতে সখি মেঘের গর্জ্জন।
শুনিয়া বিদরে হিয়া না যায় সহন॥
তাহাতে বিষম সখি বিরহ আনল।
প্রাণনাথ বিনে আমি কারে দিমু কোল॥ ধু।
যেমন কাঁসারী কাঁসা পিটে,
তেমনি রাই অন্তর কাটে॥ ৬
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিষয়ে বারি।
শয়নে স্বপনে মুই দেখিলুম্ মুরারি॥
তাহাতে বিষম সখি ধর্ম্ম বিহ্বল।
প্রাণনাথ বিনে কেবা করিব শীতল॥ ধু।
কহিয় বন্ধের ঠাঁই,
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই॥ ৭
ভাদ্র মাসেতে সখি তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ দুই এক হি না জানি॥
কোকিলার কলরবে প্রাণি মোর ঝুরে।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে দগধে অন্তরে॥ ধু।
তার আঁখির পরে দুই ভানু,
তেমত হইল রাধার তনু॥ ৮
আশ্বিন মাসেত নির্ম্মল যে নিশি।
সহিতে হে তারাগণ প্রকাশিত শশী॥
হাস রস ব্যবহার করিত বৃন্দাবনে।
অখনে সেই সব দুঃখ সহিব কেমনে॥ ধু।
শ্যাম মধুপুরে রৈল,
কান্দি আমার জনম গেল॥ ৯
কার্ত্তিক মাসেতে সখি শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে তারা চন্দ্রের উদয়॥
শূন্য দেখি কদমতলা শূন্য বৃন্দাবন।
রাধিকার মন্দির শূন্য শূন্য বৃন্দাবন॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১০
অগ্রাণ মাসেত সখি নবীন সকল।
প্রাণনাথ বিনে চিত্ত সদায় বিকল॥
শুন শুন প্রাণসখি মথুরাতে যাও।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ বিনে না জুড়াএ গাও॥ ধু।
কহিয় কানুর আগে,
রাই দান মাগে॥ ১১
পউসে প্রবল শীত বন্ধু নাই মোর ঘর।
কানু গিয়াছে মোর দেশ দেশান্তর॥ ধু।
এমন দশা কবে হবে,
ব্রজনাথ দরশন হবে॥ ১২

১০। ক্রিয়াযোগসার।

পত্র সংখ্যা—৭১।

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি অনন্তরাম দত্ত নামক কবির লেখা। হস্তলিপির তারিখ

সন ১১৬৮ মঘী ১৮ই ফাল্গুন। ইহা পদ্ম-পুরাণের একাংশের অনুবাদ। কবি বিশারদ উপাধি বিশিষ্ট কোন মহাত্মার শবণ লইয়া ইহা লিখিয়াছেন। অথচ এই বিশারদ সম্বন্ধেই এইরূপ দুটি ছত্র দৃষ্ট হয় :—

বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা॥

এ অবনীমণ্ডলে একমাত্র জগদীশ্বব ভিন্ন 'সৃষ্টির কর্ত্তা' কেহ আছেন কি? কবির আত্মপরিচয় প্রসঙ্গটা এই :—

তীর্থরাজ সন্নিহিত রম্য এক স্থান।
উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাখান॥
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন।
বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্ম পরায়ণ॥
অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি।
চিরকাল দান ধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী।
প্রতিনিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি॥
তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে।
তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি॥
রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি।
শাস্ত্রেতে নিপুণ (ছিল) অতি বড় খ্যাতি॥
আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি।
চিত্রগুপ্ত লংখিতে সেই মহামতি॥
রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন।
পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন॥
সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজা সেবা করি।
তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি॥
রামদাস সুতাগর্ভে তাহার ঔরসে।
জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ আশে॥

আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপি হইতে কবির নিবসতি স্থান জানা যাইতেছে না। কবির দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতেরও কোন সুস্পষ্ট নাম পাওয়া গেল না। প্রথিতনামা প্রাচীনসাহিত্যবিৎ মাননীয় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপাবস্থ সাহাপুর গ্রাম, কবিব পিতামহের নাম কবি-দুর্ল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাতের নাম রাঘবেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ কবিযাছেন। পুঁথির বচনার বা কবিব আবির্ভাবেব কোন সন তারিখ ইহাতে নাই। পুঁথিব সর্ব্বত্র সাধাবণতঃ ভণিতা এইরূপ :—

সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্দে।
রচিল অনন্তরাম হরি গুণানন্দে॥

পুঁথিব অন্য এক স্থলে এরকম একটি ভণিতা আছে :—

কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সেই দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

ইহাব প্রাবম্ভ এইরূপ :—

অথ পদ্মপুরাণে ইতিহাসসমুচ্চয় ক্রিয়া-যোগসার লিখ্যতে।

রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
যে রাম স্মরণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
রাম রাম বোল ভাই বিরলে বসিয়া।
কি করিতে পারে যমে আপনে আসিয়া॥
রাম কল্পতরুতলে যথাতে বসিয়া।
ভবসিন্ধু রঘুনাথে নিবেন উদ্ধারিয়া॥
রাম রাম বোল ভাই মুক্তি পাবে পাপী।
উদ্ধারিয়া নিবেন রাম তাকে বিষ্ণুপুরী॥
* * * *
* * * *

প্রণাম করম মুক্তি আদি নিরঞ্জন ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার সৃজন ॥
* * * *
* * * *
ব্যাসদেব প্রণমহ দেব অবতার ।
যাহার প্রসাদে হৈহে শাস্ত্রের প্রচার ॥
বিশারদ প্রণম হ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা ।
সেই সে পরম ধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা ॥
* * *
* * *
মহাকবি গুরু বন্দম করিয়া ভকতি ।
করিব কবিতা কিছু গুরুর সম্মতি ॥
পদ্মপুরাণের খ্যাতি ক্রিয়াযোগসার ।
পদবন্দে করি আমি পাঞ্চালী প্রচার ॥

শেষ এইরূপ :—

জন্মিয়া ভারত ভুমি অতি মন্তিহীন ।
ধর্ম্মপথ আকাঙ্ক্ষিয়া সেই সে প্রবীণ ॥
পদ্ম পুরায়ণ খ্যাতি গুণ সমাচার ।
পদবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
ক্রিয়াযোগসার কথা শুনে যেই জন ।
শত অশ্বমেধ লভে সেই মহাজন ॥
পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু অবতার ।
শ্লোক বন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগ সার ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ বন্ধে ।
রচিল অনন্ত রাম হরি গুণানন্দে ॥
বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায় ।
পদ বন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয় ষোড়শ অধ্যায় ক্রিয়া যোগসার সমাপ্ত। লেথক শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস ।

অবসরমতে আমরা এ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব, ইচ্ছা আছে ।

১১। জানকী বনবাস ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রথম পাতাটী পাওয়া যায় নাই। লেখকের নাম কি, তাহাও জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানিতে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। ২য় পত্র হইতে কিয়দংশ দেখুন :—

ভদ্র নামে মহাপাত্র রাজার সভাত ।
মুই নিবেদন করম শুন রঘুনাথ ॥
অবধান করম নাথ কমললোচন ।
অযোধ্যার লোক সব হইআছে নিধন ॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যা পুরীত ।
* * *
তান পাত্র লোক সবে বর্জ্জে দিনান্তরে ।
দুঃখিত হইছে প্রজা শুন দ্বিজবরে ॥
আর কথা মহাপ্রভু বুলিতে না পারি ।
পাত্র হইআ কথা কহি প্রাণে ভয় করি ॥

শেষে এই রকম আছে :—

কহরে লক্ষ্মণ ভাই কহ সাবধানে ।
প্রাণের লক্ষ্মণ সীতা থুলা কোন খান ॥
প্রণাম করিআ বোলে কুমার লক্ষ্মণ ।
তাহার নিকটে আছে মুনি তপোবন ॥
সেইখানে থুইআছি সীতা জানকীরে ।
তাহা শুনি রামচন্দ্র হইলা ফাঁফরে ॥
অরণ্যে জানকী দিয়া স্ত্রীবধ (স্ত্রীবধ) কৈলুম ।
স্ত্রীবধ ব্রহ্ম বধ বহু পাপী হৈলুম ॥

(ইহার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত আছে। সে স্থানটি বড়ই ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।)

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে বাল্মীকি মুনি বিরচিতে রামচন্দ্রজানকীসম্বাদে জানকী বনবাস সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৪ মঘী তারিখ ৪ আগ্রাণ। শ্রীরামকুমার শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং ॥

১২। জ্ঞানপ্রদীপ। *

এই গ্রন্থখানি সৈয়দ সুলতান নামক এক মুসলমানের লেখা। ইঁহার বসতিস্থান বা গ্রন্থের রচনা কাল জানা যায় নাই। ইঁহার পীর বা গুরুর নাম সাহা হোছন। গুরু শিষ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু পুরুষ। গ্রন্থে গভীর সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; অনধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের অবোধ্য। ইঁহার ভণিতাযুক্ত আরও দুইখানি গ্রন্থ ও কয়েকটি পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা এইরূপ :—

> সাহা হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
> একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল॥

প্রারম্ভ :—

> আউয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার।
> সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার॥
> আটার হাজার আলাম যাহার সৃজন।
> যিনি অপরাধী সেহ প্রভু নিরঞ্জন॥
> বিনি চক্ষু দেখে সে যে বিনি কর্ণে শুনে।
> সকলের আহার যোগাএ নিরঞ্জনে॥

গ্রন্থ মধ্য হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক।

> মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
> আদ্য শক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
> পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
> সূচী মুখে সূত যেন করে প্রবেশন।
> ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উর্দ্ধবাট।
> ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট॥
> তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
> না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ॥
> সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
> করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ॥
> শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
> যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন॥
> সেই ধ্বনি মধ্যে ত যে জ্যোতি চিনি লৈব।
> তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব॥
> তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
> সেই সে প্রভুর পন্থ জানিয় নিশ্চয়॥

গ্রন্থ সমাপ্তি :—

> নয়ান পোতালি যার বর্ণ ঘোল হয়।
> সপ্ত দিবসেতে তার মরণ নিশ্চয়॥
> নিজ হস্তে হস্তে হস্ত হইলে লম্বিত।
> তিন দিবসেতে তার মরণ নিশ্চিত॥
> *　　*　　*
> সাহা হোছেন পদে করিয়া প্রণাম।
> সমাপ্ত হইল জ্ঞান প্রদীপ উপাম॥
> গুণিগণ পদেত সহস্র প্রণতি।
> ছৈদ সুলতানে কহে জ্ঞানরস নীতি॥

গুরুনিষেধাৎ বা অন্য হেতুবশতঃ লেখক যেখানে কোন নিগূঢ় বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেই খানে পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই 'প্রেমানন্দ' কে? ঠিক 'জ্ঞান প্রদীপে'র আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত আর এক অসম্পূর্ণ সুতরাং অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থেও লেখক গুণরাজ খান পূর্ব্বোক্ত কারণেই পাঠককে 'প্রমোদন' নামক এক যোগীর শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উভয় ব্যক্তি কি অভিন্ন? পশ্চাদুক্ত গ্রন্থ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। জ্ঞান-প্রদীপের সেই উপদেশের একটা এই দেখুন :—

> কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
> জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৮৫ মঘী ১৯শে মাঘ।

---

* পূর্ণিমার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে ইহার বিস্তারিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। স্বপন অধ্যায় (স্বপ্নাধ্যায়)।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে স্বপ্নের ফলাফল আলোচিত হইয়াছে। কৈলাসনাথ বক্তা, ভবানী শ্রোত্রী।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
অভেদ শিবরাম দুর্গা।
তোমা হোতে অমৃতবাণী শুনিএ শ্রবণে।
স্বপনের যতেক কথা শুনি তোমার স্থানে॥
তোমা হোতে লোক সব হএ অব্যাহতি।
স্বপনে উদ্ধারিয়া মোরে বোল পশুপতি॥
কৈলাসের নাথে বোলে শুনহ ভবানী।
কহিমু স্বপ্নের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মন দিয়া শুন কহি স্বপন বিবরণ।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ভণিতা :—

কমলাপতির সুত দেব বলরাম।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার কৈল বসতি নবগ্রাম॥

শেষ :—

শৈলাগ্রে উঠিআ করে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ভূপতি হইব সেই রাজা যোগাএ ধন॥
এই সব স্বপ্ন দেখি নিদ্রা না যাইব।
নিদ্রা গেলে সেই স্বপন বিফল হইব॥
স্বপন দেখিআ যদি উঠিআ বৈসএ।
হরি হরি বলিআ যে ভাবিব নিশ্চয়॥
হরির প্রসাদে স্বপন সাফল হইব।
বীজ উচ্চারিলে তবে ফলাফল হৈব॥
তোমাতে কহিল স্বপনের কথন।
স্বপন দেখি কৈতে পারে জীয়ন মরণ॥

ইতি স্বপন অধ্যায় পুস্তিকা সমাপ্ত। ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক স্বঅক্ষর শ্রীরামমাণিক্য সেন দাস ইতি সন ১১৬৩ মঘী তারিখ ৭ পৌষ বেহান বেলা সমাপ্ত।

পুঁথি খানি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। 'আমি তুমি' প্রভৃতি শব্দে 'আহ্মি', 'তুহ্মি' রূপে লিখিত। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কোথাও আধুনিক ভাবে, কোথাও বা পূর্ব্বতন নিয়মে লিখিত। যেমন 'করিয়া' 'করিআ'।

চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ রাউজান মুনসেফীর উত্তর পূর্ব্বে, রঙ্গণিয়া থানার দক্ষিণ পশ্চিমে, কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বে নোয়াগাঁও নামে এক গ্রাম অবস্থিত আছে। 'নব গ্রাম' 'নোয়াগাঁও' হইতে পারে; কিন্তু এই পল্লীই যে এই গ্রন্থের জননী, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

১৪। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাচীন। পুরাতন কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এ গ্রন্থখানি প্রাচীন সাহিত্যসমালোচককে একটা বিষম সমস্যায় ফেলিবে। কেন তাহা বলিতেছি। গ্রন্থে তিন জনের ভণিতা আছে। কবি ষষ্ঠীবর ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন অনেকেই জানেন। কবি ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন মহাজনের ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ আমাদের সমালোচ্য মহাভারতাংশটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বে কেহ সে কথা শুনিয়াছেন কি? বস্তুতই এই গ্রন্থ খানিতে প্রোক্ত মহাজনেরও এক ভণিতা দেখা যায়। আমার এই নবাবিষ্কার সাহিত্য জগতে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। সেকালের লিপিকারের খামখেয়ালি বলিয়া

কথাটা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,পরাগল খাঁর নামটি এখানে বসাইয়া দেওয়ার জন্য লিপিকারের কি স্বার্থ ছিল? জগতে এত কবি বর্ত্তমান থাকিতে একজন হিন্দু লেখক একজন মুসলমানের নামটা জুড়িয়া দিল কেন, একথা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

পরাগল খাঁ তখন বর্ত্তমানও ছিলেন না, যে লিপিকারকে উৎকোচ প্রদান করিয়া স্বীয় মতলব হাসিল করিয়াছেন, অনুমান করি। একই গ্রন্থে একাধিক ভণিতা কেন দেওয়া হইয়াছে, ইহাও জিজ্ঞাস্য কথা বটে। আমাদের বোধ হয়, কোন কবি বিষয়বিশেষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যতদুর নিজে রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন, ততদুর মাত্র তিনি রচনা করিতেন, অবশিষ্ট (সেইরূপ মিলাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইলে) অন্য কোন কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিয়া সেই কবির নামটিও যোজনা করিয়া দিতেন। আমাদের অনুমান, অধুনা স্কুল পাঠ্যপুস্তক সম্পাদকেরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা লইয়া পুস্তক সঙ্কলন করেন, পূর্ব্বকালের কবিগণও কতকটা তেমন করিতেন। প্রভেদ এই যে, তখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা লইয়া বিষয় বিশেষকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিতেন। যাহা হউক আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ সাহিত্যসংসারের রথিগণ প্রদান করিবেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

প্রণমহ নারায়ণ পরম কারণ।
যাহার কারণে হৈল সৃষ্টি উৎপন॥
অনাদি নিধন প্রভু ত্রিভুবন মএ।
ভকতবৎসল বর করুণা হৃদএ॥
যাহার কারণে গঙ্গা ত্রিভুবন সার॥
পাপতারিণী গঙ্গা ভব তরিবার॥
ভারতী কমলাপতি গরুড়বাহন।
নাগান্তক নাগ প্রতি সে রত্ন সাজন॥
মহেশ চরণে বন্দোম হরষিত মন।
কণ্ঠে কালকুট যার বৃষবাহন।

*　　*　　*

নারায়ণ রূপে মুনি ব্যাস মহাশয়।
ত্রিভুবন মধ্যে যার প্রতিষ্ঠা বিজয়॥
বিজয় ভারত পোথা অতি অনুপাম।
কবি ষষ্ঠীবরে কহে গোবিন্দ চরণ॥
শুনহ সুকৃতি জন যার হৃদে মন।
স্বর্গ আরোহণ শুন অপূর্ব্ব কথন॥

কবি ষষ্ঠীবর এইরূপ কতদুর রচনা করিয়াছেন, বলা যায় না। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দেবী লাচারি ছন্দে এক বিলাপ গাথা গাহেন। তৎপর যে পয়ার ছন্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অবসান এই রকম আছে :—

এত বোলি নন্দী দ্বারী সম্ভাষি তথাহি।
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে চলে তিন ভাহি॥
কৈলাশ পর্ব্বত হোন্তে যাহিতে সত্বর।
অর্জ্জুন পড়িল তবে শিলার উপর॥
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি যেন পবনে ফেলায়॥
আকাশের চন্দ্র যেন গড়াগড়ি যায়॥
অর্জ্জুনের শোকে রাজা কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ।
অন্তরেতে মহাশোক জ্বলিল তরঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত পাঁচালী॥

ইহার পর অনেক স্থান কবি ষষ্ঠীবরের লেখা, পরাগল খাঁর রচনার আরম্ভ কোথায়, তাহাও বলা যায় না। যখন যুধিষ্ঠির যমরাজ ভবনে উপনীত, তখন চিত্রগুপ্ত মহারাজকে পাপ পুণ্যের খাতা দেখাইতেছেন। এই

খানে লাচারী ছন্দের অবসান হইয়া পয়ার আরম্ভ হয়। এই পয়ারেরই কত দূর পরে এইরূপ আছে :—

শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধ প্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিআ বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দ চরণ।
এক মনে শুনিলে যাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

গ্রন্থ সমাপ্তিতে কোন ভণিতা নাই; যথা :—

বসু সনে ভীষ্ম দেখ শান্তনুনন্দন।
এহি সে যে অষ্ট বসু ভীষ্ম মহাজন॥
মগদ সকলে দেখ পাহিল আর গতি।
কেহ গেল গন্ধর্ব্বেত যার যথা স্থিতি॥
এহি মত সম্বাদ আছিল বহুতর।
গ্রহস্ত গৌরব দেখি না লেখিল আর॥
ভারতের পুণ্য কথা শুন এক মতি।
এই মতে স্বর্গে রৈলা ধর্ম্ম নরপতি॥

ইতি শ্রীমহাভারতে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ পুস্তিকা সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, লিখক নাস্তি দোষকঃ॥ শ্রীরামশরণ ঘোষ॥

হস্তলিপির তারিখ পাওয়া গেল না। লেখা বড় পুরাতন। উহার কবিতে আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। 'হ' প্রায় সর্ব্বত্রই 'হি' দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে। যেমন, 'পাইল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পাহিল', 'ভাইর' পরিবর্ত্তে 'ভাহি' ইত্যাদি। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

১৫। নারদ সম্বাদ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত হস্তলিপি খানিতে এই গ্রন্থের প্রথম পাতটি নাই। এই গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ইহার যে আবরণ পত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীযুত বাবু মদনমোহন শ্রীবিপ্রদাস মালাকরের বিন্দবাসিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতায় সিমুলিয়ার বাজারের পশ্চিমে শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন ভড়জি মহাশয়ের ২২নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৮ কার্ত্তিক।" এই টুকু ভিন্ন হস্তের লেখা। এই হাতের লেখায় আবরণপত্রে একটা সূচীও দেখা যায়। তদ্দ্বারা নষ্ট অংশটি এই ছিল বলিয়া জানা যায়, যথাঃ—"অথ পুস্তকের বর্ণনা, দশ অবতারের বর্ণনা, মহামুনির দ্বারকায় গমন এবং নারদের পরিচয়॥" শ্রীনাথ ইহার বক্তা, দেবর্ষি নারদ শ্রোতা। দ্বিতীয় পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাইবে।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন।
মন উচাটন তার দেখিয়া নারায়ণ॥
মহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার।
কুরুক্ষেত্রে সে সকল হইল সংহার॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি॥
পৃথিবীর ভার সব হইল নিবারণ।
তবে কেন না আইলেন দেব নারায়ণ॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ প্রজাপতি।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলকে বসতি॥

গ্রন্থের শেষ এইরূপ :—

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত।
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমার উৎপত্তি সব তোমাতে সৃজন।
আজ্ঞাএ সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয়॥
দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখে চতুর্ম্মুখ দিতে নারে সীমা।
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোহে মন্দিরে রহিল॥

ভণিতা :—

শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০১১ মঘী তারিখ ১৫ পৌষ লাগায়ত তিবিশ পৌষ।

সময়ান্তরে এই গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচনা করা যাইবে। হস্তলিপিতে কোন রচনা কাল নির্দ্দেশ দেখিলাম না। বালি কাগজের চতুর্থাংশ পরিমাণ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা, ৩২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১৬। মনসার ধূপাচার।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল।
ছায়া দিয়া সেবকেরে রাখ পদতল॥
তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কিছুমাত্র বুঝিতে পাবেন মহেশ্বরে॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন তুয়া অবতার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার।
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতী করন্তি নিবাস॥

শেষ :—

পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হয় বংশ।
নাগগণ হোজাইয়া করাইমু ডংশ (দংশ)॥
এত জানি জরৎকারু মন্ত্রজপ কৈল।
মনসার গর্ভে তবে আস্তিক জন্মিল॥
আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাসেতে যান॥
মুনি গেলা চলিয়া আপনার ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিয়া ত্রিলোচন॥

ভণিতা :—

ধূপাচার লৈয়া মা মাগম্ তুয়া পায়।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরী মায়॥

'মৃগলব্ধের' রচয়িতার নামও রতিদেব। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম পটীয়ার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই উভয় কবি এক নহেন কি?

১৭। শীতলার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

জয় শীতলা দেবী রক্ষহ জীবন।
করজোড়ে করম স্তুতি শীতলার চরণ॥
করুণা করিয়া রাখ শিশুর জীবন।
কমল পদেতে মাতা করম্ নিবেদন॥

শেষ :—

হরি হরে না বুঝএ প্রকৃতি তোমার।
হাস্য বদনে শিশু করিবা প্রতিকার॥
হেলাএ নাশিতে পার এ তিন ভুবন।
হুহুঙ্কারে নামাও বিষ রক্ষহ জীবন।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত নর এই তিন ভুবন।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥

ভণিতা :—

ক্ষীণ শঙ্করাচার্য্য শীতলার দাস।
ক্ষমিয়া সকল বিঘ্ন করহ বিনাশ॥

১৮। কবিকঙ্কণের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া॥ ধুয়া
জয় জয়ন্তী দুর্গা দুঃখ দলন্তী।
নারায়ণী গিরি কুমারী।

জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা মাতা দুর্গত নাশিনী।
গোকুলে গোপিনী রূপে যশোদা নন্দিনী ॥
তুমি জান সভাকে তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে ॥
করযোড়ে কালিকারে করি পরিহার।
কৃপা করি কুলেশ্বরী করহ উদ্ধার ॥
কিবা শোভা করে আভা কর্ণেতে কুণ্ডল।
কম্বুকণ্ঠ করি পর করে ঝলমল ॥

শেষ :—

ক্ষয় স্থলে ক্ষিতি মূলে থেনেকে না রহে।
খড়্গাধারী খণ্ড করি খাও রিপুচয়ে ॥
ক্ষিতি সিন্ধু ক্ষুদ্র বিন্দু ক্ষুধাতুর মন।
খল বুদ্ধি খাও সিদ্ধি ক্ষয় শত্রুগণ ॥

ভণিতা :—

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত ॥

ইতি কবিকঙ্কণের চৌতিশা সমাপ্ত।

১৯। শ্রীমতী রাধিকার চৌতিশা।

আরম্ভ :—

কান্দএ কাতর হৈয়া রাধিকা যুবতী।
কহ উদ্ধব কোথা গেল মোর প্রাণপতি ॥
কানুর লাগিয়া চিত্ত দহে নিরবধি।
কর্ম্মদোষে হারাইলুম কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
কপটে গোবিন্দ মোরে গেল রে ছাড়িয়া।
কত না রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া ॥
কহ কহ প্রাণের উদ্ধব কানুর সংবাদ।
কোন দোষে ছাড়ি গেল মোর প্রাণনাথ ॥

শেষঃ—

ক্ষৌণিজাগর্ভের গর্ভ রিপুর কুমারী।
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া পাইলুম শ্রীহরি ॥
ক্ষিতিতলে আরাধিয়া কহএ উদ্ধব।
খণ্ডিব সকল দুঃখ আসিলে মাধব ॥

ভণিতাঃ—

ক্ষিতিতলে লোটাইয়া করম প্রণাম।
খেদ পরিহর রচে দাস মুক্তারাম ॥

২০। গঙ্গাদেবীর চৌতিশা।

ভণিতাঃ—

সেবক অধম আমি, তুমি গঙ্গা স্বর্গগামী
কৃপা কর জগতের মাতা।
সেবক রামজয়ে কয়, যদি মোরে কৃপা হয়,
পাতকেতে ডুবিল সর্ব্বথা ॥

২১। তন-তেলাওত।

ইহা একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। নামেই তাহাব পবিচয দিতেছে। ইহার অর্থ 'তন (তনু) বা দেহের তেলাওত বা সাধন'। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থখানি অবশ্য মুসলমানীভাবে লিখিত ও আলোচিত। মূলাধার, মণিপুর প্রভৃতির মুসলমানী নাম কবণ হইয়াছে ; মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগেব কথা ত আছেই। নামাদি ভিন্ন হইলেও মূল বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের ভাষার ⅘ অংশ শক্ত বাঙ্গালা। ইহার আলোচ্য বিষয় সাধারণের অনধিগম্য। লেখকের নাম পাওয়া যায় নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫৬ মঘী ১১ই বৈশাখ। লিপিকারের নাম শ্রীবছির মাহাম্মদ সাং গোরণ খাইন। এক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :—

নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন ॥
যোগেত কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম ॥
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাত অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার ॥
তাহার খাটান জান কেক্সার স্থান।

* * *

দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয়।
ঘঠ মধ্যে রাখ বারি (বায়ু) যেন মতে রয়॥
যাবতে পবন আছে তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ॥
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব॥
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আঁখি মেলি॥
তবে ঘঠ হস্তে শোয়াস বাহির হৈব।
যেহেন কচুর পত্র বরণ দেখিব॥
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপুমার জানিও বরণ॥
সেই মূর্ত্তি সদাএ হেরিতে যদি পার।
হৈব না হৈব কর্ম্ম জান পাইবা দড়॥
এমত তোমার যদি হইল সাধন।
তবে মণিপুরে দৃষ্টি রাখিবা সেখন॥
বৈসএ নক্ষত্র এক মণিপুর দেশ।
দিবা আঁখি দৃষ্টি করি দেখিবা বিশেষ॥
সেই মূর্ত্তির অন্তরে ফিরিস্তা দেখা পাইবা।
সুরাসুর যত কিছু সকল দেখিবা॥

২২। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
প্রণতি পূর্ব্বক বন্দম্ শিবাদি চরণ॥
কায় মনে চিত্তে বন্দম্ প্রভু নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
কমলার পদযুগে করি নমস্কার।
যাহার কারণে সৃষ্টি হইছে সংসার॥
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা মোর কণ্ঠে বৈয়া॥
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দম্ ব্রাহ্মণী সহিতে।
কর জোড়ে শিব দুর্গা বন্দম্ একচিত্তে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত দেবগণ।
এক চিত্তে বন্দম্ মুই সর্ব্ব দেবের চরণ॥

শেষ :—

যেবা পড়ে যেবা শুনে ভক্তি করি মনে।
রোগ শোক নাহি তার চণ্ডিকা কারণে॥
স্ত্রী-এ পুজিলে হয় নারীর প্রধান।
পুরুষ পুজিলে হয় রাজার সম্মান॥
যার সেই মনস্কাম সিদ্ধি করে দেবী।
ধনে পুত্রে বাড়াইয়া করেন চিরজীবী॥
চণ্ডিকা চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
দুঃখ দূর কর মাও পুরাও মনস্কাম॥

ভণিতাঃ—

নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে॥

হস্তলিপির তারিখ ও লেখকের নাম :—

দেবগ্রাম নিবাসী শ্রীকাশীনাথ সুতে।
শ্রীচণ্ডীচরণে যে লিখিছে সুহস্তে॥
রুদ্র গ্রহ গ্রহ সন মঘী যেই বটে।
দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে॥

দ্বিজ রঘুনাথের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি সুন্দর বৈষ্ণব পদাবলী আমার নিকটে আছে। পদকর্ত্তা ও এই পাঁচালীলেখক রঘুনাথ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, জানি না। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় সে পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩। রাধিকার বার মাস।

পদসংখ্যা ২৬।

আরম্ভ :—

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে
ফিরিব যোগিনী হইয়া।
যে ঘরে পাইব, আপনার বন্ধুর
আনিব বসন দিয়া॥
প্রথম বৈশাখে, রাধিকা ব্রজেতে,
দারুণি রবির জ্বালা।
নূতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নগরে কালা॥

শেষ :—

আসিল ফাল্গুন, জ্বলে হুতাশন,
রাধিকার অন্তর পোড়ে।
নূতন যৌবনী, তাহে বিরহিণী
কেমনে থাকিব ঘরে॥
আইল চৈত্রমাস, পুরাইল বারমাস,
না শুন আমার বাণী।
কর জোড় করি. মোহন বংশীধারী,
আসিয়া মিলিছ পুনি॥

রচয়িতার নাম বা হস্ত লিপির তারিখাদি নাই।

২৪। বাণযুদ্ধ।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
অপার মহিমা ধর প্রভু ভগবান॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রভু এক লোম কূপা।
এক তনু ব্যক্ত প্রভু হরি হর রূপা॥
সেই প্রভু নারায়ণ অবতার হৈয়া।
রক্ষা কর দেব ঋষি অসুর মারিয়া॥
যেই জনে ভক্তি করি কৃষ্ণ নাম লয়।
ভারত ভূমি হস্তে তবে সে নর তরয়॥
হরি বংশ ভাগবত ব্যাসের রচিত।
শিব নারায়ণ যুদ্ধ কাব্য অতুলিত॥
সেই কথা কহিবাম করিয়া পয়ার।
শ্রোতাগণে পদদোষ ক্ষমিবা আমার॥

শেষ :—

গোবিন্দ চলিয়া গেল দ্বারিকা নগর।
আপনা গৃহেতে চলে বাণ নৃপবর॥
দ্বারিকাতে চলি গেলা দৈবকী নন্দন।
কৃষ্ণগত চিত্ত রাজা চলিলা তখন॥
বাণযুদ্ধ পুস্তক যেবা শুনে এক মনে।
লঙ্ঘিতে না পারে জ্বরে সত্যের কারণে॥
যাহার গৃহেতে বাণ পুস্তক রাখএ।
গ্রহ দোষ লঙ্ঘিতে না পারে গৃহএ॥
যেবা পঠে যেবা শুনে বৈকুণ্ঠেতে স্থান।
জন্মে জন্মে ভক্তি রৌক গোবিন্দ চরণ॥

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুই জনের ভণিতা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে একজন 'ক্রিয়াযোগসার'প্রণেতা অনন্তরাম দত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভণিতাগুলি এই :—

(১) দ্বিজ রামচন্দ্র কহে আজ্ঞা যে পাইয়া।
অনিরুদ্ধ উষার কথা শুন মন দিয়া॥
শ্রীরতি বন্দম সুত দ্বিজ রামচন্দ্র।
উষার হরণ কহে করি পদ বন্ধ॥

(২) কহেন অনন্ত দত্তে, কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে,
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি, সে যে দীন হীন মতি,
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

২৫। রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করজোড়ে বন্দম্ হরি গোবিন্দ চরণ।
কামিনী মোহন রূপী প্রথম যৌবন।
কেলি করে শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায়।
কদম্ব হেলানে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
খঞ্জন গমনী রাধা খলি পরিধান।
ক্ষীর দধি লৈয়া রাধা মথুরা পয়ান॥

নমুনা :—

ধর ধর করি হরি উঠিলেক কোপে।
ধরিয়া আনিল রাধা যত শিশু গোপে॥
ধূলা মেলা মারে রাধার চক্ষু মুখ ভরি।
ধমকিয়া বোলে রাধা ভাল নহে হরি॥
না করসি ভাল কর্ম্ম নন্দের কুমার।
নষ্ট হবে নন্দঘোষ দোষে যে তোমার॥
নন্দের ঘরের ধেনু অন্ন দিয়া পোষে।
নষ্ট হবে নন্দ ঘোষ তোমার হে দোষে॥

ভণিতা :—

শ্রীকবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা॥

২৬। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না। গ্রন্থখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। যোগের অনেক তত্ত্ব কথা আছে। মুদ্রাসাধন, আসন বিচার, ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী বিচার, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কঠিন যোগশাস্ত্রীয় বিষয় সকল সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, লেখক ইহার কোন কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেখানে গুরুনিষেধাৎ লেখক নিজেই কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই, পাঠকগণকে সেইস্থানে লেখকের গুরু 'প্রমদনের' শরণ লইতে বলিয়াছেন। যথা :—

ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥

মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানও এই কারণেই তাঁহার 'জ্ঞান প্রদীপের' পাঠকগণকে প্রেমানন্দের বা প্রমদনের শরণ লইতে বলিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' ও সমালোচ্য এই গ্রন্থখানিতে একই ভাষা দেখিতেছি কেন? কে কাহার যশঃ হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সহজ নহে উপরে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপের' পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাহাতে যে অল্প স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রায় অবিকল এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সময়ান্তরে দুই গ্রন্থের আবার একত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

ইহার রচয়িতার নাম গুণরাজ খান। ইঁহাকে লইয়া তবে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন 'গুণরাজ' পাওয়া গেল; মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র, ষষ্ঠীবর সেন, আর এই গুণরাজ। অবশ্য প্রথম তিন জনের 'গুণরাজ' উপাধি মাত্র। শচীপতি মজুমদার নামক কোন মহাশয়ের আদেশে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ভণিতায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'গুরু প্রমদনের পায় রহোক ভকতি।
যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতরু॥
হেন শ্রীশচীপতির পাই সন্নিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান॥

গ্রন্থের যে অংশখানি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাদের নিবাস কোথায়, জানিতে পারা যায় না। গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ পাওয়া না গেলেও তাহা বড় প্রাচীন। ইহার আর এক স্থানে দেখা যায় :—

এ ভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথায় পুরিব আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে সেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥

ইহা হইতে কোন তথ্য নিষ্কাশন সম্ভব হইলে, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। এই গ্রন্থ সাধারণের অনধিগম্য।

২৭। তুলসী চরিত্র।

প্রারম্ভ :—অথ তুলসী জন্ম।

রসিক জনের সঙ্গে বসি মনোরঙ্গে।
মন দিয়া শুন কহি তুলসীর রঙ্গে॥
* * *
সারদার চরণে মাগিএ পরিহার।
তুলসী চরিত কিছু কবিনু প্রচার॥
পূর্ব্বে এক আছিলেক বৃন্দা নামে সতী।
শঙ্খ নামে আছিলেক তার নিজ পতি॥
মহাবল পরাক্রম প্রচণ্ড দুর্ব্বার।
জিনিলেক দেবগণ দেব পুরন্দর॥
বাহু বলে মারি সব জিনিল সকল।
দেবগণ হইলেক চিন্তাএ বিকল॥
ব্রহ্মার চরণে দেব কৈলা নমস্কার।
এই দুরাচার কেনে না কর সংহার॥

শেষ :—

বিষ্ণুর সমান করি তুলসী সেবিব।
সব তীর্থ চারি ধর্ম্ম একখানে পাইব॥
পরকালে সুখভোগ তুলসী সেবএ।
সর্ব্ব কাল সুখে থাকে অন্তরে সুখ পাএ॥
ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা কেনে হয় ভ্রম।
আপনে ভাবিয়া চাহ তুলসী জনম॥
ব্রহ্মার বচনে গঙ্গা চলি গেলা ঘর।
তুলসী চলিয়া গেলা পৃথিবী ভিতর।
তুলসী চরিত্র কথা যেই জনে শুনে।
অন্তকালে পাএ সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

ভণিতা :—

পরাশর পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসী মহত॥

ইহা একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র। হস্তলিপির তারিখ ১১৯২ মঘি ১৩ পৌষ।

২৮। শীত-বসন্ত পুস্তক।

এই পুঁথির একখানি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দ্বারা ইহার রচয়িতার নাম বা পুঁথির আকার কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

শুনহ রসিকজন রহস্য কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ॥
সুরসেন রাজা ছিল কাঞ্চন বসতি।
শীত বসন্ত তাহার এই দুই সন্ততি॥
দুই শিশু জন্মিলেক রূপের নাগর॥
দেখিয়া রাজার মনে হরিষ অন্তর।
এক বিংশতি দিন হইল দুই কুমার।
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অপার॥
আনন্দে আছয়ে রাজা আপনা ভুবন।
কত দিন পরে হইল রাণীর মরণ॥
আচম্বিত এই বার্ত্তা পাইল রাজন।
রাণীর যে শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥

২৯। মনসামঙ্গল গায়ন।

দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর কাব্যগুলি সেই কালে অভিনীত হইত। এই দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচিত এবং তদংশের অভিনয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত দেখিতেছি। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থানে "কাণ্ডকথা" লেখা আছে। 'কথা'র ভাষা গদ্য, অপর সকলের ভাষা পদ্য।

গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ ভাগের ও শেষের কত পাতা পাওয়া যায় নাই, বলা যায় না, কারণ কোথাও পত্রাঙ্ক নাই। গ্রন্থকারের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ না থাকিলেও দেখিয়া বোধ হয়, উহা অন্ততঃ ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ইহা যে চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গ্রন্থকার প্রথমেই জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি (মেথর) ও মেথরাণীকে আসরে

আনিয়া একটা বিকট হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ, দেখুন—

কথা।

তোমরা কোন লোক হে, মহারাজকো
নগর্‌মে এত্তা রাইতমে ঝুম্‌ঝাম্ কিয়া?
হে আমারা যাত্রাওয়ালা গাইন্ হে।

কথা।

আরে ভাই তোম্‌লোক্ কোন্ হে?
আরে হাম্ মহারাজকা জমাদার হে?
আরে তোম্ কাহা চলতে হো?
আরে হাম্ কালুয়া হাড়ি বলানেকওআস্তে
চলতে হো।

কালুয়া হাড়ির গান।

মেরা কোন্ বোলাহে চিস্তে নারি,
সারা রোজ হুজুর্‌মে দিয়ে হাজরি।
ঝাক্‌বি দিয়া, ছাক্‌বি কিয়া,
ফের্ কিস্তেরে বোলাহে বুজর্গে নারি॥

ইহার পর প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা কিরূপ হইল, জানা যাইতেছে। এখানে দুই এক পাতা নাই। তবে আসল প্রস্তাবের আরম্ভ এইরূপ :—

পটী।

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
ধনেত কুবের জিনি রূপে বিদ্যাধর॥
রাজকার্য্য করে চান্দ নগর চম্পকেতে।
সোনকাসুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে॥
সদয় আছেন তানে দেব ত্রিপুরারি।
মহাজ্ঞান দিছেন আর হেমতানের বারি॥
পাইয়া শিবের বর দুষ্ট সদাগরে।
ত্রিভুবন মধ্যে কারে শঙ্কা নাহি করে॥
মনসার সঙ্গে বাদ করে চিরকাল।
তেকারণে মারে চান্দের ছঅটী ছাওাল।

লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগে দংশন করিলে সোণকা চন্দ্রধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর কতক পাতা পাওয়া যায় নাই; গ্রন্থের অনেকস্থলের ভাষা উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ।

লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া যাইতে সতী বিপুলা অনেক অসচ্চরিত্র লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য নূতন কথা নহে; কিন্তু কবি বিপুলার সহ আমাদিগকে ধলা-মলার বাঁকে নিয়া সাহিত্য সংসারে এই নূতন কথাগুলি শুনাইয়াছেন :—

কথা।

ওরে দাদারে, ওরে ইনি য়াএ য়াএ।
ওরে ভাই, কি জন্য ডাইকাস্?

ওরে ডাকি জে, তুই চাইর্ বিহা করিয়াছস্, তবেহ য়াক্কার বিহা না হইল। অখন বর্ সুন্দর একটী কৈন্যা জলে ভাসি যায়, তাইরে আনি য়ামারে বিহা গরা।

য়ারে ভাই, তুই কি পাগল হইয়স্ না। সেই কৈন্যা জারে কবুল হএ, তে বিহা করিতে পারে। হদি কৈন্যা য়ামারে কবুল হএ, তবে য়ামার জে চাইর্ জননা আছে, হেস্তেতুন একটা তোরে দিয়ম্ য়ারি। য়খন চল ধরি য়ানি গই।

চট্টগ্রামের কথিতভাষা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, পাঠক মহাশয়কে কত কষ্ট করিতে হইত, আমাদের এই কবির কৃপায় সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবেন, নিশ্চয়ই।

● গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি পাওয়া গিয়াছে; তাহা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

খর্ব্ব স্থূলতন,   গজেন্দ্র বদন,
গণপতি প্রথমে মানম্।
ষড়াননাগ্রজ,   বিঘ্নবিরাজ,
গজস্কন্ধ ধারণ॥
মুষিক বাহন,   রুদ্রাণী নন্দন,
প্রকাশিতে গুণ,   হএ মন ভ্রম,
খর্ব্ব কলেবর,   বিনাজক বৈমাতর,
রুধির সিন্দুর শোভন॥

পরিহই সন্দ, মদগন্ধ,
গতি মন্দ সুন্দর তনু।
শৈল সুতাসুত, বিচিত্র গুণযুত,
বিঘ্ন কর নাশন॥
মুখে করি দন্ত, সুচারু মস্ত,
না পাএ তব বৃত্তান্ত,
দেব নম নরোত্তম।
তুং অনন্ত মহিমা, দিতে নাহি সীমা,
চতুর্ব্বুজ ধারণ।
ভুবন পালিতে, জীব নিস্তারিতে,
শিব আজ্ঞা হইতে লভিল জনম॥
বন্দে গণপতি, হরের সন্ততি,
দীনহীনকে কর তারণ।
হেরম্ব লম্বোদর, নিরালম্বে কৃপা কর,
রবিসুত করে তার,
হেরিএ অধম জন॥

৩০। অজ্ঞাতনামা বৈদ্যকগ্রন্থ।

বঙ্গভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষায় বিস্তর পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যকগ্রন্থই পাওয়া যায় নাই। *

দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের আদ্যন্ত নষ্ট হওয়ায় ইহার ও ইহার অনুবাদকের নামাদি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রন্থখানি অতীব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথম পাতা নাই; শেষ পত্র সংখ্যা কত ছিল, কি করিয়া বলিব? মোট ১৭ পাতা পাওয়া গিয়াছে। কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। এক কোণে "জিতরাম কানগোই" (কানুন গো) বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, নকল নবিশের নাম। বহিখানি যে চট্টগ্রামী লোকের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

গাও ফুলএ জার অঙ্গলি খসি পরে।
নাক ফুলিআ চেভা হএ কথ কালে॥
এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত॥
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব জোগে তার ব্যাধি হইব খণ্ডিত॥

অথ চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জতনে রাখিব।
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব॥
বাবরির বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি মাসা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব॥

অন্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখনে।
সর্প মাংস এক সের আনিব যতনে॥
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিঅ পষিবেক ভালা॥
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জতনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে॥

অন্য প্রকার।

কুম্ভার পোআনি মত করিবেক গাত।
ভরির কুম্ভারিয়া নোয়া কেরণের পাত॥
উপরে লাগাইব চুমা লেপিব সকল।
* * লাগাইব চুমা বসিব সত্বর॥
অগ্নি জালিআ তারে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধুমা॥
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন॥

অন্য প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে যতনে।
আমলকী ফল তবে আনিব তখনে॥

* বঙ্গভাষায় বৈদ্যকগ্রন্থ কবিরাজী পাতড়া নামে খ্যাত। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, বিশ্বকোষ কার্যালয়ে আছে, তবে নগেন্দ্র বাবু সেগুলির কোন বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই।—পঃ পঃ সঃ

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার চুরা॥
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান॥

এইরূপ প্রত্যেক রোগেরই একাধিক প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেখানে পদ্য করিবার সুযোগ হয় নাই, সেখানে লেখক কেবল "তবে খণ্ডে" বা "অমুক রোগ খণ্ডে" এইটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

অথ দন্তশূল চিকিৎসা।
সাবিত্রীর পত্র আনিবো যতনে।
দন্ত চাপাইয়া তারে রাখিব সেইক্ষণে॥
তবে দন্তশূল খণ্ডে॥

৩১। কৌশল্যার বার মাস।

আরম্ভ :—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিবো মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসের পুত্র গেলা বনবাসে।
সে ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাসে॥
পুত্রের লাগিয়া মাএ বড় দুঃখ পাএ।
দিনে দিনে অভাগী মায়ের পাঞ্জর শুকাএ॥

শেষ :—

পৌষ মাসেত রাম যুদ্ধে দিলা মন।
রাবণের সনে রাম আরম্ভিলা রণ॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিলা উদ্ধার।
সমুদ্র বান্ধিয়া রাম সৈন্য কৈলা পার॥

ভণিতা নাই।

৩২। রামচন্দ্রের বার মাস (চৌতিশা)।

আরম্ভ :—

মাঘে মারীচ আইল মায়ারূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি!
মারিমু রাবণ রাজা মনে কৈলুম সার।
মদন আনন্দ-বাণে করিমু সংহার॥
ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী-রমণে॥
ফিরিয়া না দেখয় মুঞি জনকনন্দিনী।
ফুকরি ফুকরি কান্দে রাম রঘুমণি॥

শেষ :—

পোষে পিরীত পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পিরীত পাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পরম পিরীত পাইল রাম রঘুমণি।
প্রেমে আলিঙ্গন কৈলা ভরতে তখনি॥

ভণিতা :—

রাম রাম রাম রাম রাম রঘুপতি।
জগত বলভে বোল উদ্ধার রঘুপতি॥

৩৩। শ্রীমন্তের চৌতিশা।

আরম্ভ :—

করযোড়ে শ্রীঅপতি করয়ে স্তবন।
কি হেতু করুণাময়ি হইয়াছ বিমন॥
কমল না দেখি আমি কালিদহের জলে।
কাটিবারে আনিয়াছে রাখ পদতলে॥

শেষ :—

হারাইলাম বল বুদ্ধি হইলাম কাতর।
হরিষে দরশন দেয় নৃপতি গোচর॥
হুঙ্কার মারিয়া বৈরী করহে সংহার।
হরিহরে না বুঝায়ে চরিত্র তোমার॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি শিশু মুই কি বোলিমু আর।
ক্ষম অপরাধ জানি দাসীর কুমার॥

ভণিতা :—

ক্ষয় করি রিপু সৈন্য ক্ষওয়াও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

৩৪। কণ্বমুনির পারণা।

এই নামের দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। দুইখানির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। একখানির ভণিতা আছে, অপরখানির নাই। এইখানির চরণ সংখ্যা ২৭২।

আরম্ভ :—

এমত অপূর্ব্ব কথা আছয়ে সংসারে।
বৈকুণ্ঠের নাথ হায় নন্দ ঘোষের ঘরে॥
নন্দ যশোদা পূর্ব্বে হরিভক্ত ছিল।
ভক্তির কারণে তারা কৃষ্ণ পুত্র পাইল॥
রামকৃষ্ণ পাইআ রাণী মনে বড় সুখ।
নআন ভরিআ দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ॥

শেষ :—

মুনির সাক্ষাতে আইলা যশোদা রোহিণী।
মুনি বোলে কোলে লও তোমার নীলমণি॥
আইস আইস বোলি রাণী তুলি লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শ্রীকৃষ্ণের কপালে॥
মুনি বোলে গোকুলেতে থাক নন্দরাণী।
অখনে গমন করি দেঅত মেলানি॥
রাণী বোলে আশীর্ব্বাদ কর তপোধন।
মোর মনে এই সাধ পূরাও অখন॥
মুনি বোলে আশীর্ব্বাদ করিলাম আমি।
ঘরেত লইআ জাও তোমার নীলমণি॥

ভণিতা :—

আশীর্ব্বাদ করি মুনি গমন করিলা।
দ্বিজ মাধবে কৃষ্ণের চরণ বন্দিলা॥

৩৫। কণ্বমুনির পারণা।

ইহাতে হস্তলিপির তারিখ নাই। লেখা অতি অপ্রাচীন নহে। লেখকের নাম শ্রীতারিণীচরণ দাস, সাকিন আনোআরা জেলা চট্টগ্রাম। চরণ সংখ্যা ৪৫৬।

আরম্ভ :—

শুন শুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
কণ্ব মুনির পারণা কথা করহ শ্রবণ॥
এক দিন উপবাস মুনির কুমার।
পারণা করিতে গেল নন্দঘোষ ঘর॥
উপস্থিত হইল মুনি ক্ষুধাএ বিকল।
ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ মুনি হইছে পাগল॥
নন্দঘোষ নন্দঘোষ ডাকে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধাএ পীড়িত হইআ মুনিবর ফিরে॥
নন্দঘোষ বাথানে, যশোদা আছে ঘর।
গৃহে থাকি যশোদাএ পাইল খবর॥

শেষ :—

কণ্ব মুনির পারণা কথা বড়ই কৌতুক।
যেই জনে শুনে সেই জাএ বিষ্ণুলোক॥
গ্রহন্ত শুনিআ যেই না লয় কৃষ্ণনাম।
নিতান্ত জানিঅ তারে বিধি হইল বাম॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি যেবা অন্য কথা কহএ।
বহুপাপ হঅ তার জানিঅ নিশ্চঅ॥
এই গ্রহন্ত যেবা লিখিআ রাখএ।
গ্রহন্ত প্রভাবে তার লক্ষ্মী না ছাড়এ॥
এই কণ্ব মুনির পারণা কথা (থাকে) যার ঘরে।
জন্মে জন্মে লক্ষ্মী দেবী তাহারে নাহি ছাড়ে॥

৩৬। শনির পাঞ্চালী।

ইহার শেষ একপাতা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পত্রগুলির শেষ পৃষ্ঠার লেখা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লেখা বহুদিনের বলিয়া বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ২৯। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সরস্বতী পাদপদ্ম করি নমস্কার।
তোহ্মার প্রসাদে জ্ঞান শরীরে আহ্মার॥
আদি দেব প্রণমোহ দেব নারায়ণ।
সহস্র প্রণাম করম্ তোমার চরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথেক দেবগণ।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহার চরণ॥
হিমালয় তনয়া মাতা বন্দম এক চিত্তমনে।
পুনি পুনি প্রণমোহ তাহান্ চরণে॥
জ্ঞান হইতে বর মাগম তুহ্মি সবের ঠাই।
জ্ঞান হউক মোর অঙ্গে এই বর চাই॥

ভণিতা :—

এই বর দিআ সূর্য্য গেল নিজ বাস।
শনির পাঞ্চালী রচে কবি কালিদাস॥
বাণীপুত্র কালিদাস দেবীপদে আশ।
শনির পাঞ্চালী কিছু করিল প্রকাশ॥

৩৭। সত্যপীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যক পুঁথিতে পূর্ব্বে একবার ইহার বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সেইটি ও এইটি অভিন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আরম্ভে ও শেষে এইখানতে কিছু বেশী আছে। অন্যান্য স্থলে বোধ হয় একই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সত্যপীর পরম কারণ।
তান নাম লৈলে নরে তরিব শমন॥
সত্যপীর হজরত পীর বুজুর্কআ।
মুছলমানে ত জন্ম প্রভু ছিন্নি লাগিআ॥
যেই বর মাগে লোকে সেই বর পাঅ।
বর পাইআ লোকে সব করে একি দাঅ॥
একদা করিয়া ছিন্নি করে যেই জন।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তার দারিদ্র্য মোচন॥

শেষ :—

দেঅ মোরে পদছাযা, কেএ বুঝি তোমার মাআ,
ভক্তি হউক তুআ পদ পাএ।
জেবা শুনে যেবা গাহে, সহ পড়ে সর্ব্বধাএ
বার্ত্তা সিদ্ধি হউক লীলায়॥
আমি হীন মতি, না বুঝি পরের গতি,
অপরাধ ক্ষেম রাঙ্গা পাএ।
পণ্ডিত যে মহামতি, দোষ ক্ষেএ রাতি রাতি,
উপহাস্য না হএ উচিত।
নাঞি মোর দিব্য চক্ষে, আরোজ করম দুঃখে,
মন্দ না বোল পুনি পুনি।

ভণিতা :—

শুচিয়া গ্রামে স্থিতি, ফকিরচান্দ হীনমতি,
পীরের পদে কোটী নমস্কার।

ইতি সন ১১৪০ সন তারিখ ৪ চৈইত্র রোজ মঙ্গলবার, এই পুস্তক শ্রীমনু বড়ুআ সাং কুন্দুরা, জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার লেখক কেবল 'আকার' 'একার' দিয়াই যথেষ্ট মনে করেন নাই, তত্তৎস্থলে স্বতন্ত্র 'আকার' 'একার'ও দিয়াছেন; যেমন 'খেম' 'না হএ' এই দুই স্থলে লেখা হইয়াছে 'খেএম', ও 'নাআ হএ'। এইরূপ অনেক স্থলে। 'য' এর ব্যবহার নাই বলিলেও হয়। শুচিয়া,—চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম। পত্র সংখ্যা ১১, কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা —

৩৮। নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণী জগত জননী।
আদি অনাদি দেবী শিব সনাতনী॥
হরি হর ব্রহ্মা আদি ভাবে মনে মন।
স্থাবর জঙ্গম আদি তোমার সৃজন॥
সুর মুনি তোমা পুজা করে তত্ত্ব জানি।
সুখ মোক্ষ দুঃখ দাতা হরের ঘরণী।
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ ঘাতিনী॥
কার্ত্তিক গণেশ মাতা ব্রহ্ম নারায়ণী॥

শেষ :—

এক চিত্ত হইয়া যেবা পাঞ্চালী শুনএ।
কোন দিন সেই নরে দুঃখ না ভোগএ॥

* * * *

* * * *

নহি জানম্ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানম পদবন্ধ।
অপরাধ ক্ষেমহ না জানম ভালো মন্দ॥
ভক্তি ভাব নাহি জানি না জানি পুজাক্রম।
সেবক রক্ষণে মাও না ভাবিও ভ্রম॥
পরলোকে কর মোরে তুয়া পদে লীন।
স্বইচ্ছাএ বিকাইলুম তুমি মোরে কিন॥

ভণিতা :—

ব্রতীগণ ভাগাবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয় কহে শিব নারায়ণ।

"ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংজী, সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী শ্রীরামমোহন দাস পালিত।" পত্র-সংখ্যা ১২। রচয়িতা "চণ্ডীদাস দেয়" না "শিবনারায়ণ" ?

৩৯। লক্ষ্মী চরিত্র।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাত ও রচয়িতার নাম নাই। পুঁথির লেখকই রচয়িতা কিনা বুঝিলাম না। প্রাপ্তপত্রগুলির সংখ্যা ১০; কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় পত্রে আরম্ভ :—

লক্ষ্মীর চরিত্র কথা মধুরস বাণী।
শুনিলে শ্রবণ তুষ্ট অমৃত কাহিনী।
প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবী পতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী।
সরস্বতীর পাদপদ্ম করি নমস্কার।
লক্ষ্মীর চরিত্র গীত সঙ্গেত অপার।

* * *
* * *

মেরু শৃঙ্গাসনে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে কহন্তি কথা কৌতুক করিয়া।
কোন দোষ দিয়া যাও পুরুষ ছাড়িয়া।
কোন্ কোন্ ঘরে দেবী বেড়াও ভ্রমিয়া।
সে সব রহস্ত কথা কহ মোর স্থানে।
তোমার কাহারে প্রেম শুনিয়ে শ্রবণে।

শেষ :—

নিরবধি দেবতারে পূজে যেই জনে।
সেই ভক্ত গৃহে থাকি শুন নারায়ণে।
দিবাতে পঠএ কিবা পঠএ রাত্রিতে।
যেই জনে পঠে শুনে থাকি আমি তাতে।
শ্রীহরি ভাবিয়া যেবা করে মনস্কাম।
সে জন উদ্ধার হৈতে না হৈব সংগ্রাম।
লক্ষ্মীর চরিত্র যেবা করএ প্রচার।
দুঃখদশা নাই তার প্রতিষ্ঠা অপার।
বিনি যজ্ঞে বিনি হোমে উপাসনা দিতে।
সত্য সত্য এই প্রভু কহিলুম তোমাতে।

"ইতি শ্রীহরি কমলা সম্বাদে লক্ষ্মীচরিত্র পাঞ্চালিকা সমাপ্ত। যদক্ষরং পরিভ্রষ্টমিত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১১৮০ মঘী তারিখ ২৫ কার্ত্তিক।

শূন্য বেদ মুনি চন্দ্র শকাদিতা মং।
গিরিজার সুতে দিনমণি গ্রহ তাত।
ভূত হস্ত অংশ ভোগ সায়মুপস্থিত।
কাব্যবারে লিপি লেখা হইস পূর্ণিত।*
শ্রীজিত রাম নাথস্ত পুস্তকং।
শ্রীহরি চরণে মম ভক্তি রস্ত।"

৪০। রাম বনবাস।

এই পুঁথিখানির রচনা কখন হইয়াছে, জানি না। কোন ভণিতাও নাই। রচনা ভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাব উভয়ই আছে। গান, পয়ার, ধুয়া, পটী ছড়া ইত্যাদি নাম শিরোদেশে স্থাপন করিয়া তন্নিম্নে পয়ারে বা ত্রিপদীতে বক্তব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। ইহা এক প্রকার দৃশ্য কাব্য মাত্র। হস্তলিপির তারিখ নিতান্ত আধুনিক—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু উপর। আবশ্যক হয় ত, পরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারিবে। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

---

* অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে ২৫শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে "লিপি লেখা হইল পূর্ণিত।"

আরম্ভ :—

অযোধ্যাখণ্ডের কথা অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে বিপদ খণ্ডে পাপ বিমোচন॥
শুনিতে অযোধ্যাখণ্ড পাষাণ বিদরে।
যেই হেতু মহারাজা দশরথ মরে॥

*　　*　　*

মুনিগণ আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রাজার সভাএ সব হইলেন উপস্থিত॥
আহ্লাদেতে জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর।
কি হেতু তোমারদিগের হইল আগমন॥

*　　*　　*

গান।

তোমার রামেরে দেহ রাজসিংহাসন।
শুন শুন মহারাজ।
রামে রাজা কর রাজা, রাজ্য কর সমর্পণ॥
শুন শুন নরপতি, প্রজার এই অনুমতি,
অধিবাস করি রাজা, রাজা কর নারায়ণ॥

*　　*　　*　　*

শেষ :—ছড়া: (অর্থাৎ অধিকারীর উক্তি)।

কিষ্কিন্ধাতে যাই রাম বধিলেন বালী।
সুগ্রীবের সনে রাম করিলেন মিতালি॥
সীতাকে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
সাগর বান্ধিয়ে লঙ্কা করিলেন গমন॥

*　　*　　*　　*

বিভীষণকে রাজা কৈলেন লঙ্কার মাঝারে।
চলিলেন দেশেতে সীতা করিয়া উদ্ধারে॥
রাক্ষসী বানরী চলিল রাম সঙ্গে।
অবিলম্বে আইল রাম অযোধ্যায়ে রঙ্গে॥
ভরতে করিয়া আছে অগ্নির সাজন।
প্রবেশিব হেন কালে হইল দরশন॥

*　　*　　*　　*

ভরতেরে লইয়া কোলে রাম রঘুমণি।
অযোধ্যায়ে সকলে করে রাম জয়ধ্বনি॥

৪১। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথিখানি যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বালোচিত পুঁথি ও ইহা একই হাতের ও একই সনের লেখা। ইহাও দৃশ্য-কাব্য। সম্ভবতঃ এই সকলই পূর্ব্বকালে অভিনীত হইত। পয়ার, গান ও ধুয়া সন্নিবেশিত পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে সমগ্রগ্রন্থ লিখিত। রচনাপ্রণালী নবীনে পুরাতন মিশানো। কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভব কি?

আরম্ভ :—

পশু সঙ্গে শিশু রাম, জিনিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা ধাম,
বালী রাজা বধিল রণেতে।
বান্ধিয়া পয়োধিবন্ধ, বধিলেক দশস্কন্ধ,
অবহেলে উদ্ধারিলেন সীতে॥
দেশেতে আসিএ রাম, বসিয়া অযোধ্যাধাম,
লক্ষ্মণ সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা।
সীতা না রাখিবো দেশে, শীঘ্র দেও বনবাসে,
নইলে হবে কলঙ্ক ঘোষণা॥

*　　*　　*　　*

সীতা বনবাস দিএ, শ্রীরাম সুমন্ত্র লইয়ে,
ভাবিছেন মন্ত্রণা উপায়।
পিতৃলোকের ব্রহ্মশাপ, ঘুচাইব মনস্তাপ,
তাহা নইলে জীবন বৃথাএ॥

*　　*　　*

শেষ :— গান—খরতাল।

পিতা সুধাও কি গো আর।
এ চিন্তার ধন চিন্তামণি ছাড়ে গিয়াছে।
আমার পুত্র হইএ বৈরী, হইল প্রাণের বৈরী,
আমা অনাথিনী কৈরেছে॥
আমার লাগিএ দেওর শক্তিছেল বুকে ধারণ
কৈরেছে।
আমাএ সেহ বাম হইএ, গিএছে ছাড়িএ,
শিরছেদে কি আর প্রাণ বাচে॥

ভণিতা :—

(১) ভণে কীর্ত্তিবাস অতি, দেখিএ আকৃতি,
চিন্তা মন প্রাণ ভুল্যাছি।

(২) প্রমাদে পরাণ গেলো, সূর্য্যবংশ নিপাত হইল,
কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি রইল, সকলি হইল অসার॥

৪২। বলি ছলন-গায়ন।

এই খানি ও পূর্ব্বোক্ত দুই পুঁথির লেখা একই হস্তের। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। গান, পটী, ধুয়া ইহাতেও আছে। সম্ভবতঃ এই তিনখানি পুঁথি একই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আরম্ভ :—

শুন সবে প্রশংসা করি সার।
প্রথ যুগে হইল হরি জন্ম অবতার॥
অন্ত অবতার কথা করিবেক বাক্ত।
কারণেহ কি কহিব বাক্ত তার শক্ত॥
সত্য যুগ অবতার কশ্যপের ঘরে।
তথাএ জন্মিল বামন অদিতি উদরে॥
নয় বৎসর বয়ঃক্রমে বামন যখন।
যজ্ঞ উপবীত দিলেন তবে কশ্যপ তপোধন॥

শেষ :—

পটী।

এথ শুনি প্রতিজ্ঞা করিল তিনবার।
সত্য সত্য পূর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা আমার॥
সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করিলেন বামন।
তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলো তখন॥
রাজা বোলে বুঝি নাই বোল আরবার।
বুঝিএ বামন বোলেন এই সমাচার॥

ভণিতা :—

আমি অতি মূঢ়মতি, পাইআছি গোলোকের পতি,
দ্বিজ দুর্গ প্রসাদে কহে এমন যজ্ঞ হবে কার॥

৪৩। বিপুলার বারমাস।

আরম্ভ :—

ভাদ্র মাসেতে মুঞি ভাবিয়া মনসা।
মরা প্রভু জীয়াইতে মনে কৈল আশা॥
ভাসিতে ভাসিতে গেলুম গৃধিনীর বাকে।
মরুআর গন্ধ পাইআ গিলিবার আইসে॥

শেষ :—

শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল পঞ্চমী তিথিরে।
পূজা দিয়া ধনে জনে আ'লুম নিজঘরে॥
এক লক্ষ বলি দিয়া পূজিব পদ্মাবতী।
ঘুচিব সকল দুঃখ পাইবাম পতি॥

ভণিতা :—

রামদাস সেনে বোলে সনকা রূপবতী।
মরা পুত্র 'জয়াইলা তুমি ভাগ্যবতী॥

৪৪। নিমাই সন্ন্যাস।

এখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। চরণ সংখ্যা ১৬৮ মাত্র। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক। দুই স্থলে দুই জনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামে অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু এইখানি ভিন্ন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য কোন গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই। তাই মনে হয়, নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন চট্টগ্রামে চৈতন্য মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। এখানি বেশ সুন্দর।

আরম্ভ :—

বন্দ মাতা সিন্ধু সুতা করি পুটাঞ্জলি।
কৃপা কর নারায়ণী কহি পদাবলী॥
সুধামৃত কৃষ্ণ কথা দিবেন যোগাই।
যেন মতে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই॥
নৈরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতন।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ রূপ যে বামন॥
* * * *
নিমাই রূপে গৌরহরি নদিআ প্রকাশ।
যেন মতে কৈলেন প্রভু আপনে সন্ন্যাস॥

শেষ :—

নিমাই আসিলেন শুনি, ধাএন শচী ঠাকুরাণী,
বিদ্যু ধাএ বিদ্যুতের প্রায়।

শচী বোলে বাছা মোর, কে পৈরাইল কৌপীন ডোর,
বোল মাএর কি হবে উপায়॥
শচীমাতা গৌরাঙ্গ, তিন জন হইল সঙ্গ,
ভকতের পুরিল মনের আশ।

ভণিতা—

(১) কবি শঙ্কর ভট্টে কএ, ভাবিয়া কলুষ ভয়,
অন্তে গৌরাঙ্গ রাখ দাসের দাস॥
(২) সদানন্দ বোলেন গৌর করিবেন সন্ন্যাস।
জগ নিস্তারিলেন গৌর আমি সে নৈরাশ॥

"ইতি সন ১২২৩ মঘী তারিখ ৩ শ্রাবণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ (ভট্ট) পীং সদানন্দ ব্রাহ্মণ সাং কদলপুর।" কদলপুর—চট্টগ্রাম উত্তর রাউজান মুনসেফীর এলাকাস্থিত একটি গ্রাম। তথায় বহু ভট্ট ব্রাহ্মণের বাস। সম্ভবতঃ এই গ্রাম হইতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। বলিয়া রাখা ভাল, ইহার অধিকাংশ স্থলই শঙ্কর ভট্টের লেখা।

৪৫। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

এখানি রামায়ণের লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের বিশদ বিবৃতি, বলাই বাহুল্য। হস্তলিপি বড় বেশী দিনের নহে। কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; কিন্তু রামায়ণের লেখার সহিত মিলে না। কোন ছদ্মবেশী লোক কৃত্তিবাসের নামে ভণিতা দিয়া যান নাই ত? হস্তলিপির তারিখ নাই।

আরম্ভ—বেদে নারায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেল রাম রাজ্য হারাইয়া॥
রাজ্য গেল বাপ মৈল অযোধ্যার কাণ্ডে।
অরণ্য কাণ্ডে হরিল সীতা রাজা দশস্কন্ধে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র হইল পরাজয়।
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেতে কটক সর্জ্জয়॥
সুন্দরাকাণ্ডে কৈল রাম সাগর বন্ধন।
বিভীষণ রাজা আসি হইল মিলন॥
লঙ্কাকাণ্ডে কৈল রাম যুদ্ধের সাজন।
রাবণের শত পুত্র করিল নিধন॥

শেষ:—

হরসিতে রহে সবে হইয়া সাবধান।
রাবণ বধিতে যুক্তি করে নারায়ণ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল অদ্ভুত রামায়ণ॥
এক মনে শুনে যেবা সুখে রাজ্যবাস।
অন্তকালে স্বর্গে যায় শত্রু হয় নাশ॥
এহকালে ধন বস্ত্র বাড়িব (সত্বরে)।
ধনবন্ত পুণ্যবন্ত সুখে রাজ্য করে॥
যেই জনে পঠে শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে প্রসন্ন হয় রাম নারায়ণ॥

ভণিতা:—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামায়ণ রচিলেক গঙ্গা কূলে বাস॥
পলি গ্রামে ঘর তার মাণিকা দেবী মাও।
নিত্যানন্দ সহোদর বাপ * *॥
বাল্যকালে কীর্ত্তিবাসের মুখে সরস্বতী।
বাল্মীকি পুরাণ চাহি পুরাইলেক পুথি॥
* * * *
এই মতে লক্ষ্মণের লঙ্কাকাণ্ডের কথন।
রাবণের শক্তিছেলে পাইল পরিত্রাণ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কহে মধুর পাঞ্চালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত করিয়া ছিকলী॥
যেবা পঠে যেবা শুনে পুণ্য রামায়ণ।
তাহারে অনুগ্রহ হয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

"ইতি লঙ্কাকাণ্ডে শক্তিশেলকাণ্ড সমাপ্ত ভীমস্যাপি ইত্যাদি শ্লোক।

শুদ্ধ অশুদ্ধ কিবা যেই বা দেখিবা।
অশুদ্ধ হইলে মোর অপরাধ ক্ষেমিবা॥

শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং। এই পুস্তকের মালীক নিজ আপন সর্কার।"

গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম—আনোয়ারা ফাঁড়ির এলাকাস্থিত বারাশত নামক গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামমণি ন্যায়ভূষণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামেই বোধ হয় উহার নকল হইয়া থাকিবে। উপরে কৃত্তিবাসের পিতার নামটা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। 'মুজে-মাও' কি অন্য একটা শব্দ আছে, ভাল বুঝা যায় না। হিন্দুর মধ্যে ঐরূপ কোন নাম আছে কি? আরও একটা কথা বলি। রামায়ণের শক্তিশেলে বেশী ভণিতা নাই। সমালোচ্য পুঁথিতে কিন্তু স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভণিতা আছে।

৪৬। তউফা। (আলাওলের নূতন গ্রন্থ।)

কবি আলাওল ইহার প্রণেতা না হইলে এখানে আমরা ইহার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যক বিষয় সকল ইহার আলোচ্য। আলাওল বৃদ্ধকালে এই সামাজিক গ্রন্থখানি পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। 'তউফার' মূল আরবী ভাষা। তাহা হইতে মহাত্মা ইউসুফ গদা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আকার নিতান্ত সামান্য নহে। আলাওলের জীবনী আলোচনায় ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে বিবেচনায় এখানে এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাই-তেছে।

সম্ভবতঃ ইহাই আলাওলের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের আমলে রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত ছোলেমানের অনুরোধে গ্রন্থখানি বিরচিত হয়। পদে পদে কবি ছোলেমানের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। রোসাঙ্গ রাজদরবার হইতে আলাওলের সকল কাব্য গুলিই রচিত। এই শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রাণী'র শেষাংশও রচনা করিয়া দেন। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থও সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য গ্রন্থে রোসাঙ্গরাজের স্তুতি বর্ণনায় আলাওল পঞ্চমুখ, এই গ্রন্থে তাঁহার সামান্য উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। ইহার ভাষার ⅔ অংশ বাঙ্গালা; অপর অংশ আরবী। আরবী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া বড় সহজ নহে। অজ্ঞ মুসলমানের হস্তে পড়িয়া আলাওলের সুন্দর কাব্যগুলির বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। এখনও মূল হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থগুলির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আলাওলের কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হউন। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে।

'তউফার' অর্থ হাদিয়া অর্থাৎ হিন্দুদের যেমন সংহিতাদি। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

৭ ৯ ৫

(১) সিন্ধু শত গ্রহ দশ সম বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক॥
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম জাহে না পাইল॥

এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার ।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥

(২) সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার ।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার ॥

উদ্ধৃত বাক্য দুইটি গ্রন্থের রচনা কাল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। আলাওলের অনুমিত আবির্ভাব কালের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় না।

আরম্ভ :—

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসাদ অমূল ।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রছুল ॥
যাবতে না যাবে নবী ভেহেস্ত মাঝারে ।
যথেক রছুল নবী থাকিবেক দ্বারে ॥
হেন মহম্মদ নবী সংসারের সার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সমান নাই যার ॥
পাতকী তরাণ হেতু অবতার পূর্ণ ।
গিরি সম পাতক স্মরণে হয় শূন্য ॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড ।
আকাশের শশীকে করিলা দুই খণ্ড ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কালজ্ঞাপক প্রথম অংশের পর এইরূপে গ্রন্থের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে :—

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা ।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্ব্বন্ধ তার,
নৃপকুলে আসি করে পূজা ॥
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা ।
নানা শাস্ত্র অবধান, দতা সত্য শান্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥

* * *

আলেম সকল তথা, নানা কেতাবের কথা,
সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে ।
তোহফা কেতাব খানী, মনেতে কৌতুক মানি,
মোকে আজ্ঞা কৈলা রচিতে ।
দেখ এই সুকেতাব, পড়িলে অনেক লাভ,
কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ ।
যদি হয় দেশী ভাষা, পূরএ মনের আশা,
রচতাকে পয়ার প্রবন্ধ ॥
হইলে মহৎ আজ্ঞা, না আইসে কার শঙ্কা,
অন্নদাতা সমান পিতার ।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি, হৃদয় সাহস ধরি,
রচিতে করিনু অঙ্গীকার ॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন,
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে ।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম্ম, না করিলুম কোন কর্ম্ম,
বৃথা জন্ম গোয়াইলুম কালে ॥
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পূরিল মনের বাঞ্ছিত ।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারন্তে চিত ॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান ।
হীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃতি রসের সুজান ॥

শেষ :—

সকলের মনে প্রবেশুক এই গ্রন্থ ।
মুক্তা প্রায় কর্ণে কণ্ঠে পরোক মহন্ত ॥

* * *

শ্রীযুত ছোলেমান সুপণ্ডিত দাতা ।
আপনে সে গুণবন্ত গুণী পালয়িতা ॥

* * *

তান পোষাহীন আলাওল জীর্ণকায় ।
রচিলা কেতাব কথা পয়ার ভাষায় ॥
তান দানে শ্রুতি জল ঘন বরিষয় ।
তান ভাগ্যে মুক্তাপুঞ্জ বাক্যে নিঃসরয় ॥
এই পুস্তকের কথা শুন দড় ভাবে ।
দিন দুনিয়াই দোহ লাভ হৈব তবে ॥
পরিশ্রমে রচিলুম মনে করি উক্তি ।
যেবা পড়ে যেবা শুনে অন্তে হৌক মুক্তি ॥

সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে হিতকর এরূপ সামাজিক গ্রন্থের আলোচনায় পত্রিকার এতদূর স্থান দেওয়া উচিত নহে, জানি; কিন্তু ইহা আলাওলের চরিতাখ্যায়কদিগের গোচরে আনিবার অন্য কোন সুযোগ না থাকায় অগত্যা এই খানেই এতদ্বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

৪৭। কালিকা-মঙ্গল।

এইটি একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দর। 'পত্রিকায়' পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে। তখন একাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া গেলেও প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। এখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অল্প পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয় কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী', সুন্দরের পিতার নাম গুণাসার, মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম রত্নাবতী, বিদ্যার পিতার নাম বিক্রমকেশরী, বিদ্যার মাতার নাম চন্দ্রলেখা, বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে যে স্থলে ভারতচন্দ্র তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই কাব্যে সেই সেই স্থল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ততটা রুচিদুষ্ট হয় নাই। কবিত্ব হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে বিস্মৃত হইয়া পাঠ করিলে, ইহাতে যে একবারে সৌন্দর্য্য মিলিবে না, এমন নহে।

সকলেই জানেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দরের শেষেই বিদ্যার বারমাস আছে। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে বিদ্যার বারমাসটিই সুন্দরের কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়াছে। সুন্দরের উজ্জয়িনী যাত্রার সময় ইহা গীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহার কবি আর কোথাও ভারতচন্দ্র হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া অবিকল এই বার মাসটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস্য নহে। সম্ভবতঃ কোন বারমাসী প্রিয় নকলনবিশ পরে বিদ্যার বারমাসটী প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মহাকালী স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজা গুণাসারকে দেখা দিলে রাজা স্তুতি করিতেছেন।

মালসী।

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।

জননী গো মা,

হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ নি পাব নিরে,

অন্তরে জপিলে পাব নি।

তরাহ জঙ্গম আদি, আমি কথ অপরাধী

না জানি কোন পাপ কৈরাছি।

দয়াময়ি নাম ধর, অধম তরাইতে পার,

আমারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।

আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,

ত্রাণ কর পদ ছায়া দি।

উদ্ধৃত অংশের শেষ পদে 'আলি আকবর'কে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। অন্য কোথাও এরূপ নাই। হিন্দুকাব্যে মুসলমানের নাম কেন? তাহা ভণিতা বলিয়াও বুঝা যায় না।

ইহার রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিরত্ন। বাসস্থান কোথায়, জানা যাইতেছে না। শুনিতে পাইতেছি, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী চক্রশালা নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরের পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামক এক মুসলমান জমিদার ছিলেন। ইহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্ত-

মান আছে। কবি তাঁহার কোনরূপ প্রসাদ-লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রোক্ত স্থলে তাঁহার নামটি দিয়া গিয়াছেন কি ? কবির পরিচয় জ্ঞাপকভণিতা-গুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

(১) আনন্দে নয়নের জলে পাখানি লো পাএ।
দুর্লভ আচার্য্য-সুত নিধিরামে গাএ॥

(২) জোড় হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসএ বাত।
শ্রীকবি রচনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ জাত॥

(৩) বন্দি বাণী পদাম্বুজ. গঙ্গারাম সুতাসুত
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।
গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গাএ॥

কবি গ্রন্থ রচনার কাল দিতে ভুলেন নাই। তাহা এই :—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিধ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

সুতরাং ১৬১৮ শকাব্দায় বা ১৪৫ বৎসর ইহা রচিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিধিরামের বিদ্যাসুন্দর ভারতের বিদ্যাসুন্দরের চারি বৎসর পরেই রচিত হইয়াছে।

এইখানিকে বঙ্গের পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর বলা যাইতে পারে। কবি প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম কবিরত্ন অবশ্য নদীকূলে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফল প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন জন্য এইখানি রক্ষিতব্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে অত্যল্পমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন কবিত্ব যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি।

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইআ বৈরপদী রৈলো খাটের হেটে॥
ইষদ্ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস॥
কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ॥
কোথায় নাগর চোর আইলো মোর ঘরে।
গৃহস্থের না গণি বৈসে খাটের উপরে॥
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে।
না করে এমত কার্য্য লজ্জা যার থাকে॥
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া॥
* * *
উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ॥

বিদ্যার রূপ বর্ণনা হইতেও একটু দেখাইব।

সুন্দরীর মুখ খানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্ট স্তব (তপঃ ?) করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীএ না হএ সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিআ করিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমস্বর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

হস্তলিপি আধুনিক—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের, পত্র সংখ্যা ৪৩। লেখকের নাম শ্রীমান আচার্য্য, পীং দুর্গারাম আচার্য্য সাং পাটনাকোটা (জেলা চট্টগ্রাম)।

৪৮। মৃগলব্ধ।

এই গ্রন্থে শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। আকারে অতি ক্ষুদ্র না হইলেও গুণে তত বড় নহে।

প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ বলিয়া ইহা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত। বহু দিনের রচনা বলিয়া ইহার ভাষা তেমন সরস নহে।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর-চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে ধ্যায় যার চরণ।
হেন শিব জগৎ জীব ভিখারি লক্ষণ॥
সোঙরণে (স্মরণে) সকল দুঃখ দারিদ্র্য পলায়॥
যেই জনে বোলে ইহা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
সেই শিব পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
মৃগলব্ধ কথা কহি পাঞ্চালীর ছন্দে॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
যেন মত অবনীতে হইল প্রকাশ॥

গ্রন্থারম্ভকাল :—

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্ত বিংশতি শুক্রবার হয়।

ভণিতা :—

মৃগলব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেব গায়॥

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতা।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ
ধরণী লোটাইয়া বন্দম জন্ম গুরুজন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম্ মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥

শেষ :—

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুম্মি পুণ্যবান্।
রাজ্য সনে আইলা তুম্মি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী দুইমাত্র না দিবো তোম্মারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাস-শিখরে॥

* * *

সেবক বৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥

* * *

পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়ে ঠাকুরুণ।
অন্তকালে স্বর্গবাস থাকে চিরকাল॥

* * *

ভক্তিভাবে শুনে যদি মৃগলব্ধ পোথা।
অবিচারে স্বর্গে জাএ তাতে নাই বাধা।
গোপীনাথ সুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পাএ।

উল্লিখিত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী। এই গ্রামে এখনও রতি দেবের ধ্বংশ থাকাই সম্ভব। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের জন্মস্থান হইলেও রতি দেব সম্বন্ধে অন্য কথা সংগ্রহ বিস্তর আয়াস-সাধ্য।

৪৯। সারদা-মঙ্গল।

এই সুন্দর কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। ১ম হইতে ২৮শ পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যেও ২য় পাতা নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডী কাব্যের মত ইহাও একখানি চণ্ডীকাব্য। বোধ হয়, এই বিষয়ে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২৮শ পাত পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক নকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আরম্ভ :—

এক দন্ত মহাকাএ, জোগাসন সদাএ,
চারি ভুজ গজেন্দ্র বদন।

সিন্দূরে শোভিত অঙ্গ, অতিশয় সব্ব রঙ্গ,
কুসুম সুগন্ধি মালা সাজে।
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ে, মত্ত হইয়া মধু স্বরে,
মদগন্ধ গণ্ডেতে বিরাজে।
ঘটেতে আসিয়া, বিঘ্ন সব নাশিয়া,
কৃপা কর নায়কের প্রতি।
মূষিক বাহনে জেবা, মহিমা জানিবে কেবা,
মুক্তারাম সেনের প্রণতি।

নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ঘোষা স্বরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে :—

রাগ—সঙ্গীত ভাঙ্গা ঘোষা।

তেহি ত্রাতা দেবী জএ দেবী দাতা।
সেই মাতা হও মোরে প্রসন্নতা। ধুয়া।
আদি শকতি দুর্গা ভাবিএ বিষমে।
যার গুণ গাএ বেদ আগম নিগমে।
নমহ চণ্ডিকা দেবী প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী।
যে করে তোমারে পূজা খণ্ডাএ দুর্গতি।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষা লিখিয়া কবি সর্ব্বত্রই "আদি শকতি ইত্যাদি" বলিয়া উহা শেষ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় :—

চাটেশ্বরী রাজা বন্দোম্ পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব আনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর।
* * *
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর।
* * *
মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে রিপুগণ প্রতিকারী।
* * *
চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম্ নিজ গ্রাম।
যন্মহ জনম ভূমি দেবগ্রাম নাম।
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেজ যে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম।
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর।
বেদের উৎভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর।
আদ্য অত্রি অর্জুন পারগব বারস্ পৈত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত।
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া।
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ।
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি।
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম।
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুতা আমার জননী।
পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস।
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিলো আশা।
অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নৈরাশা।

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সুন্দর ভণিতাটি আছে :—

গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে।

গ্রন্থ রচনা কাল : —

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জান।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী।

এই একটি ধুয়া কেমন সুন্দর দেখুন :—

কুছ রাগ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।
পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে। ধুয়া।
রাধার বধের ভাগী হইবো সেই নারী।
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে।
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে।

ন জাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন কি কপালে আছে লিখি।

গ্রন্থকার তরল-পয়ার-প্রিয় ছিলেন, বোধ হইতেছে। তরল পয়ারে গ্রন্থের অনেকাংশ লেখা। একটুকু দেখুন :—

খুলনাএ সদাএ স্মরে মহামাএ।
স্বপ্নে গিয়া হরপ্রিয়া সাধুরে চেআএ।
দেবী বোলে তুমি ভালে আছ সদাগর।
তোমার গৃহে নৃপতিএ করে অত্যান্তর।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের শেষ পত্রের শেষ এইরূপ :—

রাগ—তুড়ি। ঘোষা।

কেলি কমলে গো ত্রিপুর সুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কথ অরুণ ঘটা,
শিব যোগিয়া মন মোহে।
কালীদহে স্থলে মাত্র কমলের বন।
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ।
অবহেলে গজ গিলে হেরিঞা অবলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষেণে পেলে অতিশয় চপলা।
কোন খানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একুমেলি।
ব্যাঘ্র ঠাই মৃগে যাই পুছএ কুশল।
তথাপির কারে কেহ নাহি করে বল।

'দেবগ্রাম' অপভ্রষ্ট হইয়া 'দেয়াঙ্গ' নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কাগজে পত্রে 'দেবগ্রাম' বলিয়া লিখিত হইত। এখন তৎস্থলে 'আনোয়ারা' হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে মুনসেফী আদালত ছিল, এখন পটীয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মুক্তারামের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫০। তারিণী-চৌতিশা।

আরম্ভ :—

গো তারিণি, তার গো এইবার।
বিপদে পড়িয়া মা ডাকম্ বারে বার।

রাগ—কাক ছন্দ।

আদো বন্দম মুই সরস্বতী মাতা।
আমার কণ্ঠেতে মাও হও সুরজ্ঞাতা।
অগ্ন্র দিয়াছেন গুরু আমার হৃদেতে।
আইস শিরেতে মোর চৌতিশা গাহিতে।
করজোড়ে করম স্তুতি কর প্রতিকার।
কাকুতি করম মুঞি চরণে তোমার।
কুপুত্র দোখয়া মোরে না চাও ফিরিয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে কিন্তু কর দয়া।

শেষ :—

ক্ষীণবুদ্ধি মুই মূঢ় কি বলিতে পারি।
ক্ষেম অপরাধ মোর হেমন্ত কুমারী।
ক্ষিতির অথেক লোক শুনরে বচন।
ক্ষিতিতে তারিণীর গুণ গাও সর্ব্বক্ষণ।
তারিণীর চৌতিশা যেবা শুনে আর পঠে।
অন্তকালে যাইবা সেই ভবানী নিকটে।

* * *

ভক্তি করি যেবা পঠে কার্য্যসিদ্ধি হএ।
হেলা করিলে ভাই নরকে পচএ।

ভণিতা :—

দৈবজ্ঞ শ্রীরাম প্রসাদ তাহার যে সুতে।
শ্রীরাম তনু কহে তারিণী পদেতে।

রচনাকাল :—

রুদ্র মণি নেত্র মহী সন যেই ষটে।
দেবগ্রাম বসতি করে জয়কালী নিকটে।

শুভঙ্করের ন্যায় এই রামতনু ঠাকুর মহাশয় দেশীয় কালীর অনেক আর্য্যা লিখিয়াছেন। আমাদের নিকট অনেকগুলি আছে। দেবগ্রাম, বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা।

৫১। ভারত সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

দেবী সরস্বতী ব্যাসদেব প্রণমিয়া।
ভারত-সাবিত্রী রচে রাজা প্রণাম করিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্রে বলে শুন সঞ্জয় সুদন।
কথায় চতুর তুমি গুণের ভাজন॥
কৌরব পাণ্ডব যদি রণে দাঁড়াইল।
সমবায় করি কেবা যুদ্ধে প্রবেশিল॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহত সঞ্জয়।
কার হইল যুদ্ধে জয় কার পরাজয়॥

*   *   *

শেষ :—

সংগ্রামেতে ভক্তি করি যেই নরে পঠয়।
কার্য্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক বিস্ময়॥

*   *   *

মাতা পিতা গঙ্গার জলে স্নান করাইলে।
তথা পুণ্য হয়ে তবে ভক্তি এ শুনিলে॥
কৃষ্ণ ব্যাসদেব যারে কহিল নিশ্চয়।
পাপ নাশ হইয়া যাবে গোবিন্দ আলয়॥
কৃষ্ণ সনে গোপ্ত বেক্ত করিয়া প্রবন্ধে।
ভারত সাবিত্রী রচিলা নানা ছন্দে॥

"ইতি ভারত সাবিত্রী সমাপ্ত। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণুনমো অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্রপক্ষে নবম্যাঃ তিথৌ বাৎস গোত্রস্য শ্রীরামহরি সিংহ দাস স্বঅক্ষরং-মিদং শাস্ত্রং। এই পুস্তকের মালিক শ্রীরাম-তনু দেঅ দাস সাং ধর্ম্মপুর। লিখনং পুস্তক মোকাম কৈলকাতা বাসা খিদিরপুর। ইতি সন ১১৫৬ মঘি তারিখ ৩১ আশ্বিন রোজ রবিবার।" পত্র সংখ্যা ৭; দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই।

৫২। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু একাধিক ভণিতা আছে। হস্তলিপি তত প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

আদ্য অনাদ্য সেই পুরুষ আকার।
যাহারে ভাবিলে হয় শমন উদ্ধার॥
গণেশ বন্দিয়া বন্দম্ ভবানী চরণ।
দেব শূলপাণি বন্দম্ বৃষবাহন॥

*   *   *

মুনির সঙ্গে রঘুনাথ বৈসেন্ত কানন।
জনক দুহিতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুনিতে কহেন রামে করি পরিহার।
মোর সম দুঃখিত নাই রাজার কুমার॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শান্ত কর চিত্তে।
তোমা হতে দুঃখিত কত আছে পৃথিবীতে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা নৃপ শিরোমণি।
রাজা সমে মহা দুঃখ পাইল মহাগুণী॥

শেষ :—

স্ত্রী পুত্র যত লোক অযোধ্যাতে বৈসে।
জয়ধ্বনি দিয়া তবে উঠিলা হরিষে॥
পুষ্পরথে চড়ি সবে স্বর্গপুরী যায়।
ঋষি সবে বেড়িয়া মঙ্গল গীত গায়॥
অপ্সরায় নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায় গীত।
মহাদেবী সনে রাজা হইলা আনন্দিত॥
বিশ্বামিত্র মুনি রাজায় করিলেক স্তুতি।
পুত্রদারা সহিতে সব স্বর্গে হৈল স্থিতি॥

ভণিতা :—

(১) বিদরিব কাল হিয়া, পাসরিমু কি দেখিয়া,
মাধবে রচিল সুবচন॥
(২) কহেন মাধব দাসে রচিয়া পয়ার।
(৩) কহেন মাধবানন্দে শুন সভাজন।
রাজ্যদান দিয়া রাজা চলিলেন বন॥
(৪) মাধবানন্দ সুতে ভণে, স্থিরচিত্ত নাহ মনে।
(৫) মাধব সুত নন্দে কহে ভাবি চক্রপাণি।
রাজারে সান্ত্বাই বোলে সুন্দর কামিনী॥

তবে কি 'মাধব' 'মাধবানন্দ' আর 'মাধব-সুত-নন্দ' এই ব্যক্তিত্রয় মিলিত হইয়া

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি প্রণয়ন করিয়াছেন? 'মাধব'কে 'মাধবানন্দের' সংক্ষিপ্ত নাম মানিয়া লইলেও 'মাধব' 'মাধব-সুত নন্দ' ত কখনও উক্ত নামদ্বয়ের সাহিত অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পিতা পুত্রে এই বহিখানি লিখিয়াছেন, এইরকম বুঝা যায় নাকি?*

৫৩। জঙ্গনামা।

পারস্য ভাষায় নামকরণ হইলেও এখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ। 'যুদ্ধ কাহিনী' বলিয়া ইহার বাঙ্গালা নামকরণ হইতে পারে। হজরত মহম্মদ মস্তফা সাহেবের জামাতা বীরকেশরী হজরত আলির কৃত যুদ্ধ বিবরণ ইহার আলোচ্য। গ্রন্থবর্ণিত অনেক যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন মূর্ত্তিপূজকদিগের বিরুদ্ধে এ সমস্ত আহব সংঘটিত হইয়াছিল। সকল যুদ্ধেরই পরিণাম মহম্মদীয়গণের জয়লাভ ও বিজিতাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংযোজিত হইয়াছে, দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে সে সকলে কেহ আস্থা স্থাপন করিবেন কিনা, বলা যায় না।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। প্রাপ্ত অংশের আনুমানিক চরণ সংখ্যা ছয় হাজার। হস্তলিপিখানি নিতান্ত আধুনিক। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় লোক। বঙ্গভাষায় মুসলমানগণের প্রভাব প্রদর্শন জন্য এ গ্রন্থ প্রকাশ করা মুসলমানগণের একান্ত উচিত। বিষয়ান্তর গ্রহণ করিলে এই গ্রন্থকার বঙ্গভাষার ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

সম্ভবতঃ গ্রন্থের 'বন্দনা'টি নকলনবিশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গীয় সকল কবিই গ্রন্থারম্ভে ছোট বড় একটা মঙ্গলাচরণ দিয়া গিয়াছেন; ইনি সেই চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন নাই, সহসা এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

আরব দেশের এক সহর অনুপাম।
বহুলোক বসয়ে নখশ ধরে নাম।
সে রাজ্যেতে আছে এক বুরূহ উচ্চতর।
দেখিতে পর্ব্বত আলগুন্দ সমসর।
হারিছ আজদর নামে এক নরপতি।
তথায় বসতি অবিরত পূজে মূর্ত্তি।
সেই মহীপাল ঘরে ছিল তিন সুত।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রূপে অদ্‌ভুত।
সেই পাপিষ্ঠের ছিল যত সব ঘটে।
সাধুগণ ধন হরে নিরোধিয়া বটে।
অবিরত রাহাজানি করে পাপমতি।
আপনার পুত্রগণ করিয়া সঙ্গতি।

বঙ্গভাষায় বিস্তর মুসলমানী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সবগুলি কিন্তু বঙ্গভাষার ইতিহাসে আলোচনা করা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থ কেবল 'মুসলমানী বাঙ্গালা'-নামক অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। তাহাতে আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষার মিশ্রণ আছে। সমালোচ্য গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, অপিচ সরল। তরল পয়ার ছন্দে কবি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। একটু নমুনা দিতেছি:—

মহীপাল এই বোল শুনি সর্ব্ব সৈন্য।
সাজ রণ সর্ব্বজন কৈল ততক্ষণ।

* এই পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম বর্ষের 'আলো' পত্রে (১৩০৬) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যত বাদ্য নৃপ বিদ্যমানে আনাইলা।
একবারে বাদ্যোপরে প্রহার করাইলা।
দগরেত কাটিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল তবে।
অশ্ববার পদাতির হইল সিংহধ্বনি।
বারগণ আস্ফালন বিবরে মেদনী।

গ্রন্থখানি চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক প্রাচীন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য রকমে তৎসম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না থাকায়, আমরা এখানেই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছি।

১। উদ্ধামিলা=উঠাইলা।

সর্ব্ব শক্তি আলি প্রতি খড়্গ উদ্ধামিলা।
একগাছি লোম বেঙ্কা বাবতে নারিলা।

২। জান=সংবাদ।

আমার জনকস্থান, তুমি যাই দেও জান
তবে আমা রক্ষা করিব।

৩। ঘন=সেনার ঘন সন্নিবেশ। ইংরাজীতে যেমন Thick of battle

'আপনাকে দেখিলন্ত সৈন্যের ঘনএ।

সপ্তমী বিভক্তির 'এ' যোগ না করিয়া অনেক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪। ঠাঠার=বজ্র। Thunder শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য।

যদি দেখ অন্ধকার ঘন বায়ু বৃষ্টি।
ঠাঠার গর্জ্জনে টলমল হৈল সৃষ্টি।

৫। তোকাই=তালাস কর।

লাগিলা পদাতি বাস চাহিতে তোকাই।

৬। তোহর=তোমার।

বিক্রম তোহর, ধিক হোন্তে মোর,
কোথা প্রাণ তোর নিবে।

'ধিক' শব্দ অনেক স্থলে 'অধিক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। এখানেও তাহাই।

৭। দোহারি মোহারি=অর্থ কি?

'কাড়া শিঙ্গা ভেউল কর্ণাল যে ঝাঁঝার।
কাঁসা করতাল বাজে দোহারি মোহারি।'
'দোহরি মোহরী বাঁশা, কবিলাস রাশি রাশি'
কাড়া শিঙ্গা রবে পড়ে মাটী।'

৮। আছউক=থাকুক।

আছউক তুলিব শিলা লাড়িতে নারিলা।

৯। উভা=দণ্ডায়মান।

তা শুনিয়া উভা হৈয়া বলে আমনাক।

১০। অশ্বেতু=অশ্ব হইতে।

তা দেখি হানিফাহত অশ্বেতু নামিলা।

১১। অহর্মণি=সূর্য্য।

অহর্মণি বিনে জগ হৈল অন্ধকার।
কালিম বরণ হৈল সকল সংসার।

১২। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি'।

বলে বারে ততক্ষণ, সুস্থ হৈতে দোহ জন,
তোমা মনে শ্রদ্ধা নি আছয়।

১৩। রইছ=প্রধান ব্যক্তি।

রইছ যাহার বলে শুন গুণিগণ।
হিন্দুস্থানী ভাষে তারে বলে মুখ্য জন।

ইহা আরবী শব্দ। ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Reis' হইয়াছে।

১৪। সয়াল=সকল, নিখিল।

টল মল হই গেল সয়াল সংসার।

১৫। অনাখড়্গো=বিনা খড়্গো, খড়্গহীন

অনাখড়্গো আমারকে দেখিয়া রছুল।

১৬। অনাকাজে=অকাজে, অনর্থক।

অনাকাজে করন্ত রোদন।

১৭। অনাদেখা=অদেখা; অদৃষ্টপূর্ব্ব।

অনাদেখা রছুলকে দেখিলা নয়ানে।

১৮। চোখা=তীক্ষ্ণ।

মুষ্টি ভিডি হানিলেক চোখা অসিধার।

১৯। অঘোষ = অখ্যাতি।

অঘোষ ঘুষিব যত সংসারের লোক।

২০ ধরাহর = সম্ভবতঃ সভা গৃহ।

এই শব্দটি কবি আলাওল বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ডেহার' শব্দের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

দেখিতে অদ্ভুত রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
কম্পিতে লাগিল নৃপতির ধরাহর॥'
'নৃপতির ডেহরির দ্বারে গেল যবে।'

'ডেহরি' শব্দ চট্টগ্রামে এখন 'বাহির বাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১। খাঁখার = কলঙ্ক।

আমার দাসের পুত্র কুলের খাঁখার।

২২। 'ঘন' শব্দ অনেক স্থলে 'অতি নিকট' অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়।

ধরি ফণী ফণা, বাই আলি ঘনা,
দংশিবারে চাহে তানে।

নিম্নের বাক্যে 'মধ্য' অর্থও হইতে পারে।

এক স্থানে দেশ ঘনে উত্তরিলা যবে।

২৩। গ্রন্থকার অনেক প্রাকৃত বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। করসি, যাওসি, জানসি, হসি (হওসি), ইত্যাদি অনেক প্রয়োগ আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

২৪। রাখি অর্থে 'রাখোঁ'। অনেক কবি 'রাখম' ব্যবহার করিয়াছেন।

ঐ মীন হোন্তে মুই রাখোঁ অতি জ্ঞান।

শুনিছোঁ = শুনিছম।

মোর জন্মাবধি না শুনিছোঁ হেন বোল।

২৫। করন্ত, বোলন্ত ইত্যাদি ক্রিয়া প্রয়োগও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

গ্রন্থকারের নাম নছোরোল্লা খান। এইরূপে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লাখান।
তান পুত্র কল্পতরু, বোরহানদ্দি জগগুরু,
রূপান্তর ইন্দুক সমান॥
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধরে॥
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীসুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান বেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা॥
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবুখান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন॥
আছিলেন পুত্র তান, শ্রীইছাহাক খান,
সারয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদয়ে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতুহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি॥

গ্রন্থকার স্থানান্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজ ইছাহাক গুণবান॥
তান পুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার।
* * *
রাম্বু দেশ নরপতি নামে ফতেখান।
যাকে মান্য কার বসাইলা বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর স্থানে যেবা গিয়া॥

হেন স্থানে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুছলমান॥
যাহার মধুর স্বর শ্রোতবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত॥

* * *

তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান॥

নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের পীরের (ধর্ম্মগুরুর) নামও জানা যাইতেছে।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু, দান ধর্ম্মে কল্পতরু,
পির হামিদাদ্দি গুণবান।
আখেরে তরান পার, করিবারে মোরে সার,
সেই বিনে গতি নাই আন॥

স্থানে স্থানে কবি তাহারই চরণে এইরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন :—

তান পদ পাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

চট্টগ্রামে 'কাছিম বাজার' বলিয়া কোন স্থান ছিল, কবি উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থান কোথায়?

* * *

চাটিগ্রাম সহর মাঝার।
এক দিন মনোরঙ্গে, কতজন যুবা সঙ্গে,
গেলাম বাজারে ভ্রমিবার॥
নানা বাক্য আলাপিতে, হাসি রসি রঙ্গ চিতে,
চলি গেনু কাছিম বাজারে।
সেই বাজারের কাছে, এক উচ্চ গিরি আছে,
জাঁহা-নমা বলয়ে যাহারে।

* * *

পূর্ব্বকালে সে সহর, ছিল মহা কলেবর,
কুলশীল এক অধিকার।
সেই মহা গিরিপর, টঙ্গী এক মনোহর,
নির্ম্মিলেক চট্টগ্রাম পতি।

* * *

এই গিরি অনুপাম, জাঁহানমা থুইল নাম,
এথা বসি দেখে বহুদেশ॥

এখন ত ইহার নাম গন্ধও শুনা যায় না। চট্টগ্রামের কোন্ গিরিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কি জানি?

কবি কোথাও আপন বসতি স্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের যে সকল নাম দেওয়া গেল, তাহা চট্টগ্রামের মীরেশ্বরী বা নেজামপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'বোরহানদ্দি প্রভৃতি নাম নেজামপুর অঞ্চলে আছে, চট্টলের দক্ষিণ অংশে নাই। তথায় এরূপ নামকে 'নবাবান্ত' করা হইয়া থাকে, যথা বোরহানদ্দিন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, কবির বাসস্থান ঐ অঞ্চলেই হইবে।

রচনা প্রণালী বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিশ্চিত করা যাইতে পারে। ইহার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বেই অনেক স্থান দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর নমুনা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তি সিদ্ধ মনে করি না। এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারান্তর্গত ডোমখিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আমির আলি চৌধুরীর নিকট আছে।

৫৪। ষড়ানন ব্রত-কথা।

গুয়া মেলানি পুস্তক।

কার্ত্তিক ব্রত।

আরম্ভ :—

অথ স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক ব্রত উক্ত গুয়া মেলানি পুস্তক লিখ্যতে।

ঘোষা :—ওহে হরিবোল বোলিয় ভালো হে।

প্রথমে বন্দিলুম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উক্ত পতি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥
গরুড়ের পিষ্টে বন্দম প্রভু গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর॥

তার পাছে বন্দম মুই দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডুম্বুরু বৃষ আরোহণ॥

*　*　*

ওরিশা বন্দিয়া গাম * ঠাকুর জগন্নাথ।
নানা জাতি একত্র হইয়া খাএ ভাত॥
শুন শুন সর্ব্বলোক করি জোর হাত।
এমত প্রভুর লীলা নহি জায়ে জাত॥
উত্তরে বন্দিয়া গাম হেমন্ত কেদার।
যাহার প্রসাদে তাল বন্ত্রের সঞ্চার।
চক্রশালা বন্দি গাম বুড়ারে শ্রীমাই। †
হাওলা বন্দিয়া গাম কালচান্দ গোসাই॥
ঝিওরি বন্দিলুম মুই বদরের মোকাম।
বাজালিয়া বন্দম মুই কাতালের পএজান॥

*　*　*

অতি পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
পুত্র কন্যা তান ঘরে কিছু না জন্মিল॥

শেষ :—

ধনপতি কালকেতু শুয়াত মেলান।
ফুলরা খুলনা দুই শুয়াত মেলান॥
শ্রীমন্তের হইল শুয়াত মেলান।
সকল প্রভৃতি হইল শুয়াত মেলান॥
শুন শুন ব্রতী সব হইয়া এক মন।
তোমার সবের হইল শুয়াত মেলান॥
মেঘনালে কাটে শুয়া মাজে দুই খান।
ক্ষীর নদীর সাগর হইতে চুন ভালো আন॥
সেই চুন দিআ তবে তুলাইল পান।
সুবর্ণের খিলান দিআ সেই পান তুলান॥

*　*

জ্ঞাতি সকল আসি দিল দরশন।
ষষ্ঠী পূজা করিলেক করি শুভক্ষণ॥
অপুত্রারে পুত্র দেঅ দেব ষড়ানন।
পুত্র পৌত্রে রক্ষা প্রভূ করহ আপন॥

ভণিতা :—

পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সঙ্কলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিআ তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনিষ লই গেল॥
সকল সম্বল নিল জিনিষ জে জথ।
পুস্তক জে নিল যদি মনে উঠকত॥
এই পুস্তকখান পড়ি রহিলেক।
উদ্ধার করিলাম আমি লিখিআ পুস্তক॥
এই পুস্তক তবে হইল সমাপন।
অধীনেরে বর দেঅ দেব ষড়ানন॥
তোমার চরণ মোর কণ্ঠের কবজ।
অধীনেরে কৃপা কর আপনে দেবরাজ॥

"ইতি সন ১২০০ মঘী তারিখ ২ কার্ত্তিক মতাবেক সন ১২৪৫ বাঙ্গালা মতাবেক সন ১৮৩৮ ইংবেজি তারিখ ১৬ আক্তুবর রোজ বুধবার বৈকাল বেলা চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষ ক্ষেণে লিখা সমাপ্ত। শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ সাকিন দেবগ্রাম (বর্ত্তমান দেয়াং বা আনোয়ারা)।" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৫।

৫৫। রাজকুমার পরিণাম।

পদসংখ্যা—৩৯।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কোন নাম নাই। উক্ত নামটি আমরা দিলাম। ইহাতে কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজকুমার বাবুর হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার দেওয়ান কিশোর মলানিশ (মহলানবিশ ?) বিষ প্রয়োগে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কাণ্ড কখন ঘটিয়াছিল, এবং কীর্ত্তিপাশাই বা

---

* গাম—গাই (গান করি)।

† চক্রশালা, হাওলা, ঝিয়রি এবং বাজালিয়া গ্রাম সকল চট্টগ্রামে অবস্থিত। শ্রীমাই (শ্রীমতী), ক্ষুদ্র নদীর নাম। হিন্দুরা পূত সলিলা মনে করেন।

কোথায়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। একটি অতীত ঘটনার সাক্ষী বলিয়া এখানে আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আরম্ভ :—

কবিতা প্রবন্ধ কিছু করিএ প্রচার।
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার॥
তাঁয়ের কীর্ত্তি যত, কৈমু কত, শুনতে চমৎকার।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে মতি সদাই অতি সদাচার॥
একদিন খুসী হইএ, পাল্কীত চইড়ে, কাচারিতে যাএ।
কাচারিতে যাইআ বাবু নিকাশ তলব চাএ॥
বাবুর কপাল মন্দ, সময় মন্দ, ঘইটল মন্দ দশা।
অকস্মাৎ লাগিল বাবুর জলের পিপাসা॥
দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এত দিনে পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা॥

শেষ :—

মনে ভাবে বাদ্‌সা হবে এটা মনে জানে।
তাহাতে পাষণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥
* * *
বড় ফেরববাজ ইংরাজ সহায় করিআ।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালাইআ॥

ভণিতা :—

বোলে গঙ্গারাম দাস মনেতে ভাবিআ।
এবার আমি আইসাছি হে শ্রীকৃষ্ণ ভজিআ॥

৫৬। ত্রিপদী চৌতিশা।

কএ মাতা কাত্যায়নী।
খএ মা খাবর-পাণি।
গএ মাতা গজানন-আই॥
ঘএ ঘোরতর রূপা।
উমে উমা স্বরূপা।
চএ চতুর্ভুজা দেবী মাই॥
ছএ ছয় তারা গৌরী।
জএ জগজ্জনেশ্বরী।
ঝএ মাতা ঝটিত-কারিণী॥
ঞিএ নিত্য আনন্দিতা।
টএ টঙ্কার স্থিতা।
ঠএ মাতা বট ঠাকুরাণী॥
ডএ ডাবুশ পাণি।
ঢএ ঢক্কাকারিণী।
আনন্দে রুধিরে কর পান॥
তএ মা ত্রিশূলধারী।
থএ মাতা স্থানেশ্বরী।
দএ দুঃখ কর পরিত্রাণ॥
ধএ ধূম্র বদনী।
নএ নমো নারায়ণী।
পএ মাতা পর্ব্বত নন্দিনী॥
ফএ মাতা রূপা ফণী।
বএ মাতা বারাহিণী।
ভএ ভক্ত ভবের ভাবিনী॥
মএ মাতা মহেশ্বরী।
যএ জগৎ গৌরী।
রএ রস্তারূপা সনাতনী।
লএ লক্ষ্মই বট মাতা।
বএ বৈকুণ্ঠ স্থিতা।
শএ মাতা শঙ্কর ঘরিণী॥
ষএ মাতা শাকাম্বরী।
সএ মা সঙ্কটেশ্বরী।
হএ মাতা হেমন্ত দুহিতা।
ক্ষএ ক্ষেম অপরাধ।
কর মাতা প্রসাদ।
রামলোচন দাসের বপ্রতা॥

এই কবির আরও একখানি চৌতিশা পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষ্মী-দেবীর পতি।
পদতলে প্রাণমোহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দম গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমোহ যথ দেবগণ॥

যেই ভাবে লক্ষ্মী দেবী সর্ব্বত্রে থাকিব।
যেই দোষ পাএ লক্ষ্মী পুরুষ ছাড়িব॥
যেই সব নারী জান লক্ষ্মী দেবী ছাড়ে।
সেই সকল নারী জান লোকে না আদরে॥
তাহার বিধান কিছু শুন দিআ মন।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন বিবরণ॥
মেরু পৃষ্ঠে সুখে হরি আছন্ত বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা করে কৌতুক করিয়া॥
কোন কোন স্থানে লক্ষ্মী ভ্রমিআ বেড়াও।
কোন দোষে লোক ছাড় তাহা মোরে কও॥

শেষ :—

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তি করি নমস্কার।
পুরাণের মত রচি লক্ষ্মীর প্রচার॥

* * *

এই কথা শুনে যেবা ভক্তি পুরস্কারি।
অবিরত লক্ষ্মী দেবী থাকে তার পুরি।
উপহাস্য করে শুনি লক্ষ্মীর চরিত্র।
তাহার শরীরে লক্ষ্মী ছাড়ে আচম্বিত॥

* * *

সুখ দুঃখ সমান যে পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্ম।
মনে ভাবি চাহ লোক কর পুণ্য কর্ম্ম॥
শুন শুন সাধু লোক লক্ষ্মীর চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হবে শরীর পবিত্র॥

ভণিতা :—

গুণরাজখানে ভণে শুন সর্ব্বজন।
পুরাণের মতে আমি করিলাম রচন॥

ক্ষুদ্র গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ৬; দুই পৃষ্ঠে লেখা। পূর্ব্ব-সমালোচিত পুঁথির সহিত স্থানে স্থানে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে আর এক 'গুণরাজ খাঁ' পাওয়া গেল। হস্তলিপির তারিখ আধুনিক,—১২১৬ মঘী ৫ মাঘ। পয়ারের পদ সংখ্যা ১৪৬ মাত্র।

৫৮। আত্মনিবেদনী চৌতিশা।

এই চৌতিশা খানির নাম নাই। দারিদ্র্য-পীড়িত লেখক ধনলাভের জন্য ভবানী পদে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার উপরোক্ত নাম দেওয়া অসঙ্গত নহে। পদ সংখ্যা ১৩৬। হস্তলিপি বড় পুরাতন নহে,—পঞ্চাশ বৎসরের কিছু কম।

আরম্ভ :—

প্রেমানন্দে ভজ মন ভবানীর চরণ।
পরকালে পাপ ছাড়ি তরিবে সমন॥
করজোড়ে করি স্তুতি শুন গো অভয়া।
কিঙ্কর জানিয়া মোরে দেয় পদ ছায়া॥
কপাল লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।
কৃপা করি বিঘ্ন মোর করহ মোচন॥

শেষ :—

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাবতী ক্ষেম অপরাধ।
খণ্ডাইয়া আপদ মোর করহ প্রসাদ॥
খণ্ড তপস্যা কৈল জন্মিয়া সংসারে।
খেদ রৈল তুয়া পদ নারি দেখিবারে॥

ভণিতা :—

শ্রীরামলোচন দাস কাশ্মিসে বসতি।
রামদুলাল মুন্সারের প্রথম সন্ততি॥
শিবচরণ দেওয়ানজীর বটএ জামাতা।
সদাএ ভবানীর পদে করএ বক্রতা॥

রচনা কাল :—

রুদ্র বসু চন্দ্র মঘী সন নিরূপণ।
কর্কটেতে ত্রয়োদশ দিনেতে লিখন॥
কুজবার সিতপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে।
সমাপ্ত হইল বেলা দশদণ্ড স্থিতে॥

পূর্ব্ব সমালোচিত ত্রিপদী চৌতিশাও ইহার লেখা। কাশ্মিস (কাশীয়াইস), চট্টগ্রাম পটীয়া থানার একটি গ্রাম। ইহার

প্রণীত একটি শ্যামাসঙ্গীত ও একটি বৈষ্ণব-পদ পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। সহস্রগিরি রাবণ-বধ।

ইহার হস্তলিপির তারিখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—১২১৬ মঘী। পত্র সংখ্যা ১১। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ। রচনা পরিস্কার হইলেও নীরস।

আরম্ভ :—বেদে রামায়ণেচৈব ইত্যাদি শ্লোক।

একদিন কৈলাসেতে মিলে দেবগণ।
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যথ দেবের আগমন॥
দেবতা সকলে তবে হইল একত্তর।
বসিলেক সভা করি শিবের গোচর॥

* * * *

শিব পুজি একত্রে মিলিল দেবগণ।
বিষ্ণুর সঙ্গে কহে শিবে পূর্ব্ব বিবরণ।
হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ।
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পূর্ব্ব কথা॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সেই সব বিবরণ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ॥

শেষ :—

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ॥

* * *

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি॥

* * *

সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর॥

* * *

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তখন॥
স্মরণ না হুঁক সবের যুদ্ধ বিবরণ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন॥

* * *

সর্ব্ব সৈন্য বিদায় দিআ রাম নারায়ণ।
পদ্মাবতী চলি গেলা আপনার স্থান॥
শুভলগ্ন করি রাম করিল গমন।
দেশেতে চলিআ গেল রাজা বিভীষণ॥

ভণিতা :—

দেব রাম কেশবে বোলে, গতি অতি মতিহীন,
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

৬০। অনন্তব্রত কথা (পাঁচালী)।

ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকায় হইবে। সমগ্র পাওয়া যায় নাই। তিন পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনন্তব্রত এদেশে এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন ইহা গীত হইত।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন।
সর্ব্ব দেবগণ বন্দম দেবগণ চরণ॥
অনন্তব্রতের কথা শুন এক চিত্তে।
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণেতে পুছেন্ত যেন মতে॥
যুধিষ্ঠির রাজা তবে চারি সহোদর।
সভা করি বসি আছে দেব গদাধর॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে শুন দেব নারায়ণ।
কোন মতে হএ মোর-পাপ বিমোচন॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা ধর্ম্মরাজার ঠাই।
অনন্তব্রতে সম ত্রিভুবনে নাই॥

ভণিতা :—

দ্বিজ মাধবে ভণে অনন্ত চরণে।

কান্দিতে কান্দিতে মুনি প্রবেশিল বনে ॥

হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।

৬১। দক্ষযজ্ঞ গায়ন।

এই 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত পুঁথিগুলি এইরূপ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এ সকল অভিনীত হইত না কি? এই পুঁথির অত্যল্প-মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই। হস্ত-লিপি ১২১৫ মঘীর। বড় অধিক দিনের রচনা নহে।

আরম্ভ :—

অনুমতি দেও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে?
চিরদিনের আশা মনে, যাইব পিতের ভুবনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে ধরি চরণেতে।
যাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাকলে তুমি থাকৃতে পার গেলে
রাইখতে পারি না॥
তুমি আমার সাধনের ধন, হৃদে রাখ যতনে,
এই ভিক্ষে চাহি গো সতি, হায় গো সতি.
তোমা যেমন হারাইনে॥

কথা।

ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার
জন্যে যাব;
তোমার ইচ্ছা হইএ থাকলে
অবশ্য যাইতে হএ॥

গান।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোলবে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে, অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল যেনে,
মিছে বাধা দেও গো কেনে,
মিছে বাধা দিও না গো ধরি শ্রীচরণে।

দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না॥

কথা।

ওহে প্রিয়ে, পিতের বাড়ী কন্যে যাইতে
আমন্ত্রণ কৈর্ত্তে হএ না; তুমি অনুমতি দেও।

৬২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

বৈশাখ মাসেতে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে।
বিরহ আনলে দগ্ধ করিআ রাধারে॥
বিদগ্ধ নাগরী পাইআ ছাড়ি গেলা মোরে।
বংশীরবে প্রাণি দহে শূন্য দেহ ঘরে॥

শেষ :—

চৈত্রে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ দরশন।
চন্দ্র চকোরে যেন হইল মিলন॥

ভণিতা :—

রামতনুর শিষ্য হএ শ্রীরামশরণ সেন।
এই বারমাস আমি পাইআছি অখন॥
দীননাথের শিষ্য হএ নামে ছত্রনারায়ণ।
অখনে গুরুর পদে করি আরাধন॥
আমার কনিষ্ঠ জান নামে শ্রীরাধামোহন হএ।
মম পুত্র শ্রীকালীকিঙ্কর নাম হএ॥
মম পিতার নাম হএ নামে ঘনশ্যাম।
খুল্লতা উৎসব রায় জানএ সংগ্রাম॥

পদ সংখ্যা ২৯। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী। লেখকের নিবাসস্থান চট্টগ্রাম—আনোয়ারা। অদ্যাপি বংশ আছে।

৬৩। স্বপ্নাধ্যায়।

আরম্ভ :—

পঞ্চ ভাই সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাক্লেশ বনবাস করে মহাধীর॥
একদিন পঞ্চ ভাই গহন কাননে।
দেখিবারে ব্যাসদেব তথা আগমনে॥
ব্যাস দেখি পঞ্চ ভাই দণ্ডবত হইল।
পরম আনন্দ মনে তাকে জিজ্ঞাসিল॥

কহ কহ পিতামহ শুনিএ তোমাতে।
রাত্রি শেষে যথা স্বপ্ন দেখিতে প্রভাতে॥
চক্ষু মুদিত স্বপ্ন দেখি প্রতিনিত।
দুঃস্বপ্ন কুস্বপ্ন কিবা হএ কদাচিত॥

শেষ :—

দিবাতে দেখিলে স্বপ্ন সকল বিফল।
ভালো মন্দ দেখিলে না হইব বিফল॥
স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা জাগিব কদাচিত।
শুচিত হইয়া কথা কহিব বিধিত॥
জল মধ্যেতে যেবা করিছে ভোজন।
অবশ্য নৃপতি হয়ে শুনহ রাজন॥
স্বপ্নে কুকুট পক্ষী দেখিছ মহাশয়ে।
পাইবা যে ভালো ভার্য্যা শুন মহাশয়ে॥
দ্রুপদ রাজার ভার্য্যা (?) আছে স্বয়ম্বর।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ সহোদর॥
স্বপ্ন দেখিয়া বন্ধুজনে না ভাবিব ভাল।
তবে সেই স্বপ্ন হইতে হইব জঞ্জাল॥
এথ বলি ব্যাস দেব হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই মতে স্বপ্নাধ্যায় হইল সমাধান॥

ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পদ সংখ্যা ৮৮ মাত্র।

৬৪। লবকুশের যুদ্ধ।

ইহার কয়েকটি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই নামে তিনখানি পুঁথি পাওয়া গেল;—একখানি পূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে, আর একখানি পরে আলোচিত হইবে। সমালোচ্য পুঁথির ভণিতা পাই নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

আরম্ভ :—

অশ্বমেধ কহি এক কৌতুক প্রসঙ্গ।
জয়মুনি ভারত মতে করি পদবন্ধ॥
লবকুশ জন্মিলেক মুনি তপোবনে।
শব্দ পরিচয় মহে রাম [illegible]॥
সবে মাত্র দুই ভাই পরিমিত অস্ত্র।
পৃথিবীর সৈন্য সমে প্রভু রামচন্দ্র॥
পিতাপুত্রে মহারণ অতি অসম্ভব।
লব কুশ স্থানে সব সৈন্য পরাভব॥
কথদিন ভ্রমি ঘোর দেশ দেশান্তর।
দৈবযোগে নিজ দেশে আসিল অশ্ববর॥
জাহ্নবী তরিআ গেল মুনির আশ্রমে।
লবে দেখি অশ্ব বান্ধে কদলীর বনে॥
অশ্বের বন্ধন দেখি কোপ করি মনে।
কেবা দিছে কেবা দিছে পুছে জনে জনে॥

৬৫। বিরস পাঞ্চালী—ভ্রমরপদ্মিনী।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থল পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বড়ই দুষ্পাঠ্য। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন কথা বলা চলে না। গ্রন্থের নামটি যথাযথ লিখিয়া দিলাম। প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নাই; হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৫ মঘী। ভাষা গদ্য পদ্য মিশানো। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল। ইহা আধুনিক রচনা কিনা, আমি বলিতে পারি না :—

আরম্ভ :—

হেম ঋতু যথ দিন ছিলো, তথ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের মধু খাইতো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বাকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাতে অনেক দিনের পর ভ্রমর আইসাতে পদ্মিনীর মনেতে পরিচিতু হইয়া ভ্রমরকে কি বলেছে তাহা শুন :—

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে কের হলা।
সাথে যোলে বার খাইতে, সাথে এ বেড়াস্ পথে পথে,
[illegible] পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা॥

তাইতে তোরে যাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাকা নাহি রহে (রএ)
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, সদাএ করস্ রঙ্গরস,
দেখনা তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ।

(এস্থলে পদ্মিনী ভ্রমরকে যত সব দেবতাদের চিহ্ন সকলের তালিকা দিতেছেন); যথা :—

'ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে।'
ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর একটি 'গায়ন'; তার পর,—

"পদ্মিনীর অতিশয় মান দেইখে ভ্রমর বৈলেছে :—

পদ্মিনীর দেইখে মান, ভাবে অলি অপমান,
বিনয় করিআ কাইন্দে বোলে।
শুন ওগো কমলিনী, তোমা বহি নাহি জানি,
কখন না যাই অন্য ফুলে।
আমি দেহ তুমি প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
আটা আছে পিরীতির খিল।
আমি যেইখানে যাই, তোমা হইতে গুণ গাই,
তোমা ছাড়া নাই এক তিল।
ভ্রমর-বিক্রীতি পদ্মিনী কাছে, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে
আমি নাকি বদ্ধ থাকি হইআ।
মিথ্যা অপবাদ দিএ, এবার সইবে লো প্রিয়ে,
কথা কহ সূর্য্য অস্ত যাএ।"

নিম্নের পরিচিত বাক্য দুইটি এই পুঁথিতেও পাওয়া যাইতেছে :—

ওহে ভ্রমরা আমার কলঙ্ক হউক তাহে নাহি ডর।
তুমি মাত্র সুখে থাক ভাবি নিরন্তর।
আমি হৈলাম পুরাতন ফুরাইল মধু।
অখন কি দিআ মন ভোলাও বধু।

স্থানে স্থানে সুন্দর কথাও আছে, এই দেখুন :—

(১) ভাবিলে অলি তোমার গুণ,
জলেতে লাগে আগুন,
পাষাণ ভিন্ন হৈআ যায়।
(২) কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজঙ্গনা কত দুঃখ পাইলে।
কালো কোকিলের স্বরে বিরহিনী জ্বলে।
কালো নয়ানের তারা দুইকুল মজায়।
কালোজল দেখিলে পরে দ্বিগুণ জ্বালা হএ।
যার রূপে এতিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো।
তুই তো ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধু দান দিএ তোর হইলাম দোচারিণী।

গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আর লেখা হয় নাই।

৬৬। জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী।

পূর্ব্বে এই নামের আরও একখানি পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। সেখানি ও এইখানি মূলতঃ এক হইলেও ভিন্ন হস্তের রচনা। ক্ষুদ্র পুঁথি। পদ সংখ্যা ৭২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হএ বিঘ্ন বিনাশন।
সরস্বতী পাদপদ্মে প্রণতি করিয়া।
আম্ভার কণ্ঠেতে স্থিতি করহ আসিআ।
শিরে করি বন্দম্ উমা মহেশ্বর।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভবসাগর।
জয় মঙ্গল চণ্ডিকার পাঞ্চালী যেবা শুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়ে তার চণ্ডিকা কারণে।
এক দিন কৈলাসেতে মহাদেব গৌরী।
নানা রঙ্গে পুষ্প তুলে যোলেন অধিকারী।

শেষ :—

নমস্কার করি রম্ভা সুখ অঙ্গে বৈসে।
মরি গেল ভদ্রা চেরী চণ্ডীর আদেশে॥
ভদ্রার পেলিল নিআ তেলাকুচি বন।
এহারে শুনিলে হরে দারিদ্র্য লক্ষণ॥
*　　*　　*
স্বর্গ হোতে পুষ্প ঘন বরিষণ।
ভদ্রারে পোলিল নিআ জলের ভুবন॥
পুত্রবধূ বরে কথা শুনে যেই জন।
রোগ শোক দরিদ্রতা খণ্ডে ততক্ষণ॥
চণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা পঠে শুনে গাএ।
লক্ষ্মী দেবী দৃষ্টিতে অলক্ষ্মী ছাড়ি যাএ॥
ভক্তজনের মতি জন্মে করি নমস্কার।
পুস্তক বিশাল হএ না লিখিল আর॥

"ইতি সেবক শ্রীমাগনদাস সেন সাং বরমা (জেলা চট্টগ্রাম)। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ॥"

৬৭। লবকুশের যুদ্ধ।

এই পুঁথির প্রথম পাতা নাই। পত্র সংখ্যা ১৮; দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ :—

দেখিল পড়িছে রণে শত্রুঘ্ন কুমার।
ভাই ভাই বোলিআ লাগিল কান্দিবার॥
ধুলা ঝারি শত্রুঘ্ন রথে তুলি লইল।
কথ দূরে সেই দুই বালক দেখিল॥
দেখিআ লক্ষণ বীর ভাবে মনে মনে।
গর্ভবতী সীতারে এড়িল এই বনে॥
বালমীকি আসিআ সেই নিলেক সীতারে।
দৈবে বুজি এ দুই সীতার কুমারে॥
এথ ভাবি পরিচয় পুছে লব স্থানে।
সত্য করি কহ শিশু হও কোন জনে॥

শেষ :—

এথেক কহিআ তবে দেব প্রজাপতি।
চলিল যে নিজ পুরে দেবের সঙ্গতি॥
তখনে ভূতল হোন্তে শব্দ নিঃসরিল।
শান্ত হও রামচন্দ্র পৃথিবী বলিল॥
ইহলোকে সীতা সঙ্গে নাহি দরশন।
গীত শেষ রামায়ণ করএ শ্রবণ॥
ক্রোধ সম্বরিলা রাম অনেক যতনে।
পৃথিবীর বচনে রাম ব্রহ্মার বচনে॥

ভণিতা :—

লোকনাথ সেনে কহে, না করিঅ শোক ভয়ে,
রাম পুনি যাইব দেশেতে॥

"ইতি লবকুশের যুদ্ধ সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীছাত্র নারায়ণ আউচ। ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণ।"

৬৮। সত্যপীরের পাঞ্চালী।

এই পুঁথিখানি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুঁথিগুলি একরূপ প্রহেলিকা মাত্র। এই পুঁথিরই আর একখানি নকল পাইয়াছি, তাহাতে 'ফকির চান্দ' ভণিতা আছে। আবার অদ্যকার সমালোচ্য পুঁথিতে ভণিতা দেখিতেছি, দ্বিজ পণ্ডিতের; অথচ মূল বিষয় একই, স্থানে স্থানে দুই এদের পার্থক্য আছে মাত্র। অদ্যকার পুঁথির প্রারম্ভের এই দুইটি চরণ নূতন :—

প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাঃহেতু কৈলা প্রভু জগত সৃজন॥

ভণিতা :—

পীরের চরণতলে, দ্বিজ পণ্ডিত বোলে
কৃপা কর সাধু দুই জন॥

নিম্নলিখিত শব্দগুলি আলোচনার যোগ্য বোধে এখানে দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম

নিকার=দাসী কর্ম্ম।

আর এক দিন তবে সাধুর কুমারী।
নিকার করিতে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী॥

নিশ্চয়ার্থক 'টি' স্থলে 'খানি' প্রয়োগ :—

তা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সাধুর কন্যাখানি।
তারা সবে শুনিয়া জে বলিলেক বাণী॥

অথান্তর=বিপদ।

এথাতে ঠেকিল এক অথান্তর বাণী।
মাএ ঝিয়ে দুই জনে করএ জে ছিন্নি॥

ছাপা=(নৌকা) ঘাটে লাগা।

শশুরে ছাপাইছে নৌকা জামাতা হইছে তল।
তা দেখিয়া মাএ ঝিএ কান্দিয়া বিকল॥

"ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ ১৯ ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতিবার। এই পুস্তকের হক মালিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ চৌং পীং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌং।" পত্র সংখ্যা ১২। দুই পৃষ্ঠে লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক।

৬৯। পরাদ (প্রহ্লাদ) ভক্তের চৌতিশা।

পদ সংখ্যা ১৩৬।

আরম্ভ :—

করজোড়ে পরাদে করএ নিবেদন।
করুণা সাগর হরি তুমি নারায়ণ॥
কাটিবারে চাহে মোরে জনক দুর্ব্বার।
কাতর হইলুম রক্ষা কর এইবার॥
খরতর দৈত্য সবে বেড়ি চারি ধার।
খাণ্ডাএ কাটিতে চাহে শরীর আহ্মার॥
খগপতি নাথ তুমি জগতে খ্যাতি।
খণ্ডাও আপদ মোর প্রভু যদুপতি॥

শেষ :—

সাতালি পর্ব্বতে তুলি মারিল পাছার।
সারিলা আপনে মোরে না কৈলা সংহার॥
সকল তোহ্মার মায়া জানিলুম নিশ্চয়।
শরণাগতেরে রক্ষা কর দয়াময়॥
হরষিতে যাইমু প্রভু বৈকুণ্ঠ নগর।
হিত কর আপনে আসিআ গদাধর॥
হুহুকারে দৈত্য সৈন্য করিলা সংহার।
হইলুম দাসের দাস রক্ষ এইবার॥
ক্ষেপিআ অসুর সৈন্য করহ সংহার।
ক্ষিতিতলে খ্যাতি রাখ আপনার॥

ভণিতা :—

ক্ষম অপরাধ মোর প্রভু গদাধর।
ক্ষীণ সীতারাম দন্তে মাগে এইবর॥

'প্রহ্লাদ'—"ডলয়োরভেদঃ" সূত্র মতে 'পড়াদ' হওয়াই উচিত নহে কি ?

৭০। বিদ্যাসুন্দর (গায়ন)।

শুনিতে পাই, 'গায়ন' শ্রেণীর সমস্ত কাব্য-গুলি এদেশে পূর্ব্বে অভিনীত হইত। এই-গুলি বর্ত্তমান কালের নাটকের অভাব পূর্ণ করিত, সন্দেহ নাই। আবার দেখিতেছি, প্রায় সব 'গায়ন' গুলিই একই ধরণের। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির ভাষা মার্জ্জিত; রচনা কোন সময়ের বলা যায় না। লেখকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১২০১ মঘী অর্থাৎ ৬১ বৎসর পূর্ব্বে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ এইরূপ :—

জগদম্বে তোমার অপার লীলে অনন্ত মায়াএ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সদাকাল পুরন্দর।
বসে আছে তদুপর (?) তোমার লীলাএ॥
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা কাশীবাসিনি।
অন্নের জন্তে হইলেম হর ত্রিশূলপাণি।
তোমার চরণ পূজিএ দশাননেরে বধিএ,
রামচন্দ্র রাজা হলে কল্লেন আপনি।
কেলুয়া ভাবিস্ কিরে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাই না গো আর॥

এইরূপে মেথর, মেথরাণী দিয়া গ্রন্থের অবতারণা। কোনটি কাহার উক্তি, সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্থানে স্থানে ভাষা

সুন্দর। মালিনীর উক্তির কিছু নমুনা দেখুন :—

"একলা প্রাণে ক'দিক যার,
পড়্যাছি এক বিষম লেটাএ।
যে দিকে না চাইএ দেখি, সেই দিগেতে
সব রৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে, বিরহিণী প্রাণে মরে,
মালঞ্চে না গেলে পরে, কুসুম কলি সব
লুটে যাএ।"

৭১। গোবিন্দ-বিজয়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে এই গ্রন্থখানি বোধ হয় প্রকাশিত হইয়াছে। নাম সম্বন্ধে এই বৈষম্য কিরূপে হইল, বলা যায় না। ইহা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র। আমি দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি। রচয়িতার নাম মালাধর বসু। তাঁহার উপাধি গুণরাজ খাঁ। ইহা গৌড়ের সম্রাট হোসেন শাহার প্রদত্ত। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' উপাধির ভণিতা। 'মালাধর বসু' ভণিতা কেবল এক স্থানে পাইয়াছি। বাবু দীনেশ-চন্দ্র সেন মহোদয় কবির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা একাদশ স্কন্ধের অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে কি ?

'বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মাত।

এই দুই ছত্র ভিন্ন তাঁহার আত্ম-বিবরণী সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্র সংখ্যা ১৩৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। আনুমানিক চরণ সংখ্যা ১৪৭৪২। পয়ারে অধিকাংশ স্থান লেখা। বিস্তর সুন্দর স্থান আছে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন-সাহিত্যের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন সংগ্রহ পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি অতি মূল্যবান পদার্থ।

দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থ রচনা সময়ে বাঙ্গালা ক্রিয়াগুলি কতকটা সংস্কৃতের অনু-যায়ী নিষ্পন্ন হইতেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার কথাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়,—বাঙ্গালায় কেবল একবচন ও বহুবচনের রূপই চলিত। যেমন, 'করন্তি', 'চলন্তি' 'করসি' ইত্যাদি।

সপ্তমী বিভক্তিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। 'রে', 'এ', এবং 'তে' তিনটিই ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'দেশেরে', 'দেশএ', 'দেশেতে'। পরবর্ত্তী কালে 'রে' বিলুপ্ত হইয়াছে এবং 'এ' পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' চিহ্ন ছিল। যেমন, বাপুক, বৎসক। পরবর্ত্তী সময়ে 'এ' যোগ হইয়া 'কে' হইয়াছে।

আর আর কথার এখানে আলোচনার স্থান ও সময় নহে। এই গ্রন্থের হস্তলিপির তারিখ "স্বস্তি সৌর মাঘস্য সপ্তবিংশ দিবসে চন্দ্রদণ্ড স্থিতে পুস্তিকা সমাপ্ত। সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস, স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবানজীউ। যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন।"

৭২। লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ।

এই গ্রন্থখানির মোট পাঁচ পাতা পাওয়া গিয়াছে। দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র আউচ, সাকিন আনোয়ারা। হস্তলিপির তারিখ সন ১২৪০ বাঙ্গালা। প্রথমে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে; শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

বন্দম প্রভু নারায়ণ অনাদি নিধন।
ক্ষীরোদ সাগরে প্রভু তুমি (নারায়ণ)॥
লক্ষ্মী স্বরস্বতী বন্দম করিয়া ভকতি।
শঙ্কর পার্ব্বতী বন্দম কার্ত্তিক গণপতি॥
বেদের বেধানে বন্দম দেব পদ্মাসন।
অষ্ট লোক পাল বন্দম দেবতা পবন॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমোহ যার পুরন্দর।
দশরথ রাজা বন্দম অজের কোঞর॥

* * *

বাল্মীকি প্রভৃতি বন্দম জথ মুনিগণ।
যাহার প্রসাদে হইল পুস্তক রাবায়ণ*॥
একে একে প্রণমোহ জথেক দেবতা।
কৃষ্ণ সনে রাধা বন্দম রাম সনে সীতা॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
দেবী সরস্বতী জান কণ্ঠেতে যাহার॥
শুন শুন সর্ব্বলোক অপূর্ব্ব কথন।
মনে মনে বিরোধিয় রাজা দশানন॥
পাত্র মিত্র কেহ নাহি শান্তাইতে রাবণ।
সিংহাসনে বসি রাজা করএ ক্রন্দন॥

উদ্ধৃতাংশে কৃত্তিবাসের যে নাম আছে তাহাকেই ভণিতা বলিয়াছি। ইহা সত্য নাকি?

৭৩। চাণক্য-শ্লোকের অনুবাদ।

অনেকখানি অনুবাদ পাওয়া গেল। সবগুলি একজনের কৃত বলিয়া বোধ হয় না। একটারও অনুবাদকের নাম নাই। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনেক নীতি-কবিতা চাণক্য-শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অথচ সংখ্যার অষ্টোত্তরশতটিই আছে। মুদ্রিত চাণক্য শ্লোকের অনেক শ্লোক বাদ গিয়া অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক তৎস্থানাধিকার করিয়াছে। দুইটি শ্লোকের অনুবাদ এই :—

(১) উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সহায় যে হয়।
দুর্ভিক্ষে আর শত্রুবৃন্দে সদয়॥
বিপদে বিপদ যাহার সমান জ্ঞান।
সেই সে বান্ধব বলি প্রধান॥

(২) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥
পর হস্তে কার্য্যনাশ করে যেই জন।
সমুখেথ কহ প্রিয় মধুর বচন॥
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর॥

হস্তলিপির তারিখ আধুনিক—১২১৬ মঘী। প্রাপ্তিস্থান আনোয়ারা।

৭৪। ছাতন—ময়নাবতী-পুঁথি।

এই পুঁথির প্রকৃত নাম "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"। পুঁথিখানির উপখ্যানাংশ দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে লোর রাজ ও চন্দ্রানীর বৃত্তান্ত প্রকটিত, এবং দ্বিতীয় ভাগে ছাতন ও ময়নাবতী রাণীর প্রসঙ্গ মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে। লোর গোহারী নামক দেশের রাজা, ময়নাবতী তাঁহারই প্রথমা মহিষী। চন্দ্রানী মোহরা নামক দেশের রাজকুমারী,—পরে লোরের দ্বিতীয়া মহিষী হয়েন। 'পদ্মাবতী'কাব্যে অমর কবি সৈয়দ আলাওল সাহেব

"যেহেন দৌলত কাজী 'চন্দ্রাণী' রচিল।
লস্কর উজির আসরকে আজ্ঞা দিল॥"

এই বাক্যে যে চন্দ্রানীর ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সেই (লোর) চন্দ্রানীর পুঁথি।

এই পুঁথির প্রথমভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয়

---

* হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতে রামায়ণ শব্দের পরিবর্ত্তে রাবায়ণ দেখা যায়।

ভাগ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এই কারণে পাঠক মহলে দ্বিতীয় ভাগেরই বেশী আদর; এবং এই কারণেই পাঠক সমাজ মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে ছাতন ময়নাবতী পুঁথি নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝিবার জন্য প্রথমভাগ জানা না থাকিলেও চলিতে পারে;—তাহাতে মর্ম্মপরিগ্রহের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না। বস্তুতঃ 'ছাতন-ময়নাবতী পুঁথি' কবির স্বপ্রদত্ত নাম নহে।

কবিবর দৌলত কাজী পুঁথিখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; 'লোর চন্দ্রানী'ও (সচরাচর পুঁথিখানি এই নামেই বেশী পরিচিত) বহুদিন অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। বহুদিন পরে (কত দিন পরে বলা যায় না। সম্ভবতঃ 'পদ্মাবতী' ও সয়ফল মুল্লুক বদিয়জ্জমাল' রচনার পর) কবি আলাওল এই অসম্পূর্ণ পুঁথির অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যজগতে এক কবির আরব্ধ কার্য্য অন্য কবির হস্তে সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত তৎকালে ইহাই প্রথম কি না, জানি না।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য রোসাঙ্গের বা পূর্ব্বকালীন মগরাজাদের ইতিহাস আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোসাঙ্গের বা মগদের কোন ইতিহাসই এই পর্য্যন্ত পাইতে পারি নাই। রোসাঙ্গের ইতিহাস পাইতে পারিলে কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের সময়-নির্ণয় সহজেই হইত।

রোসাঙ্গের রাজা 'রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার' আমলে—তাঁহারই রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী উক্ত রাজার 'লস্কর উজির' আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী'র রচনা আরম্ভ করেন। এতদধিপতির পরবর্ত্তী চতুর্থ রাজা 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে তাঁহারই সভায় থাকিয়া 'শ্রীমন্ত ছোলেমান' নামা রোসাঙ্গের কোন মহাত্মার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কবি আলাওল 'লোর চন্দ্রানীর' শেষাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দেন। সুতরাং বহুদিন পরেই 'লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত হইয়াছিল, বলা অসঙ্গত নহে। স্থানান্তরে আমরা আলাওলের গ্রন্থাবলীর সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে কবি দৌলতের সময় নির্ণয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিব বাসনা আছে বলিয়া অদ্য তৎপ্রসঙ্গে বাক্য-ব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করি। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, কবি দৌলত কাজী ষোড়শশতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের ফতেয়াবাদ—জালালপুর হইলেও তিনি চট্টগ্রামেই জীবনাতিবাহন করিয়াছিলেন। কবি দৌলত কাজীর জন্মস্থানের উল্লেখ পুঁথিতে না থাকিলেও তিনি রোসাঙ্গবাসী ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। রোসাঙ্গের রাজসভা তখন মুসলমান উজির ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল, বোধ হইতেছে। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ ছউদ শাহ, এবং লস্কর উজির আসরফ খাঁ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গরাজদরবারের উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি

পাঠে জানা যাইতেছে। ইহাদের কাহার জন্ম কোথায়, জানিবার উপায় নাই। চট্টগ্রাম রাউজানের এলাকাধীন কদলপুর নামক গ্রামে 'লস্কর উজিরের দীঘি' বলিয়া একটী প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি প্রতিষ্ঠাতার নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি লস্কর উজির আসরফ খাঁরই কীর্ত্তি চিহ্ন হইবে। চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, —নাই কেবল সেই দিন,—নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক! হা মাতঃ জন্মভূমি! যাঁহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন,—তোমাকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। আর অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর এই অভাগার চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই বা করিতে পারিবে?

'লোর চন্দ্রানীর' দ্বিতীয় ভাগ বড়ই সুন্দর, আগেই বলিয়াছি। 'ছাতন' কোন ধনবানের পুত্র; ময়না রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসম-গমাশে 'রতন'মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা কৌশল জাল বিস্তার করিয়াও ময়না রাণীর সতীত্ব টলাইতে পারিল না। অবশেষে ষড়ঋতুর মোহকরী বর্ণনায় রাণীর মন টলিবে ভাবিয়া ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ঋতুবর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্য সার। ইহার ভাষা ব্রিজবুলী মিশ্রিত। প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণবিন্যাসবিভ্রাটের কিরূপ প্রাবল্য, পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণ বেশ জানেন; তদুপরি মুসলমানের লেখা হইলে ত কথাই নাই। 'লোর চন্দ্রানী' চট্টগ্রাম হইতে বহুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল মুসলমানদেরই জন্য। গ্রন্থখানি জাতি নির্ব্বিশেষে পঠিত ও আদৃত হওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনের যোগ্য লোক খুব কম আছেন; সুতরাং 'লোর চন্দ্রানী' (তথা 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যও) যে অতি কদর্য্যভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য! অধিকাংশ স্থলেই অর্থবোধ হয় না; এমন কি অনেক স্থলের ভাষাকে বাঙ্গালা না বলিয়া অন্য কোন ভাষা বলা যাইতে পারে। তাই এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বলিয়া রাখা উচিত, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থ বর্ণিত আখ্যানটি হিন্দু আখ্যান।

একখানা মাত্র হস্তলিপি আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পুঁথির সুন্দর আলোচনা সম্ভব নহে। এই পুঁথির ভাষা ও কবিত্বের নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মালিনীর উক্তি।

রাগ—দক্ষিণাস্ত শ্রী।

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে॥ ধু।
প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়॥
মদন রসিক জিনি নীরকলা ঘন।
শিখরে নাচএ শিখী ধরিআ পেখন॥
নবনীর পানে মত্ত চাতক চপল।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল॥
কেহ নাচে কেহ গাএ সারস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন তরঙ্গ॥
আইসএ পথিক জন বধূ প্রেমগুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী॥

নিজ গৃহে অনুসারি আইসে বণিজার * ।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার ॥
যার ঘরে নিজ কান্ত করএ বিলাস ।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ ॥
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী ।
এ বোলিয়া তুমি পড়ি বিলাপে মালিনী ॥

মালিনীর বিনয়।

রাগ—সুহই।

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম,
বোলে ছুরি দেও রাণী।
মালতী ভোমরা, যেন সমাগম,
চারু ছৈলা † দেও আনি ॥ ধু।
শুন ময়নাবতী, প্রথম আষাঢ়,
চৌদিগে সাজে গম্ভীর।
বধূজন প্রেম, ভাবিতে পন্থিক,
আইসএ নিজ মন্দির ॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী,
পূরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তমসী রজনী,
নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম ॥
দারুণ ডাউক, দাহুরী ময়ূর,
চাতকে নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণে বিরহিণী,
ছোহএ মনে মদন ॥
যাবন্তে বয়েস, কেলি কলা রস,
পূরএ মনোরথ জানি।
হট পরিপাট, মান উপরোধ,
চাতুরী তেজ কামিনী ॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী, যুবকের বৈরী,
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন, নিশির স্বপন,
জীবন দিবস চারি ॥
হরি মধুপতি মান রসবতী,
মতি ভোর তোর ছাঞি। ‡
অবধি অন্তর, ফিরি না পুছল,
আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহ ভকতি,
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেও,
রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ,
না তাজে যাতে প্রাণ।
লস্কর নায়ক রস বানি জান
শ্রীযুত আসরফ খান ॥

আষাঢ় মাসের 'ময়নার উত্তর' উদ্ধার করিতে না পারায় শ্রাবণ মাসের উত্তরটা তুলিয়া দিলাম।

ময়নার উত্তর।

রাগ—উহব।

মালিনী কি কহব বেদনা তোর।
লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর ॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা ॥
না বোল না বোল ধাই অসুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল ॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন একাল ভুজঙ্গ ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জপয়তি লেহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ গাহা ॥

এইরূপ দৌলত কাজীর রচনা; কবি আলাওলের রচনাও কতকটা দেখুন :—

* বণিজার—বণিক, সওদাগর।
† ছৈলা—ছেলে?
‡ ছাঞি (স্বামী) কোমল করার জন্য 'স' কে অনেক স্থলে 'ছ' করা হইয়াছে।

ময়নার উক্তব।

সঘন গর্জ্জন করে বিষ বরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন।
ডাউক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে ফুকে।
গরল বরিখে কর্ণে শিখিনী কুহকে।
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হয় তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু।
কোকিল দোরেক নাদে কর্ণে ফুটে শাল।
বিচটির পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল।
চতসৃসম চন্দনে অন্তর ধিক্ জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপয় কুলালে।
কণ্টক ফুটয় অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে মোর গৃহে লাগয় উৎপাত।
পুষ্পের সৌরভে নাসা শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করয়।
হিত শত্রু হইল জীবন কিসে আর।
নহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার।
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ-পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি।
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গে।
নাগরিকা নারীর মনে উপজয় রঙ্গে।
ধাই বলি সহমু তোম এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হইতে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ।

স্থানে স্থানে কথার ও ছন্দের বাঁধুনির উদাহরণ যথা :—

দৌলত কাজী রচিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ,
কামপুরে মোর হইল শূন।
কি মোর জীবন রে।
জীবন যৌবন জঞ্জাল-জাল,
ধাত্রি হইল মোর প্রাণের কাল।
তাতে ধাত্রি কহে রঙ্গের বাণী
খায়েত লবণ মিলাএ আনি।
হাস পরিহাস বিকল ধাত্রি।
মুক্রিয়েষে আকুল ছাত্রি হারাই।

* * *

কুলটা মালিনী কুপথে চলে।
মোহাকে কুপন্থে লই যাইতে ছলে।
সহজে মালিনী জাতিএ হীন।
সুজনর পিরীতি মরণ চিন।

(২) নবচুত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী, কল কল কুজিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে।
কেতকী চম্পক, কদম্ব মরবক,
বকুল নকুল রঙ্গে।
তেরইতে মধুর, মধুপানে মধুকর,
মালিনী মন বিহঙ্গে।

আলাওল-রচিত।

(৩) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বারিখে বাদর বিষের তরঙ্গ।
মলয় সমীর আনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতির ফুল।

(৪) তরণি প্রচণ্ড, ধরণী খণ্ড খণ্ড,
গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।
বাহির দিনকর, বিরহ অন্তর,
নিদাঘ সময় কঠিনে। ধ্রু।

আর নমুনা প্রদর্শন অনাবশ্যক। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপক একটা তারিখ আছে পুঁথি নিকটে না থাকায় উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কালটা আলাওলের দেওয়া। আমাদের অঙ্গীকৃত প্রবন্ধে পরে তাহার আলোচনা হইবে। পরিষৎ এই পুঁথি-খানির উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইবেন, আশা করি।

৭৬। শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। মোট পত্রসংখ্যা ১১; কিন্তু প্রথম ৩ পাত নাই। ক্ষুদ্র পুস্তক। অতি কদর্য্য হস্তলিপি। অনেক স্থলে পাঠ অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

যে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের জীবনে নূতন আবিষ্কার হইল, বলিতে পারা যাইবে। ভণিতাগুলি এইরূপ :—

(১) চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥

(২) যশোদায় দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহিয়া চণ্ডীদাস বোলে॥

ভণিতাগুলি আমাদের প্রথিতনামা কবি চণ্ডীদাসের কিনা, বিচারের পূর্ব্বে ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক।

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছায় অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতি সহজ বিষয়, সকলেই জানেন। মৎ-প্রকাশিত 'রাধিকার মানভঙ্গের' যেইচন্দ, এই গ্রন্থেও সেই চন্দ স্থানে স্থানে সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। আবার, বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাং চরিত' বা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস পটি'তেও এইরূপ চন্দ দেখিতেছি। চণ্ডীদাসের রচনার মত সহজ রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই। সমালোচ্য গ্রন্থেরও একটা অলঙ্কার—সহজ রচনা। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে কথা সহজে সমর্থিত হইবে।

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভালো হয় আমার নীলমণি॥ ধু।
রাণী বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জন্ম রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি বাদর নিছনি॥
এই সব ধন জদি মনে নহি ধরে।
দাসী কর‍্যা নিয়া যাও নন্দ যশোদারে॥
আঞ্চল পাতিল আমি।
বাছা ভিক্ষা দেহ তুম্হি॥

আরও কিঞ্চিৎ দ্রষ্টব্য :—

রাধে বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈলা য়াম যার ঠাই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ য়াইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদায় বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বাহ কে মোর যাচে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥

এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা, এরূপ সরল কল্পনা চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত। "চণ্ডীদাস" গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।" এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় একাধিক চণ্ডীদাস কবির আবির্ভাব জানা যায় নাই, ইহাও এ গ্রন্থকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি বটে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ সকল বিভক্তি চিহ্নাদি এ গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। অসমাপিকা ক্রিয়া গুলি প্রায় 'য' ফলা দিয়া লিখিত,—যেমন, 'কর‍্যা,' 'বল‍্যা' ইত্যাদি।

আর একটি নূতন কথা জানা যাইতেছে। উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি ?

তৎ যথা:—

(১) (যদি) না বোল তুহ্মি।
মর‍্যা যাবে অভাগিনী আহ্মি॥
(২) যদি আহ্মি মর‍্যা যাবে।
বধের ভাগী তুহ্মি হবে॥

গ্রন্থের শেষ এই:—

রাণী বোলে ষগো রাধে নেয় গোবিন্দেরে।
তোমার ঘরেতে রইলে দেখিবাম তাহারে॥
তোমার অধীন কৃষ্ণ দেবে সে হইয়াছে।
দাস তুল্য হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে॥ ধু।
যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয় রাণীর বাণী,
কহে রাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি,
রাধার অন্তরে সুখী,
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইয়,
দুই হরষিত হইল,
দুই প্রেমে হরষিত হৈল সর্ব্বজন॥ ধু।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল,
ভক্তের আনন্দ হইল।
সবে হরি হরি বোল,
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বেকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়দাস পীচরে রাম মোহন চৌধুরী।" (সাকিন সম্ভবতঃ আনোয়ারা)।

পাঠক মহাশয় লক্ষ্য করিবেন, 'রাধিকার মানভঙ্গে'র পরিসমাপ্তিও প্রায় এইরূপ। একখানি পূর্ণাঙ্গ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের এই কীর্ত্তি রক্ষার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন।

৭৭। জম্মধূপাচার।

আরম্ভ:—

হাতে ধূপঝারি মাথাএ করম্ সেবা।
অবধান করম্ নাগবেদমাতা॥
জাইতে জাইতে শিব সরস্বতী তীরে।
পিছে ফিরি চাহে শিব দেবী নাহি সঙ্গে॥
জাইতে জাইতে শিব সরোবর তীরে।
সরোবরে গিআ দিষ্টি করিল সত্বরে॥

শেষ:—

ধূপ দিআ পড়ম্ জে তুয়া রাঙ্গা পাএ।
সেবকেরে বর দেঅ বিষহরী মাএ॥
নহি জানি জপ স্তব ন জান ভকতি।
অপরাধ ক্ষেম মোর জয় পদ্মাবতী॥

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পদ সংখ্যা ৫০এর ঊর্দ্ধ নহে। পূর্ব্বে সমালোচিত 'মনসার ধূপাচারে'র সহিত মূলতঃ সাদৃশ্য আছে। ভণিতা নাই। হস্তলিপি ১১৯৩ মঘীর লিখিত।

৭৮। ছকিনার বারমাস।

পদসংখ্যা ১৮।

এই খানি মুসলমানী বিষয়। ছকিনা— আমাদের নবিবংশের একজন বিবি। যুদ্ধে পতিকে হারাইয়া এই 'বারমাসি' গাহিয়াছেন।

আরম্ভ:—

ফাল্গুন মাসের ভোগ কাটি খেলে রসে।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু গেল কোন দেশে॥
কান্দিয়া ছকিনা কহে মধুরস বাণী।
মুকুতা ঝারণি ঝরে দুই আঁখির পানি॥
চৈত্র মাসের ভোগ শুনল গোসাই।
স্বামী হেন ধনদ্ধন ত্রিভুবনে নাই॥

এবে জানিলুম মুই স্বামী বড় ধন।
হস্তে চন্দ্র দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন॥

শেষ পাত পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কবির রচনা।

৭৯। জ্ঞান-চৌতিশা।

পদ সংখ্যা প্রায় ১৪০।

আরম্ভ :—

আজি সে অক্ষর আদি চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাহি অক্ষরের চিহ্ন॥
আজিরে প্রণাম কৈলে সঙ্গে আজ্ঞি পায়।
আজি অনাদি দেব বন্দম মাথাএ॥
কদাচিত না ছাড়িও আপনার বল।
কুটুম্ব অধীন হইলে জীবন বিফল॥
কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিও।
কুচক্রা লোকেরে জাই ইষ্ট না বলিও॥

শেষ :—

হিত উপদেশ কথা যতনে পালিব।
হীন জনের সেবা কৈলে মহিমা টুটিব॥
হরিষ হইয়া হরি বোল বারে বার॥
হরির চরণ বিনে গতি নাই আর॥
ক্ষয় না করিয় কাল মায়াতে ভুলিয়া।
ক্ষয় কর সর্ব্বপাপ গোবিন্দ ভজিয়া॥
ক্ষীরোদ নিবাসে প্রভু দেব ভগবান।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু ভজিলুম চরণ॥

ভণিতা নাই। "স্বাক্ষর শ্রীদাতারাম বিশ্বাস, সাকিন সাধনপুর, থানা সাতকানীয়া সন ১২০১ মঘী তাং ৮ আশ্বিন।"

৮০। মোহ-মুদ্গার প্রস্তাব।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পূর্ব্বে একবার 'মোহ-মুদ্গার' পুঁথির আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস। ১৭০১ শাকের লিখিত আর এক খানি হস্তলিপিতে আমরা এই রকম ভণিতা দেখিয়াছি :—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈআ।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপ করিআ॥

মূলতঃ দুই খানির মধ্যে ঘটনা সাদৃশ্য আছে, বলিতে পারিলেও, দুই খানিই আর কল এক পুঁথি কিনা এখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অদ্য আবার সেই হস্তলিপির শেষ পাত মাত্র পাইলাম, তাহা প্রোক্ত পুঁথিদ্বয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কোন ভণিতা নাই। নিম্নে শেষাংশটি উদ্ধৃত হইল।

মোহ মুদ্গার স্থানে বিদাএ করিলা॥
আলিঙ্গন করি কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
তোহ্মরা সকল মোর প্রাণাসমচর।
অবশ্য পাইবা দেখা গোলকে আহ্মার॥
কৃষ্ণের পদ ধরি হস্তে মস্তকেতে দিলা।
নআনের জল দিয়া পাও পাখালিলা॥
রথে আরোহিআ কৃষ্ণ দ্বারিকা চলিলা।
অবহেলে মায়ামোহ সব পাশরিলা।
কনাঞ্জলি (?) * দিয়া সবে জয়ধ্বনি দিলো।
সন্তোষ হইআ হরি দ্বারিকা চলিল॥
কৃষ্ণে বোলে পার্থবীর চল হস্তিনাতে।
আহ্মিএ চলিআ জাই পুরী দ্বারিকাতে॥
জার জেই গৃহে রহে করিলা গমন।
পার্ব্বতীর স্থানে শিবে কহিলা কথন॥
শিবে বোলে শুনিলাম কার্ত্তিকের আই।
দেবী বোলে শুনিলাম জগত গোসাই॥
ভক্তি করি কৈলা দেবী শিবেরে প্রণাম।
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ মনস্কাম॥
শুন শুন সাধু ভাই হইআ সাবধান।
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান॥

* করতালি?

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদ্গর অদ্ভুত চরিত্র।
জনম সফল হইল শরীর পবিত্র॥
এক মনচিত হইআ জে সবে শুনএ।
পাপ তাপ দুরে জাএ সম্পদ বাড়এ॥
এক মন হইআ শুন ভক্তিযুক্ত হইআ।
বিষ্ণুপুরে জাএ সেই চতুর্ভুজ হইআ॥

"ইতি মোহমুদ্গর পরস্তাপ সমাপ্ত। ইঃ সন ১১৭৯ মঘী তারিখ মাহে ১৫ বৈসাক। শ্রী× ছিরাম আইচ দাস স্বঅক্ষরমিদং ইতি।" পত্র সংখ্যা ১২ লেখা আছে। নকলের স্থান বোধ হয় আনোয়ারা।

৮১। শনি চরিত্র।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটী অযত্নলিখিত পত্র মাত্র পাইয়াছি। পত্রগুলি যেন 'মুসাবিদা' লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে কাটা ছিঁড়া, অপাঠ্য ও অশুদ্ধ। 'ষষ্ঠীচরণ' ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ প্রথিতনামা ৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ মজুমদার হইবেন। ইনি জম্বুবাজের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পূর্ণ। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী—এই প্রবন্ধ লেখকের স্বগ্রামেই। যৌবনে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হয়েন, অল্পদিন পরেই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উন্নতিশীল বংশ ও জমিদারী আছে।

হস্তলিপিটি কবিরাজ মহাশয়ের স্বহস্তের বলিয়াই বোধ হয়। একখণ্ড কাগজের উপরিভাগে লেখা আছে, "শ্রীকালী পাদপদ্মে শ্রীষষ্ঠীচরণ।" ইহা পাওয়াও গিয়াছে তাঁহার বাড়ীতে। এই কারণেই ইহাকে আমরা তাঁহার রচিত অনুমান করিতেছি। আশা আছে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার জীবনকাহিনী সাধারণে একদিন প্রচারিত করিবেন। *

ইঁহার রচিত অনেক শ্যামাসঙ্গীত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ২।১টী আমাদের নিকটও আছে। নিম্নে একটি তুলিয়া দিতেছি। আবার, "শুকাখ্যানলহরী" বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভণিতা দেখা যাইতেছে। তাহারও আদ্যন্ত কিছুই পাই নাই। সেইটি পরে সমালোচ্য। আলোচ্যমান পুঁথির নাম 'শনিচরিত্র' কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কোথাও স্পষ্ট কিছু লেখা নাই।

ইহার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, গণেশবন্দনা, অভয়াবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, সর্ব্বদেববন্দনা, গ্রহবন্দনা এবং শনিবন্দনা। তার পর ভূমিকা হইতে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীগুরু গণেশ শক্তি সর্ব্বদেবগণ।
চরণ বন্দিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥
দীনহীন হই আমি অতি ক্ষুদ্রমতি।
শণির গ্রহস্ত কিছু করিবারে মতি॥
পূর্ব্বকালীন রাজা ছিলেন শ্রীবৎস রাজন।
শনিরিষ্টে হইএ আগে ভ্রমাইল বন॥
রাণী সনে মহারাজা চলিল বনেতে।
বনপন্থে নদী পাইয়া ভয় পাইল চিতে।

ভণিতা :—

তব পদ পঙ্কজে, অলিরূপে যেই মজে,
সেই যায় অমর-ভুবন।
পাদপদ্মে অলি করি, রাখ মোরে সুরেশ্বরী,
ষষ্ঠীচরণের এই আকিঞ্চন॥

---

* এই কাগজগুলি কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় বয়স্য ইন্দ্রকুমার মজুমদার ও গীত কয়টি প্রিয় কৃষ্ণকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

তাঁহার একটি গীত এই :—

আমার কি হবে কালিকে !
জীবনযাত্রা গত মাগো করি আজি কালিকে।
(মা) মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি বিপদে নৃমুণ্ডমালিকে।
এ ভবসিন্ধু অকূল, সাতারি না পাই কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগবালিকে।
প্রাণ যায় গো শঙ্করী, না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণতরী ত্রিলোকতারিকে।

৮২। তাল-মালা।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে সঙ্গীতবিদ্যার বড়ই আদর ছিল। তাহার প্রমাণ, এতদঞ্চলে প্রাপ্ত সঙ্গীত বিষয়ক বিবিধ পুঁথি। রাগ তালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সেকালের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি লেখনী চালনা করিয়া গিযাছেন। কেহ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—তালমালা,' কেহ বা 'রাগমালা,' কেহ বা 'ধ্যানমালা' দিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থের পারস্য রীত্যনুযায়ী নামও আছে, দেখিয়াছি ; যেমন, 'রাগনামা,' 'তালনামা'। আমাদের নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব কবি আলিরাজার কৃত 'ধ্যানমালা'র বিষয় অতঃপর আলোচিত হইবে।

এই সকল গ্রন্থে সাধারণতঃ রাগতালের জন্ম, কোন্ সময়ে কোন্ রাগতাল ব্যবহার্য্য, কোন্ রাগের ভার্য্যা কে, কাহার বেশভূষা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে রাগতালের ইতিহাসাদি লিখার পর সংস্কৃতে একটা 'ধ্যান' দেওয়া আছে, পরে তাহার অনুবাদ। ইহার পর উক্ত রাগে গেয় একটি প্রাচীন সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে তৎকালের প্রায় সকল সঙ্গীতগুলিই এ সকল গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গীতগুলি নানা লোকের রচিত। প্রায় সবই বৈষ্ণব পদাবলী। এই সকল পদাবলীই আমি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমায়' ও 'সাহিত্য-সংহিতায়' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাস প্রণালী কিরূপ অদ্ভুত, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষা হইলে ত স্পর্শ করিবার উপায়ই নাই ! 'সঙ্গীত দামোদরাদি' সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 'ধ্যান' গৃহীত হইয়াছে কিনা, জানি না। মাদৃশ অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ লোকের নিকট এই সকল 'ধ্যানের' উদ্ধারের প্রত্যাশা কেহই করিবেন না, জানি। এজন্য নিম্নে একটি 'ধ্যানের' পয়ারানুবাদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৌতুহলী পাঠকবৃন্দকে উপহার প্রদান করিতেছি।

বামক্রিয়া রাগিণীর পয়ার।

আইল রামক্রিয়া দেবী পরম রূপসী।
সুগন্ধি কুসুম হস্তে মুখ পূর্ণশশী॥
তপ্ত সুবর্ণ প্রায় সোণার বর্ণ তনু।
অমলা বিমল বর্ণে রূপে ফুলধনু॥
কথেক কহিতে পারি সেরূপ প্রতিমা।
দেবগণ মধ্যে জেন রূপের প্রতিমা॥

বামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গকেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটী ভানু॥
খেনে খেনে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরসিত॥
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥

এমন অনেক পদ সমালোচ্য গ্রন্থে আছে। দুঃখের বিষয়, অনেকটি অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতি-দুষ্ট। ইহাতে নিম্নলিখিত কবিগণের গীত পাওয়া যায়:—দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবলভ, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আলাওল, ভবানন্দ, আমান, সেবচান্দ, শিব রাম দাস, এবং হীরামণি। অনেক কবিতার ভণিতা পাওয়া যায় না। এই 'তালমালা'র মালিক ঠিক জানা যায় না। তবে এক স্থানের ভ্রমসঙ্কুল অংশ হইতে 'ফাজিল নাছির মহম্মদ'কে নির্দ্দেশ করা যায়। আর—

'মঘী সন পরিমাণ, এগাড় শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চলিশ বৎসর।'

এ বাক্যটি গ্রন্থ রচনার কাল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থের শেষ-ভাগে তালের 'গৎ' দেওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা এই সকল রাগ তালের ব্যবহার দেখা যায় না। নিম্নে 'ললিতাঙ্গ' তালের গৎ তুলিয়া দিতেছি।

"গেগেতা ২ গেগেতা গীদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা; (তার ঘাত জথা) দ্বিত ঝা ২ গীতিতা ঘেনি কেতা ঝা গীতিতা ঘেনিতা কে ঝা ঝা তেনিতা, কেতেনা গীরিতা ঘেনিতা, কেতা-হিত ঝা।"

পত্র সংখ্যা ২৩। দুই পৃষ্ঠে লেখা। "এই পুঁথির মালিক শ্রীছত্র নারায়ণ আউচ চৌং (সাং আনোয়ারা) স্বাক্ষর লিখনং—আদর-সর (আদর্শের) মালিক শ্রীবাবুরাম মুং সাং রাগনি আ। ইতি সন ১১৯০ মঘী তারিখ ২ আগ্রাণ রোজ বুধবার।"

৮৩। সত্যনারায়ণের পাঞ্চালী।

আরম্ভঃ—নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক।

কালিকামঙ্গল জদি কৈলা গদাধর।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা হস্তিনা ঈশ্বর॥
শুন নারায়ণ হরি প্রভু গুণনিধি।
কলিযুগে অবতার কোন কৈলা বিধি॥
দুষ্ট কলিযুগ দেখি মনে লাগে ভয়।
শুন শুন নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কিরূপে হইব সৃষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন ধর্ম্ম কেমত আচার॥

এইরূপে, ভূমিকায় কলিযুগের ফলাফল অনেক দূর বিস্তৃত। প্রস্তাবারম্ভ এইরূপ:—

অবশ্য ছাড়িআ আহ্মি সত্যরূপী হইব।
পৃথিবীতে যেবা পূজে অবৈস্য করিব॥
নানা উপহার দিআ পূজিব সমাই।
ভক্তিরূপে দিলে পূজা আহ্মি তারে পাই॥
* * *
ভক্তিএ মানস করি যে মাগন্তি বর।
আপদ খণ্ডাই তার বাড়াই নিরন্তর॥
* * *
এ সকল কথা জথ শুনিআ রাজাএ।
দণ্ডবত হইলেক গোবিন্দের পাএ॥
দয়ার সাগর প্রভু দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হইআ নৃপতিরে দিলা আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির যদি হইল মিলন।
দ্বারিকাতে গেল প্রভু দৈবকী নন্দন॥
হস্তিনা পুরীতে রৈলা পাণ্ডব নন্দন।
কিরূপে জাইমু স্বর্গে চিন্তা হইল মন॥
মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার।
কাল পাইআ সত্য পূজা করিল প্রচার॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধরিআ কপটে।
বসিলেন গিআ প্রভু সমুদ্রের তটে॥

শেষ :—

জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
যুবতী সকলে মিলি করে জয়কারে॥
মঙ্গল করিআ নৌকায় তুলিলেক ধন।
সহস্র মুদ্রা ভাঙ্গি পুজে সত্য নারায়ণ॥
নিয়মিত অথ বস্ত উপহার দিআ।
সমুদ্রের কুলে পুজ রচনা করিআ॥
সাধুরে প্রসন্ন হইলা সত্যনারায়ণ।
মনোরথ সিদ্ধি হইল আনন্দিত মন॥

* * *

পাঞ্চালী শুনিআ জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিঅ সেই নরক ভোগএ॥
ভক্তি যুক্ত হইআ খাএ প্রসাদ পূজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ বাড়এ সংসার॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ রঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচারী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥

(২) দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধুর কন্থাখানি,
সত্য দেব কর আরাধন॥

'লাচারীর' ১০টি চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা। এই 'লাচারী'তে ভিন্ন সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। তাই 'রামকৃষ্ণ' ভণিতার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হয়। ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র সংখ্যা ৯; দুই পৃষ্ঠে লেখা। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী ২৫ পৌষ।

মুসলমানের সত্যপীর, হিন্দুর সত্যনারায়ণ একই। তাই সত্যপীর পাঞ্চালীর সহিত ইহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

৮৪। চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ।

চাণক্যের নীতিবাক্যগুলি অখণ্ড সত্য; তাই লোকের মুখে কথায় কথায় এই সকল শ্লোক শুনা যায়। নানা লোকে নানারূপ অনুবাদ করিয়া নীতিগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়াছে। অন্যের রচিত অনেক নীতি বাক্যও চাণক্য শ্লোকের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা একথা বলিয়াছি। নিম্নে চারিটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল।

(১) পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥
পর দ্বারায় কার্য্য নষ্ট করে যেই মিত্র।
সাক্ষাতে বোলয়ে প্রিয় সাধুর চরিত্র॥
বিষকুম্ভ দেখি যেন দুগ্ধের পিধান।
হেন মিত্র ত্যাগিবেক চিন্তিয়া কল্যাণ॥

(২) অল্প কিঞ্চিৎ শ্রিয়ং প্রাপ্য নীচো গর্ব্বায়তে লঘুঃ।
পদ্মপত্র তলে ভেকাঃ মস্তকে দণ্ডধারিণঃ॥
পাইয়া যে অল্প লক্ষ্মী যে কিছু কিঞ্চিৎ।
গর্ব্ব করে নীচ জনে বড়হি তুরিত॥
পদ্মপত্র তলে ভেকে করে অনুমান।
মাথে ছত্র ধরিয়াছে হেন করে জ্ঞান॥

(৩) নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ যা চ নারী নিরাশ্রয়া। ইত্যাদি।
যে বৃক্ষ সকল থাকে নদী সন্নিহিত।
যেই নারী হয়ে আর আশ্রয় বর্জ্জিত॥
মন্ত্রী না থাকএ জান যেই মহীপাল।
তাহার জীবন পুনি নহে চিরকাল॥

(৪) খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নুনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাৎ মহোদধেঃ॥৩॥
খল দুষ্ট জন যদি দুশ্চরিত্র করে।
নিশ্চয়ে সে ফল পুনি ফলে সাধুতরে॥
রামের রমণী সীতা হরে দশানন।
তার লাগি মহোদধি হয়েত বন্ধন॥

অনুবাদকের নাম নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৯৩ মঘী।

৮৪। শুকাখ্যান-লহরী।

ইতিপূর্ব্বে ৮১ সংখ্যক পুঁথি সমালোচনায় বলিয়াছি, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল কয়েকটি যথেচ্ছলিখিত ভ্রান্তিসঙ্কুল পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহার আখ্যানবস্তু কি এবং কিরূপ জানিবার উপায় নাই। ভণিতা হইতেই গ্রন্থেব নামটি জানা যাইতেছে। একস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

পয়াব। শুকে রাজবিবাহেব উপদেশ কহিতেছে :—

শুকে বোলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ বাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলজ্ব্য বচন॥
সেই রাজার কন্তা এক চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

ভণিতা :—

শ্রীষষ্ঠী চরণ দীন, গুরুপদে করে মন,
মনেতে করিএ আকাজ্ঞিত।
তোমার চরণে মতি, হই অতি ক্ষীণমতি,
শুকাখ্যান করিলো রচিত॥

৮৫। সারগীতা।

নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মোহমুদ্‌গর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক লইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সারগীতা সঙ্কলিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণেব ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পবম ভক্ত। পত্রে পত্রে কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সার কথা আছে। হস্তলিপি দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব,—মূল গ্রন্থগুলি হইতে বাছিয়া লওয়াও বিস্তর সময় ও আয়াস সাধ্য। এজন্য মূল শ্লোক গুলি বাদ দিয়া কেবল বঙ্গানুবাদ গুলিই উদ্ধৃত করিব।

আরম্ভ :—

শুন শুন মএ ভাই হইয়া এক মন।
পুরাণ প্রমাণ কিছু শুনহ শ্রবণ॥
কলি-সর্প পাপবিষে গ্রাসিল ভুবন।
তার প্রতিকার কিছু শুন সর্ব্বজন॥
চারি বেদ চোদ্দ শাস্ত্র আছেন বিদিত।
তথাপি পাপিষ্ঠ লোক করে অনুচিত॥
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে অজ্ঞ বোলিএ ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে অন্ধ বোলি এহারে।
হেন শাস্ত্র পঠি শুনি নানা ক্রীড়া করে॥

অত্র শ্লোক। পয়ার।

শুন শুন নরহরি কর অবধান।
প্রভুর অমৃত নাম কর আস্বাদন॥
সানন্দে ভজই রাধা কৃষ্ণের চরণ।
বৃথা অহঙ্কার কর কিসের কারণ॥
এমন দুর্লভ জন্ম না হইব আর।
শমনে ধরিলে কেহ নাহিক নিস্তার॥
এহা জানি ভজ কৃষ্ণ আনন্দ কৌতুকে।
ভবসিন্ধু তরি যাইবা কৃষ্ণ পাইবা সুখে॥

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এই সুন্দব গীতটি পাঠ করুন।

রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগ চৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পন্থে যাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
সমাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

শেষ :—

অত্র আদিপুরাণের শ্লোক।

পয়ার।

কলিযুগ মহা ঘোর প্রাণ তৃপ্তি হইল।
অন্তে অন্তে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম না বঞ্জিল॥
বাসুদেব পরায়ণ হএ জেই জন।
সেজনে পাইব কৃষ্ণ জানিঅ কারণ॥
ভজ ভজ অরে লোক যার আছে জ্ঞান।
কৃষ্ণের পদে ভজ ভাই পাইবা পরিত্রাণ॥
সংসার অসার জান স্বপ্নের জে প্রায়।
বাদিআর বাজি জেন দুই কুল নাচাএ॥
তিলেক অপেক্ষা হইলে সর্ব্ব মিথ্যা হএ।
এ সব সংসার মায়া কার কেহ নহে॥
রাম ২ রাম ২ রাম ২ রাম।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥

ভণিতা :—

অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রহন্ত অর্থসার॥

তখনকার লোকের লিখনপ্রণালী কি অদ্ভুত! সংস্কৃতজাত শব্দগুলি পর্য্যন্ত বিসদৃশভাবে সংন্যস্ত। আমরাও তাহাই পালন করিব কি? কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে দূরান্তরিতাই হইবে। যেমন,—'দয়া' কে 'দআ' লিখিলে। একটি মাত্র শব্দের নাম করিলাম, এ রকম সর্ব্বত্র জানিবেন। প্রাকৃত শব্দ ও বিভক্তিগুলি যথাযথ রাখিলেই ভাল হয়। যেমন,—

বোলিআ, নাঞি, তথাএ ইত্যাদি। সেকালের সকল লেখকেরাই কিছু স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। কেহ কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখেন নাই। অবশ্য তেমন সুযোগও ছিল না। এই গ্রন্থে 'বোলিএ', 'জিহ্বাএ' 'এ সকল' প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে 'বোলিঅে', 'জিহ্বাঅে.' 'অে সকল' রূপে লিখিত হইয়াছে। এখনকার কালে কেহ ঐরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সমালোচক-বিচারকগণ তাঁহাকে সাহিত্যরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আর আর কথা বিস্তৃতভাবে বলার স্থান ইহা নহে।

লেখকের বাসস্থান বা পুঁথি রচনার কাল গ্রন্থে দেওয়া নাই। পত্র সংখ্যা ২১, দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "ইতি সন ১১৯৬ মঘী তারিখ ১৮ চৈত্র। মালীক শ্রীভৈরব চন্দ্র আইচ দাস "সাং আনোয়ারা।"

৮৭। ফাতেমারছুরত্‌-নামা।

বিবি ফাতেমা আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরত্‌ মহম্মদ মস্তাফার প্রিয় দুহিতা,—হজরত্‌ আলি মর্ত্তুজার সহধর্ম্মিণী, ইমাম হাছন হোছনের জননী। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপ দেখিবার জন্য একদিন হজরত আলি মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনা সাদাসিধে ও প্রাঞ্জল।

মুসলমানি গ্রন্থ হইলেও ইহার ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। এজন্য আমরা এখানে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরিষৎ পত্রিকার অনেক পাঠকের নিকট আর একটি কথা নূতন বোধ হইবেক।

ইহাব ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু লেখা আর-বীয় বর্ণমালায়। কেহ যেন মনে না করেন, গ্রন্থখানি বঙ্গীয় বর্ণমালা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিবচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থখানি কখন বিবচিত হইয়াছিল, নির্ণয করা সহজ নহে। লেখক সে বিষযে নীবব। তবে আববীয় বর্ণমালা কেন? তাহার উত্তর এই যে, মুসলমানদেব মধ্যে অধিকাংশ লোকে আববীয় অক্ষব অন্ততঃ পড়িতে জানেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা হইলেও তাহাব সহিত অধিকাংশ লোকেব অহি-নকুল সম্বন্ধ,—অক্ষব পবিচয পর্য্যন্ত নাই। পুস্তকেব বহুল প্রচাব ও মুসলমান পাঠক-দিগেব সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক পুঁথি আববীয বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। কাল ক্রমে বঙ্গভাষাব প্রসাব বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ প্রথা পবিত্যাগ কবিয়াছেন। পাবস্য বর্ণমালায়ও পূর্ব্বে মুসলমানেবা বাঙ্গালা পুঁথি লিখিয়া বাখিতেন, আমরা জানি। এই পাবস্য বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় পবিণত হইতে যাইয়া মহাকবি আলাওলেব অমূল্য গ্রন্থগুলিব বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিযাছে। আরব্য, পাবস্য এবং বঙ্গভাষাব মধ্যে উচ্চাবণ প্রভৃ-তিব যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতবাং এ সকল হস্তলিপির পাঠোদ্ধাব করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই। এই সকল অক্ষবে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি থাকা খুব সম্ভব।

অনেকে জানিতে পাবেন, বাঙ্গালা বর্ণ-মালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তত্তৎ-স্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। আরবী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সে কথা বুঝান কিছু কষ্টসাধ্য বলিয়া আব বাগ্বাহুল্য অনাবশ্যক। ছাপাই-বাব সুবিধা থাকিলে এখানে কতকটা আর-বীয় অক্ষরে লিখিয়া দিয়া পাঠকগণের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পাবিতাম।

আবম্ভ :—

একদিন আলি গেলা বক্করের ঘরে।
দরজায়ে ডাণ্ডাইয়া ডাকে উচ্চস্বরে॥
বক্করে বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
কি কারণে আসিয়াছ ডাক কি কারণ॥
শুনিয়া কহিলা তবে মোর নাম আলি।
মোলাকত কর আসি বাহিরে নিকলি॥
তা শুনি বক্করে তানে চাতুরী করয়ে॥
কোন আলি হও তুমি দেও পরিচয়ে॥

শেষ :—

ছুরত দেখিয়া আলি শান্ত হইল মন।
ছোব্‌হান আল্লা বুলি বুলিলা জোবান॥

* * *

এই মতে সাহা আলি ফাতেমা দেখিল।
আপনার মনে ভাবি পরিচয় পাইল॥
ফাতেমার ছরত নামা সমাপ্ত হইলো।
পুস্তক দেখিয়া জান এই সব লোখিল॥

ভণিতা :—

হীন সাহা বদিযুদ্দিন কহে হস্ত 'জাড় করি।
দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি॥

হস্তলিপিব তারিখ নাই। পুরাতন কাগজে লেখা বটে, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয়, লেখা বড় অধিক দিনের নহে; ন্যূনাধিক ৮০ বৎসব হইতে পারে। লিপিকারের নাম "শ্রীছৈয়দ আছহাবদ্দিন পীং ছৈয়দ রফিয়দ্দিন সাকিন বাবুপুর।" বাবুপুব কোথায়?

লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদের বিশেষ কিছু নাই, তবে তাঁহারা যদি এখনই ব্যাকরণ লিখিতে অগ্রসর হন, তবে সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে, কারণ সজীব ভাষার ব্যাকরণ হয় না। এখন বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা, তাহাতে ইহার ব্যাকরণ হইতে পারে না। এ ভাষার এখনও বহু পরিবর্ত্তন হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র একার্থবোধক একরূপ শব্দ প্রচলিত নহে, সুতরাং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কথোপ-কথনের ভাষার ব্যাকরণ হয় না। Slang শব্দের ব্যাকরণ হয় না। কেতাবী ভাষার ব্যাকরণ হইতে পারে। পালি ভাষায় যে ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুরূপ।

তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যাকরণ শব্দের অর্থ সংস্কৃতে যাহা, বাঙ্গালায় তাহা নহে। বাঙ্গালা ব্যাকবণ বাঙ্গালীর জন্য নাও আবশ্যক হইতে পারে। যাহারা শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি জানিতে চাহে, তাহাদেব জন্যই ব্যাকরণ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে বাঙ্গালার সমস্ত শব্দ প্রথমে সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহার পর সেই শব্দ বাশি আলোচনা করিয়া ব্যাকরণের চেষ্টা করা উচিত। সে সময়ে যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের অপেক্ষা করিতে হয়, করা হইবে। পরিষৎ এদিকে চেষ্টা করিয়া একটা মহৎ কার্য্য করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় বলিলেন, এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালা নিয়মে চলিবে, সংস্কৃত নিয়মে চলিবে না, একথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিত মহা-শয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন না কেন, মনে মনে আমাব কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে পবিষদেব সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার? আমি কতকগুলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্য্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যেই আমিই এই সকল slang আমদানী করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানী করি-তেছি এটা কি রকম কথা? পিতৃ পিতামহাদি হইতে এই সকল শব্দ কি আমরা পাই নাই; আজ সবগুলিকে কুড়াইয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কি? ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ

বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও সে বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরও একটা কথা আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি, তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে বাঙ্গালা প্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে, তা সেগুলার রূপ, আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে অধিকাংশ কথাই যখন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বাঙ্গালা ব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি ত কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্ত্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ্ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইল? বাঙ্গালা ব্যাকরণে কতকটা পরিমাণ সংস্কৃত নিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দগুলির চিরনির্ব্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভাল বলি না। সংস্কৃত শব্দের সমাস ঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোন দিন বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোন দেশেই হয় না। এক সময়ে ইংলণ্ডে Anglo Saxon দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টিকিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃত শব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই; সে সকল নাই তাহার কারণ এই ভাষায় যে সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোন দিন হয় নাই সুতরাং সে সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত "ঘৃণা" বাঙ্গালায় "ঘেন্না" হইয়াছে কিন্তু তাহাতে "ঘৃণার" অর্থ বজায় নাই। "পিরীতি" শব্দে "প্রীতির" অর্থ নাই। কাজেই এ সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কি হইবে? এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের

বাঙ্গালা শব্দ ভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা শব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ী টানিবার কথা উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশ বাবু ভাল বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন শব্দের কি বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন "শ্রবণ" হইতে "শোনা" লিখিবার সময়ে "ন" লেখা হয় মুর্দ্ধণ্য "ণ" লিখিলে ভুল হয় তখন স্বর্ণ হইতে "সোনা" যদি "ন" দিয়া লিখি তবে ভুল কেন হবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই যে সর্ব্বথা গ্রাহ্য, একথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—রোগ নির্ণয়ে যদি ডাক্তারে ডাক্তারে বিবাদ হয় তবে আমরা আর কি করিতে পরি? এ সকল বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক, বিচার বিতর্ক প্রয়োজন, এরূপ স্থলে শ্লেষ বিদ্রূপ করা বা অপমান বোধ করা উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইলে ঝাল মিটাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। ভাষার প্রাণ কি তাহা বুঝিয়া ব্যাকবণ গড়িতে নিয়ম আবশ্যক হয না। ভাষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা ভাষার জন্য নিয়ম করা চলিবে না। আমরা পরিষৎ হইতে যদি বলিয়া দিই, ভাষা এমন হবে না অমন হবে, তাহা কেহ লইবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিয়া দেখাইতে গেলে কেহ দেখিবেও না। ভাষার বদল কেহ করিতে পারে না। তাহা আপনিই হয়। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য তাহা নহে। উহা ভাষার রীতি নীতি দেখাইয়া দিবার ও বুঝাইবার জন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকা মাত্র। সুতরাং ভাষায় যাহা আছে, ব্যাকরণে তাহা রাখিতে হইবে বা থাকা চাই। কেবল সংস্কৃত কথা লইয়া বাঙ্গালা ভাষা নহে, সুতরাং কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদির অনুবাদ দিলে চলিবে না। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাব একাংশ বাদ দিতে চাহেন। লিখিত ও কথিত ভাষায় এক হয় না। গ্রাম্য ভাষা বা কথিত ভাষার ন্যায় চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবে। Dialectical গোলমাল মিটাইবার জন্য সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য কি গ্রাম্য শব্দের বাহুল্য হইলে ভাল হয় তাহা এখনও ঠিক্ বলা যায় না। আপাততঃ দুইই পাশাপাশি সমান দরে ব্যবহার হইতেছে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যে, ভাষার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটা নিয়ম বাহির করা আবশ্যক। এই নিয়মের জন্য কেহ যদি নূতন পথ দেখান, তবে

সে পথে কতকটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা আমাদের দেখা চাই। ইহা আবার ধীরতার সঙ্গে দেখা চাই। পরিষদের এই বৃহৎ কার্য্যটি সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইলে সুখী হইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৮শে পৌষ (১৩০৮), ১২ জানুয়ারী (১৯০২) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেব অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, মতিলাল ঘোষ।
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
,, কুমার শরৎকুমার রায়।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, অমরনাথ দত্ত।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।
,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
,, দীনেশচন্দ্র সেন।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
,, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
,, রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী।
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, অতুলকৃষ্ণ বসু।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
,, বামনচন্দ্র দাস।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
,, অক্ষয়কুমার বড়াল।
,, সুরেশচন্দ্র বসু।
,, সরসীলাল সরকার।
,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
,, সখারাম গণেশ দেউস্কর।
,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
,, বসন্তকুমার বসু।
,, রাধিকানাথ কবিভূষণ।
,, রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।
,, হেমচন্দ্র মল্লিক।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
,, চারুচন্দ্র বসু।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ—সম্পাদক
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রদত্ত ভূমির রেজেষ্টারী করা দলীল প্রদর্শন (৪) গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা, (৫) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা নামক" প্রবন্ধ পাঠ (৬) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে সহকারী সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১। শ্রীযুক্ত অটলকুমার সেন, ১০নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন সিমলা।
,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	২। ,, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৪২নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি।
,,	,,	৩। ,, খগেন্দ্রনাথ দে এটর্নী, ২৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, কেদারনাথ সান্যাল,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৪। ,, জ্ঞানশঙ্কর সেন, ডেঃ কালেক্টর ৬৪নং অপার সারকিউলার রোড।
,, দীনেশচন্দ্র সেন,	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। ,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, মানিকগঞ্জ ঢাকা।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৬। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট।
,,	,,	৭। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।
,,	,,	৮। ,, সুবোধচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার ৫৭ ল্যান্সডাউন রোড।
,,	,,	৯। ,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল কায়স্থ কলেজ এলাহাবাদ।
,,	,,	১০। ,, অনুকূলচন্দ্র বসু, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।
,,	,,	১১। ,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,,	,,	১২। ,, রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭৫নং লোয়ার সারকিউলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১৩। „ কুমুদবন্ধু বসু, এসিষ্টাণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার হুগলী।
„	„	১৪। „ কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন, বি,এ, ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	১৫। „ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম,এ প্রিন্সি-পাল ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।
		১৬। „ গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা।
„ অনাথনাথ পালিত	„	১৭। „ মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৮। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ৭৪নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	১৯। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, ১৬৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	কুমার শরৎকুমার রায়	২০। কুমার ঘনদানাথ রায়, দুবলহাট।
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২১। „ চারুচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।
„	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২২। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৩। „ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ কুমার শরৎকুমার রায়	২৪। „ মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী, বি এল।
„	„	২৫। „ মণিলাল নাহার
„	„	২৬। „ পূরণচাঁদ নাহার, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২৭। „ মোহিনীনাথ বিশী, জোয়াড়ী পোঃ জোয়াড়ী।
„	„ কুমার শরৎকুমার রায়,	২৮। „ শশিভূষণ রায়, দুবলহাটী, রাজসাহী।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৯। „ জে, সি মিত্র আসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেল।
„ কুঞ্জলাল রায়	„ „	৩০। „ প্রয়াগরাজ মুখোপাধ্যায়, ১০নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৩১।	„ জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	৩২।	„ হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, ১নং জেলেপাড়া রোড।
„	„	৩৩।	„ সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯নং কাঁসারী পাড়া।
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৩৪।	„ হেমচন্দ্র সেন, বি এ, কড়িয়াপুকুর লেন।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ,	„	৩৫।	„ সনৎকুমার সেন, ৩৮নং রামতনুবসুর গলি।
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	„	৩৬।	„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, ১৭নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„ রাধিকানাথ কবিভূষণ,	„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,	৩৭।	„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, বেতাগড়ি ময়মনসিংহ।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৮।	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ৮৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৯।	„ রামকুমার কবিরত্ন, বাইনাগ্রাম ময়মনসিংহ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন,	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৪০।	„ উপেন্দ্রলাল রায়, বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রেজিষ্টারী দলীল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, কাশিম বাজারের মহারাজ পরিষদের জন্ম ৭ কাঠা জমি দিয়াছেন তাহা আপনারা জানেন। সেই জমি এই রেজেষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই জমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্ম অর্থ আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমাদের চেষ্টায় যতটা হইয়াছে তাহা পত্রেই আপনারা অবগত হইয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন আবশ্যক অর্থ উঠিবে না। প্রত্যেক সভ্য চেষ্টা করিলে তাঁহার দ্বারা যে ভাবে যতটা সাহায্য হইতে পারে পত্রে তাহার প্রস্তাব করা গিয়াছে। এক্ষণে আপনারা ঐকান্তিক উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে পরিষদের বাটী নির্ম্মাণ দুষ্কর হইবে। এক্ষণে আপনাদিগকে অনুরোধ আপনারা কাল বিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন।

অতঃপর চতুর্থ বিষয় সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বাবু যদুনাথ বরাট ও মার্টিন কোম্পানির অংশীদার পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর নক্সা প্রস্তুতের ভার

লইয়াছেন। সেই সকল নকসা প্রস্তুত হইলে গৃহ নির্ম্মাণ সমিতির পরামর্শ মত কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, পরিষদের বাটী নির্ম্মাণার্থ যতগুলি ইটের প্রয়োজন হইবে, যদি পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ইট প্রস্তুত করাইয়া লইতে যত মাটী ও জলের দরকার হইবে তন্নিমিত্ত আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নারিকেল ডাঙ্গায় খালের ধারে উঁহার যে জমি আছে তাহা হইতে মাটী উঠাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, নাটোরের মহারাজ, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়গণকে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সভ্য করা হউক। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ভারতীতে প্রকাশিত]

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমার বোধ হয় পালি ও প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। রবীন্দ্র বাবুর ক্রিয়াপদের তালিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দেরও তালিকা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; তৎপরে বিচার। ইংরাজীর সহিত ল্যাটিনের যে পার্থক্য বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সেইরূপ। সংস্কৃতে সন্ধিসমাসের দ্বারা ভাষা সংকোচ করিবার দিকে দৃষ্টি থাকে বাঙ্গালার সন্ধি সমাসের দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই; সুতরাং ইহার গতি বিস্তারের দিকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদি বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সাধনের জন্য আবশ্যক হইলেও ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ব্যাকরণ রচনার জন্য আমার মতে পাণিনির পদানুসরণ করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এবং সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেন, যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। তিনি উপস্থিত আছেন তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমি কিছুই শুনি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে কথ্য ভাষাই হউক আর গ্রন্থ ভাষাই হউক সংস্কৃতের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, আজ রবীন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। কোন একটা বিষয়ে প্রথমে বাদীর বক্তব্য পরে প্রতিবাদীর বক্তব্য পরে বাদীর উত্তর, আলোচনা এইরূপে হইলেই ভাল হয়। আলোচনায় বিতণ্ডা না হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমেও যদি তিনি এ প্রণালীতে ব্যাকরণ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে উঁহার মত পরিবর্ত্তিত

হইতে দেখা যাইত। নানা দেশের বহু পণ্ডিতের যত্নের, আদরের, যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহা কখনই উচ্ছৃঙ্খল নহে। বাঙ্গালা ভাষা এখন উন্নতির দিকে চলিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রণালীতে তাহাকে নিগড়িত করিতে চান উহাতে উহার উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার নিয়মের দড়ি দড়া দিয়া উহাকে যে বাঁধন দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃতের তেজস্বিনী কন্যা বাঙ্গালা ভাষা সে বাঁধন এখন আর মানিতেছে না। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যখন কোন প্রতিভাবান্ লেখক কোন ভাষার গ্রন্থ লেখেন, তখনই সেই ভাষা বিস্তৃত হইয়া উঠে। যত দিন না ভাষার গ্রন্থ লেখা হয়, ততদিন ভাষা পরিপুষ্ট হয় না। বন্ধুবর যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের অতি নিকট-বর্ত্তী, আমার বিশ্বাস তাহা আদৌ নহে। চসারের লেখায় লাটিনের আধিক্য নাই, তাই সে লেখা সাধারণে বুঝিতে পারে এবং সেই জন্যই চসারের লেখার গৌরবে তাঁহার সমসাময়িক অন্য সকলের লেখা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পর মিল্টনাদি চসারের অনুকরণ করিয়াই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ ইটালিতে প্লুটার্ক, জার্ম্মানিতে লুথার। বাঙ্গালায় সেই রূপ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভাশালী লেখকেরা বই লিখিয়াছেন, ভাষার নিজের শক্তি কিছু নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা সেই ভাষায় লিখিতেছেন বলিয়া উহার প্রভাব। আসামী হিন্দীতে লিখিলেও তাঁহারা সেই সেই ভাষাকে এইরূপ করিতে পারিতেন। বাঁশীতে কিছুই নাই, বাদকের গুণেই বাঁশী মিষ্টি বাজে। শাস্ত্রী মহাশয় বিতণ্ডা বুদ্ধিতে এতটা সাহসী হইয়াছেন এবং এই বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই বাঙ্গালা, ভাষা কালান্তর প্রচলিত সংস্কৃত মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের এরূপে আলোচনা হইবে না। ৪০০শত বৎসরের হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথিতে যখন 'য' স্থানে সর্ব্বত্র 'জ' দেখিতে পাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার ঐ সকল শব্দ লিখিতে 'য' ব্যবহার কেন করিব? প্রাকৃত ব্যাকরণে 'য' নাই। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের প্রভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে ঐ সকল শব্দ 'য' দিয়া লিখিতে হয়। ববকচি সংস্কৃত জানিতেন না এমত নহে। অথচ পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিবার সময়, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় যাহা নাই, সংস্কৃতের দোহাই দিয়া সেই সকল বর্ণ উহাতে প্রবেশ করান নাই। আপনাদের সে কালের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ বর্ণ আছে না আছে, তাহা হিসাব না করিয়াই সংস্কৃতের বর্ণমালা অবিকল বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া লইয়াছেন এবং সেই বর্ণমালা দেখিয়া আপনারা বর্ণ শিক্ষা করিয়াছেন। কাজেই বাধ্য হইয়া আপনারা দুটা ('য' 'জ') দুটা ('ণ' 'ন') দুটা 'ব' তিনটা ('শ' 'ষ' 'স') লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ন্যায় লোক অর্থাৎ যাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে কাহার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত কাহারও সহিত বাঙ্গালার প্রকৃতি মিলে না। ঐ তিন ভাষায় বিভক্তির ব্যবহার বড় বেশী, বাঙ্গালায় তাহা খুব কম। ইংরাজিতে যাহাকে preposition বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ

প্রয়োগই অধিক। ইংরাজিতে যখন Anglo-saxon প্রভাব ছিল তখন বিভক্তি দিয়া যাহা করিত এখন অন্য শব্দের সাহায্যে তাহা করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষার এক একটি বিশেষত্ব আছে; সংস্কৃতে তিনটি লিঙ্গ দেখিয়া অনেকে বাঙ্গালায় তিনটি লিঙ্গের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিন্তু মিসরের প্রাচীন ভাষায় তেরটি লিঙ্গ। পাণিনি শুনিলেও হয়ত লইতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সংস্কৃত শব্দ সাধনের সমস্ত সূত্র যদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে দিতে হয় তাহা হইলে শিশু হত্যা করিতে হয়। সে সকল সূত্রও আবার সেইরূপ কঠিন। "পতৎ+অঞ্জলি" নিপাতনে পতঞ্জলি হয়। এরূপ সূত্র বাঙ্গালা ব্যাকরণে কি আবশ্যক জানি না; এরূপ সূত্র না জানিলে পতঞ্জলি শব্দ ব্যবহারে কি ক্ষতি হইবে জানি না। রচনার প্রণালী ধরিয়া ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যায় না। শকুন্তলায় কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় 'শকুন্তলা' লিখিয়াছেন তাহাতে ভাষার কি হানি হইয়াছে জানি না। কৃত্তিবাসও সংস্কৃত জানিতেন, বুদ্ধদেবও সংস্কৃত জানিতেন। উঁহারা যদি বাঙ্গালা লিখিবার সময় "যখন" লিখিতে "জ"দিয়া লিখিয়া থাকেন, আর চারি শত বৎসরের সাক্ষী একখানা হাতের লেখা পুঁথিতে তাহা দেখিতে পাই তাহা হইলে কি আমরা বলিব যে তাঁহারা "যখন" লিখিতে বানান ভুল করিয়াছেন। উঁহারা সংস্কৃত জানিয়াও এরূপ ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেন কেন? গ্রন্থের উদ্দেশ্য যদি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে হয়, তবে জন সাধারণ যে ভাষা বুঝে তাহাতেই লেখা আবশ্যক। আপনারা বাঙ্গালাকে যদি সে স্বাধীনতা না দেন তবে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির কথা স্মরণ করিবেন। সংস্কৃতের মাত্রার হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে উচ্চারণে যে প্রভেদ হয় বাঙ্গালায় সে উচ্চারণ প্রভেদ কোথায়? যদি উচ্চারণই সেরূপ না করা হয় তবে হ্রস্ব, দীর্ঘ লইয়া একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধির আবশ্যক কি? বিশে-ষতঃ প্রাচীন কালের লেখায় তাহার যখন প্রমাণ পাইতেছি না। এক মাত্রিক ও আড়াই মাত্রিক কথা লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবুর মধ্যে যে তর্ক উঠিয়াছে, আমার বোধ হয় সে তর্ক নিষ্ফল, বাঙ্গালীর উচ্চারণ সর্ব্বত্রই এক।

তৎপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, তাহা বড়ই ভাল লাগিল। ভাষার গতিক দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। ভাষার উপরে evolutionএর কার্য্য হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের উপর প্রাকৃতের যতটা প্রভাব ছিল, এই তিন চারি শত বৎসর পরে সেটা আছে কি?

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বলিলেন:—Monosyllabic এর অনুবাদ "একমাত্রিক" না হইয়া "এক স্বর" হইলে ভাল হইত। যাহাতে একটি মাত্র স্বর আছে, ব্যঞ্জন যত গুলিই থাকুক না কেন, তাহাকে একস্বর ধাতু বলে। পৃথিবীর মধ্যে দুইটি ভাষা monosyllabic চীন ও তিব্বতীয় ভাষা; তিব্বতীয় ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা জানিয়াছি হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরের ভেদ বশতঃ monosyllabic শব্দের "এক স্বর" এরূপ অনুবাদে কোন হানি হয় না। "যখন" শব্দটি "যৎক্ষণ" এই সংস্কৃত শব্দ হইতে পালি ভাষার দ্বার দিয়া

আসিয়াছে। পালি ভাষার "যদ" শব্দটি "য" এইরূপ ধারণ করিয়াছে। পালি ভাষায় "ক্ষ" নাই। তাহার স্থলে "খ" বসিয়াছে। পালি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে "ণ" স্থানে "ন" বসিয়াছে। সূত্রটি এই :—"রকারান্ত ও হকারান্ত ধাতুর পরস্থিত অনট্ প্রত্যয়ের ণ মূর্দ্ধন্য হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে দন্ত্য ন ব্যবহৃত হয়।"

উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণ বিন্যাস (phonetic) করিতে হইবে কি পদের অনুযায়ী বর্ণ বিন্যাস (etymological) করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা একরূপ স্থিরই হইয়াছে যে বর্ণ বিন্যাস etymology অনুসারে করিতে হইবে।

সম্প্রদান কারক কেবল পাণিনি স্বীকার করিয়াছেন এরূপ নহে। গ্রীক্ লাটীন প্রভৃতি ভাষায় কর্ম্ম ব্যতীতও সম্প্রদান কারক ছিল। ইংরাজী ভাষায় আজকাল উহাকে Indirect object বলা যায়। বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারকের অর্থ সঙ্কুচিত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। কেবল দান বুঝাইলে এরূপ নহে। পতঞ্জলি ইত্যাদি শব্দেব সন্ধি বিশ্লেষণ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ সমূহেব আলোচনা দ্বাবা আমরা বুঝিতে পারি সন্ধি বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ সময় তিব্বতীয় ভাষায যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হইত, সেই সকল গ্রন্থের শব্দ সমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া হইত। পতঞ্জলি এই শব্দ সংস্কৃত আকাবে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রহণ করিবাব কোন উপায় নাই। অতএব তিব্বতীয অনুবাদকগণ "পতৎ" ও "অঞ্জলি" এই দুই ভাগে উক্ত শব্দকে বিভক্ত করিয়া "পতৎ" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ ও "অঞ্জলি" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ সংযোজন পূর্ব্বক একটি নূতন তিব্বতীয় নাম বাচক শব্দেব সৃষ্টি কবিয়াছেন। সেইরূপ কৃশানু=কৃশ+আনু=কৃশকারী=ছুঙ্ ব্যেদ্। কৃশ ইহার প্রতিশব্দ ছুঙ্ ও কারী ইহার প্রতিশব্দ ব্যেদ্। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে "রাক্ষস" "গন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি শব্দের ব্যাখায়ও ঐ রূপ সন্ধি বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রাকৃত বা পালি কাহারও অনুরূপ নহে। বাঙ্গালা কথিত ভাষা আর ঐ গুলি গ্রন্থেব ভাষা, ঐ গুলি কখনও কথিত ভাষা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ঐ সকল ভাষার শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার রীতি স্বতন্ত্র। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার অনুরূপ কথিত ভাষা সকল প্রচলিত ছিল। কালক্রমে কথিত ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন স্থায়ী সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, তর্কটা ক্রমশই বিতণ্ডার দিকে যাইতেছে। আমার মনে হয় হীরেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু বিতণ্ডার একদলে এবং আমরা বাহিরে, এ বিতণ্ডার মীমাংসা হইলেই ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রশংসার্হ, তাঁহার লেখায় বিচারের অনেক কথা আছে। তাঁহাব প্রবন্ধের আলোচনা কালে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, উপস্থিত মত তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। একটা কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার গঠন,—এই গঠন কাহার আদর্শে হইবে? কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার আদর্শে হওয়াই উচিত। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা যে অধিক তাহা সকলেই স্বীকার রেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষার গঠন সংস্কৃতের আদর্শে হউক, আমি তাহারই পক্ষপাতী। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করি নাই বা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। যে শিশুমারণের কথা উঠিয়াছে, যদি হীরেন্দ্র বাবুর মতে ব্যাকরণাদি হয় তবে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। সংস্কৃত শব্দগুলির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এবং অপরাপর শব্দের জন্য অপরাপর ভাষার নিয়ম শিখিতে হইবে। উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখিতে গেলে ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান ভাষার শব্দগুলির দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। ভাষার গঠন প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য কি হইবে? শব্দচয়ন ও ভাব গ্রন্থন দুই আবশ্যক। ইংরাজিতে চসার ও টেনিসনের সময়ের ভাষার তুলনা করুন, রামপ্রসাদ ও কালিদাসের তুলনা করুন। যে প্রাকৃতকে বাঙ্গালা ভাষার মূল ধরিয়া তর্ক চলিতেছে সেই প্রাকৃত ভাষার ছাঁচই যে সংস্কৃত। কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষাকে আদর্শ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের উপযোগী করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ ভাষায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এখনকার পাঠকশ্রেণী তখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। সেকালে যাঁহারা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা তখনকার অর্দ্ধশিক্ষিতের উপযোগী বাঙ্গালা গ্রন্থের তত বেশী আলোচনা করিতেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকার আলোচনায় আমার বোধ হয় আমরা মূল বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। প্রথমে দেখা উচিত বাঙ্গালা ভাষা কি প্রণালীতে লিখিত হয়। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বাক্যটীর মধ্যে "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" এই দুইটি ব্যতীত খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ আর নাই। নাই বলিয়া যদি কেহ বলেন এটি বাঙ্গালা নহে, তাহা আমরা কেহ শুনিব না, মানিব না বা সে ভাবে তর্ক করাও অনুচিত। রবীন্দ্র বাবুও তাহা বলেন না। তবে কেহ বলিবেন এই আদর্শের বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট, কেহ বলিবেন নিকৃষ্ট, সে তর্কের মীমাংসার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ঐ বাক্যটি যখন বাঙ্গালা তখন উহার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের নিয়মই জানা আবশ্যক; ছাত্রেরও আবশ্যক, তাহাতে শিশুমারণ হয়, কি করা যাইবে। কিন্তু "অপ্রতিহত প্রভাবে" পদের ধাতু, প্রত্যয়, সমাস যদি জানা আবশ্যক হয়, "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" পদের ঐ সমস্ত জানা আবশ্যক নহে কেন? একের জন্য যদি শিশুমারণ আবশ্যক হয়, অপরের জন্য না হইবে কেন? ভাষার গঠন প্রণালী আবিষ্কারের জন্য এই সকল আলোচনা চলিতেছে। যতদিন তথ্য নির্ণীত না হইবে তত দিন এইরূপ

বিতণ্ডা চলিবেক। বাঙ্গালা শব্দ লিখিতে লিখি "কবিব" বলিতে বলি "কর্ব" দেশ ভেদে তাহারও আবার নানা ভেদ আছে। ইহার যদি নিয়মাদি জানা যায় তবে ক্ষতি কি? শাস্ত্রী মহাশয় কি "করিব" র পরিবর্ত্তে করিষ্যামি প্রয়োগ করিতে বলেন, কথনই না। এ সকলের মীমাংসা প্রার্থনীয় নহে কি? "করিব" শব্দের সংস্কৃত মূল থাকিতে পারে কিন্তু কত দূরের পরিবর্ত্তে উহা জন্মিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক নহে কি? শিশুব্যাকরণ সবল হওয়া উচিত ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। রবীন্দ্র বাবু শিশুব্যাকরণেব কথা বলেন নাই, তিনি ভাষা তত্ত্বালোচনার একটা পথ দেখাইয়াছেন মাত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্যের অধিকাংশ আমি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এখন আমি সংক্ষেপে দুই চাবিটি কথা বলিতেছি। কেহ কেহ মনে করেন বিতণ্ডা কবাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা যদি নিবপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ই আমাব অভিপ্রেত। আমি শব্দবিজ্ঞান মানি না এ কথা কেন উঠিল? আমি কেন, জগতেব প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই শব্দবিজ্ঞান শ্রদ্ধাব বস্তু। ভট্ট মোক্ষমূলব ও মুব সাহেবেব ভাষা বিজ্ঞানেব মর্ম্ম আমি অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ সকল মনীষী প্রত্যেকেব শ্রদ্ধাভাজন। বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ অর্থে ঐ সকল মনীষীব উপাদেয় গ্রন্থ নহে, যাঁহাবা শব্দের প্রকৃত বর্ণবিন্যাস তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক ও সংস্কৃতেব সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কবিতে একান্ত বদ্ধপরিকর সেই নব বৈয়াকবণগণের নবপ্রবর্ত্তিত ঠেসান হলান, ধবাস কটাসৃজ, চলকনো নিঙ্‌ড়ানো ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি জনক ব্যাকবণই আমার লক্ষ্য। চাবি শত বৎসরেব পূর্ব্বের বাঙ্গালা গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তখনকাব বর্ণবিন্যাসেব প্রথা এখন বর্ত্তমান নাই। আড়াইশত বৎসবেব পূর্ব্বেব হস্ত লিখিত পুস্তক অধিক পাওয়া যায় না সুতবাং কাহার উপর নির্ভর কবা যাইবে। আর যদিই কোন পুরাতন পুস্তকে "যখন" শব্দে বর্গ্য জ থাকে তাহাই বা কেন বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ কবিব? যদি কোন অশিক্ষিত কিংবা সংস্কৃত জ্ঞানবিহীন গ্রন্থকার বা লিপিকাব "যখন" শব্দে বর্গ্য জ ব্যবহার কবিয়া থাকেন, তাহা শিক্ষিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তিদের আদর্শ হইতে পাবে না। আমার নিকট একখানি অতি পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক আছে, উহাতে গোঁসাই শব্দেব বর্ণবিন্যাস "গষাঞি" এইরূপ আছে তাহাই কি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ কবিব? তবে রবীন্দ্র বাবু যে প্রকাব বর্ণবিন্যাস ও ভাষা বানাইতে উৎসুক উহা চলিবে না, আজ কাল শিক্ষিত ব্যক্তিদেব সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধ ভাষাব প্রতি অনুরাগ অধিক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃতোন্মুখী হইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অতি অল্প কাবণে কত বৃহৎ ব্যাপাব কত বাগবিতণ্ডা হইয়া থাকে। পরিষদের ব্যাকবণ প্রবন্ধ লইয়াও তাহাই হইতেছে। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাঙ্গালা প্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিযা দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই এ কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে।

তাঁহার উদ্দেশ্য সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দ সমষ্টি ছাড়া ভাষার আর একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এত আলোচনা দুঃখের নয়। ভাষার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা উচিত। ভাষা এখন যে স্রোতে চলিয়াছে তাহা বদলাইতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালা প্রত্যয়ান্ত শব্দ আজ কাল লেখায় বেশী ব্যবহার হইতেছে। লেখার একটা পথ আছে। প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যে দিকে লইয়া যাইবেন ভাষা সেই দিকেই যাইবে। কথ্য ও গ্রন্থভাষায় বড় বেশী পার্থক্য রাখা সঙ্গত নহে। অক্ষয় দত্তাদির ভাষার গতি ফিরিয়াছে। অক্ষয় দত্তাদি এবং এখনকার ভাষার সমতা রাখিয়া ভাষার গতিকে স্থির করাইতে পারিলে ভাল হয়। ভাষা শিক্ষিত অপেক্ষা সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় ভাষায় প্রথমে কৃত্রিমতা ছিল, প্রতিভাশালী লেখকের লেখার গুণে তাহা দূর হইয়াছে। ভাষাকে সহজবোধ্য করিতে হইলে যে কি নিয়মে হইবে তাহা বলা যায় না। প্রথমে দেখা আবশ্যক মনের ভাব ঠিক কথায় ফুটিল কি না তাহার পর তাহার সেই প্রাঞ্জলতা বজায় রাখিয়া অঙ্গ সৌষ্ঠবও আবশ্যক। ব্যাকরণ মনগড়া হইলে চলিবেক না। সংস্কৃত ছাঁচে ব্যাকরণ হওয়াই ভাল এবং দেখিতে হইবে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দ কি কি আছে, তাহাদের প্রয়োগাদি সম্বন্ধে, ধাতু প্রত্যয় সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এখনও ব্যাকরণ হইবার সময় হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে দেখা উচিত নানা দেশের শব্দ নিজস্ব কিরূপ? প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হউক আর অন্যরূপই হউক তাহাতে বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে। আমার একটা অনুরোধ আলোচনা ব্যক্তিগত না হয়, সুপথে চালিত হয়, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী।
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি।

—o—

নবম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৭শে মাঘ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় সময় পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।—

শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী (সভাপতি)
" রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" প্রিয়নাথ ঘোষ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ,
" রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর
" শরচ্চন্দ্র সরকার
" করুণাকুমার সেন
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী
„ যোগেন্দ্রনাথ বসু	„ রাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়	„ বিশ্বেশ্বর সেন মজুমদার
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ দুর্গাদাস গুপ্ত
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	„ হেমচন্দ্র সেন
„ রমেশচন্দ্র সেন	„ শরৎকুমার সেন
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	„ নলিনীভূষণ গুহ
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
„ জ্যোতিশচন্দ্র সমাজপতি	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, }
„ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	

আলোচ্য বিষয়ঃ—(১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রস্তাব, (ক) অধ্যাপক সি, আর, উইলসন্ কর্ত্তৃক ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনার্থ পরিষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব, (খ) সভ্যনির্ব্বাচন নিয়মে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন জন্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয়ের প্রস্তাব (৪) প্রবন্ধঃ—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "অজাতশত্রু সম্বাদ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের "পাল রাজগণ" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হয়েন। পূর্ব্ববারের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

অধ্যাপক উইলসন্ ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ যে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তদ্বিষয়ে স্থির হইল, পরিষদ পূর্ব্বে পুস্তকাগারে তাঁহার গ্রন্থ সমুদয় রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপাততঃ আমরা আর কিছু করিবার সুযোগ পাইলাম না। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম,এ, মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়.

রামেন্দ্র বাবু প্রস্তাব করেন—নিয়ম হউক বার জন সভ্য প্রবেশিকা বা মাসিক চাঁদা না দিয়া পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিয়োগে সম্পাদক তাঁহাদের নাম পরিষদের মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। প্রকাশিত সভ্য তালিকায় তাঁহাদের নাম স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত থাকিবে না। রামেন্দ্র বাবু বলেন, বর্ত্তমান পরিষদে দুই শ্রেণীর সভ্য আছেন। কিন্তু এমন লোক আছেন, যাঁহারা পরিষদের উপকার ক্ষম বা উপকার রত। সে উপকারের প্রত্যুপকার আমাদের ক্ষমতার অতীত। পত্রিকার জন্য মূল্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সকলের সে সাধ্য নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রবেশিকা ও চাঁদা দানে অসমর্থ। দেশের প্রচলিত প্রথায় অধ্যাপকশ্রেণী গ্রহণ করেন, দেন না। পরিষদের হিতের জন্য পরিষদে তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজন। এই সকল কারণে যাঁহাদের নিকট পরিষদ উপকৃত বা উপকারের আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে বিনা চাঁদায় সভ্য করা

হউক। সংখ্যায় অধিক না হয়; এজন্য বার জন নির্দ্ধারিত করা হউক। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। স্থির হয় এই নিয়ম ১০ (ক) রূপে নিয়মাবলী মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে।

দীনেশ বাবু প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি একখানি দুষ্প্রাপ্য পালি গ্রন্থের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ মনোজ্ঞ, ভাষা চমৎকার। ইহাতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার আছে। জীবক সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি ভৃত্য থাকিবার সর্ত্তে আট বৎসর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। অজাতশত্রু খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে মগধের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন ও বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করেন। তাঁহার তাড়নায় তাহারা নেপাল, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় গমন করে। অজাতশত্রুর অষ্ট পুরুষ পিতৃ হন্তা।

রাধিকা বাবুর প্রবন্ধ "পাল রাজগণ" পঠিত স্বরূপে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় পালাশবন ও সীতা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত গীতার অনুবাদ (পুঁথি) ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় India of Aurangzeb গ্রন্থ পরিষদকে উপহার দিয়ছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাবিত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য	
রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয় বি, এল ঘোড়ামারা, রাজসাহী।	
"	"	প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এল	ঐ
"	"	" মহেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল "	ঐ
"	"	" শশধর রায় "	ঐ
"	"	" সুদর্শন চক্রবর্ত্তী "	ঐ
"	"	ডাক্তার অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী	ঐ
"	"	" চন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ
"	"	শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিন্সিপ্যাল	ঐ
"	"	" হরকুমার সরকার (জমীদার)	ঐ
	"	" রাজকুমার সান্ন্যাল	ঐ
	"	" রামজয় বাগচী (মোক্তার)	ঐ
	"	" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল	ঐ
	"	" গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ঐ	ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক জমিদারী কাছারি, কাউনার বাড়ী রামপুর, বোয়ালিয়া।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩ ফড়ডাইস্ লেন।
"	"	" গিরিশচন্দ্র দত্ত ৪নং নবাবদী ওস্তাগরের লেন।
"	"	" অবিনাশচন্দ্র বসু মদন মিত্রের লেন।
"	"	" সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় Manager, Nawab Bahadurs' Estate, Kandi, Murshidabad.
শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ	" দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Assistant Manager, Gouripur Raj, Assam.
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, বি, এল	" অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়
"	"	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়
"	"	" সীতানাথ রায়
"	"	" হরেন্দ্রলাল রায়
"	"	" যশোদালাল রায়
"	"	" বিনোদলাল রায়
"	"	" নন্দলাল রায়
"	"	" কুঞ্জমোহন মৈত্র
"	"	" লালমোহন মৈত্র
"	"	" কুমার শরদিন্দু রায়
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	Dr U. Gupta ৩৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
"	"	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী ১৫ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
"	"	" শরৎচন্দ্র গুপ্ত ১৬ সাগরধরের লেন,
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	"	" গুরুপ্রসাদ মৈত্র

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, নন্দকিশোর মিত্র

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

দশম অধিবেশন।

গত ২রা চৈত্র অপরাহ্নে পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,
,, হারাণচন্দ্র রক্ষিত
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
,, দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন
,, দ্বারকানাথ বসু
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
,, যতীন্দ্রনাথ বসু
,, মণীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, মন্মথনাথ সেন

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মিত্র
,, সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বাণীনাথ নন্দী
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
,, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, মন্মথমোহন বসু, বি, এ,
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদকদ্বয়।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) প্রস্তাব, (ক) পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের হাইকোর্টের জজ পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ (৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "বঙ্গে নীল" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সুদ্ধ পাঁচালী" নামক প্রবন্ধ। (৫) বিবিধ বিষয়।

গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বাবু নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় নহাটার নীলকরদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন। সে সময় যে সকল বাঙ্গালী সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কথায় নলিনী বাবু বলেন, যাঁহারা দেশের বা লোকের হিতকল্পে

কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, বঙ্গে নীলের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গে নীলের কথা এখন ইতিহাসগত। নীলের ব্যবসায় বিলোপের কারণ—(১) রসায়নের উন্নতি ও কৃত্রিম নীলের উৎপাদন, (২) নীলের ফসল ফলনে নিশ্চিততার অভাব; সকলে সাহস করিয়া সে ফসলের ব্যবসায় করে না। পূর্ব্বে বঙ্গে নীলের ব্যবসায় কিরূপ ছিল, নীল ব্যবসায়ে কাহারা খ্যাতি লাভ করেন, প্রবন্ধকার তাহা দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের সহিত নীলের সম্বন্ধ 'নীল দর্পণে' প্রকটিত। দীনবন্ধু বাবু তখন বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক ও অলঙ্কার। মিষ্টার লংএর মকর্দ্দমার সময় লোকে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহার কারাবোধে সাধারণ জনগণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য দেবেন্দ্র বাবু ধন্যবাদ ভাজন।

অপর প্রবন্ধ পঠিত রূপে গৃহীত হইল।

গত অধিবেশনে গৃহীত নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়কে পরিষদের সভ্য করা হইল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্থাপনাবধি পরিষদের সভ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পরিষদ এখন যে কার্য্য করিতেছেন, সারদা বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই প্রাচীন সাহিত্য প্রচার কার্য্য করেন। তিনি ইহাতে সমূহ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সমূহ পরিশ্রমের ফল। পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে মন দিতেন না। কাপ্তেন মার্শাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, তুমি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ইংরাজী পড় ও বাঙ্গালা লেখ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই করেন, তাহাতে বঙ্গ ভাষায় অপূর্ব্ব শ্রী হয়। সারদা বাবু ইংরাজী সাহিত্যে ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। এরূপ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের ও তাহার টীকাকারের কার্য্যে মন দিলেন। শেষে অবকাশাভাবে তিনি সে ভাবে সাহিত্য সেবা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্য সেবা ত্যাগ করেন নাই।

স্থির হইল, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সারদা বাবুর নিকট প্রেরিত হউক ঃ—

"পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি,এল, মহাশয়ের পদোন্নতিতে পরিষদ আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধন করিতেছেন।"

সভায় প্রকাশ করা হয় অল্পদিনের মধ্যে পরিষদের তিন জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে।—(১) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, খিদিরপুর, (২) বিরজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, (৩) চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর। ইঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে বলিলেন, যোগেন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবী ছিলেন।

তিনি বঙ্গদর্শন প্রভৃতি অনেক পত্রে দার্শনিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি চিন্তাশীল ও মৌলিক লেখক ছিলেন। তবে তিনি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার রচনার আদর করে নাই। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু জনিত ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে না। সভাপতি মহাশয় হীরেন্দ্র বাবুর কথার সমর্থন করিয়া বলেন, যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। স্থির হয়, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত শোকপ্রকাশক পত্র তাঁহার পুত্রের নিকট পাঠান হইবে।

সভায় প্রকাশ করা হয়, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বনমালী রায়ও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সভা তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ দেন।

তৎপর নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় :—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচি, শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায়, কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, Q Jewson Esq. ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায় ১৯।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
,,	,,	২। রাজর্ষি বনমালী রায় বৃন্দাবন।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	,,	৩। রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ৮ উইলিয়মস্ লেন।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	,,	৫। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ বি এল, ৩৯ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ ৩২ ২ শ্যামপুকুর।
,,	,,	৭। ,, ধন্নুলাল আগরওয়ালা ৪ মদনমোহন চট্টোর লেন
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	৮। ,, কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, গ্রে ষ্ট্রীট।
		৯। ,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পিরোজপুর।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

একাদশ অধিবেশন।

গত ১৪ই বৈশাখ ১৩০৯, ইংবাজী ২৭শে এপ্রেল ১৯০২ রবিবার অপবাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব একাদশ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল
,, সতীশচন্দ্র বসু
,, কালিদাস নাথ
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, জ্ঞানশঙ্কর সেন
,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
,, গোবিন্দলাল দত্ত
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ,
,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
,, রাধিকানাথ কবিভূষণ
,, অনাথনাথ পালিত এম্, এ,
ডাক্তার ,, সরসালাল সরকার
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, সম্পাদক
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী }
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল;—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন (ক) ১১৬৭ সালে দেশী উপায়ে মুদ্রিত দুই খানি পুঁথি,—(খ) অর্দ্ধখানি ফুল্‌স্কাপ্ কাগজেব এক পৃষ্ঠায় লিখিত সমগ্র গীতগোবিন্দ (গ) বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিক মানচিত্র, (৪) প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ," (৫) বিবিধ বিষয়।

১। কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ সরকার মুরশিদাবাদ কাতলামারী।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	,,	২। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী পুটীয়া রাজবাড়ী।
শ্রীযুক্ত রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী	,,	৩। ,, মতিলাল দাস বরাহনগর, কুটিঘাটা।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	৪।	„ চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, ডেঃ মাঃ ভাগলপুর।
,,	,,	৫।	„ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণপাড়া লেন, বৈদ্যবাটী।
,,	,,	৬।	„ কমলকৃষ্ণ সাহা ১৮ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট
,,	,,	৭।	„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের লেন।
,,	,,	৮।	,, প্রসন্নকুমার মজুমদার ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	৯।	শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক ১৬।১৭ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
,, প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	১০।	শ্রীরায় জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,			শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কলিকাতা।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী তিনটী প্রদর্শনের দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বলিলেন, পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তিনটী দ্রব্য পাঠাইয়াছেন এবং ইহাদের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ বিবরণ পঠিত হইল। সভায় স্থির হইল এই তিন দ্রব্য রক্ষা করা হউক। বৃন্দাবনের মানচিত্র কাপড়ে আঁটিয়া আসলকে এবং উহার অনুলিপি করাইয়া সেই নকলও রাখা হউক। তারকেশ্বর বাবুকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। (১) কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর যাবজ্জীবন সভ্য পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে এবং (২) মহারাজা বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দান ১০০০৲ ও কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের দান ২৫০৲ উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল, (৩) শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের প্রদত্ত পুঁথি উপহারের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং ভবিষ্যতে বেয়ারিং পার্শেলে না আনাইয়া অগ্রে পোষ্টেজ পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। (৪) গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (৫) অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন অন্যান্য ভাষা হইতে সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করা হউক।

ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদিত হইলে অনুবাদক লাভবান্ হইবেন এবং ভাষারও পুষ্টি সাধিত হইবে। মাহারাষ্ট্রী ভাষায় ঐরূপ আছে। আমাদের পরিষদের যে গ্রন্থ রচনা সমিতি আছে, অনুবাদ সমিতি তাহার শাখা হউক। এসম্বন্ধে ১৩০৭ সালের

পূর্ব্বের গ্রন্থ রচনা সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি পঠিত হইলে স্থির হইল আগামী বুধবারে গ্রন্থ রচনা সমিতির অধিবেশন করাইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা হউক।

অতঃপর প্রবন্ধ লেখক যদু বাবু উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—যদুবাবুর প্রবন্ধ উত্তম হইয়াছে। তিনি উচ্চারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন। বর্ণমালায় যখন তিন শ, দুই ণ, দুই ব, দুই জ, আছে তখন ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণই ভাল। আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু আমার চাকরকে "সদয়" বলিয়া ডাকিতে "স" এর প্রকৃত উচ্চারণ করিয়া ডাকিতেন, বড় মিষ্ট লাগিত। সংস্কৃত উচ্চারণ পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ আছে। আমরা যখন সংস্কৃত বর্ণমালা লইয়াছি, তখন সংস্কৃত উচ্চারণ লইব না কেন? সংস্কৃত উচ্চারণ বড় মিষ্ট, মিষ্টতার দরুণ লোকে সহজে লইবে, লিখিবারও কষ্ট হইবে না। উচ্চারণ পরিশুদ্ধ হইলে ভাষাও মিষ্ট হইবে। অন্তস্থ "ব" কে "উঅ" বলিলে অনেক স্থলে বড় মিষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণ সাদৃশ্যে জাতীয়তার বৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্বে পরিষদে ভাষার অপভ্রংশ ত্যাগ বিষয়ে আমার মতামত বলিয়াছিলাম। অপভ্রংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তাহাতে একতার হ্রাস হয়। অপভ্রংশের বহুলতা ও বিভিন্নতার জন্য এক ভাষা ভিন্নরূপ বোধ হয়। একথা যদু বাবু বলিয়াছেন, এ বড় গুরুতর কথা। ইহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরিষদে আপাততঃ ব্যাকরণ লইয়া তর্ক চলিতেছে—ব্যাকরণ ঠিক করিবার সময় এখনও আসে নাই; বিশেষতঃ এই তর্ক বিতর্কে সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যাইতেছে তাহা ভাল নহে, এ তর্ক বিতর্ক এখন আবশ্যক। ব্যাকরণ যে ভাবে আছে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই। ইহা ক্রমে আপনিই মীমাংসিত হইবে। ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? দলাদলিই বা কেন? গবর্ণমেণ্ট সহজে একার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে পণ্ডিতগণ পরামর্শ দিয়া প্রবৃত্ত করাইতে পারেন? উচ্চারণ প্রভেদে ভাষার বর্ণাশুদ্ধিও কমিবে। প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কতকগুলি অক্ষর উচ্চারণ হিসাবে অনাবশ্যক স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণমালা একটা সুরে বাঁধা—বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত। তাহা অঙ্গহীন করি কেন? সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, শুনিয়াছি আমাদের উচ্চারণ বিকৃতির একটা কারণ পালি প্রাকৃত সংস্কৃত পুরা গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালায় সেই সকল হইতে গৃহীত শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃতামূলক নহে। ক্রমে সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। উচ্চারণ শিক্ষা সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। তিনি উপস্থিত থাকিলে অনেক সমস্যার নির্ণয় হইত। সংস্কৃত যদি হুবাহুব বাঙ্গালায়

চলে, তবে আর বাঙ্গালা থাকে কেন? প্রাকৃত চারি প্রকার—তাহাতে কোথাও একটা স আছে। কথিত ও লিখিত ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে। সংস্কৃত উচ্চারণে সূক্ষ্ম দেখা আছে। ইতবে তাহা পাবে না বলিযাই প্রাকৃতের সৃষ্টি। তাহা বাঙ্গালায় চলিবে কি? আমরা উচ্চারণে বর্গ ছাড়িয়াছি, কিন্তু বর্ণমালায় কোন বর্গ ছাড়ি নাই। আসল কথা বাঙ্গালার মূল সংস্কৃতের হুবাহুব অনুকরণ চলিবে কি? সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ কবিতে পাবিলে গৌণভাবে বাঙ্গালা উচ্চারণ যথাসম্ভব করিতে হইবে এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃতানুযায়ী উচ্চারণ প্রচলন কতদূর সম্ভব হইবে তাহাও বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালা যদি দেবনাগরে লিখিত হয়, সেই রূপে উচ্চারিত হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি? সংস্কৃত অক্ষর বলিলেই কি দেবনাগর অক্ষর বুঝায়? সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গেই কি দেবনাগর সৃষ্ট হয? তন্ত্রে তাহা দেখা যায় না

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের সকল কথায় আমার সম্মতি নাই। তবে মূল উদ্দেশ্য সফল হইলে ভাল হয। কাহারও কথায উচ্চারণ স্থির হয় না, উচ্চারণের পরিবর্ত্তনও সহজ নহে। আমি পূর্ব্বে বলিযাছি এবং যতীন্দ্র বাবুও বলিযাছেন সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করিলে ও সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলে ভাল হয। সহজেই বঙ্গদেশের Babu Sanskrit সংশোধিত হইতে পাবে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে হইতে পারে। তবে এ বিষযে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই পণ্ডিত শ্রেণীর মত চালাইবেন। তাঁহাদের মত বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। শুদ্ধ বাঙ্গালা প্রাদেশিকতা রক্ষা করিয়া আদর্শানুযায়ী করা কর্ত্তব্য। মূলের সহিত যোগ রাখিয়া যথা সম্ভব বিশুদ্ধি রক্ষা করা ভাল। সন্ধান করিলে কতকগুলি নিয়মও পাওয়া যাইতে পারিবে। ছেলে, খেলা, যেমন কেন ইত্যাদির প্রকারের উচ্চারণ কোন্ নিয়মে ভিন্ন হয়? লিখি পূজা কিন্তু উচ্চারণ করি পূজো ইহার কারণ কি? এসব নিয়ম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রবন্ধকারের দেবনাগরে সংস্কৃত লিখিয়া বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করিবার প্রস্তাব অতি উত্তম। এখন গতাযাতের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে অন্যত্র হইতে পণ্ডিত আনাইয়া সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করা সহজ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সভাপতি।

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ রবিবার অপরাহ্ণে পরিষদের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এস, পি, এস,
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ,
,, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, গোবিন্দলাল দত্ত
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল,
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ,
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সমাজপতি
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
,, বিহারীলাল সরকার
,, সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ,
,, বাণীনাথ নন্দী
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
,, সত্যচরণ সেন গুপ্ত
,, করুণাকুমার সেন গুপ্ত
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
,, যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বিদ্যাভূষণ
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল,
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, (সম্পাদক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ, }

আলোচ্য বিষয়—(১) সভাপতির আহ্বান, (২) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব, (৩) ১৩০৯ সালের কর্ম্মচারী নিয়োগ, (৪) সহযোগী পত্রিকা সম্পাদক ও সহকারী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়ের প্রস্তাব, (৫) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত যাবজ্জীবন সভাপদের নিয়ম অনুমোদন, (৬) বিবিধ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে গতবর্ষের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বহু গুণের ও যোগ্যতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আগামীবর্ষের জন্য সভাপতিপদে বৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিয়োগ গৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, } সহকারী সভাপতি
বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, }
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর }
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,—পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ,—সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী—গ্রন্থরক্ষক
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,—আয়ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমানবর্ষের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আগামীবর্ষে আমরা সভাপতি মহাশয়কে ও হেমেন্দ্র বাবুকে পাইব না। উভয়েই পরিষদের সহিত যে ভাবে জড়িত তাহাতে আমরা সহজেই আশা করি, তাঁহাদের সহিত পরিষদের সংস্রব কখনও যাইবে না, তথাপি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। সভাপতি মহাশয় যেরূপ আন্তরিকতা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার সহিত পরিষদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট পরিষদের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাষার অতীত। আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করি। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা দুঃখিত। আমরা তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক পদে অবস্থিত থাকিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহিত্যিক কার্য্যে অবকাশাভাব হয় বলিয়া তিনি উহাতে অনিচ্ছুক। তাঁহার মত উৎসাহী, কৃতবিদ্য, সহকারী সম্পাদক সহজে পাওয়া যাইবে না। পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, সভাপতি মহাশয় আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। হেমেন্দ্র বাবু নানাপ্রকারে পরিষদকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের প্রথম আট জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনরক্ষক হওয়ায় অব্যবহিত পরবর্ত্তী তিন জনকে তাঁহাদের স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করা হইল।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম, এ,	শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	,, রমণীমোহন মল্লিক
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	,, এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালী।

ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত

সমান সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবুকে মনোনীত সভ্য করাতে শ্রীযুক্ত এস, কে, রসনওয়ালী মহাশয় উক্ত স্থান পাইলেন।

মনোনীত সভ্য

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	,, গোবিন্দলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে অন্যান্য বিদায়গ্রাহক কর্ম্মচারিদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক ১৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সুবোধচন্দ্র দাস ১১নং ক্যাথিড্রাল মিসন্ লেন।
,,	,,	,, শৌরীন্দ্রনাথ দে ১৩৷১ হ্যারিসন রোড।
,,	,,	,, যজ্ঞেশ্বর বাগচী, হাইকোর্ট।
,,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কুঞ্জমোহন চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট।
,,	,,	,, হরেন্দ্রনাথ বসু ৭৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, অমরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ৩২৷১ ঝামাপুকুর ষ্ট্রীট।
,, অনাথনাথ পালিত	,,	,, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্যপ্রেস, শ্যামপুকুর।
,,	,,	,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
কবিরাজ সত্যচরণ সেন গুপ্ত	,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, প্রমথনাথ মিত্র লোকো আফিস, কাঁচড়াপাড়া।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী চাঁচোল, মালদহ।
শ্রীযুক্ত সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ বিদ্যারত্ন ভারতী চতুষ্পাঠী, ৫নং ডক্টরস্ লেন।
,, মন্মথমোহন বসু	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।	,, নগেন্দ্রকুমার বসু ২৭নং চুনাপুকুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ৪ নং গোকুলমিত্রের লেন।
"	"	,, নন্দলাল কবিরত্ন বিদ্যাবিনোদ জেনারেল এসেম্বলি।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, অম্বিকাচরণ বসু উকীল, যশোহর।
"	"	,, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
"	"	,, রাধিকানাথ দত্ত ঐ ঐ
"	"	,, কিরণচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ
"	"	,, নিবারণচন্দ্র বসু ঐ ঐ
"	"	,, হীরালাল বসু ষ্টেশন মাষ্টার, ঝিকারগাছা।
"	"	,, হৃদয়নাথ মজুমদার হেড মাষ্টার, সম্মিলনী স্কুল, যশোহর।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—অভিভাষণে আমি দুই চারিটী কথা বলিতে চাহি। আমার মনে হইয়াছিল, আজ গতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির ইতিহাস দিতে পারিলে উপযুক্ত বিষয়ের চর্চ্চা হইত। সে বিষয়ে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; যিনি সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও উদ্যোগী হয়েন নাই। বিদায়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকে। বিশেষ আপনারা যেরূপ ভাবে আমার কৃত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় সহজেই কৃতজ্ঞতা ভারাবনত হইয়া পড়ে। গতবর্ষের পরিষদের কয়জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; অনেকে মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে সাহিত্যকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা আজ আমার বিশেষ মনে পড়িতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইহা যেমন দুঃখের কথা, তেমনই আমাদের আনন্দের কথাও আছে। পরিষদের সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের বিচারকের পদে উন্নীত হইয়াছেন ও সে পদে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ভাষায় প্রথম এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ও প্রকাশ পরিষদের শুভ চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন বিশেষ আদৃত হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের

সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্তির আশাও করা যাইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় নানা বাধা দেখিয়া স্বহস্তে কার্য্যভার লইয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের আরও উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

আলোচ্যবর্ষে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই প্রধান। এ বিষয়ের আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক পরিষদের গাম্ভীর্য্যোপযোগী হউক বা না হউক—কারণ দুর্ব্বল প্রকৃতি আমাদের সত্যের আলোচনাও স্পর্দ্ধা ও সংস্কার কলুষিত হইয়া পড়ে—ইহাতে উপকার হইয়াছে। ব্যাকরণের গতি কোন্ দিকে হইবে তাহা বিবেচ্য। আমাদিগকে ভাষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা করিতে হইবে। উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা একান্ত সুখের বিষয়। বাঙ্গালায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। সে বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাকরণ গঠন করিতে পারিলে একটি বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইংরাজীতে এখন লাটিন বহুল শব্দ সমাদৃত—জনসনের রচনা প্রণালী অব্যাহত। ব্রাইট, বাস্কিন প্রভৃতির ভাষা সুললিত; কিন্তু Anglo Saxon ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়স্পর্শী হওয়াতেই তাহার সার্থকতা। পরিষদে তর্কবিতর্কে যদি বঙ্গভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা যথেষ্ট সুফল বলিতে হইবে।

বানান কিরূপ হইবে—phonetic হইবে কি না, মূল সংস্কৃতানুযায়ী হইবে কি মধ্যস্তরে পালির অনুযায়ী হইবে, তাহা বিবেচ্য। সাহিত্য ব্যবসায়ীরা যদি একটা পদ্ধতির অনুসরণ করেন তবেই একরূপ বানান স্থির ও প্রচলিত হয়। ইহার একটা আদর্শ দিতে পারিলে ভাল হয়। উচ্চারণ সম্বন্ধেও একটা আদর্শ গঠনের চেষ্টা আবশ্যক ও সময়োপযোগী, সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃতে করিতে পারিলেই ভাল হয়। তাহা অপেক্ষাকৃত সহজও বটে, কারণ সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উচ্চারণ বিশুদ্ধি প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা রচনায় কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা আলোচনার যোগ্য। সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম করা দুষ্কর। Loveএর অর্থ প্রেম প্রীতি ইত্যাদি, কিন্তু ভালবাসা বলিলেই ঠিক ভাবটি ব্যক্ত হয়। প্রচলিত কথা ত্যাগ করা সম্ভব হইবে না। সে সব কালের উপর নির্ভর করিবে। ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাব প্রকাশক শক্তি অব্যাহত রাখিয়া যিনি রচনা করিবেন তিনিই বরেণ্য। পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে।

আলোচ্যবর্ষে অনুবাদের কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। আগামীবর্ষে তাহাতে আরও মনোযোগ দিলে উপকার হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষ অভাব আছে। একরূপ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও হইতে পারে। সুখের বিষয় যজ্ঞেশ্বরবাবু ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের ভার লইয়াছেন। আমাদের আরও মনোযোগ দান আবশ্যক।

গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে গৃহ যত অল্প হয় করা কর্ত্তব্য। গৃহ সুদৃশ্য, কার্য্যোপযোগী ও অল্পব্যয়-সাধ্য হওয়া আবশ্যক।

পরিষদের কার্য্যপ্রণালী প্রসার ও উন্নতি প্রাপ্ত হইলে পরিষদ গৌরবান্বিত হইবে এবং পরিষদের প্রশংসা সাহিত্য-সেবকের আগ্রহের বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে বিদুষী সাহিত্য সেবিকার সংখ্যা এখন আর নগণ্য নহে। তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণিভুক্ত করিয়া সভ্যের যথাসম্ভব অধিকার দানের সময় আসিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে পরিষদের ভার দিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আশা করি তাঁহার হস্তে পরিষদ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

সহযোগী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ অনুমোদিত হইল।

যাবজ্জীবন সভ্য সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনুমোদন কালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, যখন দুই শত টাকার সুদে বৎসরে ৬৲ টাকা হয়, তখন ৫০০৲ টাকার স্থলে ২০০৲ টাকা লইয়া যাবজ্জীবন সভ্য করিবার নিয়মই সঙ্গত। স্থির হইল, এ নিয়ম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া করিতে হইবে। নিয়ম অনুমোদিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত
সভাপতি।